তাহকীক
জুয আল-কিরাআত

ইমাম বুখারী (রহ.)

মুক্তাদীর সর্বোত্তম ক্বিরাআত

(তাহক্বীক্ব জুয আল-ক্বিরাআত)

মূল ঃ শায়খ ইমামুল হুজ্জাহ আবূ 'আবদুল্লাহ্ বিন ইসমাঈল
বিন ইবরাহীম বিন মুগীরাহ্ আল বুখারী আল-জু'ফী

তাওহীদ পাবলিকেশন্স এর অনুবাদ ও গবেষণা বিভাগ কর্তৃক
অনূদিত ও সম্পাদিত

প্রকাশনায়
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
ঢাকা-বাংলাদেশ

মুক্তাদীর সর্বোত্তম ক্বিরাআত

(তাহক্বীক্ব জুয আল-ক্বিরাআত)

মূল ঃ শায়খ ইমামুল হুজ্জাহ আবূ 'আবদুল্লাহ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরাহ্ আল বুখারী আল-জু'ফী

প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারী ২০১৪

প্রকাশনাঃ

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

[কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর গণ্ডিতে আবদ্ধ নির্ভরযোগ্য প্রকাশনায় সচেষ্ট]

৯০, আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০

ফোন: 7112762, 01190-368272, 01711-646396, 01919-646396

ওয়েব: www.tawheedpublications.com

ইমেল: tawheedpp@gmail.com

প্রচ্ছদ: আল-মাসরূর

ISBN: 978-984-90230-2-9

মূল্যঃ ১৭০ (একশত সত্তর) টাকা মাত্র।

মুদ্রণ:

হেরা প্রিন্টার্স.

৩০/২, হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা

সূচীপত্র

গবেষকের বাণী

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি এবং তাঁরই কাছে সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। মহান আল্লাহ তা'আলার কাছেই আমরা শয়তানের প্ররোচনা থেকে এবং আমাদের যাবতীয় মন্দ কাজ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে পথ দেখান, তিনি কখনো পথভ্রষ্ট হতে পারেন না এবং যাকে তিনি বিপথগামী করেন, তিনি কখনো সঠিক পথের সন্ধান পান না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো অংশিদার বা সহযোগী নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দাহ এবং বার্তাবাহক। তাঁর ওপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।

নিশ্চয়ই সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব, আর সর্বোত্তম হিদায়াত হচ্ছে মুহাম্মাদ ﷺ-এর হিদায়াত, প্রতিটি নব আবিষ্কার হচ্ছে বিদআত, আর প্রতিটি বিদআতই হচ্ছে ভ্রষ্টতা, আর প্রতিটি ভ্রষ্টতাই জাহান্নামের (ইন্ধন)।

আমি আল্লাহর নিকট অভিশপ্ত শয়তানের আশ্রয় প্রার্থনা করছি। পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।

আল্লাহ তা'আলার বাণী :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর। আর তোমাদের আমলগুলোকে বিনষ্ট করো না। (সূরা মুহাম্মাদ : ৩৩ আয়াত)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে আমার আনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে অবাধ্য হবে সে প্রত্যাখ্যাত হবে।[১]

ইসলামের স্তম্ভসমূহ হচ্ছে পাঁচটি :

১। আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল এ সাক্ষ্যবাণীদ্বয়ের সাক্ষ্য প্রদান। ২। সালাত প্রতিষ্ঠা। ৩। যাকাত প্রদান করা। ৪। রমাযানের সওম পালন করা। ৫। হজ্জ পালন

---

১. সহীহুল বুখারী : ৭২৮০

করা। [২]

সালাতে সূরাহ ফাতিহার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে মুতাওয়াতির হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে: ((সূরাহ ফাতিহা ব্যতীত কোনো সালাত নেই।)) [দেখুন: এই গ্রন্থের হাদীস নং-১৯]

এ বিষয়ে মুসলিম পণ্ডিতদের বহু বই লিখিত আছে, যেমন আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস, সর্বশেষ্ঠ মুহাদ্দিস শাইখুল ইসলাম আবূ আবদুল্লাহ আল বুখারী (রহ.)-এর জুয আ-ক্বিরাআত এবং ইমাম বাইহাকী (রহঃ) এর কিতাবুল ক্বিরাআত খালফাল ইমাম (ইমামের পিছনে পঠিতব্য ক্বিরাআত) ইত্যাদি। অত্র গ্রন্থটি ইমাম বুখারীর সেই বিখ্যাত কিতাব : জুয আ-ক্বিরাআত যেটি "আল-ক্বিরাআত খালফাল ইমাম" বা "খাইরুল কালাম ফিল ক্বিরাআত খালফাল ইমাম" নামে প্রসিদ্ধ।

এ গ্রন্থের হাদীস বর্ণনাকারীগণ:

অত্র গ্রন্থের প্রধান হাদীস বর্ণনাকারী হলেন: " মাহমুদ বিন ইসহাক আল খাজাঈ আল কাসওয়াস (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)

হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাঁর বর্ণিত একটি হাদীসকে হাসান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। [৩]

মুহাদ্দিসগণ যদি কোনো হাদীসকে সহীহ অথবা হাসান এর মর্যাদা দেন, তাহলে সেই হাদীসটির সকল বর্ণনাকারীদেরও তাওসিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। [৪]

মাহমুদ বিন ইসহাক থেকে তিনজন সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন, তারা হলেন:

১. আবূ নসর মুহাম্মাদ বিন আহমদ বিন মুসা আল মালহ্মি (৩১২-৩৯৫ হিজরি)

২. আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল হুসাইন আর-রাজি আল দারীর (মৃত্যু.৩৯৯ হিজরি)। [৫]

---

২. সহীহুল বুখারী ৮, মুসলিম ১৬, তিরমিযী ২৬০৯, নাসায়ী ৫০০১, আহমাদ ৪৭৮৩,

৩. মাওয়াফিক আল খবর আল খবর: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪১৭

৪. দেখুন: নাসবুর-রাইয়াহ, আয্যাইলাঈ। ১৪৯/১, ২৬৪/৩

৫. তারিখ বাগদাদ: ৪৩৮/১৩, আল ইরশাদ, আল খলিলী: ৯৭৪/৩, তাদখিরাতুল হুফাদ: ১০২৯/৩, টি. ৯৬০

৩. আবুল ফযল আহমদ বিন আলী বিন আমর আল সুলাইমানি আল বাইকান্দি আল বুখারি (৩১১-৪৫৪ হিজরি)[৬]

হাফিয বিন হাজার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর মতে উপরোল্লিখিত মাহমুদ বিন ইসহাক একজন সিকাহ (নির্ভরযোগ্য), সুদুক (সত্যবাদী) এবং হাসানুল হাদীস। কোনো মুহাদ্দিস তাকে মাজহুল বলে ঘোষণা করেননি। চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শতাব্দির মিথ্যাবাদীদের বক্তব্য হলো- তিনি মাজহুল এবং একেবারে তৃণমূল থেকে তিনি প্রত্যাখ্যাত। [৭]

আয-যাহাবী রচিত তারিখ আল-ইসলাম গ্রন্থেও মাহমুদ বিন ইসহাক আল বুখারি আল কাসওয়াসের কথা উল্লেখ রয়েছে।

তার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন: **"তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন।"**

মুহাদ্দিস আবূ ইয়ালা খলিলী ক্বাযবিনি (মৃত্যু-৪৪৬ হিজরি) লেখেন:

"বোখারার শেষ পর্যায়ে মাহমুদ ইমাম বুখারীর আজযা বর্ণনা করেছেন, মাহমুদ হিজরি ৩৩২ সালে ইনতিকাল করেন।"[৮]

মাহমুদের ছাত্র: আল-মালাহমিও একজন সিকাহ (নির্ভরযোগ্য)। [৯]

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম বুখারীর প্রতি উক্ত কিতাবের কৃতিত্ব জ্ঞাপন সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ বা সহীহ; অতএব আধুনিক শতাব্দিতে এই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের বিষয়ে কিছু লোকের সমালোচনা সঠিক নয়। ইমাম বুখারী ও অন্যান্য প্রধান প্রধান বিদ্বান ব্যক্তিরাও ইমাম বুখারীর কিতাব-আল-ক্বিরাআত গ্রন্থ থেকে তথ্য গ্রহণ করেছেন। তারাও যে এটিকে ইমাম বুখারীর লিখিত কিতাব হিসেবে বিবেচনা করতেন, এটাই তার প্রমাণ।

ইমামের পেছনে দাঁড়িয়ে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করার বিষয়ে দলীল:

কুরআনের আলোকে:

১. মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন: **এবং আমি আপনাকে সাতটি বার বার পঠিতব্য আয়াত, (সূরাহ ফাতিহা) এবং মহান কুরআন দিয়েছি।** [হিজর: ৮৭]

---

৬. তাদখিরাতুল হুফাদ: ১০৩৬/৩, টি.৯৬০

৭. দেখুন: জুয আল ক্বিরাআত, প্রথম সংস্করণ, আল বুখারী, পৃষ্ঠা ১৩

৮. আল ইরশাদ ফি মা'আরিফা উলামা-উল-হাদীস: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৯৬৮, টি. ৮৯৫

৯. তারিখ বাগদাদ: ৩৫৬/১ টি.২৮৫

আল্লাহর নবী (ﷺ) বলেন: বার বার পঠিত সাতটি আয়াত হলো সূরাহ ফাতিহা। [১০]

কুরআনের মুফাসসির কাতাদাহ বিন দি'আমাহ (তাবিঈ) বলেন:

ফরয বা নফল যে সালাতই হোক না কেন, সূরাহ ফাতিহা প্রতি রাকাতেই পাঠ করা হয়। [১১]

২. **আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: অতএব, কুরআনের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ মনে হয় ততটুকুই তিলাওয়াত কর।** [আল মুয্যাম্মিল: ২০]

সালাতে তিলাওয়াত ফরজের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এই আয়াতকেই আবূ বকর আহমদ বিন আলি আর-রাজি আল-জাসাস হানাফি[১২], এবং মোল্লা আবুল হাসান আলি বিন আবূ বকর আল মারগিনানি [আল-হিদায়াহ আওয়ালিন: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯৮ অধ্যায়: সীফাত আস সালাত] ও অন্যান্যরা দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

নসর বিন মুহাম্মাদ আল-সমরকান্দি আল হানাফি (মৃত্যু: ৩৭৫ হিজরি) লিখেছেন:

এ আয়াত দ্বারা রাতের সালাতকে বোঝানো হয়েছে, এবং বলা হয়েছে যে, কুরআনের যে অংশ সহজ মনে হবে, সকল সালাতে সেখান থেকেই পাঠ কর। [১৩]

আবূ বকর আল জাসাস সম্পর্কে হাফিয যাহাবি লিখেছেন:

মুতাজিলাহ'র প্রতি তার ঝোঁক বা প্রবণতা ছিল, তার বইতে যা কিছু আছে তার সবই এই কেন্দ্রিক, (উদাহরণস্বরূপ দেখুন) মাসআ'লা রুবিয়াত (আল্লাহর দর্শন), এবং অন্যান্য। [১৪]

এর মানে হলো তিনি (আবূ বকর আল-জাসাস) মুতাজিলি ছিলেন। ড. মুহাম্মাদ হুসাইন আয-যাহাবি লিখেছেন: মানসুর বিল্লাহ তার তাবাক্বাত

---

১০. সহীহ বুখারি: ৩৮০/৩, হিজরি.৪৭০৪

১১. তাফসীর আবদুর রাজ্জাক: ১৪৫৬, তাফসির বিন জারির আত-তাবারি: খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠা ৩৯, সূত্র-সহীহ

১২. আহকাম আল-কুরআন: খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩৬৭

১৩. তাফসির সমরকান্দি: ৪১৮/৩

১৪. তারিখ-উল-ইসলাম, আয-যাহাবী: খণ্ড ২৬ পৃষ্ঠা ৪৩২

আল মুতাজিলা গ্রন্থে তার কথা উল্লেখ করেছেন, এবং আপনি এটা এই বক্তব্যানুসারে তার তাফসিরে পাবেন। [১৫]

৩. আল্লাহ (সুবহানাহু তা'আলা) বলেন: **এবং মানুষ যার জন্য চেষ্টা বা সংগ্রাম করে, তা ব্যতীত তার কাছে কিছুই থাকে না।** [নজম: ৩৯]

৪. আল্লাহ (সুবহানাহু তা'আলা) বলেন: আপনি আপনার ভেতর থেকে বিনয় ও ভয়ের সঙ্গে আপনার প্রতিপালককে স্মরণ করুন। [আ'রাফ; ২০৫]

হাফিয বিন হাজাম আন্দালুসি (মৃত্যু. ৪৫৬ হিজরি) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন:

এর অর্থ হলো নীরবে স্মরণ করা (যিকর), এবং জোরে বা উচ্চৈঃস্বরে জিকর করা পরিত্যাগ করতে হবে। [১৬]

৫. আল্লাহ (সুবহানাহু তা'আলা) বলেন: (এবং যখন তারা তাদের রাসূলের (ﷺ) প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা মনোযোগ দিয়ে শোনে) তখন তারা বলে: "হে আমাদের প্রভু! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করছি; অতএব আমাদেরকে সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করুন। [মায়িদাহ: ৮৩]

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, তখন কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রয়োজনীয় কথা বলা যাবে।

৬. আল্লাহ (সুবহানাহু তা'আলা) বলেন: এবং যখন তাদেরকে (কুরআন) তিলাওয়াত করে শোনানো হয়, তখন তারা বলে: "আমরা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছি। এটা আমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে পরম সত্য। [ক্বাসাস: ৫৩]

৭. আল্লাহ (সুবহানাহু তা'আলা) বলেন: **হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (মুহাম্মাদ) (ﷺ) আনুগত্য কর এবং তোমাদের কর্মকে নিষ্ফল করে দিও না।** [মুহাম্মাদ: ৩৩]

৮. আল্লাহ (সুবহানাহু তা'আলা বলেন: **আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তোমাকে যাই দিক না কেন, তা গ্রহণ কর; এবং যা তিনি নিষেধ করেন, তা থেকে নিজেকে বিরত রাখ।** [হাশর: ৭]

---

১৫. আল তাফসির ওয়াল মাফাসসিরুন: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৩৮

১৬. আল-মুহাল্লা: খণ্ড ৩ পৃষ্ঠা ২৩৯, মাসআ'লা: ৩৬০] আরো বিস্তারিত জানতে: দেখুন: তজিহুল কালাম (খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০২-১১৮)

৯. আল্লাহ (সুবহানাহু তা'আলা) বলেন: **এবং আমরা আপনার (হে মুহাম্মাদ (ﷺ)) প্রতি যিকর্ [স্মরণিকা ও উপদেশ (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি তাদের কাছে কী অবতীর্ণ হয়েছে তা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন।** [নহল: ৪৪]

মারফু' হাদীস থেকে:

১. উবাদা বিন আস-সামিত [রাদিয়াল্লাহ আনহু] থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

((যে সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করে না তার জন্য কোনো সালাত নেই।))[১৭]

২. আবূ হুরায়রাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

((যে ব্যক্তি সালাত আদায় করল, কিন্তু (সালাতে) সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করল না, তার সালাত বৈধ হল না। এ কথাটি আল্লাহর রাসূল(ﷺ) তিনবার উচ্চারণ করলেন।))[১৮]

৩. আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

((যে সালাতে সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করা হয়না, সে সালাত অবৈধ।))[১৯]

৪. আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

((যে সালাতে সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করা হয় না সেই সালাত অবৈধ।))[২০]

৫. আবদুল্লাহ বিন 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

((যে সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করে না তার জন্য কোনো সালাত নেই।))[২১]

. আবূ হুরায়রাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

---

১৭. জুযুল-ক্বিরাআত: হাদীস.২, সহীহ বুখারি: ৭৫৬, সহীহ মুসলিম: ৩৪, ৩৯৪/৩৬

১৮. জুযুল-ক্বিরাআত: ১১, সহীহ মুসলিম: ৩৯৫

১৯. সুনান ইবনে মাজাহ: ৮৪০, আহমদ: ২৭৫৬ হাদীস নং-২৬৮৮৮

২০. জুযুল-ক্বিরাআত: ১৪, ইবনে মাজাহ: ৮৪১

২১. ক্বিরাআত আল-ক্বিরাআত, আল-বায়াহাকি:, পৃষ্ঠা ৫০ হাদীস নং-১০০, সূত্র-সহীহ

((তিলাওয়াত ব্যতীত কোনো সালাত নেই।))[২২]

৭. আবূ হুরায়রাহ্ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

((প্রতি সালাতেই তিলাওয়াত করা হয়।))[২৩]

৮. আবূ হুরায়রাহ্ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

((তোমাদের প্রত্যেকেরই তিলাওয়াত করা উচিত।))[২৪]

৯. একজন বদরী সাহাবী (যে সাহাবী বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন) (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

((প্রথমে তাকবীর বল, অতঃপর তিলাওয়াত, অতঃপর রুকূ' কর।))[২৫]

খাস দলিল (নির্দিষ্ট প্রমাণ):

১. আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (তাঁর মুক্তাদিদের/অনুসারীদের) বলেন:

((তোমরা এটা (তিলাওয়াত) কর না, তোমরা প্রত্যেকেই মনে মনে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করবে।))[২৬]

মাতরূক হাদীস বিশারদ ফকিরুল্লা আল-মুখতাসাস"আল-আতহারি" আল দেওবন্দি আল-কাওয়াকিব আল দুররিয়াহ'র দলিল খণ্ডণ করতে গিয়ে উল্লেখ করেন:

"জুয-আল-ক্বিরাআতে ইমাম বুখারি উক্ত হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেন: 'আন রাজুল মিন আসহাবিন-নাবি (রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক সাহাবী থেকে বর্ণিত), এবং তিনি হাদীসটি আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেননি, অতএব তিনি কিভাবে উক্ত হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করলেন?"[২৭] আমার (শেখ যুবায়েরের)ছাত্র, আবূ তাক্বিব মুহাম্মাদ বিন গোলাম সারওয়ার আল-হাদরাবী, উক্ত ফকিরুল্লাহকে উক্ত বিষয়ে (৬ মার্চ, ২০০০) একটি চিঠি লেখেন, যার কোনো জবাব অবশ্য তিনি দেননি এবং এ বিষয়ে চুপ হয়ে যান। আলহামদুল্লিাহ, আমার কাছে এখনো ঐ চিঠির একটি অনুলিপি আমার কাছে রয়েছে।

---

২২. সহীহ মুসলিম: ৩৯৬, জুয আল-ক্বিরাআত: ১৫৩

২৩. জুয আল-ক্বিরাআত: ১৩, সহীহ বুখারী: ৭৭২, সহীহ মুসলিম: ৩৯৬

২৪. জুয-আল ক্বিরাআত: ৭৩, আবূ দাউদ: ৮২১, সূত্র: সহীহ

২৫. জুয-আল-ক্বিরাআত: ১০৩, হাদীসটি সহীহ

২৬. জুয-আল-ক্বিরাআত: ২৫৫, ইবনে হিব্বান: ৪৫৮, ৪৫৯, এবং আল-কাওয়াকিব-আল-দুররিয়াহ, পৃষ্ঠা ১৯, সহীহ

২৭. রিসালাহ ফাতিহাহ খালফ আল-ইমাম, দি রিফিউটেশন অব আলী যাই:, পৃষ্ঠা ১৩

২. একজন সাহাবী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (তার মুক্তাদিদের/অনুসারীদের) বলেন: ((তোমরা এটা (তিলাওয়াত) কর না, তোমরা প্রত্যেকেই মনে মনে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করবে।))[২৮]

৩. নাফি বিন মাহমুদ (তাবেঈ) উবাদাহ বিন আস-সামিত (সাহাবী) (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (তার মুক্তাদিদের/অনুসারীদের) বলেন:

((তোমরা সূরাহ ফাতিহা ব্যতীত অন্য কিছু তিলাওয়াত করবে না, কারণ সূরাহ ফাতিহা তেলওয়াত ব্যতীত কারো জন্য কোনো সালাত নেই।))[২৯]

আর একটি সূত্রে এ কথা বলা হয়েছে:

((যখন আমি উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত করব, তখন তোমাদের কেউ সূরাহ ফাতিহা ব্যতীত অন্য কিছু তিলাওয়াত করবে না।))[৩০]

(মনে রাখতে হবে যে) নাফি' বিন মাহমুদ একজন সিকাহ (নির্ভরযোগ্য), জামহুর তাকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

৪. আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (তাঁর মুক্তাদিদের/অনুসারীদের) বলেন:

((সূরাহ ফাতিহা ব্যতীত তোমরা অন্য কিছু তিলাওয়াত কর না।))।[৩১]

৫. মুহাম্মাদ বিন ইসহাক মাকহূল থেকে, তিনি মাহমুদ বিন আর-রাবি (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে, তিনি উবাদাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (তাঁর মুক্তাদিদের/অনুসারীদের) বলেন:

((সূরাহ ফাতিহা ব্যতীত তোমরা অন্য কিছু তিলাওয়াত কর না, কেননা যে ফাতিহা তিলাওয়াত করে না, তার জন্য কোনো সালাত নেই।))[৩২]

---

২৮. জুয-আল-ক্বিরাআত: ৬৭ এবং আল-কাওয়াকিব:, পৃষ্ঠা ২৯, সহীহ

২৯. কিতাব আল-ক্বিরাআত, আল বায়হাক্বী:, পৃষ্ঠা ৬৪, হাদীস-১২১, সূত্র: হাসান, ইমাম বায়হাক্বী হাদীসটিকে সহীহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন

৩০. সুনান আন নাসাঈ: ৯২১, জুয-আল-ক্বিরাআত: ৬৫, আল-কায়াকিব আল দুররিয়াহ:, পৃষ্ঠা ২৯

৩১. জুয-আল-ক্বিরাআত: ৬৩, আল-কাওয়াকিব আল দুররিয়াহ:, পৃষ্ঠা ৩৫, সূত্র হাসান

৩২. জুয-আল-ক্বিরাআত: ২৫৭, আল-কাওয়াকিব আল দুররিয়াহ:, পৃষ্ঠা ৪১

জামহুর এর মতে, মুহাম্মাদ বিন ইসহাক হাসান উল-হাদীস এবং একজন সিকাহ। আলা বিন হারিছ তাকে মুতাবিয়া (সমর্থন) করেছেন।[৩৩]

তবে মাকহূল যে মুদাল্লিস এ ব্যাপারে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।[৩৪]

৬. মু'য়াবিয়াহ বিন আল-হাকাম আল-সালামি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (তাঁর মুক্তাদিদের/অনুসারীদের) বলেন:

((সালাতের সময় অন্য কারো সঙ্গে কথা বলা মানানসই নয়, যদি তা আল্লাহর প্রশংসা করে, তার মহত্ত্ব ঘোষণা করে বলা হয় এবং কুরআন তিলাওয়াতও হয়।))[৩৫]

একজন মুকতাদি তাসবিহ এবং সালাতে তাকবীর বলার মতো করেই তিলাওয়াত (সূরাহ ফাতিহা) করবেন।

৭. আবদুল্লাহ বিন আমর আল-আস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসের সারাংশ হলো যে:

((তিনি আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পেছনে তিলাওয়াত করতেন যখন তিনি চুপ হয়ে যেতেন (বিরতির সময়) এবং যখন আবার তিনি (রাসূল) তিলাওয়াত শুরু করতেন, তখন তিনি (আবদুল্লাহ বিন আমর) চুপ থাকতেন।))[৩৬]

৮. আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

((যখন সালাতের ইকামাত শেষ হবে, তখন তাকবির পাঠ করবে, অতঃপর তিলাওয়াত (ফাতিহা) করবে এবং তারপর (ইমামের সঙ্গে) রুকূ' করবে।[৩৭]

৯. রাফা'হ বিন রাফি'আল-যারকি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যখন সালাতের ইকামাত শেষ হবে, তখন তাকবীর বলবে,

---

৩৩. দেখুন কিতাব আল-ক্বিরাআত, আল-বায়হাক্বী, পৃষ্ঠা ৬২, হাদীস.১১৫, আল-কাওয়াকিব আল দুররিয়াহ: পৃষ্ঠা ৪৬

৩৪. দেখুন: আমার (শেখ যুবায়ের) তাহকীকসহ তাবাক্বাত আল-মুদাল্লিসিন: ৩/১০৮

৩৫. সহীহ মুসলিম: ৫৩৭, জুয-আল-ক্বিরাআত: ৬৯,৭০, এবং আল-কাওয়াকিব আল দুররিয়াহ:, পৃষ্ঠা ৪৯

৩৬. কিতাব আর ক্বিরাআত, আল-বায়হাক্বী:, পৃষ্ঠা ১২৬, হাদীস-৩০১, সূত্র-হাসান, আল-কাওয়াকিব আল দুররিয়াহ:, পৃষ্ঠা ৪৮

৩৭. জুয-আল-ক্বিরাআত:১১৩, সূত্র সহীহ

অতঃপর সূরাহ্ ফাতিহা তিলাওয়াত করবে এবং (কুরআনের) যেখান থেকে সহজ মনে হবে সেখান থেকে তিলাওয়াত করবে, অতঃপর রুকূ' করবে।))[৩৮]

এখানে উল্লেখিত "যা তোমার কাছে সহজ মনে হয়" কথাটি নীরবে সালাত আদায়কারীদের সঙ্গে সম্পর্কিত, যারা উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত করবে তাদের জন্য নয়। দেখুন: হাদীস নং-৩। "এবং তোমার কাছে যা সহজ মনে হয়" কথার অর্থ এই নয় যে, নীরব তিলাওয়াতে সালাত আদায়কারীদের জন্য এটা করা বাধ্যতামূলক। দেখুন: জুয-আল-ক্বিরাআত: ৮।

সাহাবাদের থেকে:

১. 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইমামের পেছনে ফাতিহা পাঠ করার বিষয়ে বলেন:

হ্যাঁ (তিলাওয়াত করবে).... এমনকি আমি তিলাওয়াত করলেও।[৩৯]

২. আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইমামের পেছনে ফাতিহা পাঠ করার বিষয়ে বলেন:

তোমরা নিজেরাও (মনে মনে) এটা (ফাতিহা) তিলাওয়াত করবে।[৪০]

এবং তিনি আরো বলেন: ইমাম যখন সূরাহ্ ফাতিহা তিলাওয়াত করবে, তখন তোমারাও সূরাটি তিলাওয়াত করবে, এবং তার (ইমামের) আগেই তিলাওয়াত শেষ করবে।[৪১]

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, একজন প্রশ্নকারী জানতে চাইলেন:

ইমাম যখন উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত করে, তখন আমাদের কী করণীয়? আবূ হুরায়রাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তার প্রশ্নের জবাবে বলেন:

"তুমি নিজেও ফাতিহা (মনে মনে) তিলাওয়াত করবে।[৪২]

৩. ইমামের পেছনে ফাতিহা পাঠ করার বিষয়ে আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত কর।[৪৩]

---

৩৮. শরহে আস-সুন্নাহ, আল-বাগাবি: জুয-অল-ক্বিরাআত ৩ পৃষ্ঠা ১০ হাদীস নং-৫৫৪ এবং তিনি বলেন: উক্ত হাদীসটি হাসান

৩৯. জুয-আল-ক্বিরাআত : ৫১, সহীহ

৪০. জুয-আল-ক্বিরাআত: ১১, এবং সহীহ মুসলিম: ৩৯৫

৪১. জুয-আল-ক্বিরাআত: ২৮৩, সূত্র সহীহ

৪২. জুয-আল-ক্বিরাআত : ৭৩, সূত্র এর শাহেদসহ এটি হাসান, এবং সহীহ

৪৩. জুয-আল-ক্বিরাআত: ১১, ১০৫, সূত্র হাসান। আল-কাওয়াকিব আল-দুররিয়াহ:, পৃষ্ঠা ৬৮, ৬৯

৪. ইমামের পেছনে ফাতিহা পাঠ করার পরে উবাদাহ বিন আস-সামিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

"হ্যা, এটা [ফাতিহা] ব্যতীত কোনো সালাত নেই।"[৪৪]

উবাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর আরো মতামত জানতে।[৪৫]

শরফরাজ খান সাফদার দেওবন্দি উল্লেখ করেন:

"এটা নিরঙ্কুশভাবে সত্য যে, উবাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইমামের পেছনে সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করার পক্ষে মত দিয়েছেন, এবং এটাই তাঁর তাহকীক, তাঁর পথ এবং তাঁর মাসলাক।"[৪৬]

- তবে অনেক দেওবন্দি আবার ফাতিহা খালফ আল-ইমাম প্রসঙ্গে উবাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং মাহমুদ বিন আর-রাবি'র ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এখানে তার কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো:

- হুসাইন আহমাদ মাদানী তানতাবী দেওবন্দী বলেন:

"উবাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এ হাদীসটি "আন" শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, তিনি একজন মুদাল্লিস, আর একজন মুদাল্লিসের 'আনআনা' গ্রহণযোগ্য নয়।" [তওযীহ তিরমিযী: পৃষ্ঠা ৪৩৬, মাদানি মিশন বুক ডিপো থেকে প্রকাশিত।]

তিনি আরো বলেন:

"যেহেতু বর্ণনাকারীদের মধ্যে একজন হলেন উবাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু), যিনি একজন মুদাল্লিস। [একই গ্রন্থ: , পৃষ্ঠা ৪৩৭] যেহেতু, উবাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একজন বিখ্যাত বদরি (যিনি বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন) সাহাবী, সুতরাং তাকে মুদাল্লিস হিসেবে আখ্যায়িত বা অভিযুক্ত করা সম্পূর্ণ ভুল এবং বাতিল। এক্ষেত্রে স্মরণ রাখা দরকার যে, সাহাবীদের মুরসাল বর্ণনাও গ্রহণযোগ্য।

- মুহাম্মাদ হুসাইন নাইলভি দেওবন্দী মামাতী লিখেছেন:

"আবূ নাঈম ছিলেন মাহমুদ বিন আর-রাবির কুনিয়াহ।"[৪৭]

তিনি আরো উল্লেখ করেন: এটা জেনে রাখা দরকার যে, আবূ নাঈম

---

৪৪. মুসান্নাফ বিন আবূ শাইবাহ: ৩৭৫/১ হাদীস নং-৩৭৭০, সূত্র সহীহ

৪৫. দেখুন: জুয-আল-ক্বিরাআত:৬৫, এবং অন্যান্য।

৪৬. আহসানুল- কালাম: ১৪২/২, এবং আল-কাওয়াকিব আল-দুররিয়্যাহ:, পৃষ্ঠা ১৩

৪৭. 'আদাল আল-কালাম: পৃষ্ঠা ২৯ পুবিন গুলিস্তান খণ্ড ৫ শুমারা: ১২

মাহমুদ বিন আর-রাবি একজন মুদাল্লিস...."[৪৮]

● ওস্তাদ আমীন ওকারবি বলেন:

"আর এই উবাদাহ হলেন মাজহুল আল-হাল। (মীজানুল ই'তিদাল)"[৪৯]

এক্ষেত্রে স্মরণ রাখা দরকার যে, 'উবাদাহ এর বিষয়ে মীজানুল ই'তিদালের রেফারেন্স ব্যবহার জনাব ওকারবির নির্লজ্জ মিথ্যাচার। আলহামদুলিল্লাহ 'উবাদাহ ইবনুস সামিত এর মাজহুল হওয়ার বিষয়ে মীযানুল ই'তিদালে কোনো মতামত নেই।

৫. আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস বলেন:

"ইমামের পেছনেও সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করবে।"[৫০]

৬. আনাস ইমামের পেছনে সূরাহ্ ফাতিহা পাঠ করার পক্ষে, তিনি নীরবে সালাত আদায়কারীদের জন্যও একটি সূরাহ্ পাঠ করার পক্ষে মত দিয়েছেন। সাবিত বিন আসলাম আল-বানানী (তাবেঈ) বলেন:

তিনি (আনাস) আমাদেরকে ইমামের পেছনে সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করার নির্দেশ দিতেন।[৫১]

৭. আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আস ইমামের পেছনে সালাত (জোহর ও আসর) আদায়কালে (সূরাহ মারইয়াম) তিলাওয়াত করতেন।[৫২]

৮. জাবির বিন আবদুল্লাহ আল-আনসারি থেকে বর্ণিত:

"জোহর ও আসরের সালাতের প্রথম দু' রাকআ'তে আমরা ইমামের পিছনে সূরাহ্ ফাতিহা ও অন্য আরেকটি সূরাহ তিলাওয়াত করতাম, এবং বাকি দু' রাকাআ'তে শুধু সূরাহ্ ফাতিহা তিলাওয়াত করতাম।"

৯. উবাই বিন কা'ব ইমামের পেছনে (সূরা ফাতিহা) তিলাওয়াত

---

৪৮. একই গ্রন্থ: পৃষ্ঠা ২৩

৪৯. তাজাল্লিয়াত সাফদার, আশ'আত আল-উলুম আল-হানাফিয়াহ ফায়সালাবাদ কর্তৃক প্রকাশিত, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৫২, এবং আমীন ওকারবির মন্তব্যসহ জুয আল-ক্বিরাআত, পৃষ্ঠা ১৩১ হাদীস নং-১৫০

৫০. মুসান্নাফ ইবনু আবূ শাইবাহ: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৭৫ হাদীস. ৩৭৭৩, সহীহ, আল-কাওয়াকিব আল-দুররিয়াহ: পৃষ্ঠা ৭০, ৭১

৫১. কিতাব আল-ক্বিরাআত, আল বায়হাকী: পৃষ্ঠা-১০১ হাদীস.২৩১, আল-কাওয়াকিব আল-দুররিয়াহ: পৃষ্ঠা ৭৩, সূত্র হাসান।

৫২. জুয আল-ক্বিরাআত: ৬০, আল-কাওয়াকিব আল-দুররিয়াহ:, পৃষ্ঠা ৭৪, ৭৫

করতেন।[৫৩]

তাবেঈদের বক্তব্য থেকে:

১. "ইমামের পেছনে কি আমাকে তেলওয়াত করতে হবে?" এমন এক প্রশ্নের জবাবে সাঈদ বিন জুবায়ের (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন: "হ্যা, এমনকি যখন তুমি ইমামের তিলাওয়াত শুনবে তখনও তিলাওয়াত করতে হবে।"[৫৪]

২. হাসান বসরি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন:

"প্রতি সালাতেই ইমামের পেছনে (মনে মনে) সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করবে"[৫৫]

৩. আমির আশ-শা'বী বলেন:

জোহর ও আসরের সালাতে (প্রথম দু' রাকাআ'তে) ইমামের পেছনে সূরাহ ফাতিহা ও অন্য আরেকটি সূরা তেলাওয়াত করবে এবং বাকি দু' রাকাআ'তে (শুধু) সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করবে।[৫৬]

ইমাম শা'বি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ইমামের পেছনে তিলাওয়াত করাকে উত্তম মনে করতেন।[৫৭]

৪. উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উতবাহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ইমামের পেছনে (ফাতিহা) তিলাওয়াত করতেন।[৫৮]

৫. আবূ আল-মালীহ উসামাহ বিন উমায়ের (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ইমামের পেছনে সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করতেন।[৫৯]

৬. হাকাম বিন উতাইবাহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন:

"যে সালাতে উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত করতে হয় না সে সালাতের প্রথম দু' রাকাতে সূরাহ ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরাহ তিলাওয়াত করবে এবং সর্বশেষ দু' রাকা'তে (শুধু) সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত

---

৫৩. জুয আল-ক্বিরাআত:৫২, হাসান, আল-কাওয়াকিব আল-দুররিয়াহ: পৃষ্ঠা ৭৫, ৭৬

৫৪. জুয আল-ক্বিরাআত: ২৭৩, সূত্র হাসান

৫৫. কিতাব আল-ক্বিরাআত, আল-বায়হাক্বী: পৃষ্ঠা ১০৫, হাদীস নং-২৪২, এবং তারই রচিত আল-সুনান আল-কুবরা: ১৭১/২, সূত্র সহীহ, তজিহ উল-কালাম: ৫৩৮/১, মুসান্নাফ বিন আবূ শাইবাহ: ৩৭৪/১, হাদীস. ৩৭৬২

৫৬. মুসান্নাফ বিন আবূ শাইবাহ: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৭৪, হাদীস নং-৩৭৬৪, সূত্র সহীহ

৫৭. মুসান্নাফ বিন আবূ শাইবাহ: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৭৫ হাদীস. ৩৭৭২, সূত্র সহীহ

৫৮. মুসান্নাফ বিন আবূ শাইবাহ: ৩৭৩/১, হাদীস নং-৩৭৫০, সূত্র সহীহ

৫৯. মুসান্নাফ বিন আবূ শাইবাহ: ৩৭৫/১, হাদীস নং-৩৭৬৮, সূত্র সহীহ, এবং জুয আল-ক্বিরাআত: ৪৬

করবে।"[৬০]

৭. উরবাহ বিন আয-যুবায়ের (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যে সালাতে নীরবে তিলাওয়াত করতে হয় সে সালাতে ইমামের পিছনে (ফাতিহা ও অন্য আরো কিছু আয়াত) তিলাওয়াত করতেন।[৬১]

৮. কাশিম বিন মুহাম্মাদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) নীরব সালাতে ইমামের পেছনে (সূরাহ ফাতিহা ও অন্য কিছু আয়াত) তিলাওয়াত করতেন।[৬২]

৯. নাফি' বিন যুবায়ের বিন মুতআ'ম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) নীরব সালাতে ইমামের পেছনে (সূরাহ ফাতিহা ও অন্য কিছু আয়াত) তিলাওয়াত করতেন।

স্কলারদের বক্তব্য থেকে:

১. ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম বিন আল-মুনযির আল-নিসাবুরি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) (মৃত্যু. ৩১৮ হিজরি) ইমামের বিরতিতে তিলাওয়াতের পক্ষে।[৬৩]

২. ইমাম আওযা'ঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াতের সালাতে ইমামের পেছনে তিলাওয়াত করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৬৪]

৩. ইমাম শাফে'য়ী বলেন: প্রতি রাকআ'তে যদি কেউ সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত না করে তবে তার সালাত বৈধ হবে না, চাই যে ইমাম হোক অথবা মুকতাদি হোক, ইমাম উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত করুক বা নীরবে তিলাওয়াত করুক। মুকতাদির জন্য নীরব বা উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াতের সালাতে (উভয় সালাতে) সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করা জুরুরী।[৬৫]

এ বক্তব্যের বর্ণনাকারী রাবি বিন সুলাইমান আল-মারাদি বলেন:

"ইমাম শাফে'য়ীর মুখে শোনা এটাই ছিল সর্বশেষ বক্তব্য।" [একই]

তাঁর এই শেষ বক্তব্যের বিরোধিতা করে কিতাব আল-উম্ম থেকে

---

৬০. মুসান্নাফ বিন আবূ শাইবাহ: ৩৭৪/১, হাদীস নং-৩৭৬৬, সূত্র সহীহ, তাওযীহুল-কালাম: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৫৫

৬১. মুয়াত্তা ইমাম মালিক: ৮৫/১ হাদীস নং-১৮৬, সূত্র সহীহ

৬২. মুয়াত্তা ইমাম মালিক: ৮৫/১ হাদীস নং-১৮৭, সূত্র সহীহ

৬৩. দেখুন: ইমাম মুনযিরীর আল-আওসাত ৩খণ্ড পৃঃ ১১০, ১১১)

৬৪. দেখুন: জুয আল-ক্বিরাআত: ৬৬, এবং কিতাব আল-ক্বিরাআত, বায়হাক্বী: ২৪৭, সূত্র সহীহ এবং তজিহ আল-কালাম: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৫৬

৬৫. জুয আল-ক্বিরাআত: ২২৬, মা'রিফাত আস-সুনান ওয়াল আসার, বায়হাক্বী: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৮ হাদীস নং-৯২৮, সূত্র সহীহ।

কোনো সংক্ষিপ্ত বা অস্পষ্ট বক্তব্য নির্ভরযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা হবে না; বরং এই অস্পষ্ট বক্তব্যের কারণে একে মানসুখ হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

৪. ইমাম আবদুল্লাহ বিন আল-মুবারাক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ইমামের পেছনে তিলাওয়াতের পক্ষে মত দিয়েছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন:

"তিনি (ইবন আল-মুবারাক) ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করার পক্ষে ছিলেন।"[৬৬] ইমাম তিরমিযী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এমন সব নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ সূত্র উল্লেখ করেছেন যাদের মাধ্যমে ইমাম আবদুল্লাহ বিন আল-মুবারাকের (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ফিকহী বক্তব্য তার কাছে পৌঁছেছে। এতে কোনো ধরনের দ্বঈফ বা দুর্বল সূত্র নেই।

৫. ইমাম ইসহাক বিন রাহবাই (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করার পক্ষে ছিলেন।[৬৭]

৬, ইমাম বুখারীও (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) উচ্চৈঃস্বরে ও নীরব সালাতে ইমামের পিছনে (ফাতিহা) তিলাওয়াতের পক্ষে ছিলেন, যার সাক্ষ্য দিচ্ছে এই গ্রন্থ "জুয আল-ক্বিরাআত", এবং সহীহ বুখারী [হাদীস ৭৮৮]।

৭. ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন খুযাইমাহ আল-নিসাবুরিও (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) (মৃত্যু-৩১১ হিজরি) উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াতের সালাতে ইমামের পিছনে তিলাওয়াতের পক্ষে ছিলেন।[৬৮]

৮. ইমাম ইবন হিব্বান আল-বাসতি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ইমামের পিছনে তিলাওয়াতের পক্ষে ছিলেন।[৬৯]

৯. ইমাম বায়হাক্বীও (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ইমামের পিছনে তিলাওয়াতের পক্ষে ছিলেন, যার চমৎকার সাক্ষ্য হচ্ছে "কিতাব আল-ক্বিরাআত খালফ আল-ইমাম", আল-সুনান আল-কুবরা, এবং মা'রিফাত আস-সুনান ওয়াল আসার।

উপরোক্ত রেফারেন্স থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, ইমামের

---

৬৬. সুনান তিরমিযি: ৩১১] কিতাব আল-ইলাল; দারুস সালাম কর্তৃক প্রকাশিত: পৃষ্ঠা ৮৮৯],

৬৭. সুনান তিরমিযী: হাদীস.৩১১, এবং কিতাব আল-'ইলাল: পৃষ্ঠা ৮৮৯

৬৮. দেখুন: সহীহ ইবন খুযাইমাহ: খণ্ড ৩ পৃষ্ঠা ৩৬ অধ্যায়: আল-ক্বিরাআত খালফ আল-ইমাম ওয়া ইন্না জাহার আল-ইমাম বিল ক্বিরাআত: হাদীস নং-১৫৮১ এর আগে

৬৯. দেখুন: সহীহ ইবনে হিব্বান, আল-ইহসান: খণ্ড ৩ পৃষ্ঠা ১৪২, হাদীস নং-১৭৯১ এর আগে।

পিছনে সূরাহ্ ফাতিহা তিলাওয়াত করার বিষয়টি (১) আল্লাহ্‌র রাসূল [স.], (২) সাহাবীগণ [রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম], (৩) তাবেঈগণ এবং (৪) ইসলামের নির্ভরযোগ্য পণ্ডিত বা বিদ্বান ব্যক্তিদের সূত্র থেকে, তাদের কথা এবং তাদের কর্ম থেকে প্রমাণিত। অতএব তাদের এই বক্তব্য ও কর্ম আলহামদুলিল্লাহ কুরআন, হাদীস এবং ইজমা' কোনোটিরই বিরোধী নয়।

উপরোক্ত বর্ণনাসমূহে তিলাওয়াত থেকে বিরত থাকা এবং নীরব থাকার বিষয়ে যে নির্দেশনার উল্লেখ করা হয়েছে তার অর্থ হলো:

- ইমামের পিছনে অতি উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত করা যাবে না। (ইমামের ভুল সংশোধনের জন্য উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত এর ব্যতিক্রম)
- উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াতের সালাতে সূরাহ্ ফাতিহা ব্যতীত অন্য কিছু তিলাওয়াত করা যাবে না (সালাত শুরু করার তাকবীর, ফাতিহার আগে তা'য়ূয, এবং ইমামের ভুল সংশোধন এর ব্যতিক্রম)
- সমাধান বা নিষ্পত্তির মাধ্যমে সকল প্রমাণ বা দলীলই অনুসরণ করা যেতে পারে, এবং এরপর আর সাংঘর্ষিক কিছু রইল না। প্রত্যেক ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে পারেন যে, যে পথ বা পদ্ধতির বিষয়ে কুরআন, হাদীস, ইজমা এবং সালাফের আসার-এ কোনো মতানৈক্য নেই, সেই পথ হচ্ছে সর্বোত্তম। যারা শরীয়াহ'র বিভিন্ন দলীলের মধ্যে দ্বন্দ্ব বা বিরোধ তৈরি করেন তাদের কর্ম ভুল এবং নিন্দনীয়।

ইমাম ইবনে আবদুল বার্র (মৃত্যু ৪৬৩ হিজরি) বলেন:

"ইসলামের সকল বিদ্বান ব্যক্তিই এ ব্যাপারে একমত যে, যে ব্যক্তি সালাতে ইমামের পিছনে সূরাহ্ ফাতিহা তেলাওয়াত করবে, তার সালাত পূর্ণাঙ্গ (বৈধ), এবং এর পুনরাবৃত্তি করার বিষয়ে তার জন্য কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। [৭০]

মৌলভি আবদুল হাই লাখনুবি হানাফী খুবই স্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে লিখেছেন:

ইমামের পিছনে সূরাহ্ ফাতিহা তেলাওয়াতের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা কোনো মারফু' সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়, এবং তারা (ফাতিহা খালফ আল-ইমামের বিরোধীরা) যে ধরণের মারফু' হাদীসই উল্লেখ করুক না কেন, তা সহীহ নয়, এবং এর কোনো ভিত্তি নেই। [৭১]

---

৭০. আল-ইসতাযকার: ১৯৩/২, আল-কাওয়াকিব আল-দুররিয়াহ: পৃষ্ঠা ৫২

৭১. আল-তা'লীক্ব আল-মুমজাদ: পৃষ্ঠা ১০১ হাশিয়াহ: ১, আল-কাওয়াকিব আল-দুররিয়াহ: পৃষ্ঠা ৫৩

ইমাম আল-বুখারীর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) জীবনী

ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহিম আল-জা'ফী [তার উপর আল্লাহর দয়া বর্ষিত হোক] ১৯৪ হিজরিতে জন্মলাভ করেন। সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব অনুসারে (আবজাদ) তার জন্মতারিখ হচ্ছে "সিদক্" , যার অর্থ-সত্য।

নিম্নে তার কয়েকজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের নাম উল্লেখ করা হলো:

আহমদ বিন হাম্বাল, আহমদ বিন সালিহ আল-মিসরি, ইসহাক বিন রাহওয়াহ, সুলাইমান বিন হারব, আবদুল্লাহ বিন আয-যুবায়ের আল-হুমায়দি, আলী বিন আবদুল্লাহ আল-মাদীনী, আবূ বকর বিন আবূ শাইবাহ, ইয়াহইয়া বিন মঈন, আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আয-যারিমি, এবং অন্যান্য। [তাদের উপর আল্লাহর দয়া বর্ষিত হোক]। [৭২]

নিম্নে তার কয়েকজন সম্মানিত ছাত্রদের নাম উল্লেখ করা হলো:

তিরমিযী, ইবনে আবূ আশিম, আবূ বকর আবদুল্লাহ বিন আবূ দাউদ, ইবনে আবূ দুনিয়া, আবূ যুরা'হ আর-রাজি, আবূ হাতিম আর-রাজি, ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসহাক আল-খুযাইমাহ, মুহাম্মাদ বিন নসর আল-মারযাবি, মুসলিম বিন আল-হাজ্জাজ, মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আল-ফারবারি, এবং মাহমুদ বিন ইসহাক আল-খাযাঈ ইত্যাদি। [তাদের উপর আল্লাহর দয়া বর্ষিত হোক] [একই সূত্র: পৃষ্ঠা ৮৬, ৮৭]

নিচে তার লেখা বিখ্যাত কিছু বইয়ের নাম দেয়া হলো:

সহীহ আল-বুখারী, আল-তারিখ আল-কাবীর, আল-তারিখ আল-আওসাত, আল-তারিখ আল-সাগীর, আদ-দুয়াফা, খালাক্ব আফআ'ল আল-ইবাদ, আল-আদাব আল-মুফরাদ, জুয রাফা আল-ইয়াদাইন এবং জুয আল-ক্বিরাআত ইত্যাদি। [৭৩]

ইমাম তিরমিযী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন:

ইলাল (হাদীসের গোপন ত্রুটি), তারিখ (ইতিহাস) এবং সনদসমূহের (সূত্র) ওপর আমি তার মতো (ইমাম বুখারী) পণ্ডিত বা বিদ্বান খোরাসান বা ইরাকের কোথাও দেখিনি। [৭৪]

---

৭২. তাযহীব আল-কামাল: ৮৪, ৮৫/১৬

৭৩. দেখুন: মুক্বাদ্দিমাহ আল-তারিখ আল-সাগীর/আওসাত: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮

৭৪. তারিখ বাগদাদ: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৭, সূত্র সহীহ, আল-'ইলাল আল-সাগীর পৃষ্ঠা ৮৮৯

ইমাম ইবনে হিব্বান (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাকে সিকাহ বর্ণাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে বলেন:

"তিনি ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি (হাদীস) সংগ্রহ করেছেন, বই লিখেছেন, ভ্রমণ করেছেন, (হাদীস) সংরক্ষণ করেছেন, আলোচনা করেছেন এবং এর প্রচার করেছেন। তার সমস্ত মনোযোগ ছিল হাদীস ও আসার সংরক্ষণের ওপর, এর পাশাপাশি তার ইতিহাস ও আইয়ামে মা'রিফাতের ওপরও ব্যাপক জ্ঞান ছিল। তিনি ছিলেন গোপন ধার্মিকতা বা পরহেযগারিতার অনুশীলনকারী এবং তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নিরলস ইবাদাত করেছেন। তার উপর আল্লাহর দয়া বর্ষিত হোক।"[৭৫]

হাফিয যাহাবি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন:

"তিনি ছিলেন একাধারে ইমাম, হাফিয, হুজ্জাহ, প্রধান, এবং হাদীস ও ফিকাহ বিষয়ে মুজতাহিদ (মুতলাক)। দ্বীন, দ্বীনের প্রতি আন্তরিকতা এবং বিশ্বাসের দিক দিয়ে তিনি বিশ্বের অন্যতম পছন্দনীয় ব্যক্তি ছিলেন।"[৭৬]

হাফিয বিন হাজার (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন:

মুখস্থবিদ্যায় তিনি ছিলেন পর্বত সমান এবং হাদীসের জ্ঞানে তিনি ছিলেন সারা বিশ্বের ইমাম।[৭৭]

ইবনে আবূ হাতিম আর-রাজি (১৯১/৭) রচিত কিতাব আল-জারহ ওয়াল তা'দীলে বর্ণিত আছে যে, আবূ হাতিম আর-রাজি এবং আবূ জুরা'হ আর-রাজি মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া নিশাবুরির (আল-যাহলি) পত্রের কারণে ইমাম বুখারি থেকে বর্ণনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে দুটি জবাব রয়েছে:

১. যদি একজন সিকাহ বর্ণনাকারী একজন সিকাহ বর্ণনাকারী থেকে বর্ণনা বন্ধ করে দেন, তাহলে উক্ত সিকাহ বর্ণনাকারী মাতরূক হন না।

ইমাম মুসলিম মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আল-যাহলি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে বর্ণনা করা ছেড়ে দিয়েছিলেন, তাই বলে কি ইমাম যাহলিকেও মাতরূক হিসেবে গণ্য করা হবে?

তথ্যের খাতিরে এখানে উল্লেখ্য যে, হানাফি পণ্ডিতগণ ইমাম আবূ হানিফাকে (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) সিকাহ বর্ণনাকারী হিসেবে বিবেচনা করেন।

---

৭৫. কিতাব আত-তিক্বাত: ১১৩, ১১৪/৯

৭৬. আল-কাশিফ: খণ্ড ৩ পৃষ্ঠা ১৮

৭৭. তাক্বরিব আত-তাহযীব: ৫৭২৭

আবু-হাতিম আর-রাজি বলেন:

"শেষের দিকে ইবনুল মুবারাক তাকে (আবূ হানিফা) পরিত্যাগ করেছিলেন।"[৭৮]

সুতরাং এ বিষয়ে আপনার মতামত কী? হানাফীগণ কি এখন ইমাম আবূ হানিফাকে মাতরূক হিসেবে বিবেচনা করবে?

২. তাহযিব আল-কামাল এবং অন্যান্য থেকে জানা যায় যে, ইমাম আবূ হাতিম আর-রাজি এবং ইমাম আবূ জুরআ'হ আর-রাজি উভয়েই ইমাম বায়হাক্বী থেকে বর্ণনা করেছেন। অতএব এ থেকে বোঝা যায় যে, কিতাব আল-জারহ ওয়াল তা'দীল হলো মানসুখ (বাতিল) এবং কোনো বাতিল বর্ণনা থেকে প্রমাণ গ্রহণ করা অনুমোদিত নয়। এটি বাতিল হওয়ার পক্ষে আরেকটি প্রকৃত তথ্য হলো, ইমাম আবূ জুরআ'হ আর-রাজি তার আদ-দুয়াফা গ্রন্থে ইমাম বুখারির নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেননি। তার বক্তব্যানুসারে তিনি যদি দ্বঈফ বা মাতরূকই হবেন তাহলে তিনি তা অবশ্যই তার কিতাব আদ দুআ'ফায় উল্লেখ করতেন। অপর দিকে ইমাম আবূ জুরআ'হ আর-রাজি তার কিতাব আদ-দুআ'ফায় ইমাম আবূ হানিফার কথা বেশ খোলাখুলিভাবেই উল্লেখ করেছেন।[৭৯] এবং এখানে তিনি বলেন:

"আবূ হানিফা ছিলেন জাহমি (অর্থাৎ তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'তের অন্তর্ভুক্ত নন)।"[৮০]

ইমাম আবূ জুরআ'হ আর-রাজি ইমাম আবূ হানিফাকে আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা'ত থেকে বাদ দিয়েছেন এবং তাকে তিনি জাহমিয়াহ'র বিদায়াতি অংশে উল্লেখ করেছেন।

এর সারাংশ হলো যে, মুসলিম জাতি ইমাম বুখারীর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) আদালত (ন্যায়পরায়ণতা) এবং আমামতের (নেতৃত্ব) ওপর ঐকমত্য পোষণ করেছে, এবং তার রচিত গ্রন্থ, সহীহ বুখারীকে "আল্লাহর কিতাবের পর সবচেয়ে নির্ভুল বা বিশুদ্ধ গ্রন্থের খেতাব" দিয়েছেন, আর এটি বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। (তালাক্বি বিল কবুল)।

---

৭৮. কিতাব আল-জারহ ওয়াল তা'দিল খণ্ড ৮ পৃষ্ঠা ৪৪৯

৭৯. খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৬৪, জীবনী ৩৩৮

৮০. কিতাব আদ-দুআ'ফা: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৭০

দেওবন্দী মাযহাবের অনেক জ্যেষ্ঠ আলেমও বুখারী শরীফকে আল্লাহর কিতাবের পর সবচেয়ে বিশুদ্ধ কিতাব হিসেবে বিবেচনা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ:

- রশীদ আহমদ গাঙ্গোহি[৮১]
- ক্বারী মুহাম্মাদ তায়্যিব[৮২]
- আবদুল হক হাক্কানী[৮৩]
- মুফতি রশীদ আহমদ লুযিয়ানবি[৮৪]
- মুহাম্মাদ তক্বী উসমানি[৮৫]
- সরফরাজ খান সফদার গাখারবি[৮৬]
- প্রাথমিক শিক্ষক আমীন ওকারবি[৮৭]

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভি বলেন:

"সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বিষয়ে সকল মুহাদ্দিস একমত হয়েছেন যে, গ্রন্থ দু'টিতে উল্লেখিত সকল মুত্তাসিল ও মারফু হাদীসগুলো সহীহ, উভয় কিতাবই এর প্রণেতার কাছে তাওয়াতুরের (ধারাবাহিকতার) মাধ্যমে পৌঁছেছে, যিনি এর গুরুত্ব দেবেন না তিনি নব্যপ্রবর্তনকারী বা বিদআতকারী।"[৮৮]

আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী দেওবন্দি একবার স্বপ্নে দেখেন:

আল্লাহর রাসূল (ﷺ)কে একবার সহীহ বুখারী পাঠ করে শোনানো হলো। তখন সেখানে ৮ জন লোক উপস্থিত ছিলেন, যার মধ্যে একজন ছিলেন হানাফী। কাশ্মিরি সাহেব বলেন:

---

৮১. তালিকাত রাশীদিয়া: পৃষ্ঠা ৩৩৭,৩৪৩

৮২. ফজল উল-বারি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৬

৮৩. আকাইদ আল-ইসলাম: পৃষ্ঠা ১০০, তার এ গ্রন্থ মুহাম্মাদ কাশিম নানোতবি পছন্দ করেছেন, পৃ২৬৪

৮৪. আহসানুল ফতওয়াহ: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩১৫

৮৫. দারস্ তিরমিযী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬৮

৮৬. হাশিয়া আহসানুল কালাম: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮৭, এবং ইহসানুল বারি, পৃষ্ঠা ৩৪

৮৭. মাজমুআ'হ রাসায়েল, প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর-১৯৯৪: খণ্ড ৩ পৃষ্ঠা ২৬২

৮৮. হুজ্জাতুল্লাহ আল-বালিগাহ: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৪২, উর্দু. আবদুল হক হাক্কানী

"এ স্বপ্ন নিশ্চয়ই সচেতনতা, এবং একে প্রত্যাখ্যান করা অজ্ঞতার শামিল।"[৮৯]

"আওলিয়াদের গল্প, আরওয়াহ সালাসাহ হিসেবে পরিচিত" কিতাবে একজন লোক সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে:

"আমি নিজ চোখে আপনাকে দো-জাহানের বাদশাহ আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) সামনে সহীহ বুখারী পাঠ করতে দেখেছি।"[৯০]

ইমাম বুখারী হিজরি ২৫৬ সালে ইনতিকাল করেন। সংখ্যাতাত্ত্বিক (আবজাদ) হিসাব অনুসারে তার ইনতিকালের তারিখ হলো "নূর" (আলো)। সিদক্ব (সত্য) দিয়ে শুরু এবং নূর দিয়ে শেষ, [তার ওপর আল্লাহর দয়া বর্ষিত হোক]।

আমীন ওকারবি দেওবন্দি এবং তার জ্যেষ্ঠদের মিথ্যাচার ও প্রতারণা:

১. ওকারবি লিখেছেন :

"ইমাম বুখারির (রহিমাহুল্লাহ) পৃষ্ঠপোষক ও শিক্ষক ইমাম আবূ হাফস কাবীর (রহিমাহুল্লাহ) তাকে (ইমাম বুখারিকে) এই কথা বলে একটি পত্র লেখেন যে, তুমি শুধু হাদীসই শিক্ষা দেবে, ফতওয়া দেবে না।"[৯১]

এবং তিনি আরো লিখেছেন:

"অতঃপর তিনি ফতোয়া দিলেন যে, যদি দু'টি শিশু একই ছাগলের দুধ পান করে, তাহলে তাদের মধ্যে বিবাহ হারাম।"[৯২]

সারখাসিকে উল্লেখ করা হয়েছে মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ হিসেবে, তিনি হিজরী ৫৪৪ সালে ইন্তেকাল করেন।[৯৩]

ইমাম বুখারী এবং আবূ হাফস আহমাদ বিন হাফস আল-কাবীর উভয়েই সারখাসির জন্মের আগেই ইনতিকাল করেন। খুব সম্ভবত সারখাসি এই বর্ণনা শয়তানের কাছ থেকে শুনেছেন, এ বিষয়ে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) উল্লেখ করেন:

---

৮৯. ফাইয উল-বারি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২০৪

৯০. পৃষ্ঠা ২৭২ গল্প: ২৫৪

৯১. মুকাদ্দিমাহ জুয আল-ক্বিরাআত: পৃষ্ঠা ১২

৯২. আল-মাবসুত, সারখাসি: খণ্ড ৩০ পৃষ্ঠা ২৯৭... একই সূত্র: পৃষ্ঠা ১৬

৯৩. দেখুন: হাশিয়াহ আল-জাওয়াহির আল-মুদিয়াহ: ১৩০/২, ওয়াল ফাওয়াইদ আল-বাহিয়্যাহ পৃষ্ঠা ১৮৯

"শয়তান মানুষের মাঝে মানুষের বেশে আসে এবং তাদেরকে মিথ্যা বলতে প্ররোচিত করে। এক সময় লোকেরা ছড়িয়ে পড়ে, এবং তাদের মধ্য থেকে একজন বলেন, আমি এটি এমন একজনের কাছ থেকে শুনেছি তাকে চেহারা দেখে চিনতে পারব, তবে তার নামটি এ মুহূর্তে মনে আসছে না।"[৯৪]

মুহাদ্দিসগণ থেকে সারখাসির নির্ভরযোগ্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আবদুল কাদির আল-কারশি এবং অন্যান্য কিছু গোঁড়া ও অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তি তাকে "ইমাম কাবীর" হিসেবে ঘোষণা করেছে, কিন্তু আসলে এটি মোটেই সঠিক নয়। সারখাসির পর লোকজন এই বর্ণনাটি সারখাসি থেকে বর্ণনা করেছে। [দেখুন: আল-বাহের আল-রাকাইক, ফাতহুল কাবীর, আল-আশফ আল-কাবীর, আল-জাওয়াহির আল-মুদিয়াহ, বাকরি রচিত তারিখ খামিস, ইবনে হাজার আল-হায়তামি রচিত আল-খিরান আল-হিসান ইত্যাদি]

একজন মুতাচ্ছুব (গোঁড়া) হানাফী হওয়া সত্ত্বেও আবদুল হাই লাখনুবিও এই গল্প প্রত্যাখ্যান করেছেন।[৯৫]

এ জাল গল্পের যথার্থতা প্রমাণ না করে ওকারবি বরং ইমাম ইয়াহইয়া বিন মঈন এবং ইমাম আবদুর রহমান বিন মাহদীর সমালোচনা শুরু করেছেন। যেহেতু ইবনে আল-জাওযির (পৃষ্ঠা ৭২) রেফারেন্স ভিত্তিহীন, এবং তারিখ বাগদাদের (৬৬/৬) বর্ণনার বর্ণনাকারী আল-মুহাদ্দিস আল-ফাসিল (পৃষ্ঠা ২৪৯ হাদীস নং-১৫৭ এবং তাবাকাত আশ-শাফিঈয়াহ (২২৯১) অপরিচিত এবং মাজহুল।

এসব লোক শুধু এ ধরনের মাজহুল ও জাল বর্ণনা দিয়ে মুহাদ্দিসে কেরামের সমালোচনা ও নিন্দা করেন।

২. ওকারভি কোনো রেফারেন্স ছাড়া লিখেছেন:

"ইমাম বুখারী এবং তার কিছু সঙ্গী মত দিয়েছেন যে, ঈমান হলো মাখলুক (সৃষ্টি)।"[৯৬]

৩. ওকারভি লিখেছেন:

"তাহাবি খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৬০-এ এটা স্পষ্ট করা হয়েছে যে, মুখতার নিজে হাদীসটি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে শুনেছেন।"

যেহেতু উরোল্লিখিত তাহাবির রেফারেন্সে উল্লেখ রয়েছে যে:

---

৯৪. সহীহ মুসলিম: উর্দু. খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৮

৯৫. আল-ফাওয়াইদ আল-বাহিয়্যাহ: পৃষ্ঠা ১৮৮

৯৬. মুকাদ্দিমাহ জুয আল-ক্বিরাআত: পৃষ্ঠা ১৩

"মুখতার বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ লায়লা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন"। [৯৭]

জুয আল-ক্বিরাআতের এক জায়গায়, ইমাম বুখারী বলেছেন যে, "আবূ নাঈম আমাদেরকে বলেছেন" [হাদীস ৪৮], সুতরাং ওকারভি বলেছেন: ...." এই সূত্রে আবূ নাঈম থেকে বুখারির শ্রবণ উল্লেখ করা হয়নি,"[৯৮]

৪. ওকারভি বলেন:

দ্বিতীয় নির্ভুল বর্ণনা হলো যে, তিনি (রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) বলেন: "ইমামের পিছনে কারো তেলাওয়াত করার দরকার নেই।"[৯৯] । রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এই বর্ণনা মুসান্নাফের উপরোল্লিখিত পৃষ্ঠাসহ কোথাও পাওয়া যায়নি। এক্ষেত্রে স্মরণ রাখা উচিত যে, জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণনা: "ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করবে না।"[১০০] একে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথা বলা যাবে না; উক্ত বক্তব্য বাতিল, ভুল এবং নির্লজ্জ মিথ্যাচার।

৫. ওকারভি বলেন: 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নাফি এবং আনাস বিন সিরীন এর কাছে বলেছেন: "ইমামের তিলাওয়াতই তোমার জন্য যথেষ্ট।"[১০১]

আমরা বলছি যে, নাফি' এবং আনাস বিন সিরীন (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) উভয়েই 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর ওফাতের পর জন্মলাভ করেন। [১০২] সুতরাং প্রশ্ন হলো- 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) পুনরুজ্জীবিত হয়ে কখন তাদেরকে এ ফতোয়া দিলেন? মিথ্যাচারের একটা সীমা থাকে, কিন্তু আমীন ওকারভি সকল সীমা লঙ্ঘন করেছেন।

জুয আল-ক্বিরাআতের বিভিন্ন সংস্করণ বা নুসখা:

আমার কাছে জুয আল-ক্বিরাআতের নিম্নোক্ত নুসখাসগুলো রয়েছে:

১. নুসখা সাঈদ জাগলুল, আল-মাকতাবাহ আল-তিজারিয়াহ মক্কা আল-মুকার্‌রামাহ: মুসতাফা আহমদ আল বায-----কর্তৃক প্রকাশিত।

২. মুজাহিদ বিন আলী মুজাহিদ বিন আল্লাহ ওয়াসাইয়াহ, পাঠান রোড বাসতি খোখার আবাদ শরকত শহর, জাং জেলার ক্বালমি নুসখা। এই

---

৯৭. দেখুন: জুয-আল-ক্বিরাআত (এই গ্রন্থ): হাদীস-৩৮

৯৮. জুয আল-ক্বিরাআত ওকারভি: পৃষ্ঠা ৬৪

৯৯. মুসান্নাফ ইবনে আবূ শাইবাহ: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৭৬] (একই সূত্র: পৃষ্ঠা ৬৩)

১০০. মুসান্নাফ ইবনে আবূ শাইবাহ: ৩৭৬/১ হাদীস-৩৭৮৬

১০১. একই সূত্র: পৃষ্ঠা ৬৬

১০২. দেখুন: জুয আল-ক্বিরাআত (উক্ত গ্রন্থ): হাদীস নং-৫১

নুসখায় অনেক ভুল রয়েছে, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর প্রকাশ বা অভিব্যক্তিগুলো সহীহ।

আবুল ফজল ফাইয উর রহমান আত-তাবরির (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) (মৃত্যু-১৪১৭ হিজরী), তা'লিকসহ (পাদটীকা) আমাদের সম্মানিত শেখ ওস্তাদ মুহাম্মাদ 'আতাউল্লাহ হানীফ ভুজিয়ানির (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) (মৃত্যু-১৪০৮ হিজরী) প্রত্যাহারকৃত নুসখা, যা আল-মাকতাবাহ আস-সালাফিয়া, শীষ মহল রোড লাহোর, এবং করাচি কর্তৃক ১৪০২ হিজরী সালে প্রকাশিত হয়েছে। এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ নুসখা। গ্রন্থের লেখক (শেখ যুবায়ের) উক্ত নুসখা থেকে ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছেন এবং মূল নুসখার ক্রটি-বিচ্যুতিগুলো এই নুসখা থেকেই সংশোধন করা হয়েছে।

৪. খালিদ বিন নূর হোসেন গারযাখির অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সংবলিত নুসখা, ইদারাহ আহইয়া আস-সুন্নাহ গার জাখ গুজরানওয়ালা কর্তৃক ১৯৮৪ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে প্রকাশিত।

৫. মুহাম্মাদ আমীন সাফদার ওকারভি দেওবন্দির অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সংবলিত নুসখা, এটি মাকতাবাহ ইমদাদিয়াহ মুলতান পাকিস্তান কর্তৃক প্রকাশিত।

আমার এই বইয়ে আলহামদুলিল্লাহ ওকারভির সকল অভিযোগ, প্রতারণা এবং সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতির জবাব রয়েছে।

পাঠকদের কাছে একটি অনুরোধ, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পুস্তকটি পাঠ করবেন। আপনি যদি এই লেখকের কোনো ক্রটি খুঁজে পান তাহলে অনুগ্রহ করে হয় আমাকে, নয়তো প্রকাশককে অবহিত করবেন, যাতে করে আমরা উন্মুক্তভাবে এই ক্রটি কাটিয়ে উঠতে পারি। বাতিল যুক্তি-তর্কে জড়ানোর চেয়ে বরং সত্যের দিকে ধাবিত হওয়াই উত্তম কাজ।

ঘোষণা - ১:

আমি (আমার দ্বারা বলা হয়েছে,) কুরআন, হাদীস, ইজমা এবং সালাফদের আসার বা কথা বিরোধী সব ধরনের বক্তব্য বা কর্ম থেকে মুক্ত। ওয়াল্লাহু গাফুরুর রাহিম।

ঘোষণা - ২:

আমার লেখায় যেখানে যেখানে দেওবন্দি ও বেরলভীদের জন্য "হানাফী" শব্দটি লেখা হয়েছে, তা শুধু এর উপনামের কারণেই লেখা

হয়েছে, অন্যথায় বাস্তবে এইসব লোক আসলে হানাফি নন। অতএব, একে মানসুখ (বাতিল) হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

ঘোষণা - ৩:

হাদীস ও আসমাউর-রিজালের তাহকীক করার ক্ষেত্রে যদি আমার কোনো ভুল-ভ্রান্তি হয়ে থাকে, সেজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। যিনি আমার এসব ভুল ধরিয়ে দেবেন আল্লাহ যেন তার ওপর তার রহমত বর্ষণ করেন।

ঘোষণা ৪:

আমার (শেখ যুবায়ের) পুরাতন, আধুনিক এবং ভবিষ্যতের সকল নির্ভরযোগ্য বইয়ের প্রতি সংস্করণে তারিখসহ আমার স্বাক্ষর থাকবে। আমার মৃত্যুর পর উক্ত গ্রন্থের স্বত্ব আমার সন্তান এবং পরিবারের সদস্যদের প্রদান করা হলো। যেসব বইয়ের শেষে আমার স্বাক্ষর মুদ্রিত নেই, সেসব বইয়ের দায়-দায়িত্ব আমার নয়। ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ।

١. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ الْجُعْفِيُّ الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، سَمِعَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَهُ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ، "إِذَا لَمْ يَجْهَرِ الإِمَامُ فِي الصَّلَوَاتِ، فَاقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٌ أُخْرَى، فِي الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَفِي الآخِرَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ، وَفِي الآخْرَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ"

১. মাহমুদ বিন ইসহাক + মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন আল-মুগীরাহ আল-জুফি আল বুখারী + উসমান বিন সাঈদ + উবায়দুল্লাহ বিন 'উমার +ইসহাক বিন রশীদ + আয-জুহরী + উবায়দুল্লাহ বিন আবূ রাফি (বনু হাশিমের কৃতদাস) + আলী ইবনে আবূ তালিব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত:

"সালাতে ইমাম যখন উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত করবে না, তখন তোমরা জোহর ও আসর সালাতের প্রথম দু' রাকআ'তে সূরাহ ফাতিহাসহ অন্য আরেকটি সূরাহ তিলাওয়াত করবে; এবং জোহর ও আসরের বাকি দু' রাক'য়াত, মাগরিবের সালাতের শেষ রাক'আত এবং ইশার সালাতের শেষ দু' রাক'য়াতে (শুধু) সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করবে। [১০৩]

পর্যালোচনা:

১. মা'মার বিন রাশীদ, মা'কাল বিন উবায়দুল্লাহ এবং সুফিয়ান বিন হুসাইন হাদীসটি ইমাম জুহরি থেকে ভিন্ন ভিন্ন কথায় বর্ণনা করেছেন, কিন্তু মূল অর্থ প্রায় একই।

২. জুহরি একজন মুদাল্লিস রাবী। অতএব, এই বর্ণনাটি তার "আন-

---

১০৩. তাখরিজ: ((সূত্র: দুর্বল অথবা দ্বয়ীফ)) দারাকুতনি (৩২৩/১ হাদীস নং-১২১৯), বায়হাক্বী (১৬৮/২, অথবা কিতাব আল-ক্বিরাআত খালফাল ইমাম পৃষ্ঠা ৯৩, হাদীস নং-১৯৬, ১৯৭), এবং ইবনে আবূ শাইবাহ (৩৭৩/১, হাদীস নং-৩৭৫৩) হাদীসটি ইমাম জুহরি থেকে বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনি বলেন: "এর সূত্র বিশুদ্ধ।" বায়হাক্বীও হাদীসটিকে বিশুদ্ধ হাদীসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন; উক্ত বইয়ের হাদীস নং-৫৪ দেখুন।

আনা" এর কারণে দ্বঈফ। [১০৪]

৩. ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত নিষিদ্ধের বিষয়টি আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে প্রমাণিত নয়; দেখুন, হাদীস নং-৫৪।

৪. মাহমুদ বিন ইসহাক আল-খাযাঈ একজন আস্থাভাজন এবং হাসানুল হাদীস বর্ণনাকারী, যা তাহকীকের ভূমিকায় এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

٢. حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ , قَالَ " : لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ"

২. মাহমুদ বিন ইসহাক + আল-বুখারি + আলী বিন আবদুল্লাহ + সুফিয়ান + জুহরি + মাহমুদ বিন আর-রাবি+উবাদাহ বিন আস-সামিত (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না, তার সালাত বিশুদ্ধ হয় না। [১০৫]

পর্যালোচনা:

১. উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী "উবাদাহ ইবনুস-সামিত" (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ফাতিহা খালফুল ইমামের (ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করা) পক্ষে এবং এর অনুসারী ছিলেন। দেখুন, হাদীস-৬৫। সরফরাজ খাঁন সাফদার দেওবন্দি (এর সঙ্গে সম্মতি জ্ঞাপন করে) লিখেছেন: "এটা সঠিক যে, উবাদাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইমামের পিছনে ফাতিহা তিলাওয়াত করার পক্ষে এবং এটাই ছিল তার তাহকীক এবং তার মাযহাব[১০৬] এই মূলনীতিতে সবাই একমত

---

১০৪. দেখুন: শেখ যুবায়েরের বই, "আল-কাওয়াকিব আল-দুররিয়াহ ফি ওয়াযুবুল-ফাতিহাহ খালফাল ইমাম ফিল জাহরিয়াহ" পৃষ্ঠা ৬৬, এবং মুসান্নাফ ইবনে আবূ শাইবাহ (৩৭৩/১ হাদীস নং-৩৭৫৪)]। আল-বায়হাক্বীর (১৬৮/২) সুনান আল-কুবরায়ও এর পক্ষে একটি দ্বঈফ সাক্ষ্য রয়েছে।

১০৫. তাহকীক: ((সহীহ))। এ বর্ণনাটি একই সনদে "সহীহ বুখারীতে" (১৯২/১ হাদীস নং-৭৫৬) এবং "বুখারীর খালক আফআ'ল আল-ইবাদ" (পৃষ্ঠা ১০১ হাদীস-৫২০) গ্রন্থেও স্থান পেয়েছে। ইমাম মুসলিম (৮/২ হাদীস-৩৯৪/৩৪) হাদীসটি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ'র সূত্রে তার সহীহ হাদীসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অতএব এ হাদীসের ওপর উভয়েই সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

১০৬. আহসান উল-কালাম: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৪২, দ্বিতীয় সংস্করণ

যে, হাদীসের বর্ণনাকারী (সাহাবী) হাদীসের অর্থ অন্যদের চেয়ে ভালো জানেন।[১০৭] ২. আইনি হানাফি উপরোক্ত হাদীস সম্পর্কে লিখেছেন: "এই হাদীস থেকে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, আওযাঈ, মালিক, শাফিঈ, আহমাদ, ইসহাক (বিন রাহওয়াইহ), আবূ সাওয়ার, এবং আবূ দাউদ (আয-যাহিরি) সকল সালাতে ইমামের পিছনে ফাতিহা তিলাওয়াতের বাধ্যবাধকতার জন্য দলীল গ্রহণ করেছেন।"[১০৮] উপরোক্ত উবাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং আবূ হুরায়রাহ (১১) (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসের বিষয়ে ইমাম শাফিয়ী বলেন: "উবাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীস সূরা ফাতিহা পাঠ করার বাধ্যবাধকতার পক্ষে দলিল।"[১০৯]

٣. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ ، وَكَانَ مَجَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي وَجْهِهِ مِنْ بِئْرٍ لَهُمْ، أَخْبَرَهُ , أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ أَخْبَرَهُ , أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ " : لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ"

৩. মাহমুদ বিন ইসহাক + আল-বুখারি+ইসহাক বিন রাহওয়াইহ+ইয়াকুব বিন ইবরাহীম +ইবরাহীম বিন সা'দ বিন ইবরাহীম+ সালিহ বিন কাইসান+আয-জুহরি+ মাহমুদ বিন আর-রাবি+উবাদাহ বিন আস-সামিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না, তার জন্য কোনো সালাত নেই।[১১০]

✓ পর্যালোচনা:

ইমাম খাত্তাবি (রহ.) বলেন: "উক্ত হাদীসের সাধারণ অর্থের মধ্যে এক ব্যক্তির একাকী সালাত, অথবা ইমামের পিছনের সালাত, চাই তার ইমাম নীরবে অথবা উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত করুক, অন্তর্ভুক্ত হবে।"[১১১]

---

১০৭. আল-কাওয়াকিব আল-দুররিয়াহ: পৃষ্ঠা ১৩, ১৪

১০৮. সূত্র: উমদাতুল ক্বারি: খণ্ড ৬ পৃষ্ঠা ১০, দারুল ফিকার কর্তৃক প্রকাশিত।

১০৯. সূত্র: কিতাব আল-উম্ম: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০৩

১১০. তাখরীজ: ((সহীহ))

১১১. সূত্র: আ'লাম আল-হাদীস ফি শারহ সহীহ আল-বুখারী: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫০০

٤. أَنْبَأَنَا (أَبُو نَصْرٍ) الْمُلاحِمِيُّ , قَالَ : أنا الْهَيْثَمُ بْنُ كُلَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي وَجْهِهِ مِنْ بِئْرٍ لَهُمْ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ أَخْبَرَهُ , أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ , قَالَ " : لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِ أُمِّ الْقُرْآنِ . " قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا وَعَامَّةُ الثِّقَاتِ لَمْ يُتَابِعْ مَعْمَرًا فِي قَوْلِهِ : فَصَاعِدًا مَعَ أَنَّهُ قَدْ أَثْبَتَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَقَوْلُهُ : فَصَاعِدًا غَيْرُ مَعْرُوفٍ مَا أَرَدْتُهُ حَرْفًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ؟ إلا أَنْ يَكُونَ كَقَوْلِهِ : لا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا فَقَدْ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي دِينَارٍ وَفِي أَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ . قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَيُقَالُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحَاقَ تَابَعَ مَعْمَرًا، وَأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ رُبَّمَا رَوَى عَنِ الزُّهْرِيِّ، ثُمَّ أَدْخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزُّهْرِيِّ غَيْرَهُ، وَلا نَعْلَمُ أَنَّ هَذَا مِنْ صَحِيحِ حَدِيثِهِ أَمْ لا

৪. (জুয আল-ক্বিরাআতের বর্ণনাকারী: আবূ নসর মুহাম্মাদ বিন আহমদ বিন মুহাম্মাদ, মুসা আল-বুখারী) আল-মালাহীমী+হাইসাম বিন কুলাইব+আল-আব্বাস বিন মুহাম্মাদ আদ দূরী+ইয়াকূব বিন ইবরাহীম বিন সা'দ+ইবরাহীম বিন সা'দ বিন ইবরাহীম+ইবনে শিহাব (আয-যুহরী)+মাহমুদ বিন আর-রাবি (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)+উবাদাহ বিন আস-সামিত (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না, তার জন্য কোনো সালাত নেই।

ইমাম বুখারী বলেন: এবং মা'মার বিন রাশীদ জুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন: "যে ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না, তার জন্য কোনো সালাত নেই, একইভাবে যে বেশি তিলাওয়াত করে তার জন্যও।" অন্যান্য সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) বর্ণনাকারীগণ মা'মারের (কথা) "একইভাবে যে বেশি তিলাওয়াত করবে তার জন্যও" এর মুতাবিয়া'ত (অনুসরণ) করেননি।"

যদিও তারা সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের বিষয় বর্ণনা করেছেন, (কিন্তু) তাদের কথা "ফাসায়িদান" (একইভাবে যে বেশি তিলাওয়াত করবে তার জন্যও) সুপরিচিত নয়। এর মাধ্যমে আমি এটা নির্দেশ করিনি যে, সূরাহ

ফাতিহা তিলাওয়াতের পর কেউ একটি শব্দ বা আরো কিছু তিলাওয়াত করতে পারবে না। আরেকটি হাদীসের সঙ্গে এর সাদৃশ্য পাওয়া যায়, হাদীসটি হলো: "এক দিনারের চার ভাগের এক ভাগ (চুরি করা দ্রব্যের মূল্য) না হলে কারো হাত কাটা যাবে না, তবে এর বেশি হলে (ফাসায়িদান)"। এভাবে এক দিনার বা তার চেয়ে বেশি মূল্যের কোনো কিছু চুরি করলে অবশ্যই হাত কাটতে হবে।

ইমাম বুখারী বলেন: বলা হয়েছে যে, আবদুর রহমান বিন ইসহাক (আল-কারশি আল মাদানি) মা'মার বিন রাশীদের মুতাবিয়া'ত (অনুসরণ) করেছেন এবং নিশ্চিতভাবেই আবদুর রহমান মাঝে মাঝে জুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি (সনদের মধ্যে) তার ও জুহরীর মাঝে অন্যান্যদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, এবং এটা তার বিশুদ্ধ বর্ণনার কোনো একটি কি না, তা আমরা জানিনা। [১১২]

পর্যালোচনা:

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী থেকে বর্ণিত হয়নি, তবে মাহমুদ বিন ইসহাকের ছাত্র আল-মালাহিমী (মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন মুসা) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।

২. সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় (৩৯৪/৩৭ হাদীস-৯/২: মা'মার বিন রাশীদ থেকে বর্ণিত) "ফাসায়িদান" কথাটি এসেছে, যার অর্থ করা হয়েছে এভাবে: যে ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না, তার জন্য কোনো সালাত নেই, একইভাবে যে এর বেশি (তিলাওয়াত) করবে।"

অনেকে এই হাদীসের অনুবাদ করেছেন এভাবে: "যে ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতিহা এবং 'আরো বেশি কিছু' পাঠ করে না, তার জন্য কোনো সালাত নেই।", যদিও তাদের এই অনুবাদ ভুল। ফাসয়িদান কথাটির অর্থ হলো "এইভাবে আরো", এর অর্থ "এবং আরো" নয়। "ফাসায়িদান" কে "ওয়াসায়িদান" এ পরিবর্তন করাও কিছু লোকের ভুল। আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী ফাসায়িদান বিষয়ে বলেন: "হানাফীগণ দাবি করেছেন যে, এই হাদীসটি দ্বারা সূরা ফাতিহা এবং এর সাথে অন্য আরেকটি সূরা

---

১১২. তাখরীজ: ((সহীহ))। দেখুন, পূর্বের হাদীস (৩), আবূ আওয়ানাহ আল-আসফারাইনি এটি তার মুসতাখতাজ-এ আব্বাস বিন মুহাম্মাদ আদ দাওরি (১২৪/২) থেকে বর্ণনা করেছেন।

তিলাওয়াত করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, কিন্তু তাদের এই দাবি লুগাতের (ভাষার) বিরোধী, কারণ আহলে লুগাত (ভাষাবিদগণ) এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, "ফা" এর পরে যা কিছুই আসবে তা অপ্রয়োজনীয়। সাইবিয়াহ তার গ্রন্থের "আল-ইজাফাহ" অধ্যায়ে এটি নিশ্চিত করেছেন। [সূত্র: আল-আরফ আল-শাযি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭৬]"এক দিনারের চার ভাগের এক ভাগ (চুরি করা দ্রব্যের মূল্য) না হলে কারো হাত কাটা যাবে না" এই হাদীস দ্বারা ইমাম বুখারী প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, "ফাসায়িদান" শব্দের অর্থ হলো "এইভাবে আরো বেশি", "এবং আরো বেশি" নয়; কারণ এক দিনারের চার ভাগের এক ভাগ মূল্যের কোনো কিছু অথবা এর সমমূল্যের কিছু চুরি করা হলে চোরের হাত কাটতে হবে। চুরির কারণে হাত কাটার শর্ত এক দিনারের চার ভাগের এক ভাগ মূল্য বিশুদ্ধ শরীয়াহ দ্বারা প্রমাণিত নয়। অতএব, হাদীসে "ফাসা'আদান" কথাটির অর্থ হলো: যে ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না, তার জন্য কোনো সালাত নেই, এবং এর পর যদি কেউ চায় তাহলে ফাতিহা তিলাওয়াতের পর আরো কিছু (অন্য কোনো সূরাহ) তিলাওয়াত করতে পারবে। এই অতিরিক্ত তিলাওয়াত দরকারি নয়। এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখা দরকার যে, উচ্চৈঃস্বরের তিলাওয়াতে মুকতাদি ফাতিহার পর আরো কিছু (আয়াত) তিলাওয়াত করতে পারবে। দেখুন: হাদীস ৬৫।

আবদুর রহমান বিন ইসহাক আল-কারশির বর্ণনা (যা ইমাম বুখারী উল্লেখ করেছেন) আল-বায়হাক্বীর কিতাব আল-ক্বিরাআতেও (পৃষ্ঠা ২৩, ২৪ হাদীস-২৯) রয়েছে।

٥. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ"

৫। মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+আল-হাজ্জাজ বিন মিনহাল+সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ+ ইবনে শিহাব আয-জুহরী+মাহমুদ বিন আর রাবি+উবাদাহ বিন আস-সামিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ

করে না, তার জন্য কোনো সালাত নেই।[১১৩]

পর্যালোচনা:

১. সুনান আবূ দাউদে সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ বর্ণিত এই হাদীসটির শেষে "ফাসায়িদান" কথাটিও রয়েছে। [হাদীস-৮২২]। ইমাম আবূ দাউদ বলেন: সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ বলেছেন: "এটা তার জন্য, যিনি একাকী সালাত আদায় করেন।"[১১৪]

এ বর্ণনাটি সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ থেকে প্রমাণিত নয়। সুফিয়ান [তার ওপর আল্লাহর দয়া বর্ষিত হোক] হিজরী ১৯৮ সালে ইন্তেকাল করেন, অন্যদিকে ইমাম আবূ দাউদ জন্মলাভ করেন হিজরী ২০২ সালে। অতএব, এই বর্ণনাটি তার সাথে সংযোগ না থাকায় অপ্রমাণিত রয়ে গেছে এবং এক্ষেত্রে এটা অনুমান করাও ভুল যে, ইমাম আবূ দাউদ হয়তো এই বর্ণনাটি কুতাইবাহ বিন সাঈদ অথবা ইবনে সিরাহ থেকে শুনে থাকবেন। তিনি যদি এটি তাদের কাছ থেকে শুনতেন, তাহলে তিনি বলতেন না যে, "সুফিয়ান বলেছেন...", বরং তিনি বলতেন: "কুতাইবাহ অথবা ইবনে সিরাহ বলেছেন যে: সুফিয়ান বলেন....."। ২. পরবর্তী হাদীসে (৬) ইমাম জুহরী তার শোনার ব্যাপারে জোর প্রদান করেছেন। তা সত্ত্বেও কিছু লোক লিখেছেন যে, "এই হাদীসের সনদ দুর্বল, কারণ ইমাম জুহরী একজন মুদাল্লিস এবং তিনি হাদীসটি 'আন' দিয়ে বর্ণনা করেছেন", অন্যদিকে (ঠিক পরের হাদীসেই) শোনার ব্যাপারটি প্রমাণিত হয়েছে এবং হাদীসটি সহীহ বুখারী ও মুসলিমেও স্থান পেয়েছে। রশীদ আহমদ গাঙ্গোহি দেওবন্দি (আওসাক আল-উরা: পৃষ্ঠা ১৮, ২৯) এবং মুহাম্মাদ তায়্যিব মুহতামীম দারুল উলুম দেওবন্দ (ফাযাল আল-বারি খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৬) সহীহ বুখারীকে আল্লাহর কিতাবের পর সবচেয়ে বিশুদ্ধ কিতাব হিসেবে ঘোষণা করেছেন তারা বলেন: "যে ব্যক্তি তাদের (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে না, তিনি বিদ'আতকারী এবং এটা মুসলিম

---

১১৩. তাখরীজ: ((সহীহ))। হাদীসটি ইতিপূর্বে সুফইয়ান বিন উয়াইনাহ'র সনদে উল্লেখ করা হয়েছে, ২।

১১৪. সূত্র: সুনান আবূ দাউদ: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৬

জাতির বিরুদ্ধে যাবে। [১১৫]

٦. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ" ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ، قَالَ : "أَرَى أَنْ يَعُودُ لِصَلاتِهِ وَإِنْ ذَكَرَ ذَلِكَ وَهُوَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَلا أَرَى إِلا أَنْ يَعُودَ لِصَلاتِهِ"

৬. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+আবদুল্লাহ বিন সালিহ+ইউনুস বিন ইয়াযিদ আল-আইলি+ইবনে শিহাব (আয-জুহরী)+মাহমুদ বিন আর-রাবি+উবাদাহ বিন আস-সামিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না, তার জন্য কোনো সালাত নেই।" এবং আমি (উবাদাহ) তাঁর কাছে জানতে চাইলাম, যদি কেউ তিলাওয়াত করতে ভুলে যায়? তখন তিনি (রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) বলেন: "আমি মনে করি, তার সালাত পুনরায় আদায় করা উচিত, এবং এমনকি সে যদি দ্বিতীয় রাক'য়াতেও বিষয়টি মনে করতে পারে, তাহলেও তার সালাত (ঐ রাক'আত) পুনরায় আদায় করা উচিত। [১১৬]

٧. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ فَنَادَى " : أَنْ لَا صَلاةَ إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا زَادَ"

৭. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারি+মুসাদ্দাদ বিন মুসারহাদ+ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (আল-ক্বাত্তান)+জা'ফর বিন মাইমুন +আবূ উসমান আল-হিনদি+আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যে: "যে ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতিহা এবং এর সঙ্গে বেশি কিছু পাঠ করে না, তার জন্য

---

১১৫. সূত্র: হুজ্জাতুল্লাহ আল-বালিগা: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৪২

১১৬. তাখরীজ: ((সহীহ)) ইমাম মুসলিমও হাদীসটি ইউনুস বিন ইয়াজিদ (৩৯৪/৩৫ হাদীস -৯/২) থেকে বর্ণনা করেছেন। দেখুন হাদীস নং- ২।

কোনো সালাত নেই।"[১১৭]

٨. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جَرِيجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ , قَالَ " : يَجْزِي بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَإِنْ زَادَ فَهُوَ خَيْرٌ"

৮. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ+সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ+ইবনে জুরাইয+আতা বিন আবূ রিবাহ+আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: সূরাহ ফাতিহাসহ সালাত অনুমোদিত, এবং কেউ যদি এর বেশি তিলাওয়াত করে, তাহলে আরো ভালো হয়। [১১৮]

পর্যালোচনা:

১. এই হাদীসটি থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, সালাতে সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করা বাধ্যতামূলক এবং ফাতিহা ছাড়াও আরো কিছু তিলাওয়াত করা উত্তম এবং মুস্তাহাব। এক্ষেত্রে স্মরণ রাখা দরকার যে, সহীহ হাদীসসমূহের আলোকে এটা প্রমাণিত যে, উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াতের সালাতে মুকতাদি শুধু সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করবে। সূরাহ ফাতিহা ব্যতীত অন্য কিছু তিলাওয়াত করবে না, দেখুন হাদীস - ৬৫।

২. সূরা ফাতিহার বেশি কিছু তিলাওয়াত করাও বাধ্যতামূলক, এটা কোনো সাহাবী থেকে প্রমাণিত নয়। অতএব, আল-ফকীহ, আল-মুজতাহিদ, আল-মুহাদ্দিস আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর এই বর্ণনার বিশুদ্ধতার

---

১১৭. তাখরীজ: ((জ'য়ীফ অথবা দুর্বল)) আবূ দাউদ (৮১৯,৮২০) এবং আহমাদ (৪২৮/২ হাদীস ৯৫২৫) এ হাদীসটি ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-ক্বাত্তান থেকে একই সনদে বর্ণনা করেছেন। উভয় গ্রন্থেই "ফামাযাদা" (এবং বেশি কিছু করে) শব্দটি উল্লেখ রয়েছে। দেখুন হাদীস - ৮৪, ৯৯, ২৯৯। অধিকাংশ বিদ্বানদের মতে এ সনদের বর্ণনাকারী জা'ফার বিন মাইমুন একজন দুর্বল বর্ণনাকারী। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইয়াহইয়া বিন মঈন, ইয়াকুব বিন সুফিয়ান, এবং নাসাঈ তাকে দুর্বল বর্ণনাকারী হিসেবে ঘোষণা করেছেন। ইমাম 'উকাইলী তার হাদীসের ক্ষেত্রে লিখেছেন "ওয়ালা ইয়াতাবি' আলাইহি"।

১১৮. তাখরীজ: ((সহীহ)) ইমাম হুমাইদি (৯৯৬) এবং বায়হাক্বী (কিতাব আল-ক্বিরাআত পৃষ্ঠা ১৯ হাদীস-১৫) হাদীসটি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ'র সনদে বর্ণনা করেছেন, এবং বুখারী (৭৭২) ও মুসলিম (৩৯৬/৪৪) হাদীসটি জুরাইয এর সনদে বর্ণনা করেছেন। ইবনে জুরাইয তার শোনার ব্যাপারে জোর প্রদান করেছেন। অন্যান্য বর্ণনাকারীরাও হাদীসটি আতা বিন আবূ রিবাহ (হাশিয়াহ মুসনাদ হুমায়দি: খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৬৮৬) থেকে বর্ণনা করেছেন।

ওপর ইজমা (সম্মতি) হয়েছে।

৩. আমর বিন হারিস, জাবির বিন সামুরাহ্, আবদুল্লাহ বিন আল-সায়ীব এবং অন্যান্যদের বর্ণনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূলও (ﷺ) ফাতিহা ব্যতীত কুরআনের অন্য সূরা তিলাওয়াত করেছেন, কিন্তু এটা থেকে সূরা ফাতিহা ছাড়াও অন্য কোনো সূরা তিলাওয়াত করা বাধ্যতামূলক বুঝায় না, বরং এটা দ্বারা সুন্নাতই প্রমাণিত হয়। অতএব, ফাতিহার পর অন্য সূরা তিলাওয়াত করা বাধ্যতামূলক (ফরয) এ কথা বলা ভুল। এটি উপরে বর্ণিত হাদীসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

৪. ইবনে জুরাইয সহীহাইনের (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম) প্রধান বর্ণনাকারী এবং তিনি একজন সিকাহ মুহাদ্দিস। মুতা' ইস্যুটি তার থেকে কোনো বিশুদ্ধ বর্ণনা বা হাদীস দিয়ে প্রমাণিত নয়।[১১৯]

٩. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْـنُ عَبَّادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا , قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ : "كُلُّ صَلاةٍ لا يُقْرَأُ فِيهَا فَهِيَ خِدَاجٌ . " قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَزَادَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

৯. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আর-রাকাশি+ইয়াযিদ বিন যুরাই'+মুহাম্মাদ বিন ইসহাক+ইয়াহইয়া বিন আব্বাদ+আব্বাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আয-যুবায়ের+ আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত,

তিনি বলেন যে, আমি আল্লাহর রাসূলকে (ﷺ) বলতে শুনেছি: "(ফাতিহা) তেলাওয়াত ব্যতীত প্রতি সালাত (কুল্লু সালাতিন) ত্রুটিপূর্ণ।

(ইমাম বুখারী বলেন) এবং ইয়াযিদ বিন হারুন (এই হাদীসে) "ফাতিহাতুল-কিতাবের" কথা বর্ণনা করেছেন [অর্থ: এই হাদীসে উল্লেখিত তিলাওয়াত হলো সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত][১২০]

---

১১৯. দেখুন: নূরুল আইনাইন পৃষ্ঠা ৪১, পৃষ্ঠা ২৫,২৬

১২০: তাখরীজ: ((হাসান:সুন্দর)) এ হাদীসের সনদ হাসান। ইবনে মাজাহ (৮৪০) এবং আহমাদ বিন হাম্বল (২৭৫/৬ হাদীস-২৬৮৮৮) হাদীসটি মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেছেন। অধিকাংশ মুহদ্দিসের মতেই ইবনে

পর্যালোচনা:

১. ইয়াযিদ বিন হারূনের বর্ণনাটি হাদীস নং-৬২-তে এসেছে।

২. এই হাদীসের "প্রতি সালাতে" (কুল্লু সালাতিন) কথাটি থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, প্রতি সালাতে, হতে পারে এটা ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা, অথবা বিতরের সালাত; অথবা এটা হতে পারে কোনো ইমাম, কোনো ব্যক্তি, মুকতাদি, পুরুষ, নারী অথবা কোনো শিশুর সালাতও, যে সালাতই হোক না কেন, সূরাহ্ ফাতিহা তিলাওয়াত ব্যতীত সালাত ক্রটিপূর্ণ হবে।

١٠. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَامِرٌ الأَحْوَلُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ , قَالَ " : كُلُّ صَلاةٍ لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ مُخْدَجَةٌ"

১০. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+মুসা বিন ইসমাঈল+আবান বিন ইয়াযিদ আল-আত্তার+আমির আল-আহওয়াল+আমর বিন শুয়াইব+শুয়াইব বিন মুহাম্মাদ+আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আল-'আস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যে সালাতে সূরাহ্ ফাতিহা তিলাওয়াত করা হয়না, সে সালাত ক্রটিপূর্ণ (নাকিস এবং বাতিল)।[১২১]

ইসহাক (এখানে উল্লেখিত) একজন সিকাহ্ বর্ণনাকারী। দেখুন: আল আইনি, উমদাতুল ক্বারি (খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৭) এবং নাসব্ উর-রাইয়া (খণ্ড ৪ পৃষ্ঠা ৭,) এবং মুহাম্মাদ ইদরিস কান্দালভি, সীরাতুল মুস্তাফা (খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৭৬)।

আহমদ রাজা খান বেরলভি বলেন:

আমাদের সম্মানিত আলিমগণের মতেও, সবচেয়ে বিশুদ্ধ বক্তব্য হলো, মুহাম্মাদ বিন ইসহাক একজন নির্ভরযোগ্য (সিকাহ্) বর্ণনাকারী। সূত্র: মুনীরুল আইন ফি হুকম তাকবীল আল-আবহামাইন: পৃষ্ঠা ১৪৫]

যাকারিয়া কান্দালবি তাবলিগি, মুহাম্মাদ বিন ইসহাকের বিষয়ে হাফিজ হাইসামির বর্ণনা উল্লেখ করেছেন: "তিনি একজন মুদাল্লিস ও সিকাহ" সূত্র: তাবলিগি নিসাব পৃষ্ঠা ৫৯৫, ফাযায়েলে যিকর: পৃষ্ঠা ১১৭, হাদীস-৩১] (ইবনে ইসহাক তার এ হাদীস শোনার বিষয়ে জোর প্রদান করেছেন, অতএব তাদলীসের অভিযোগ বাতিল গণ্য করা হলো)। দেখুন: আল-কাওয়াকি আল-দুররিয়াহ (পৃষ্ঠা ৪২, ৪৪)।

১২১. তাখরীজ: ((হাসান)) এ হাদীসের সনদ হাসান। ইমাম বায়হাক্বী (কিতাব আল-ক্বিরাআত: পৃষ্ঠা ৪৯, হাদীস-৯৬) এবং তাবারানি (আল-আওসাত হাদীস-

পর্যালোচনা:

১. আহমাদ বিন হাম্বাল, নাসাঈ এবং উকাইলি এ হাদীসের বর্ণনাকারী আমির বিন আবদুল ওয়ালিদ আল-আহওয়ালের সমালোচনা করেছেন, অন্যদিকে আবূ হাতিম আর-রাজি, ইয়াহইয়া বিন মঈন, ইবনে আদী, ইবনে হিব্বান, আস-সাজি, হাকিম (৪৮৪/১), তিরমিযী (১৯২), ইবনে খুযাইমাহ)৩৭৭), ইবনে আল-জারুদ (১৬২), আবূ আওয়ানাহ (৩৩০/১) এবং অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাকে সিকাহ এবং সুদুক (আস্থাভাজন) এবং সহীহুল হাদীস হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তিনি সহীহ মুসলিমেরও (খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৬৫) বর্ণনাকারী। তার সমালোচনা বাতিল করা হলো এবং তিনি একজন হাসান উল-হাদীস। হুসাইন আল-মু'আল্লাম অনুরূপ হাদীস আমর বিন শুয়াইব থেকে বর্ণনা করার মাধ্যমে এই বর্ণনাকারীর অনুসরণ করেছেন, অতএব আমির আল-আহওয়ালের ওপর কিছু লোকের অভিযোগ বাতিল করা হলো। দেখুন: হাদীস - ১৪।

৩. আমির আল-আহওয়ালের বর্ণনার ওপর আবূ হাতিমের জারহ্ ইলাল আল-হাদীস ও তাউজিহ উন-নাযার কোথাও পাওয়া যায়নি। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

২. পিতা ও দাদা থেকে আমর বিন শুয়াইবের সনদ হাসান অথবা সহীহ। দেখুন: কাওয়াকিব আল-দুররিয়াহ (পৃষ্ঠা ৩৫) এবং মাজমু ফাতাওয়াহ ইবনে তায়মিয়্যাহ (খণ্ড ১৮ পৃষ্ঠা ৮), ইবনে আল-কাইয়ুম, তাহযিব আস-সুনান (খণ্ড ৬ পৃষ্ঠা ৩৭৪), তারগীব ও তারহীব (৫৭৬/৪), নাসব উর-রায়া (৫৮/১), এবং আল-বিন্নরি আদ-দেওবন্দি, মা'আরিফুস-সুনান (৩১৫/৩), ইবনে মাজাহ এবং আবদুর রশীদ আল-নু'মানি, ইলমে হাদীস (পৃষ্ঠা ১৪১) এবং আল-বলকাইনি, মাহাসিন আল-ইসতিলাহ, এবং আল-হাদীস আল-আতি (৬৩)।

١١. حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " : مَنْ صَلَّى وَلَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرَ تَمَامٍ"

৩৭১৬) এটি আবান বিন ইয়াযিদ আল-আত্তারের সনদে বর্ণনা করেছেণ। দেখুন হাদীস নং১৪।

قُلْتُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﷺ : يَا ابْنَ الْفَارِسِيِّ أَقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ , يَقُولُ " : قَالَ اللهُ تَعَالَى : قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ " . قَالَ رَسُولُ اللهِ " : ﷺاقْرَءُوا يَقُولُ الْعَبْدُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سورة الفاتحة آية ٢، يَقُولُ اللهُ : حَمِدَنِي عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ : الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سورة الفاتحة آية ٣، يَقُولُ اللهُ : أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ : مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ سورة الفاتحة آية ٤، يَقُولُ اللهُ : مَجَّدَنِي عَبْدِي هَذَا لِي، يَقُولُ الْعَبْدُ : إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سورة الفاتحة آية ٥، يَقُولُ اللهُ : فَهَذِهِ الآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ : اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ سورة الفاتحة آية ٦ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ، يَقُولُ : فَهَذِهِ لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ"

১১. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+উমাইয়াহ বিন খালিদ+ইয়াযিদ বিন জুরাই'+রূহ বিন আল-কাশিম+ আ'লা বিন আবদুর রহমান বিন ইয়াকুব+আবদুর রহমান বিন ইয়াকুব+আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি সালাত আদায় করল, (অথচ) সালাতে সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করল না, তার সালাত ত্রুটিপূর্ণ। তিনি এই কথাটি তিনবার বলেন। তার সালাত অপূর্ণাঙ্গ।

আমি (আবদুর রহমান বিন ইয়াকুব) বললাম: "হে আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু): আমি যদি ইমামের পিছনে থাকি? [এর মানে হলো: যখন আমি ইমামের পিছনে থাকব তখন এর বিধান কী হবে?।], আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: "হে ফারসির পুত্র! তুমি মনে মনে তিলাওয়াত করবে (মনে মনে পড়ার সময় ঠোঁট নড়বে), আমি আল্লাহর রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতে শুনেছি: তিনি বলেন, আল্লাহ বলছেন: "আমি সালাতকে আমার ও আমার বান্দাহর মধ্যে দু' অর্ধেকে বিভক্ত করেছি, প্রথম অর্ধেক আমার জন্য এবং অন্য

অর্ধেক আমার বান্দাহর জন্য, এবং আমার বান্দাহ আমার কাছে যা চাইবে, তাকে তাই দেয়া হবে।

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন: "পড়, (যখন) বান্দাহ বলে: "আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন", আল্লাহ তখন জবাবে বলেন: "আমার বান্দাহ আমার প্রশংসা করেছে", (যখন) বান্দাহ বলে: "আর রাহমানির রাহীম", আল্লাহ জবাবে বলেন: "আমার বান্দাহ আমার গুণ বর্ণনা করেছে"' (যখন) বান্দাহ বলে: "মালিকি ইয়াওমিদ্ দ্বীন", আল্লাহ বলেন: "আমার বান্দাহ আমার মহত্ত্ব প্রকাশ করলো (তামজীদ), এটা আমার জন্য", (যখন) বান্দাহ বলে: "ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন", আল্লাহ বলেন: "এ আয়াতটি আমি এবং আমার বান্দাহর মাঝে দু' অর্ধেকে বিভক্ত", এবং যখন বান্দাহ সূরাহর শেষের দিকে বলে: "ইহদিনাস সিরাতাল মুসতাকীম", তখন আল্লাহ জবাবে বলেন: "এটা আমার বান্দাহর জন্য এবং আমার বান্দাহ যা চেয়েছে, তাকে তা দেয়া হবে।"[১২২]

পর্যালোচনা:

'অধিকাংশ আলিমগণের মতেই 'আলা বিন আবদুর রহমান একজন সিকাহ এবং আস্থাভাজন বর্ণনাকারী। অতএব তাকে কেন্দ্র করে যে কোনো ধরনের সমালোচনা বাতিল করা হলো।

١٢. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ، قَالَ " : أَمَرَنَا نَبِيُّنَا أَنْ نَقْرَأَ ب فَاتِحَةِ الْقُرْآنِ وَمَا تَيَسَّرَ"

১২. মাহমুদ বিন ইসহাক + আল-বুখারী + আবুল ওয়ালীদ হিশাম + হাম্মাম + কাতাদাহ বিন দিআ'মাহ + আবূ নাদরাহ + আবূ সাঈদ আল খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত:

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাদেরকে সূরাহ ফাতিহা এবং এটা ব্যতীত

---

১২২. তাখরীজ: ((সহীহ)) এ হাদীসটি একই সনদে এ বইয়ের আরো কিছুটা পরে এসেছে। দেখুন: হাদীস -৭৭। এমনকি ইমাম বায়হাক্বী (কিতাব আল-ক্বিরাআত পৃষ্ঠা ৩৮, হাদীস ৬৮) হাদীসটি ইয়াযিদ বিন জুরাই'র সনদে বর্ণনা করেছেন। এর সনদ সহীহ এবং এর প্রকৃত সনদসহ হাদীসটি সহীহ মুসলিমেও রয়েছে। দেখুন এ বইয়ের হাদীস নং-৭১, ৭৪, ৭৬, ২৬১]

যা কিছু সহজ তা তিলাওয়াত করার নির্দেশ দিয়েছেন। [১২৩]

পর্যালোচনা :

হাদীসটির বর্ণনাকারী "কাতাদাহ বিন দি'আমাহ" একজন মুদাল্লিস। দেখুন: ইবনে হিব্বান (আল-ইহসান: ৮৫/১), এবং ইবনে হিব্বান, কিতাব আল-মাজরুহীন (৯২/১), এবং কুতুব আল-মুদাল্লিসিন ওয়া আসমাউর-রিজাল।

মাস্টার আমীন ওকারভি দেওবন্দী লিখেছেন: "এবং কাতাদাহ একজন মুদাল্লিস"। [সূত্র: জুয রাফউল ইয়াদাইন পৃষ্ঠা ২৮৯, হাদীস ২৯, ৩১] এবং তাজাল্লিয়াত সাফদার (খণ্ড ৩ পৃষ্ঠা ৩১৮)। হাদীসের মূলনীতিতে বলা আছে যে, সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) ব্যতীত মুদাল্লিস কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বঈফ।

সরফরাজ খান সাফদার দেওবন্দি লিখেছেন: "যদি একজন মুদাল্লিস বর্ণনাকারী কোনো হাদীস 'আন' যোগে বর্ণনা করেন, তাহলে এটা কোনো দলিল নয়, যদি না ঐ বর্ণনাকারী তার হাদীসটি শোনার ব্যাপারে জোর প্রদান করে অথবা তার অন্য কোনো সিকাহ মুতাবিয়া থাকে। তবে এক্ষেত্রে স্মরণ রাখা জরুরী যে, সহীহাইনে তাদলীস কিন্তু ক্ষতিকর নয়। (সাহীহাইনে) শোনার বিষয়ে দৃঢ়তা প্রদানের বিষয়টি অন্য উপায়ে প্রমাণিত হয়েছে। মুকাদ্দিমাহ নাওয়াভি পৃষ্ঠা ১৮, ফাতহুল মুগীস পৃষ্ঠা ৭৭, তাদরীব উর-রাবি: পৃষ্ঠা ১৪৪।"[১২৪]

যেহেতু কাতাদাহ বর্ণিত এই হাদীসটিতে শোনার ব্যাপারে কোনো দৃঢ়তা নেই, সেহেতু উক্ত হাদীসটি দ্বঈফ। ইমাম বুখারী এ প্রসঙ্গে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন যে, কাতাদাহ বর্ণিত এই হাদীসে শোনার ব্যাপারে কোনো দৃঢ়তা নেই। দেখুন: হাদীস - ১০৪।

---

১২৩. তাখরীজ: (জ'য়ীফ: দুর্বল)) আবুদ দাউদ (৮১৮) আবদ বিন হুমাইদ (আল-মুসনাদ:৮৭৯) হাদীসটি আবুল ওয়ালীদ আল-তাইলাসি থেকে বর্ণনা করেছেন এবং এ হাদীসটি সহীহ ইবনে হিব্বান (আল-ইহসান:১৭৮৭) এবং মুসনাদ আহমদ (৯৭, ৪৫, ৩/৩)-এ হাম্মাম বিন ইয়াহইয়া'র সনদে বর্ণিত হয়েছে।

১২৪. সূত্র: খাজাইন আস-সুনান: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১

١٣. حَدَّثَنَا مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ قَيْسٍ ، وَعُمَارَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، وَحَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ " : فِي كُلِّ صَلاةٍ يُقْرَأُ فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ"

মাহমূদ বিন ইসহাক+আল বুখারী+মূসা বিন ইসমাঈল+হাম্মাদ বিন সালামাহ+ক্বায়স বিন সা'দ+উমারা বিন মায়মূন ও হাবীব বিন আশ শাহীদ+আত্বা বিন আবূ রিবাহ+আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

প্রতিটি সালাতে ক্বিরাআত করতে হবে। অতঃপর নাবী (ﷺ) আমাদেরকে শুনিয়েছেন, আমরা তোমাদেরকে শুনিয়ে দিয়েছি। আর তিনি আমাদের উপর যে ক্বিরাআত অপ্রকাশ্যে পড়েছেন, আমরাও তা তোমাদের উপর অপ্রকাশ্যে পড়ছি। [১২৫]

পর্যালোচনা:

১. সহীহ মুসলিম শরীফের (৩৯৬/৪৪ হাদীস নং-১০/২) এক বর্ণনায় এসেছে: "যে ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করবে, তার সালাত গ্রহণযোগ্য এবং যে ব্যক্তি আরও বেশি (ফাতিহা ব্যতীত) তিলাওয়াত করবে তার সালাত আরো সুন্দর হবে।"

সহীহ বুখারীতে (১৯৫/১, হাদীস নং-৭৭২) বলা হয়েছে: "যদি কেউ সালাতে সূরাহ ফাতিহা ছাড়াও আরো কিছু তিলাওয়াত না করে, তার সালাতও অনুমোদনযোগ্য, তবে কেউ যদি এর বেশি তিলাওয়াত করে, তা উত্তম।"

২. "তেলাওয়াত ব্যতীত কোনো সালাত নেই" এই বর্ণনা সামনের হাদীসে ইমাম বুখারীও করেছেন। দেখুন: হাদীস নং-১৫৩।

١٤. حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ السُّلَمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ " : ﷺ كُلُّ صَلاةٍ لا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ

---

১২৫. তাখরীজ: ((সহীহ)) এ হাদীসটির সনদ সহীহ এবং আবূ দাউদ (৭৯৭) এটি মূসা বিন ইসমাঈল থেকে কিছুটা পরিবর্তিত অবস্থায় বর্ণনা করেছেন। হাবিব বিন আশ-শাহীদের বর্ণনা সহীহ মুসলিমে স্থান পেয়েছে এ কথাসহ: "তিলাওয়াত ব্যতীত কোনো সালাত নেই।" দেখুন: হাদীস-৮, ১৫, ১৫৩।

خِدَاجٌ"

১৪. মাহমুদ বিন ইসহাক + আল-বুখারী+হিলাল বিন বিশর+ইউসুফ বিন ইয়াকুব আস-সুলামী+হুসাইন আল-মু'আল্লিম+আমর বিন শু'আইব+শু'আইব বিন মুহাম্মাদ+আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন: যে সালাতে সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করা হয় না, সে সালাত নাকিস (ত্রুটিপূর্ণ)।[১২৬]

পর্যালোচনা :

হুসাইন বিন যাকওয়ান আল-মু'আল্লিম সহীহাইনের একজন বর্ণনাকারী এবং অধিকাংশ আলিমগণের মতে তিনি একজন নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) বর্ণনাকারী। "তিনি ভুল করেন" তাকে কেন্দ্র করে এ ধরনের সমালোচনা বাতিল। আমির আল-আহওয়াল তার অনুসরণ করেছেন। দেখুন: হাদীস-১০।

١٥. حَدَّثَنَا مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " : ﷺفِي كُلِّ صَلاةٍ قِرَاءَةٌ، وَلَوْ بِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَمَا أَعْلَنَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَنَحْنُ نُعْلِنُهُ وَمَا أَسَرَّ فَنَحْنُ نُسِرُّهُ"

১৫. মাহমুদ বিন ইসহাক + আল-বুখারী+মুসা বিন ইসমাঈল+দাউদ বিন আবিল ফুরাত+ইরাহীম আস-সাইগ+আতা বিন আবূ রিবাহ+আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

"প্রতি সালাতে তিলাওয়াত (বাধ্যতামূলক), এমনকি এটি যদি সূরা ফাতিহার সাথেও হয়, এভাবে রাসূল (সাঃ) যা আমাদের সামনে প্রকাশ্যে তিলাওয়াত করেছেন, আমরা তা তোমাদের কাছে প্রকাশ্যে তিলাওয়াত করি, এবং তিনি যা নীরবে (মনে মনে) তিলাওয়াত করেন, আমরাও তা নীরবে তিলাওয়াত করি।[১২৭]

---

১২৬. তাখরীজ: ((সহীহ))

এ হাদীসের সনদ হাসান। ইবনে মাজাহও (৮৪১) হাদীসটি একই সনদে ইউসুফ বিন ইয়াকুব থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায়হাকী বলেন: "বুখারী এ হাদীসটি ঐসব হাদীস থেকে নিয়েছেন যেগুলো দলিল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।" কিতাব আল-ক্বিরাআত: পৃষ্ঠা ৮০, হাদীস-৯৭]

১২৭. তাখরীজ: ((হাদীসটি মারফূ' ও সহীহ)) এ হাদীসের সনদ সহীহ, দেখুন হাদীস

পর্যালোচনাঃ

এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, সালাতে সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করা বাধ্যতামূলক এবং এটা একটা রুকন। ফাতিহা ছাড়াও আরো বেশি কিছু তিলাওয়াত বাধ্যতামূলক নয়।

١٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ ﷺ، يَقُولُ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " أَفِي كُلِّ صَلاةٍ قِرَاءَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ" ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : وَجَبَتْ هَذِهِ.

১৬. মাহমুদ বিন ইসহাক + আল-বুখারী + আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ + বিশর বিন আস-সারি + মু'য়াবিয়াহ বিন সালিহ আল-হাযরামি + আবূ আয-যাহিরিয়াহ + কাসির বিন মুররাহ আল-হাযরামি + আবূদ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ

আল্লাহর রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার জিজ্ঞাসা করা হলোঃ "প্রতি সালাতেই তিলাওয়াত বাধ্যতামূলক? জবাবে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ "হ্যা", এ সময় একজন আনসার সাহাবী বললেনঃ "এটা (ফাতিহা) বাধ্যতামূলক হয়ে গেল।[১২৮]

পর্যালোচনাঃ

১. কিছু বর্ণনাকারীর ভুলের কারণে এ হাদীসে একটি দুর্বল (য'ঈফ) অংশ সংযোজন করা হয়েছে।[১২৯] এ সংযোজনটি মারফু' হাদীসে নেই, কিন্তু এটি আবুদ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণনা এবং এর অর্থ হলো, "ইমামের উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াতই মুকতাদিদের জন্য যথেষ্ট", এর মানে হলো, মুকতাদিদের উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত করতে হবে না, বরং তারা সূরাহ

-৮, ১৩।

১২৮. তাখরীজঃ ((সহীহ)) এ হাদীসটি ইমাম বুখারী রচিত "খালক আফআল-ইবাদ" (পৃষ্ঠা ১০০, হাদীস-৫১৩) গ্রন্থে একই সনদ ও মতনে বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম নাসাঈ (১৪২/২ হাদীস-৯২৪) এ হাদীসটি মু'য়াবিয়াহ বিন সালিহ'র সনদে বর্ণনা করেছেন।

১২৯. দেখুনঃ সুনান নাসাঈ, এবং সুনান আদ-দারাকুতনী (৩৩২, ৩৩৩/১ হদিস-১২৪৮)

ফাতিহা মনে মনে তিলাওয়াত করবে।[১৩০]

২. হাদীসটি থেকে এটা স্পষ্ট যে, প্রতি সালাতে সূরাহ্ ফাতিহা তিলাওয়াত করা বাধ্যতামূলক, এবং প্রতি সালাতের মধ্যে যে মুকতাদির সালাতও অন্তর্ভুক্ত এটাও সাধারণ মানুষের জানা রয়েছে।

আবূদ দারদা বলেন: "আমার যদি সালাতে সূরাহ্ ফাতিহা পাঠ করার সুযোগ না থাকে, তাহলে আমি এটি রুকূ'তে তিলাওয়াত করব"।[১৩১]

[এ হাদীসের মর্মার্থ হলো ইমামের পিছনে সূরাহ্ ফাতিহা তেলাওয়াত করার গুরুত্ব বর্ণনা করা, আর রুকূ' এবং সিজদায় কুরআন তিলাওয়াত করা অনুমোদিত নয়।]

١٧. حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ ، سَمِعَ أَبَا الدَّرْدَاءِ ﷺ، وَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ "أَفِي كُلِّ صَلاةٍ قِرَاءَةٌ؟ قَالَ : نَعَمْ"

১৭. মাহমুদ বিন ইসহাক + আল-বুখারী+আলী বিন আবদুল্লাহ আল-মাদিনী+যায়েদ বিন হাব্বাব+মু'য়াবিয়াহ বিন সালিহ আল-হাযরামি+আবূ আয-যাহিরিয়্যাহ+কাসির বিন মুররাহ+আবূদ দারদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে একবার জানতে চাওয়া হলো: "প্রতি সালাতেই কি তিলাওয়াত বাধ্যতামূলক?" জবাবে তিনি বললেন: "হ্যা"[১৩২]

---

১৩০. দেখুন: হাদীস-১৭, ১৮,৮৩,২৯৪

১৩১. আল-বায়হাক্বী, কিতাব আল-ক্বিরাআত: পৃষ্ঠা ১৭৫, হাদীস-৩৮৪; সনদ: হাসান]

১৩২. তাখরীজ: ((সহীহ))
দেখুন: হাদীস-১৬,১৭,৮৩,২৯৪

অধ্যায়: (সালাতে) ইমাম ও মুকতাদির জন্য (ফাতিহা) তিলাওয়াতের বাধ্যবাধকতা

١٨- قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ (سورة المزمل آيــة ٢٠)، قَالَ : وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (ســورة الإسراء آيــة ٧٨)، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا (سورة الأعراف آيــة ٢٠٤)، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﷺ : هَذِهِ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَالْخُطْبَةِ.

أَبُو الدَّرْدَاءِ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ، "أَفِي الصَّلاةِ قِرَاءَةٌ؟ قَالَ : نَعَمْ"، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : وَجَبَتْ.

১৮. ইমাম বুখারী বলেন: আল্লাহ (সুবহানাহু তা'আলা) বলেন: " তোমরা কুরআনের যেখান থেকে যতটুকু সহজ মনে হয়, সেখান থেকে ততটুক পাঠ করো", [আল-মুয্যাম্মিল: ২০] এবং আল্লাহ বলেন: " এবং তোমরা প্রত্যুষে উঠে কুরআন পাঠ কর (ফজরের সালাতে)। কারণ (দিন ও রাত্রিতে মানবজাতির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ) প্রত্যুষে কুরআন তিলাওয়াতের সাক্ষী হয়ে থাকে। " [আল-ইসরা: ৭৮], এবং আল্লাহ বলেন: " সুতরাং, যখনই কুরআন তিলাওয়াত করা হবে, তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং চুপ থাকবে। "। ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: এই (সূরাহ) বাধ্যতামূলক (সালাতের) জন্য এবং (জুমু'আর) খুতবার জন্য,

এবং আবূদ দারদা (উয়াইমের বিন আযলান) (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে প্রশ্ন করা হলো: "প্রতি সালাতেই কি তিলাওয়াত বাধ্যতামূলক?" জবাবে তিনি বললেন: "হ্যা", এ সময় একজন আনসার সাহাবী বললেন: "এটি (তিলাওয়াত) বাধ্যতামূলক হয়ে গেল।

তাহকীক: আবূদ দারদার এ হাদীসটি পিছনে একবার বর্ণনা করা হয়েছে। দেখুন: ১৬, ১৭।

পর্যালোচনা:

ইবনে আব্বাসের সনদ ত্রুটিপূর্ণ। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

যাইলাঈ হানাফী লিখেছেন: ইবনে আব্বাসের বর্ণনাটিতে কোনো সনদ নেই [নাসব উর-রায়া: ১৯/২]

ইমাম বায়হাক্বী ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে:

[কিতাব আল-ক্বিরাআত: পৃষ্ঠা ১০৮ হাদীস-২৫৩; সনদ: হাসান] দেখুন এই বইয়ের: হাদীস ১৫৮, ১৬১।

١٩- وَتَوَاتَرَ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ : " لَا صَلاةَ إلا بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ." وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : يُجْزِيهِ آيَةٌ آيَةٌ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِالْفَارِسِيَّةِ وَلا يَقْرَأُ فِي الأُخْرَيَيْنِ وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ : " يَقْرَأُ فِي الأَرْبَعِ " وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي الأَرْبَعِ جَازَتْ صَلاتُهُ، وَهَذَا خِلافُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : " لَا صَلاةَ إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

১৯. ইমাম বুখারী বলেন: হাদীসটি আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর কাছ থেকে মুতাওয়াতির বর্ণনার মাধ্যমে এভাবে পৌঁছেছে যে, সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত ব্যতীত কোনো সালাত নেই। কিছু লোক বলে থাকেন যে, প্রথম দু' রাক'য়াতে ফারসি ভাষায় একটি আয়াত তিলাওয়াত করা যাবে এবং শেষের দু' রাক'য়াতে তিলাওয়াত না করাও অনুমোদিত; অন্যদিকে আবূ কাতাদাহ (আল-আনসারি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে: "আল্লাহর রাসূল (ﷺ) পুরো চার রাক'য়াতেই তিলাওয়াত করতেন, কিছু লোক বলে থাকেন যে: কেউ যদি পুরো চার রাক'য়াতে তিলাওয়াত না করেন, তবু তার সালাত বৈধ হবে, কিন্তু এ কথাটি আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) "সূরা ফাতিহা ব্যতীত কোনো সালাত নেই" এ কথার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।[১৩৩]

পর্যালোচনা:

"কিছু লোক" দ্বারা ইমাম বুখারী "আবূ হানীফাহ নু'মান বিন সাবিতকে" বোঝাতে চেয়েছেন।

মুহাম্মাদ বিন আল-হাসান আশ-শাইবানি [কাযযাব/মিথ্যাবাদি]।[১৩৪] কাজী আবূ ইউসুফ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি আবূ হানীফাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, "ফারসি ভাষায় সালাত শুরু এবং সালাতে তিলাওয়াত

---

১৩৩. তাহকীক: ((সহীহ))

এ মুতাওয়াতির হাদীসের একটি সনদ পিছনে রেখে আসা হাদীস নং- ২-এ উল্লেখ করা হয়েছে। সকলের মতেই মুতাওয়াতির হাদীস হলো খাঁটি প্রমাণ।

১৩৪. (দেখুন: শেখ যুবায়েরের তাহকীকসহ জুয রাফইল ইয়াদাইন, পৃষ্ঠা ৩২)

করা অনুমোদিত, এমনকি ঐ ব্যক্তি যদি আরবি ভালো জানাও হয়।"[১৩৫]

স্মরণ রাখা দরকার যে, এ বিষয়ে আবূ হানীফাহর রদকরণ মোটেই প্রমাণিত নয়। নূহ বিন আবূ মারিয়াম এ ইস্যুতে আবূ হানীফার রদকরণ উল্লেখ করেছেন।[১৩৬]

নূহ বিন মারিয়াম হলেন একজন বিখ্যাত মাতরূক উল-হাদীস (হাদীসে পরিত্যক্ত), মুনকারুল হাদীস (হাদীসের বিরোধিতাকারী) এবং কায্যাব (মিথ্যাবাদি)।[১৩৭]

আল-জামী আল-সাগীর'র স্পষ্ট বর্ণনার সামনেঃ হানাফী, দেওবন্দি ও বেরলভিগণ নূহ বিন আবূ মারিয়াম মিথ্যাবাদীর জাল হাদীস গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে আরো স্মরণ রাখা দরকার, তাদের মতে মুহাম্মাদ বিন আল-হাসান এবং কাজী আবূ ইউসুফ উভয়েই বড় ইমাম, সহীহাইন এবং মাকবুল উর-রিওয়ায়াহ (হাদীস বর্ণনায় গ্রহণযোগ্য)।

٢٠. فَإِنِ احْتَجَّ وَقَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "لا صَلاةَ"، وَلَمْ يَقُلْ : لا يُجْزِئُ. قِيلَ لَهُ : إِنَّ الْخَبَرَ إِذَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَحُكْمُهُ عَلَى اسْمِهِ وَعَلَى الْجُمْلَةِ حَتَّى بَيَانِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : لا يُجْزِيهِ إِلا بِأُمِّ الْقُرْآنِ.

২০. যদি তিনি যুক্তি উপস্থাপন করে বলেন যে: "রাসূল ﷺ বলেছেন: লা সালাতা: কোনো সালাত নেই, তিনি তো বলেননি যে: লা ইয়াযুযঃ সালাত অবৈধ", সুতরাং এক্ষেত্রে তাকে বলতে হবে যে: "যখন কোনো হাদীস (বিশুদ্ধ সনদে) রাসূল ﷺ থেকে আসে, তখন এর বিধান এর (সাধারণ) নাম ও বাক্যের (সরলতার) উপর ভিত্তি করে হবে, যতক্ষণ না এর (নির্দিষ্ট বা বিশেষ) কোনো বিধান রাসূল ﷺ থেকে আসে (তখন এর তাখসীস/স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠবে)। জাবির বিন আবদুল্লাহ বলেন যে, "সূরাহ ফাতিহা ব্যতীত অন্য কোনো সূরাহ জায়েয নয়।"

---

১৩৫. দেখুন: জামি আল-সাগীর পৃষ্ঠা ৯৪]

১৩৬. দেখুন: আল-হিদায়াহ ও আদ-দিরায়াহ খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০২, অধ্যায়: সিফাত আস-সালাত]

১৩৭. দেখুন: মীযান আল-ই'তিদাল খণ্ড ৪ পৃষ্ঠা ২৭৯,২৮০ এবং তাহযীব আত-তাহযীব খণ্ড১০ পৃষ্ঠা ৪৩৩-৪৩৫ ইত্যাদি]

পর্যালোচনাঃ

পূর্ববর্তী হাদীসে উল্লেখিত আবূ কাতাদাহ'র হাদীসটি সামনে উল্লেখ করা হয়েছে। দেখুনঃ হাদীস-২৩৮, ২৮৬, ২৮৮।

"সূরাহ ফাতিহা ব্যতীত কোনো সালাত নেই" এ হাদীসের জন্য দেখুনঃ -২।

মুসান্নাফ ইবনে আবূ শাইবাহ (৩৭২/১ হাদীস-৩৭৪২, ৩৭৪৩, ৩৭৪৭) এবং মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক-এ (৯৯/২ হাদীস নং-২৬৫৭) বর্ণনা করা হয়েছে যে, আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) শেষের দু' রাক'য়াতে তেলাওয়াত করতেন না।

হারিস বিন আবদুল্লাহ আল-আওরের (দ্বঈফ ও মিথ্যাবাদী) কারণে এই হাদীসটি মারদুদ্)[১৩৮]

একই সনদে আবূ ইসহাক আস-সাবা'ইও উপস্থিত আছেন যিনি একজন বিখ্যাত মুদাল্লিস, এবং তিনি হাদীসটি 'আন' যোগে বর্ণনা করেছেন। আবূ ইসহাকের এক বর্ণনায় হারিস আল-আওরকে বাদ দেয়া হয়েছে, অতএব ঐ সনদটি মুনক্বাতি। এই মুনক্বাতি সনদ মুসান্নাফ ইবনে আবূ শাইবাতেও (৩৭২/১ হাদীস -৩৭৪২) আছে এবং এটি খুবই দুর্বল। এই হাদীসে বর্ণনাকারী শারীক আল-কাযী একজন মুদাল্লিস এবং তিনিও 'আন' যোগে বর্ণনা করেছেন এবং আবূ ইসহাকও একজন মুদাল্লিস। এই মুনক্বাতি বর্ণনায় আবদুল্লাহ বিন মাসউদকেও উল্লেখ করা হয়েছে। শেষের দু' রাক'য়াতে তিলাওয়াত না করার বিষয়টি, আলহামদুলিল্লাহ, ইবনে মাসউদ থেকে মোটেই প্রমাণিত নয়।

শেষ দু' রাক'য়াতে তিলাওয়াত করার কথা উল্লেখ করে সায়্যিদিনাহ আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণনাটি পিছনের এক হাদীসে রয়েছে। হাদীস নং-১।

শেষ দু' রাক'য়াতে তিলাওয়াত না করা বিষয়ে আলক্বামাহ (তাবিঈ) এর বর্ণনাটি কোনো সহীহ সনদ থেকে পাওয়া যায়নি। মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাকের বর্ণনাও হাম্মাদ বিন আবূ সুলেমানের ইখতিলাতের (অবনতি) কারণে দ্বঈফ (দুর্বল)।

এুসান্নাফ আবূ শাইবায় (৩৭২/১ হাদীস-৩৭৪৭) আবদুর রহমান

---

১৩৮. দেখুনঃ মীযান আল-ই'তিদাল খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৩৫ এবং তাহযীব আত-তাহযীব (১২৬, ১২৮/২)ইত্যাদি।

ইবনে আল-আসওয়াদ (বিন ইয়াযিদ) এর বর্ণনাটিও দুর্বল। হাজ্জাজ বিন আরতাতও একজন দ্বঈফ ও মুদাল্লিস।

দেখুন: রিজাল ও তাদলীসের গ্রন্থসমুহ।

জাবির (ﷺ) এর বর্ণনাও সামনে আসছে। দেখুন: হাদীস-২৮৭।

٢١. فَإِنِ احْتَجَّ، فَقَالَ : إِذَا أَدْرَكَ الرُّكُوعَ جَازَتْ، فَكَمَا أَجْزَأَتْهُ فِي الرَّكْعَةِ كَذَلِكَ تُجْزِيهِ فِي الرَّكَعَاتِ. قِيلَ لَهُ : إِنَّمَا أَجَازَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ , وَابْنُ عُمَرَ وَالَّذِينَ لَمْ يَرَوُا الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ، فَأَمَّا مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ، فَقَدْ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لا يُجْزِيهِ حَتَّى يُدْرِكَ الإِمَامِ قَائِمًا. وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ , وَعَائِشَةُ ﷺمَا : لا يَرْكَعُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ. وَلَوْ كَانَ فِي ذَلِكَ إِجْمَاعٌ لَكَانَ هَذَا الْمُدْرِكُ لِلرُّكُوعِ مُسْتَثْنَى مِنَ الْجُمْلَةِ مَعَ أَنَّهُ لا إِجْمَاعَ فِيهِ.

وَاحْتَجَّ بَعْضُ هَؤُلاءِ، فَقَالَ : لا يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ لِقَوْلِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا سورة الأعراف آية ٢٠٤، فَقِيلَ : فَيُثْنِي عَلَى اللهِ وَالإِمَامُ يَقْرَأُ ؟ قَالَ : نَعَمْ. قِيلَ لَهُ : فَلِمَ جَعَلْتَ عَلَيْهِ الثَّنَاءَ، وَالثَّنَاءُ عِنْدَكَ تَطَوُّعٌ تُتِمُّ الصَّلاةَ بِغَيْرِهِ ؟ وَالْقِرَاءَةُ فِي الأَصْلِ وَاجِبَةٌ أَسْقَطْتِ الْوَاجِبَ لِحَالِ الإِمَامِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : فَاسْتَمِعُوا لَهُ سورة الأعراف آية ٢٠٤، وَأَمَرْتَهُ أَنْ لا يَسْتَمِعَ عِنْدَ الثَّنَاءِ وَلَمْ تُسْقِطْ عِنْدَ الثَّنَاءِ، وَجَعَلْتَ الْفَرِيضَةَ أَهْوَنَ حَالا مِنَ التَّطَوُّعِ، وَزَعَمْتَ أَنَّهُ إِذَا جَاءَ وَالإِمَامُ فِي الْفَجْرِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لا يَسْتَمِعُ وَلا يُنْصِتُ لِقِرَاءَةِ الإِمَامِ، وَهَذَا خِلافُ مَا قَالَهُ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ : " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلا صَلاةَ إِلا الْمَكْتُوبَةُ "،

২১. "তিনি যদি যুক্তি উপস্থাপন করেন এবং বলেন যে: 'যদি (কেউ) রুকূ'তে গিয়ে সালাত (ইমামের সাথে) সালাত ধরে, তাহলে (তার সালাত) বৈধ হবে; কারণ রাক'য়াতে এটা (তিলাওয়াত না করা) অনুমোদিত। একইভাবে এটা অন্য রাক'য়াতেও অনুমোদনযোগ্য; তাহলে এক্ষেত্রে তাকে বলা হবে যে: 'এটি (রুকূ'র রাক'আতকে) যায়েদ বিন

সাবিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু), ইবনে 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং যারা ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করার পক্ষে নন তারা বৈধ ঘোষণা করেছেন, অন্যদিকে যারা তিলাওয়াতকে (বাধ্যতামূলক) হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষে, তারা (একে জায়েয হিসেবে ঘোষণা করেন নি)। আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: যদি কেউ ইমামের সঙ্গে কিয়াম (দাঁড়ানো) অবস্থায় (রুকূ'র পূর্বে) সালাত ধরতে না পারে তাহলে তার (সালাতের রুকূ') বৈধ হবে না; আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: 'তোমাদের কেউ সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত ব্যতীত রুকূ'তে যাবে না।' এই ইস্যুতে যদি কোনো ইজমাও থেকে থাকে, তবে রাক'আত ধরার বিষয়টি ফাতিহা তিলাওয়াতের সাধারণ বিধান থেকে ব্যতিক্রম হবে, যদিও এ বিষয়ে কোনো ইজমা নেই। [এর মানে হলো: রুকূ'তে গিয়ে সালাত ধরার বিষয়টি মূলত ইজতিহাদের বিষয়, (ইসলামী শরীয়াহ ও ইখতিলাফের (মতানৈক্য) বিষয়ে নিজস্ব ব্যাখ্যার ভিত্তিতে কোনো আইনগত সিদ্ধান্তে পৌঁছার প্রক্রিয়াকে বলা হয় ইজতিহাদ)]

তাদের মধ্যে থেকে কিছু লোক যুক্তি দেখাতে গিয়ে বলেন যে, যেহেতু আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেছেন 'সুতরাং তোমরা এতে (তিলাওয়াতে) মনোযোগ দিবে এবং নীরব থাকবে', সে কারণে ইমামের পিছনে আমাদের তিলাওয়াত করা ঠিক হবে না।' তাদের এই যুক্তির জবাবে বলতে হবে: 'ইমাম যখন তিলাওয়াত করেন, তখন কি আমাদের সানা (সুবাহানাকা আল্লাহুম্মা) পাঠ করা উচিত?' তারা বলবেন: 'হ্যা', সুতরাং তাদেরকে বলা হবে: 'আপনি কেন সানা পাঠ করেন, আপনার মতেই সানা পাঠ করা নফল (প্রত্যাশার অতিরিক্ত কাজ), এবং এটা ব্যতীতই সালাত বৈধ? যেহেতু বাস্তবে (এমনকি আপনার মতেও) তিলাওয়াত আবশ্যক; কিন্তু ইমামতের সময় আপনি তিলাওয়াতের বাধ্যবাধকতা ছেড়ে দিয়েছেন, আল্লাহর (সুবহানাহু তা'আলা) 'সুতরাং তোমরা এতে (তেলাওয়াতে) মনোযোগ দিবে' এই বক্তব্যকে কারণ হিসেবে দেখিয়ে এবং এরই মধ্যে আপনি মতামতও দিয়েছেন যে, সানা পাঠ করার সময় এতে মনোযোগ দিও না। কিন্তু আপনি সানা পাঠ করা ছেড়ে দেন নি (সালাতের বাধ্যতামূলক কাজ কুরআনের আয়াত পাঠ করা ছেড়ে দিয়েছেন), আপনি ফরযের মর্যাদা নফলেরও নিচে নামিয়ে

দিয়েছেন। এবং আপনি এ ব্যাপারেও মত দিয়েছেন যে: 'ফজরের সালাতে ইমামের পিছনে যখন কেউ এসে সালাতে অংশগ্রহণ করেন, তখন তিনি দু' রাক'আত পড়বেন। কিন্তু ইমামের তিলাওয়াত সত্ত্বেও তিনি, না মনোযোগ দেন তিলাওয়াতে, না চুপ থাকেন। (সুতরাং) এটা (পুরোপুরি) আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) 'যখন ইকামত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন এই ফরয সালাতের পাশাপাশি অন্য কোনো সালাত আদায় করা যাবে না'" [সহীহ মুসলিম: ৭১০] এই হাদীসের বিরোধী।

পর্যালোচনা:

রুকূ' অবস্থায় ইমামের পিছনে সালাতে অংশগ্রহণ করার বিষয়ে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ), আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) (হাদীস-১৩২) এবং অন্যান্যদের মতে: যদি কেউ ইমামের সঙ্গে রুকূ' করা অবস্থায় সালাতে অংশগ্রহণ করেন, তাহলে তিনি পুরো রাক'আত ধরতে পারবেন না। তক্বী উদ-দ্বীন আলী বিন আবদুল কাফি আল-সুবকিও এ বিষয়ে একটি জুয লিখেছেন। ইমাম বিন খুজাইমাহ, আল-যাবি'ঈ এবং অন্যান্যরাও রুকূ' অবস্থায় সালাত ধরার ক্ষেত্রে পুরো রাক'আত গণ্য না হওয়ার পক্ষে। [১৩৯]।

আমরা জানতে পারলাম যে, এই ইস্যুতে ইজমা'র দাবিটি ভুল।

হানাফী, দেওবন্দি ও বেরলভিগণ ইমামের কুরআন তিলাওয়াতের সময় নিম্নোক্ত কার্যাবলী করে থাকেন:

১. যারা দেরীতে এসে (ইমামের সঙ্গে) সালাতে অংশগ্রহণ করেন তারা (তেলাওয়াতের সময়) তাকবীর বলেন। এটা তাদের একটি মুতাওয়াতির কর্ম, যার জন্য কোনো রেফারেন্সের দরকার হয় না; তারা দু' ঈদের সালাতের তাকবীরের সময়ও একই কাজ করে থাকেন। [১৪০]

২. তারা সানা (সুবহানাকা আল্লাহুম্মা....) পাঠ করেন। তাদের ফকীহ আবূ জা'ফর বলেছেন: "যখন কেউ সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত অবস্থায় ইমামের সঙ্গে সালাতে অংশগ্রহণ করেন, তখন (আলিমগণের) মতানুসারে

---

১৩৯. দেখুন: ফাতহুল বারি (১১৯/২, হাদীস নং-৬৩৭ এর আগে) এবং ফাতাওয়া আল-সুবকি (১৩৭, ১৪১/১)

১৪০. দেখুন: ফাতওয়া আলমগীরী (খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫১) এবং আল-বাহের আল-রাইক (১৭৪/২) এবং রাদ্দ উল-মুখতার ওয়া তজীহুল কালাম (খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৫৫)

তাকে সানা পাঠ করতে হবে, (ফ্বিকহ) এর সংগ্রহে এটি উল্লেখ করা হয়েছে)[১৪১]

এখানে "মতানুসারে" দ্বারা কাজী আবূ ইউসুফ এবং মুহাম্মাদ বিন আল-হাসান আশ-শাইবানির (কায্যাব/মিথ্যাবাদী) মতামতকে বুঝানো হয়েছে।[১৪২]

ফাতওয়া আলমগিরীতে (১৮২/১) বলা হয়েছে: হানাফীদের মতো ফুকাহাদের মতে সানা শুধু নীরব তিলাওয়াতের সালাতে পাঠ করা উচিত; এবং উচ্চৈঃস্বরের তিলাওয়াতের সালাতে মুকতাদিকে নীরব থাকতে হবে এবং সানা পাঠ করবে না। এটা তাদের গ্রন্থ তাতারখানিয়ায়ও উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু তাদের অনুসারীরা সবসময়ই উচ্চৈঃস্বরের তিলাওয়াতের সালাতে ইমামের তিলাওয়াতের সময় সানা পাঠ করেন।

৩. তাদের মতে ইমাম তিলাওয়াতে ভুল করলে তার ভুল ধরিয়ে দেয়া যাবে।[১৪৩]

৪. তারা ফজরের সালাতে আমামত প্রতিষ্ঠিত অবস্থায়ও দু' রাক'আত সুন্নাত সালাত আদায় করেন, এবং এক্ষেত্রে তারা দলিল হিসেবে উল্লেখ করেন, উমুক উমুক সাহাবী এই সুন্নাত আদায় করেছেন।[১৪৪]

٢٢. « فَقَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ »، فَقِيْلَ لَهُ : هَذَا خَبَرٌ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ وَغَيْرِهِمْ لِإِرْسَالِهِ وَانْقِطَاعِهِ رَوَاهُ ابْنُ شَدَّادٌ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

২২. এভাবে তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন: "সালাতে যার (সামনে) ইমাম আছে, সেক্ষেত্রে ইমামের তিলাওয়াতই তার তিলাওয়াত।"

সুতরাং এক্ষেত্রে তাকে বলতে হবে যে, এ হাদীসটি হিজায এবং ইরাকের আলিমগণ কর্তৃক প্রমাণিত নয়, কারণ হাদীসটি মুরসাল (সরাসরি

---

১৪১. মুনিয়াতুল-মুসাল্লি: পৃষ্ঠা ৮৬, এবং তজীহুল কালাম: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৫১

১৪২. দেখুন: আহসানুল-কালাম (খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮২)

১৪৩. দেখুন: বেহেশতি জেওর (পৃষ্ঠা ৯৯৫) এবং তওযীহুল কালাম (১৫৫/২)

১৪৪. দেখুন: আসার আস-সুনান (হাদীস-৭১৮, ৭২১, ৭২৪, ৭২৫, ৭২৬, ৭২৭,) এসব হাদীসের মধ্যে হাদীস নং-৭২৩, ৭২৪, ৭২৬ দ্বঈফ। দেখুন: আনওয়ার আস-সুনান: পৃষ্ঠা ১৪৫, ১৪৬।

রাসূল (ﷺ) থেকে তাবেঈর বর্ণনা) এবং মুনকাতি' (অপছন্দনীয়)। আবদুল্লাহ বিন শাদ্দাদ (তাবেয়ী) হাদীসটি সরাসরি রাসূল (ﷺ) থেকে (মুরসাল হাদীস হিসেবে) বর্ণনা করেছেন। [১৪৫]

---

১৪৫. তাখরীজ: (দ্বঈফ)

আবদুল্লাহ বিন শাদ্দাদ বর্ণিত হাদীসটি মুরসাল, এবং মুরসাল এক ধরণের দ্বঈফ (দুর্বল) হাদীস। আসুন এ বিষয়ে আমরা কিছু মুসনাদ (যুক্ত) হাদীস পর্যবেক্ষণ করি:

১. হাসান বিন সালীহ জাবির হতে, তিনি ইবনু যুবাইর থেকে, তিনি জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। (ইবনু মাজাহ হাঃ ৮৫০)

বুসাইরী এ বর্ণনা সম্পর্কে বলেন, এ সনদটি দ্বঈফ। এ সনদে জাবির যিনি ইবনু ইয়াযীদ আল-যু'ফী তিনি অভিযুক্ত। জাওয়াইদ ইবনু মাজাহ বলেন: জাবির আল-যু'ফী মিথ্যাবাদী। (পৃষ্ঠা ১৪০, হাঃ ২৮২)

২. "মুহাম্মাদ বিন আল-হাসান আশ-শাইবানি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবূ হানীফা আমাদেরকে অবহিত করেন, তিনি বলেন: আবুল হাসান মুসা বিন আবূ আইশা আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ বিন শাদ্দাদ বিন আল-হাদ থেকে, তিনি জাবির বিন আবদুল্লাহ থেকে।" মুয়াত্তা আশ-শাইবানি পৃষ্ঠা ৯৮ এবং তার আল-আসার হাদীস ৮৬]

শায়বানি একজন কায্যাব (মিথ্যাবাদি)। দেখুন আসন্ন হাদীস নং-(৪৫। এ কায্যাব তার আল-মুয়াত্তায় (পৃষ্ঠা ৯৯) জাল সনদে আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৩. ইউসুফ বিন আবূ ইউসুফকে (মাজহুল), কোনো সনদ ব্যতীত, আরোপিত বইয়ে সনদটি: "তার পিতা থেকে (দ্বঈফ), তিনি আবূ হানিফা থেকে, তিনি মুসা বিন আবূ আয়িশাহ, তিনি আবদুল্লাহ বিন শাদ্দাদ বিন আল-হাদ থেকে, তিনি আবূ ওয়ালীদ থেকে, তিনি জাবির বিন আবদুল্লাহ" এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল-আসার হাদীস-১১৩]

৪. "হাসান বিন সালিহ থেকে বর্ণিত, তিনি আবু-যুবায়ের, তিনি জাবির বিন আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু]" থেকে। মুসান্নাফ ইবনে আবূ শাইবাহ: ৩৭৭/১ হাদীস-৩৮০২, এবং মুসনাদ আহমদ]

আলিম আল-কুতুব কর্তৃক মুসনাদ আহমদের (৩৩৯/৩ হাদীস ১৪৬৯৮) নুসখায় এ সনদটি উল্লেখ করা হয়েছে: "সালিহ থেকে বর্ণিত, তিনি জাবির, তিনি আবু-যুবায়ের, তিনি জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে যাওযিও একই হাদীস আহমদ বিন হাম্বলের সনদে বর্ণনা করেছেন। [আল-তাহকীক ৩৬৩/১ হাদীস-৪৭২], এবং একই হাদীস ইমাম আহমদের সূত্রে আতরাফ আল-মুসনাদেও (১৩৯/২ হাদীস ১৯২৬) বর্ণিত হয়েছে।

অতএব, মুসনাদে আহমাদ থেকে আমরা জানতে পারি যে, জাবির আল-জু'ফির সংযোজন উপস্থিত রয়েছে। জাবির আল-জু'ফির সংযোজনসহ একই হাদীস নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহেও বর্ণিত হয়েছে। কামাল ইবনে আদী (৫৪২/২), শরহে

(قَال الْبُخَارِيُّ) وروى الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلا يُدْرَى أَسَمِعَ جَابِرٌ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَذَكَرَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلاةَ الْفَجْرِ، فَقَرَأَ رَجُلٌ خَلْفَهُ، فَقَالَ : " يَقْرَأَنَّ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَقْرَأُ إِلا بِأُمِّ الْقُرْآنِ "، فَلَوْ ثَبَتَ الْخَبَرَانِ كِلاهُمَا، لَكَانَ هَذَا مُسْتَثْنَى مِنَ الأَوَّلِ، لِقَوْلِهِ : " لا يَقْرَأَنَّ أَحَدُكُمْ إِلا بِأُمِّ الْقُرْآنِ "، وَقَوْلِهِ : " مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ " جُمْلَةٌ، وَقَوْلِهِ : " إِلا بِأُمِّ الْقُرْآنِ " مُسْتَثْنَى مِنَ الْجُمْلَةِ، كَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : " جُعِلَتْ

মা'য়ানি আল-আসার (২১৭/১, সুনান আদ-দারাকুতনি (৩৩১/১ হাদীস ১২৪০), মুসনাদ আবদ বিন হামায়েদ (১০৪৮) এবং হিলিয়াত আল-আওলিয়া (৩৩৪/৭)। অতএব জাবির আল-জু'ফির সংযোজনও এ সনদে প্রমাণিত হয় এবং এটি আল-মাজীদ ফি মুত্তাসিল আল-আসানিদেও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দেখুন হাদীস নং-৩৮।

৫. "আহমদ বিন মানী থেকে বর্ণিত: ইসহাক আল-আযরাক আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান এবং শারীক আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তারা মুসা বিন আবূ আয়িশাহ থেকে, তারা আবদুল্লাহ বিন শাদ্দাদ থেকে, তিনি জাবির থেকে" [আল-বুসাইরি, আসাফ আল-খায়রা আল-মাহারাহ: ২২৫/২ হাদীস ১৫৬৭]

দুটি কারণে এ হাদীসটি দ্বঈফ।

প্রথমত: সুফিয়ান আস-সাওরি এবং শারীক উভয়েই মুদাল্লিস, এবং এ হাদীসটি 'আন' যোগে বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: আহমদ বিন মানী'র প্রকৃত বই কোথাও পাওয়া যায়নি, এবং তার কয়েক শতাব্দি পরে জন্মলাভ করেছেন।

""সালাতে যার (সামনে) ইমাম আছে,....শেষ পর্যন্ত" এ হাদীসটির আরেকটি দুর্বল ও মারদুদ সনদ উল্লেখ করা হয়েছে আল-আলবানি (রহিমাহুল্লাহ) রচিত ইরওয়া আল-গালীল কিতাবে [২৬৮, ২৭৯/২ হাদীস ৫০০]। এ হাদীসটি এর সকল সনদেই দ্বঈফ ও মারদুদ। একে হাসান হিসেবে ঘোষণা করাও ভুল। হাফিয বিন হাজার বলেন: "এর সনদ এসেছে বেশ কয়েকজন সাহাবী থেকে এবং তাদের সকলেই মা'লুল (দ্বঈফ)। [আল-তালখীস আল-হাবীর ২৩২/১ হাদীস ৩৪৫]

শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত আলেম শেখ আবূ মুহাম্মাদ বাদী উদ-দ্বীন শাহ আর-রাশদী আস-সিন্ধি (রহিমাহুল্লাহ) এ হাদীসকে দ্বঈফ ও মারদুদ প্রমাণ করে একটি বই লিখেছেন, বইটির নাম হলো, "ইযহার আল-বারা'ত আন হাদীস মা কানা লাহু ইমাম ফি কিরা'ত আল-ইমাম লাহু ক্বিরা'ত", ওয়াল হামদুলিল্লাহ।

لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا "، ثُمَّ قَالَ فِي أَحَادِيثَ أُخَرَ : " إِلا الْمَقْبَرَةُ" ، وَمَا اسْتَثْنَاهُ مِنَ الأَرْضِ، وَالْمُسْتَثْنَى خَارِجٌ مِنَ الْجُمْلَةِ، وَكَذَلِكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ خَارِجٌ مِنْ قَوْلِهِ " : مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ" مَعَ انْقِطَاعِهِ، وَقِيلَ لَهُ : اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ وَأَنْتُمْ أَنَّهُ لا يَحْتَمِلُ الإِمَامُ فَرْضًا عَنِ الْقَوْلِ ثُمَّ قُلْتُمْ : الْقِرَاءَةُ فَرِيضَةٌ، وَيَحْتَمِلُ الإِمَامُ هَذَا الْفَرْضَ عَنِ الْقَوْمِ فِيمَا جَهَرَ الإِمَامُ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ، وَلا يَحْتَمِلُ الإِمَامُ شَيْئًا مِنَ السُّنَنِ نَحْوَ الثَّنَاءِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ، فَجَعَلْتُمُ الْفَرْضَ أَهْوَنَ مِنَ التَّطَوُّعِ، وَالْقِيَاسُ عِنْدَكَ أَنْ لا يُقَاسَ الْفَرْضُ بِالتَّطَوُّعِ، وَأَلا يَجْعَلَ الْفَرْضَ أَهْوَنَ مِنَ التَّطَوُّعِ، وَأَنْ يُقَاسَ الْفَرْضُ أَوِ الْفَرْعُ بِالْفَرْضِ إِذَا كَانَ مِنْ نَحْوِهِ، فَلَوْ قِسْتَ الْقِرَاءَةَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالتَّشَهُّدِ إِذَا كَانَتْ هَذِهِ كُلُّهَا فَرْضًا، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي فَرْضٍ مِنْهَا كَانَ أَوْلَى عِنْدَ مَنْ يَرَى الْقِيَاسَ أَنْ يَقِيسُوا الْفَرْضَ أَوِ الْفَرْعَ بِالْفَرْضِ.

২৩. ইমাম বুখারী বলেন: "হাসান বিন সালিহ জাবির বিন ইয়াযিদ আল জা'ফি থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ যুবায়ের (মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন তাদরাস আল-মাক্কি) থেকে, তিনি জাবির বিন আবদুল্লাহ আল-আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে, এবং তিনি এটি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। ("সালাতে যার (সামনে) ইমাম আছে, ...শেষ পর্যন্ত", এর বর্ণনা।) তবে এই হাদীসটি জাবির আবদুল্লাহর কাছ থেকে শুনেছেন কি না সেটা জানা যায়নি।

উবাদাহ বিন আস-সামিত ও আবদুল্লাহ বিন আমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত: "আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার ফজরের সালাতের ইমামতি করছিলেন, এ সময় এক ব্যক্তি রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পিছনে তিলাওয়াত করল, এ প্রসঙ্গে পরে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "যখন ইমাম তিলাওয়াত করে, তখন তোমরা একমাত্র ফাতিহা ব্যতীত অন্য কোনো সূরাহ বা আয়াত তিলাওয়াত করবে না।"। "সালাতে যার (সামনে) ইমাম আছে" এবং "সূরাহ ফাতিহা ব্যতীত" এই দুটি হাদীসই যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে "সূরাহ ফাতিহা

ব্যতীত কেউ অন্য কিছু তিলাওয়াত করবে না” এই হাদীসের কারণে সেটা ব্যতিক্রম হবে।

“সালাতে যার (সামনে) ইমাম আছে, ইমামের তিলাওয়াতই তার তিলাওয়াত” এই হাদীসটি মুজাম্মাল (সংক্ষিপ্ত); এবং “কুরআনের মাতা অর্থাৎ সূরাহ্ ফাতিহা ব্যতীত” এই হাদীসটি এই মুজাম্মাল (সংক্ষিপ্ত) হাদীস থেকে ব্যতিক্রম।

যেহেতু আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) হাদীসে বলা হয়েছে যে: “সমস্ত পৃথিবীকে আমার জন্য পবিত্র ও অবস্থানের স্থান করা হয়েছে”, তবে অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে: “একমাত্র কবরস্থান” এবং আরো কিছু ব্যতিক্রমধর্মী শর্তাবলী ব্যতীত। ব্যতিক্রমবিশিষ্ট হাদীসগুলো মুজাম্মাল ও সাধারণ্য বহির্ভূত হবে। একইভাবে, ফাতিহাও “সালাতে যার (সামনে) ইমাম আছে, ইমামের তিলাওয়াতই তার তিলাওয়াত” এই হাদীসের (সাধারণ্যতার) আওতার বাইরে পড়বে; হাদীসটি মুনক্বাতি (এবং দ্বঈফ) হওয়া সত্ত্বেও।

তার উদ্দেশ্যে বলা হয় যে: (সত্যের) আলিমগণ ও আপনার মাঝে এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, ইমাম জোরে তিলাওয়াত করুক বা না করুক, তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে বাধ্যবাধকতা ও সুনান উঠিয়ে নিতে পারেন না। উদাহরণ: সানা (সুবহানাকা আল্লাহুম্মা.....), তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ্) এবং তামহীদ (আল হামদুল্লিাহ্)। আপনি ফরযকে (বাধ্যবাধকতা) নফলের থেকেও নিচু স্তরে নামিয়ে দিয়েছেন। আপনার মতে কিয়াস হলো, ফারযকে কখনো নফলের সমতুল্য মনে করা যাবে না, এবং ফারযকে কখনো নফলের নিচু স্তরেরও বিবেচনা করা যাবে না; ফারয বা এর সমতুল্য কোনো কিছুকে এর সমজাতীয় কোনো বিধানের সাথেই তুলনা করতে হবে। আপনি যদি তিলাওয়াতকেও (ক্বিরাআত) রুকূ‘, সিজদা এবং তাশাহ্হুদের সমতুল্য গণ্য করতেন, যেহেতু এগুলোও বাধ্যতামূলক, (তাহলে সেটা খুব ভালো হতো।) যদি কোনো ফরজের ব্যাপারে কোনো বিতর্কের উদ্ভব হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে কিয়াসে বিশ্বাসীদের ঐ ফরযকে একই ধরনের অন্য এক ফরজের ওপর কিয়াস করতে হবে।

“সালাতে যার (সামনে) ইমাম আছে” এই হাদীসটি বাতিল। অবশিষ্ট

বক্তব্যগুলো কিয়াসে বিশ্বাসীদের পাল্টা যুক্তি, কারণ এই শ্রেণির লোকেরা কিয়াসের জন্য কুরআন ও হাদীস ছেড়ে দিয়েছেন।

٢٤. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةُ ﵄ مَا : قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ : "مَـنْ صَـلَّى صَلاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ"

২৪. আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

যে ব্যক্তি সালাত আদায় করল, (এবং) সালাতে কুরআনের মাতা (ফাতিহা) তিলাওয়াত করল না, তার সালাত মূল্যহীন (অর্থ: বাতিল)। [১৪৬]

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " : اقْرَأْ خَلْفَ الإِمَامِ، قُلْتُ : وَإِنْ قَرَأْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَإِنْ قَرَأْتَ "، وَكَذَلِكَ، قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْـبٍ , وَحُذَيْفَـةُ بْـنُ الْيَمَـانِ , وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ , وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو , وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَ ذَلِكَ.

২৫. ‘উমার বিন আল-খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: “ইমামের পিছনে (সূরাহ ফাতিহা) তিলাওয়াত কর, আমি (বর্ণনাকারী) তাকে প্রশ্ন করলাম: “যখন আপনি জোরে তিলাওয়াত করবেন?” তিনি বলেন: “হ্যা, এমনকি যখন আমি তিলাওয়াত করব।”। উবাই বিন কা‘ব, হুযায়ফাহ বিন আল-ইয়ামান এবং উবাদাহ বিন আস-সামিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একই কথা বলেছেন; এবং আলী বিন আবূ তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু), আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আল আস, আবূ সাঈদ আল-খুদরি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো অনেক সাহাবীও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। [১৪৭]

---

১৪৬. তাখরীজ: ((সহীহ)) দেখুন: হাদীস -১১, আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত এবং হাদীস-২৬, আয়শা [রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা] থেকে বর্ণিত। এ হাদীসগুলো সেখানে সনদসহই উল্লেখ করা হয়েছে, এবং হাদীসগুলো সহীহ। ওয়ালহামদুলিল্লাহ।

১৪৭. তাখরীজ: ((সহীহ)) দেখুন: হাদীস ৫১। উপরে উল্লেখিত আসারের একটি সংক্ষিপ্ত তাখরীজ নিম্নে উল্লেখ করা হলো : উবাই বিন কা‘ব: দেখুন: হাদীস ৫২, ৫৩। হুজায়ফাহ বিন আল-ইয়ামান: দেখুন: হাদীস-৫৬। উবাদাহ বিন আস-সামিত:

পর্যালোচনা:

মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক থেকে বর্ণিত: তিনি আবদুর রাহমান বিন যায়েদ থেকে: তিনি বলেন, আমাদের আশইয়াখ (শিক্ষকবৃন্দ) আমাদেরকে অবহিত করেছেন, আলী [রাদিয়াল্লাহ আনহু] বলেন: "যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করে, তার জন্য কোনো সালাত নেই।" [১৩৭২ হাদীস ২৮১০]

এ হাদীসটি খুবই দুর্বল। আশইয়াখ (শিক্ষকবৃন্দ) মাজহুল এবং আবদুর রাহমান বিন যায়েদও দ্বঈফ। [১৪৮] ইমাম হাকিম নিশাপুরি বলেন:

"তিনি তার পিতা থেকে জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন.....[১৪৯]

মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক-এ [২৮১/২ হাদীস ৩৩৭১] সাইয়্যিদিনাহ 'আলী এবং ইবনে মাস'উদ [রাদিয়াল্লাহ আনহুম] থেকে বর্ণিত: "যে ব্যক্তি প্রথম রাক'য়াতে সালাত ধরতে পারলো না, তার সিজদা নিয়ে চিন্তা করা উচিত নয়।" (সনদ: হাসান)

এ হাদীসে "মুদরিক আর-রুকূ'র" [ইমামের সঙ্গে রুকূ'তে গিয়ে সালাত ধরা] বিষয়ে কিছু বলা হয়নি, বরং এখানে "ইদরাক আল-রাক'আত" (রাকয়াতসহ সালাত ধরা) ও "ইদরাক আস-সাজদা" (সেজদায় গিয়ে সালাত ধরা) বিষয়ে বলা হয়েছে।

٢٦) وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : كَانَ رِجَالٌ أَئِمَّةٌ يَقْرَءُونَ خَلْفَ الإِمَامِ

২৬. কাশিম বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ বকর বলেন: আইম্মাহ (ইমামের বহুবচন, যথা: আলিমগণ) ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করতেন। [১৫০]

দেখুন হাদীস-৬৫ এবং অন্যান্য। 'আলী বিন আবূ তালিব: দেখুন হাদীস-১। আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আল আস: দেখুন: হাদীস-৬০। আবূ সাঈদ আল-খুদরী: দেখুন হাদীস-৫৭। উপরোক্ত সকল সাহাবী [রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমু আজমাঈন] থেকেই ইমামের পিছনে তিলাওয়াতের বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

১৪৮. তাকরীব: ৩৮৬৫

১৪৯. আল-মাদখাল ইলাল-সহীহ: পৃষ্ঠা ১৫৪

১৫০. তাখরীজ: ((সহীহ))

এ বর্ণনাটি আল-বায়হাক্বীর কিতাব আল-কিরাআতে [পৃষ্ঠা ১০৫, হাদীস নং-২৪১, সনদ: হাসান; পৃষ্ঠা ২০৯, হাদীস ৪৪৫, ৪৪৬] এবং আল সুনান আল-কুবরায় (১৬১/২) সহীহ সনদে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে অবশ্য এ সংযোজনটি: "ইবনে 'উমার [রাদিয়াল্লাহ আনহু] ইমামের পিছনে (সুরা ফাতিহা

٢٧) وَقَالَ أَبُو مَرْيَمَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ ﷺ، " يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ "

২৭. আবূ মারিয়াম (আবদুল্লাহ বিন যায়েদ আল-আসদি আল-কুফি) বলেন: "আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদকে ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করতে শুনেছি। [১৫১]

٢٨) وَقَالَ أَبُو وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : " أَنْصِتْ لِلإِمَامِ "

২৮. আবূ ওয়া'লি (শাকীক বিন সালামাহ) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউ'দ [রাদিয়াল্লাহ আনহু] থেকে বর্ণনা করেছেন: "ইমামের তিলাওয়াত শোনার জন্য তোমারা চুপ থাকবে।"[১৫২]

٢٩) وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : دَلَّ أَنَّ هَذَا فِي الْجَهْرِ، وَإِنَّمَا يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا سَكَتَ الإِمَامُ.

২৯. আবদুল্লাহ বিন আল-মুবারাক বলেন: এই বর্ণনা দ্বারা জাহের (উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াতের) প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, এবং ইমামের পিছনে কেবল তখনই তিলাওয়াত করা যাবে যখন তিনি নীরব থাকেন। [১৫৩]

ব্যতিত অন্য কোনো সুরা) তিলাওয়াত করতেন না, চাই সেটা উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত অথবা নীরব তিলাওয়াতের সালাত হোক।" (ইবনে ওমরের) এ আসার মূলত ফাতিহা প্রসঙ্গে। দেখুন: হাদীস ৪৮। মুহাদ্দিসগণের মতামত (জামহুর) অনুসারে উসামাহ বিন আল-লাইসি একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। একই অর্থবোধক এর একটি শাহিদও (সমর্থনকারী দলীল) রয়েছে মুসান্নাফ ইবনে আবূ শাইবায় (৩৭৫/১ হাদীস ৩৭৭৪)।

১৫১. তাখরীজ: ((জ'য়ীফ))

এ আসার সামনে আসছে। দেখুন: হাদীস-৫৫।

১৫২. তাখরীজ: ((সহীহ))

এ আসারটি নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

أنصت للقرآن فإن في الصلة شغل وسيكفيك ذلك المام

আল-বায়হাক্বীর আল-সুনান আল-কুবরায় (১৬০/২) এবং সংক্ষিপ্তভাবে মুসান্নাফ ইবনে আবূ শাইবায় (৩৭৬/১ হাদীস ৩৭৮০)। এর সনদ সহীহ এবং এ আসারও সূরা ফাতিহা প্রসঙ্গে।

১৫৩. তাখরীজ: ((জ'য়ীফ))

এ আসার কোনো সনদসহ পাওয়া যায়নি। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

٣٠) وَقَالَ الْحَسَنُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، وَمَالا أُحْصِي مِنَ التَّابِعِينَ وَأَهْلِ الْعِلْمِ : إِنَّهُ يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ وَإِنْ جَهَرَ. وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، تَأْمُرُ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ

৩০. হাসান (বসরি), সাঈদ বিন যুবায়ের, মায়মুন বিন মিহ্‌রানসহ অসংখ্য তাবেয়ী ও ইমামগণ বলেছেন:

যখন জাহের (উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত) করা হবে তখনই কেবল ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করা যাবে, এবং আয়িশাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা ইমামের পিছনে তিলাওয়াতের নির্দেশ দিতেন।"[১৫৪]

পর্যালোচনা:

ইমাম বুখারীর এই বর্ণনাটি ইমাম বায়হাক্বীর কিতাব আল-ক্বিরাআতেও উল্লেখ করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা ১০৬ হাদীস.২৪৫)

٣١) وَقَالَ خَلادُ : حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي الْمُغِيرَةِ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا، عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ فِي الأُولَى وَالْعَصْرِ، فَقَالَ : كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَقْرَأُ، فَقُلْتُ : أَيُّ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ فَقَالَ : أَنْ تَقْرَأَ

৩১. খাল্লাদ বিন ইয়াহইয়া বলেন: হানযালাহ্ বিন আবুল মুগীরাহ

---

১৫৪. তাখরীজ:

এ আসারের রেফারেন্স নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

হাসান বসরি: আল-বায়হাক্বী, কিতাব আল-ক্বিরাআত (পৃষ্ঠা ১০৫ হাদীস ২৪২) এবং আল সুনান আল কুবরা (১৭১/২); সনদ: সহীহ এবং ইবনে আবূ শায়বাহ (৩৭৪/১, হাদীস ৩৭৬২), সনদ: সহীহ।

সাঈদ বিন যুবায়ের: দেখুন: হাদীস-৩৪, ২৭৩।

মাহমুদ বিন মিহরান: এ আসারটি পাওয়া যায়নি।

আয়িশাহ: আল-বায়হাক্বী, কিতাব আল-ক্বিরাআত (পৃষ্ঠা ৯৯ হাদীস ২২১, ২২২) এবং আল-সুনান আল-কুবরা (১৭১/২)। এর তিনটি সনদ রয়েছে: একটি সনদে সুফিয়ান মুদাল্লিস এবং তিনি 'আন' সহযোগে বর্ণনা করেছেন, দ্বিতীয় সনদে ইকরিমাহ বিন ইবরাহীম আল-আজদি আল-মাওসিল খুবই দুর্বল। দেখুন: লিসান আল-মীযান (১৮১, ১৮২/৪) তৃতীয় সনদে, হামীদ বিন মাহমুদ বিন হারব আল-মাকাই আল-নিসাবুরি মাজহুল উল-হাল, শুধু ইবনে হিব্বান তার তাওসীক করেছেন। [আস-সিকাত ২১৯/৮)

আমাদের কাছে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি হাম্মাদ বিন আবূ সুলাইমানের কাছে জোহর ও আসরের সালাতে তিলাওয়াতের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন: "সাঈদ বিন যুবায়ের ক্বিরাআত পাঠ করতেন।" আমি জিজ্ঞেস করলাম: "এ বিষয়ে আপনার পছন্দ কোনটি?" তিনি (হাম্মাদ) উত্তরে বললেন: "তুমিও তিলাওয়াত করবে (মানে হলো: আমি তিলাওয়াত পছন্দ করি)"[১৫৫]

তাদলীস-এমনসব লোকের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করা যার কাছ থেকে বর্ণনাকারী হাদীস শুনেছেন, কিন্তু তিনি এমন কোনো অস্পষ্ট প্রকাশভঙ্গিতে হাদীস শোনেননি যার মধ্যে ধারাবাহিকতা/সামা'র ছাপ রয়েছে।

ইরসাল খাফি- সমসাময়িক এমন ব্যক্তির কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করা যার সঙ্গে দ্ব্যর্থবোধক প্রকাশভঙ্গিসহ বর্ণনাকারীর সাক্ষাত হয়নি, যা থেকে কোনো ধরনের ধারবাহিকতা/সামা' এর ছাপ পাওয়া যায়।

٣٢) وَقَالَ مُجَاهِدُ : إِذَا لَمْ يَقْرَأْ خَلْفَ الإِمَامِ أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَكَذَلِكَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَقِيلَ لَهُ : احْتِجَاجُكَ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَإِذَا قُرِئَ

---

১৫৫. তাখরীজ: ((সহীহ))

খাল্লাদ বিন ইয়াহইয়া ইমাম বুখারীর শিক্ষক, কিন্তু হানজালাহ বিন আবুল মুগীরাহর তাওসীক করেছেন শুধু ইবনে হিব্বান, অতএব এ বর্ণনাকারী মাজহুল উল-হাল।

সাঈদ বিন যুবায়েরের বর্ণনার জন্য দেখুন : হাদীস ৩৪, ২৭৩

মুসান্নাফ ইবনে আবূ শাইবাহ (৩৭৭/১ হাদীস ৩৭৯২), একটি বর্ণনা এসেছে: "হুশাইম বিন আবূ বাশার থেকে, তিনি সাঈদ বিন যুবায়ের থেকে: তাকে (সাঈদ) ইমামের পিছনে তিলাওয়াতের বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: ইমামের পিছনে কোনো তিলাওয়াত নেই।"

এ বর্ণনাটি হুশাইমের তাদলীসের কারণে দুর্বল। হুশাইম বিন বুশাইর আল-ওয়াসতি নিশ্চিতভাবেই নির্ভরযোগ্য, "কাসীর উল-তাদলীস" (প্রচুর তাদলীস) এবং ইরসাল আল-খাফি [দেখুন: তাকরীব আত-তাহযীব: ৭৩১২ এবং রিজালের অন্যান্য গ্রন্থসমূহ। সহীহাইন ছাড়া তার অন্যান্য বর্ণনাসমুহ সমর্থনকারী দলীল ও শোনার বিষয়ে দৃঢ়তার অভাবে জা'য়ীফ ও মারদুদ।

ইমামের পিছনে তিলাওয়াত প্রসঙ্গে সাঈদ বিন যুবায়ের বর্ণনা সামনে আসছে। (হাদীস ৩৪, ২৭৩)

الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا سورة الأعراف آية ٢٠٤. أَرَأَيْتَ إِذَا لَمْ يَجْهَرِ الإِمَامُ أَيَقْرَأُ خَلْفَهُ قَالَ : " لا. بَطُلَ دَعْوَاهُ، لأَنَّ اللهَ تَعَالَى , قَالَ : فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا سورة الأعراف آية ٢٠٤، وَإِنَّمَا يُسْتَمَعُ لِمَا يُجْهَرُ مَعَ أَنَّا نَسْتَعْمِلُ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى : فَاسْتَمِعُوا لَهُ سورة الأعراف آية ٢٠٤، نَقُولُ : يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ عِنْدَ السَّكَتَاتِ "

৩২. মুজাহিদ বিন জাবের (কুরআনের ব্যাখ্যাকারক) বলেন: যদি কেউ ইমামের পিছনে (সূরাহ ফাতিহা) তিলাওয়াত না করে, তাহলে তাকে সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে; এবং আবদুল্লাহ বিন আয-যুবায়েরও (বিন আল-আওন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) একই কথা বলেছেন।

(যারা ইমামের পিছনে তিলাওয়াতের বিপক্ষে) তাদের উদ্দেশ্যে বলতে হবে: আপনি আল্লাহর বাণী: "এবং যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হবে, তখন তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং চুপ থাকবে" থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন। আপনি কী মনে করেন, ইমাম যদি উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত না করেন, তাহলে মুকতাদিরা (অনুসারীগণ) কি তিলাওয়াত করবেন? যদি তিনি বলেন, "না!", তাহলে তার দাবি বাতিল (মিথ্যা) বলে গণ্য হবে, কারণ আল্লাহ (সুবহানাহু তা'আলা) বলেন: "তোমরা এটা (তেলাওয়াত) মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং চুপ থাকবে", এবং আমরা কেবল তখনই মনোযোগ দিয়ে শুনতে পাই, যখন উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত করা হয়; এর মাধ্যমেই আমরা আল্লাহর বাণী "তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে" এর অনুসরণ করি, আমাদের বক্তব্য হলো, ইমামের পিছনে বিরতির সময় তিলাওয়াত করতে হবে। [১৫৬]

পর্যালোচনা:

আবদুল্লাহ বিন আয-যুবায়ের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর আসার পাওয়া যায়নি, দেখুন: হাদীস-৪৭।

---

১৫৬. তাখরীজ: ((জ'য়ীফ)) দেখুন: এ বইয়ের হাদীস নং-৫৮। মুসান্নাফ ইবনে আবূ শাইবায় (৩৬১/১ হাদীস ৩৬৩৫) এটি লাইস বিন আবূ সালীমের সনদে মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে:

٣٣) قَالَ سَمُرَةُ ﷺ : كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ سَكْتَتَانِ : سَكْتَةٌ حِينَ يُكَبِّرُ، وَسَكْتَةٌ حِينَ يَفْرَغُ مِنْ قِرَاءَتِهِ "

৩৩: সামুরাহ বিন জুনদুব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: "আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (তাঁর সালাতে) দুটি বিরতি দিতেন: প্রথম বিরতি দিতেন তাকবীর (সালাতের শুরুতে) বলার সময় এবং দ্বিতীয় বিরতি দিতেন তার তিলাওয়াতের শেষে।[১৫৭]

٣٤) وَقَالَ ابْنُ خُثَيْمٍ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ قِرَاءَتِهِ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَحْدَثُوا مَا لَمْ يَكُونُوا يَصْنَعُونَهُ، لأَنَّ السَّلَفَ كَانَ إِذَا أَمَّ أَحَدُهُمُ النَّاسَ كَبَّرَ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يُظَنَّ أَنَّ خَلْفَهُ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثُمَّ قَرَأَ وَأَنْصَتُوا "

৩৪: (আবদুল্লাহ বিন উসমান) ইবনে খুসাইম বলেন: আমি সাঈদ বিন যুবায়েরের (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) কাছে প্রশ্ন করে জানতে চাইলাম: "ইমামের পিছনে কি আমি তিলাওয়াত করব?" জবাবে তিনি বললেন: "হ্যাঁ, এমনকি যখন তুমি তার তিলাওয়াত শুনবে তখনও, কারণ আজকাল অনেক লোক একটি বিদয়াত শুরু করেছেন, যা কখনো সালাফ (আস-সালেহীনরা) চর্চা করেননি। তাদের মধ্যে যিনি ইমাম হতেন, তিনি তাকবীর বলার পর তার অনুমান অনুসারে মুকতাদিদের সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত শেষ হওয়া পর্যন্ত নীরব থাকতেন, অতঃপর তিনি (ইমাম) তিলাওয়াত শুরু করতেন এবং তারা (মুকতাদিগণ) নীরব থাকতেন।"[১৫৮]

পর্যালোচনা:

ইমাম বায়হাক্বী উপরোক্ত হাদীসটি ইমাম বুখারী থেকে বর্ণনা

---

১৫৭. তাখরীজ: ((হাসান))

এ বর্ণনাটি সামনে আসছে: হাদীস -২৭৭, ২৭৮।

১৫৮. তাখরীজ: ((হাসান))

এ বর্ণনাটিও সামনে আসছে: হাদীস নং-২৭৩। আল-বায়হাক্বীর কিতাব আল-কিরাআতে (পৃষ্ঠা ১০৩ হাদীস ২৩৭) এর পক্ষে শাহীদ (সমর্থনকারী দলিল) রয়েছে। ইবনে খুযায়মাহও একই হাদীস জা'ফর বিন মুহাম্মাদ, তিনি ইয়াহইয়া বিন সালীম, তিনি ইবনে খুসায়েম থেকে বর্ণনা করেছেন।

করেছেন। [কিতাব আল-ক্বিরাআত পৃষ্ঠা ১০৪ হাদীস ২৩৭]।

٣٥) وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﷺ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ " إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ سَكَتَ سَكْتَةً"

৩৫. আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: "আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তেলাওয়াত শুরু করার আগে কিছুক্ষণের জন্য বিরতি দিতেন।"[১৫৯]

٣٦) وَكَانَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، وَغَيْرُهُمْ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، يَرَوْنَ الْقِرَاءَةَ عِنْدَ سُكُوتِ الإِمَامِ إِلَى نُوْنِ نَعْبُدُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : "لا صَلاةَ إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" ، فَتَكُونُ قِرَاءَتُهُ فِي السَّكْتَةِ، فَإِذَا قَرَأَ الإِمَامُ أَنْصَتَ حَتَّى يَكُونَ مُتَّبِعًا لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا سورة الأعراف آية ٢٠٤، فَيُسْتَعْمَلُ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى، وَيُتَّبَعُ قَوْلُ الرَّسُولِ، لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ سورة النساء آية ٨٠، وَقَوْلِهِ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا سورة النساء آية ١١٥، وَإِذَا تَرَكَ الإِمَامُ شَيْئًا مِنْ حَقِّ الصَّلَاةِ، فَحَقٌّ عَلَى مَنْ خَلْفِهِ أَنْ يُتِمُّوا. قَالَ عَلْقَمَةُ : إِنْ لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ أَتْمَمْنَا.

৩৬: আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান বিন আওফ+মায়মুন বিন মিহরান+সাঈদ বিন যুবায়ের+অন্যান্যরাও ইমামের বিরতিতে তিলাওয়াত (ফাতিহায়) এর "নুন" পর্যন্ত তিলাওয়াত করার পক্ষে ছিলেন। এর পক্ষে তাদের দলিল হলো রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) "সূরাহ ফাতিহা ব্যতীত কোনো সালাত নেই", আল ফাতিহা হলো তার তিলাওয়াত। এভাবে ইমাম যখন তিলাওয়াত করবে, তিনি তখন চুপ থাকবেন। একইভাবে, তিনি আল্লাহর বাণী: "যে আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনুগত্য করল, (এর মাধ্যমে) সে নিশ্চয় আল্লাহর আনুগত্য করল" [আন-নিসা: ৮০] এবং "সঠিক পথ

---

১৫৯. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ বর্ণনাটি পরবর্তীতে আসছে: হাদীস ২৭০, ২৮০।

দেখানোর পরও যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) বিরোধিতা করবে এবং মু'মিনদের পথ ব্যতীত অন্য কোনো পথ অনুসরণ করবে, আমরা তাকে তার পছন্দের পথেই রাখব এবং তাকে জাহান্নামের আগুনে পোড়ানো হবে- যা কতই না নিকৃষ্ট গন্তব্য! [আন-নিসা: ১১৫]-এর অনুসারী হবেন। (এর মানে হলো: ইমামের পিছনে ফাতিহা তিলাওয়াতকারী কুরআন ও হাদীস উভয়েরই অনুসারী হবে) এবং ইমাম যদি তার সালাত থেকে কিছু পরিত্যাগ করেন, তাহলে তার মুকতাদিদের তা পূর্ণ করতে হবে, অতঃপর আমরা এটি পূর্ণ করব।"[১৬০]

পর্যালোচনা:

"আনসাত" এর ওপর আলোচনা: আরবিতে আল-আনসাত শব্দের অর্থ হলো: নীরবতা, মনোযোগ সহকারে শোনা।" দেখুন: আল-ক্বামুস আল-ওয়াহীদ (খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬৫৪) এবং অন্যান্য লুগাতের বই। কুরআন পড়া এবং হৃদয়ে স্মরণ করা আনসাতের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়। সালমান আল-ফারসি আল্লাহর রাসূল (ﷺ) থেকে এক ব্যক্তির জুমুয়া'র সালাত বিষয়ে বর্ণনা করেন যে: "এবং তিনি তার সালাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত নীরব (ইয়ুনসিতু) থাকেন।"[১৬১]

এ হাদীসের পক্ষে সমর্থনমূলক প্রমাণের জন্য দেখুন: সহীহ ইবনে খুযায়মাহ (১৭৬২), সহীহ ইবনে হিব্বান (৫৬২), সুনান আবূ দাউদ (৩৪৩), মুসনাদ আহমদ (৮১/৩), মুসতাদরাক আল-হাকিম (৮৩/১), এবং অন্যান্য।

এর সারমর্ম হলো: মনে মনে কোমল স্বরে পাঠ করা "আল-আনসাত"ও "আনসাতু" এর বিরোধী নয়। [১৬২]

কিছু লোক আবার এ বিষয়ে মিথ্যা লিখেছেন যে, ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর মতে: ইমাম যদি সালাতে কোনো বিরতি না দেয় তাহলে সেটা হবে বিদ্'য়াত এবং তিনি (ইমাম) জাহান্নামী হবেন। (এর অর্থ হলো: তিনি (ঐ ইমাম) জাহান্নামে যাবেন। অনৈতিক কর্মসম্পাদনকারীদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত।

---

১৬০. তাখরীজ: ((জ'য়ীফ))
এ মতনে (কথায়) এসব আসার পাওয়া যায়নি। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

১৬১. আল-সুনান আল-সুগরা, আল-নাসাঈ: ১০৪/৩, হাদীস ১৪০৪, হাকিম এটি প্রমাণ করেছেন: ২৭৭/১, এবং আয-যাহাবি এটি নিশ্চিত করেছেন।

১৬২. দেখুন: তজীহুল কালাম [খণ্ড ২ হাদীস ২০৬, ২১৬

٣٧) وَقَالَ الْحَسَنُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَحُمَيْدُ بْنُ هِلالٍ، اقْرَأْ بِالْحَمْدِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، وَقَالَ الآخَرُونَ مِنْ هَؤُلاءِ : يُجْزِيهِ أَنْ يَقْرَأَ بِالْفَارِسِيَّةِ، وَيُجْزِيهِ أَنْ يَقْرَأَ بِآيَةٍ يَنْقُضُ آخِرُهُمْ عَلَى أَوَّلِهِمْ بِغَيْرِ كِتَابٍ وَلا سُنَّةٍ، وَقِيلَ لَهُ : مَنْ أَبَاحَ الثَّنَاءَ وَالإِمَامُ يَقْرَأُ بِخَبَرٍ أَوْ بِقِيَاسٍ وَحَظَرَ عَلَى غَيْرِكَ الْفَرْضُ، وَهُوَ الْقِرَاءَةُ؟ وَلا خَبَرٌ عِنْدَكَ، وَلا اتِّفَاقٌ، لأَنَّ عِدَّةً مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَمْ يَرَوُا الثَّنَاءَ لِلإِمَامِ وَلا لِغَيْرِهِ، يُكَبِّرُونَ ثُمَّ يَقْرَءُونَ، فَتَحَيَّرَ عِنْدَهُمْ، فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ سورة التوبة آية ٤٥، مَعَ أَنَّ هَذَا صَنْعُهُ فِي أَشْيَاءَ مِنَ الْفَرْضِ فَجَعَلَ الْوَاجِبَ أَهْوَنَ مِنَ التَّطَوُّعِ، زَعَمْتَ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ أَوِ الْعِشَاءِ يُجْزِيهِ، وَإِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي رَكْعَةٍ مِنْ أَرْبَعٍ مِنَ التَّطَوُّعِ لَمْ يُجْزِهِ، قُلْتُ : وَإِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي رَكْعَةٍ مِنَ الْمَغْرِبِ أَجْزَأَهُ، وَإِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي رَكْعَةٍ مِنَ الْوَتْرِ لَمْ يُجْزِهِ، فَكَأَنَّهُ مُولَعٌ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ مَا فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَ مَا جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

৩৭: হাসান বসরি, সাঈদ বিন যুবায়ের এবং হুমায়েদ বিন হিলাল (রহমাতুল্লাহি আলাইহিম) বলেন: "জুমুয়া'র দিন সূরাহ ফাতিহা তেলাওয়াত কর।" এবং তাদের মধ্যে থেকে অন্যান্যরা (ইমামের পিছনে ফাতিহা পাঠের বিরোধীরা) বলেন: "সালাতে ফারসি ভাষায় তিলাওয়াত অনুমোদিত এবং একটি আয়াত (ফাতিহা থেকে) পাঠ করাও অনুমোদিত।" তাদের পরবর্তীরা কোনো কিতাব (কুরআন) অথবা সুন্নাত (হাদীস) ছাড়াই পূর্ববর্তীদের ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করছে। তাদের উদ্দেশে বক্তব্য হলো: "ইমাম যখন তিলাওয়াত করেন, তখন আপনাকে কে সানা পাঠ করার অনুমতি দিয়েছে? আপনার বক্তব্যের পক্ষে কি কোনো হাদীস অথবা কিয়াস আছে? এবং আপনি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি যদি ক্বিরাআত (তেলাওয়াত) পাঠ করে যা বাধ্যতামূলক, তবে কি তা অনুমোদনযোগ্য হবে? আপনার পক্ষে কোনো হাদীস নেই এবং সানার ব্যাপারে কোনো ঐকমত্যও (ইত্তিফাক) নেই, কারণ মদীনার অনেক লোকই সানা পাঠ

করার পক্ষে নয়, ইমামের জন্যও নয়, অন্য কারো জন্যও নয়। তারা প্রথমে তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলেন, অতঃপর তিলাওয়াত শুরু করেন।" এভাবে একজন ব্যক্তি আশ্চর্যান্বিত হয়ে যায়। এসব লোক নিজেদের সন্দেহেই অবাক হয়ে যান। এর মাধ্যমে বাধ্যতামূলক কাজের পাশাপাশি তিনি কিছু আশ্চর্যজনক কাজও করছেন।

তিনি ওয়াজিবকে (বাধ্যতামূলক) নফলের এক স্তর নিচে নামিয়ে দিয়েছেন। আপনি বলেন যে, জোহর, আসর ও ইশার সালাতের শেষ দু' রাক'য়াতে তিলাওয়াত না করাও অনুমোদিত; এবং নফল সালাতের চার রাক'য়াতের কোনো রাক'য়াতেও যদি তিলাওয়াত করা না হয়, তাও অনুমোদনযোগ্য হবে। আপনি আরো বলেছেন যে, আমরা মাগরিবের সালাতে এক রাক'য়াতে যদি তিলাওয়াত না করি, তবে তাও অনুমোদনযোগ্য হবে। মনে হচ্ছে আল্লাহর রাসূল ﷺ যা পৃথক করে দিয়েছেন, তিনি তা একীভূত করছেন এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ যা একীভূত করেছেন, তিনি তা পৃথক করে দিচ্ছেন। [১৬৩]

٣٨) (قَالَ الْبُخَارِيُّ) وروى عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الأَصْبَهَانِيِّ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ: " مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ فَقَدْ أَخْطَأَ الْفِطْرَةَ "، وَهَذَا لا يَصِحُّ، لأَنَّهُ لا يَعْرِفُ الْمُخْتَارَ وَلا يُدْرَى أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ، وَلا أَبُوهُ مِنْ عَلِيٍّ، وَلا يَحْتَجُّ أَهْلُ الْحَدِيثِ بِمِثْلِهِ، وَحَدِيثُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَدَلُّ وَأَصَحُّ

৩৮: ইমাম বুখারী বলেন: আলী ইবনু সালেহ্ X আসবাহানী X মুখতার ইবনু আবদুল্লাহ্ ইবনু আবূ লাইলা X তার পিতা (আবূ লাইলা) X আলী ইবনু আবূ তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে: "যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করল, সে যেন আল-ফিতরা'র (ইসলাম) বিরোধিতা করল।" এই আসার সহীহ নয়, কারণ মুখতার (বর্ণনাকারী) সম্পর্কে জানা নেই, এবং তিনি এটি (হাদীসটি) তার পিতা থেকে, না কি তিনি তার পিতা,

---

১৬৩. তাখরীজ: ((জ'য়ীফ))
এসব আসার আমি কোথাও পাইনি......দেখুন: হাদীস নং-২০।

তিনি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন তাও জানা নেই। আহলে-হাদীসগণ কখনো এ ধরনের হাদীস থেকে দলিল গ্রহণ করেন না; এবং উবায়দুল্লাহ বিন রাফি, তার পিতা [আবূ রাফি] থেকে বর্ণিত জুহরির হাদীসটি অনেক বেশি সহীহ (বিশুদ্ধ) এবং গুরুত্বপূর্ণ। [১৬৪]

পর্যালোচনা:

এ হাদীসটি মুসান্নাফ ইবনে আবূ শাইবায় (৩৭৬/১ হাদীস নং-৩৭৮১) এবং মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাকে (১৩৬/২ হাদীস ২৮০১) আবদুর রহমান বিন আল-আসবাহানির একই সনদে আবদুল্লাহ বিন আবূ লায়লা থেকে, তিনি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। উপরোক্ত বর্ণনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, মুখতার বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ লায়লার, যিনি একজন মাজহুল, সংযোজনও ইবনে আল-আসবাহানি ও আবদুল্লাহ বিন আবূ লায়লার মাঝে উপস্থিত রয়েছে---যা অতিক্রান্ত হয়েছে। যেহেতু এই হাদীসে মুখতার ও আবদুল্লাহ বিন আবূ লায়লার দৃঢ়বচনও বিদ্যমান রয়েছে, এখানে আবদুল্লাহ বিন আবূ লায়লা বলতে আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লাকে নির্দেশ করা সম্পূর্ণ ভুল। এই অর্থ প্রমাণ করার জন্য শেখ আলবানি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) সুনান আদ-দারাকুতনির (৩৩২/১ হাদীস ১২৪৩) একটি বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। [ইরওয়া আল-গালীল ২৮২/২ হাদীস ৫০৩]। যেহেতু এই হাদীসের (শেখ আলাবানি কর্তৃক উপস্থাপিত) সনদে কায়েস বিন আর-রাবী দ্বঈফ, হুসাইন আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ আল আজদি একজন মাজহুল, এবং আহমদ বিন মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বিন উক্ববাহ

---

১৬৪. তাখরীজ: ((দ্বঈফ))

বায়হাক্বী হাদীসটি তার কিতাব আল-কিরাআতে (পৃষ্ঠা ১৯০ হাদীস ৪১৭) এবং দারকুতনি (৩৩১/১ হাদীস নং ১২৪১) আলী বিন সালিহের একই সনদে আল-আসবাহানি থেকে, তিনি মুখতার বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ লায়লা, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাহাবি হাদীসটি ইবনে আল-আসবাহানি (শরহে মাআ'নি আল-আসার ২১৯/১) থেকে বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনি বলেন: "এর সনদ সহীহ নয়।"

ইবেন হিব্বান বলেন: "এই হাদীসের কোনো ভিত্তি নেই, এবং এ ব্যক্তি, 'মুখতার বিন আবূ লায়লা একজন মাজহুল" [আল-মাজরুহীন ৫/২]

অনির্ভরযোগ্য, রাফিজী ও চোর। [১৬৫]

মাস্টার আমীন ওকারভি দেওবন্দি একটি বড় ধরনের মিথ্যাচার করেছেন: "তাহাবি দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, মুখতার এই হাদীসটি সরাসরি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে শুনেছেন"[১৬৬]

আল-তাহাবির মাআ'নিল আসারে, বৈরুতি নুখসা (২১৯/১) উল্লেখ করা হয়েছে যে, "আল মুখতার বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ লায়লা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন......"

কিন্তু সাধারণ ছাত্রদেরও এটা জানা যে, "ক্বলা" (তিনি বলেছেন) এবং "সামি'তু" (আমি শুনেছি) এর মধ্যে বিস্তর তফাৎ রয়েছে। "ক্বলা" (তিনি বলেছেন) শব্দটি কোনো শোনার বিষয়ে দৃঢ়তা প্রদানের কার্যকর প্রমাণ নয়।

হাফিয বিন হাজার (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এই কথা বর্ণনা করেছেন: "আল-মুখতার বিন আবদুল্লাহ্ বিন আবূ লায়লা বলেছেন: আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন", আত-তাহাবি থেকে। [১৬৭]

প্রকৃতপক্ষে "ক্বলা" ও "আন" একই। তিনটি শর্ত পূরণ হলে শোনার বিষয়ে দৃঢ়তা বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

১. বর্ণনাকারী মুদাল্লিস নন।

২. বর্ণনাকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ আথবা সমসাময়িকতা, তিনি যে সূত্র বা ব্যক্তির কাছ থেকে বর্ণনা করছেন তা প্রমাণিত হতে হবে।

৩. কোনো সংযোজন অন্য সনদ দ্বারা প্রমাণিত নয়, যদি এ ধরণের সংযোজন পাওয়া যায়, তাহলে অপলাপের কারণে তার প্রতি আস্থা পোষণ করতে হবে। [১৬৮]

উপরোক্ত হাদীসে, মুখতারের সঙ্গে আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর সাক্ষাৎ অথবা সমসাময়িকতা কোনো সূত্র থেকেই প্রমাণিত হয় না এবং সনদে তার পিতাকে সংযোজনও (মানে হাদীসটি তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা

---

১৬৫. দেখুন: আল-কামি, ইবনে আদী ২০৯/১, সাওয়ালাত আল-শামি, আদ-দারাকুতনি ১৬৬, তারিখ বাগদাদ ২২/৫, শেখ যুবায়ের, মুকাদ্দিমাহ মাসায়িল মুহাম্মাদ বিন উসমান বিন আবূ শাইবাহ পৃষ্ঠা ৭,৬]

১৬৬. আল-ওকারভির মন্তব্যসহ জুয আল-ক্বিরাআত লিল বুখারি পৃষ্ঠা ৫৮]

১৬৭. দেখুন: ইসাফ আল-মাহরাহ বি-াল-ফাওয়াইদ আল-মুবতাকারাহ মিন আতরাফ আল-আশারাহ (খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা ৫১৬ হাদীস ১৪৫৪৩)]

১৬৮. দেখুন: মুকাদ্দিমাহ ইবনে আস-সালাহ পৃষ্ঠা ৩৯৩, মা'রিফাত আল-মাজীদ ফি মুত্তাসিল আল-আসানীদ, এবং অন্যান্য।]

করেছেন) প্রমাণিত নয়। অতএব তাহাবির বর্ণনা মুনকাতি। এ ক্ষেত্রে আর একটি অতিরিক্ত সুবিধা হলো, মুখতার একজন মাজহুল। প্রকৃতপক্ষে ইমাম ইবনে হাতিম লিখেছেন যে, তিনি হলেন "মুনকিরুল হাদীস"[১৬৯], এবং আবূ জুরা'হ আর-রাজী তাকে কিতাব আদ'দুয়াফায় উল্লেখ করেছেন।[১৭০]

٣٩) وَرَوَى دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ بِجَادٍ، رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ فِي فِيهِ جَمْرَةٌ، وَهَذَا مُرْسَلٌ، وَابْنُ بِجَادٍ لَمْ يُعْرَفْ وَلا سُمِّيَ، وَلا يَجُوزُ لأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ : فِي فِي الْقَارِئِ خَلْفَ الإِمَامِ جَمْرَةٌ لأَنَّ الْجَمْرَةَ مِنْ عَذَابِ اللهِ،

৩৯: দাউদ বিন কায়েস সা'দের ছেলে ইবনে নাজ্জাদ (মাজহুল) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে: যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করে, তার মুখে জ্বলন্ত আগুন ছুড়ে মারা হোক।"

এ হাদীসটি মুরসাল (বিচ্ছিন্ন), এবং ইবনে নাজ্জাদও অপরিচিত, কোথাও তার নামও নেই। "যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করে, তার মুখে জ্বলন্ত আগুন ছুড়ে মারা হোক" এ ধরনের কথাও সমর্থনযোগ্য নয়। [জ্বলন্ত আগুন আসে আল্লাহর শাস্তি (আযাব) থেকে।[১৭১]

---

১৬৯. আর-জারহ ওয়াল তা'দীল ৩১০/৮, এবং লিসান আল-মীযান ৬/৬]

১৭০. আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: তজিহুল আল-কালাম (খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭২৯, ৭৩১), এবং এ বইয়ের হাদীস -২৫।

১৭১. তাখরীজ: ((জ'য়ীফ)

এ হাদীসটি আল-বায়হাক্বীর কিতাব আল-কিরাআতে (পৃষ্ঠা ২১২ হাদীস ৪৪৯) বুখারীর রেফারেন্সে দাউদ বিন কায়েস, তিনি ইবনে নাজ্জাদ, সা'দের ছেলে, তিনি সা'দ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন। মুসান্নাফ ইবনে আবূ শাইবাহ (৩৭৬/১ হাদীস ৩৭৮২) ভুলক্রমে লেখা হয়েছে: 'বাকি' বর্ণনা করেছেন কাতাদাহ থেকে, তিনি কায়েস থেকে, তিন ইবনে নাজ্জাদ থেকে, এবং তিনি বর্ণনা করেছেন সা'দ থেকে, মূলতঃ সঠিক বর্ণনাটি হবে এরকম যে: "বাকি" দাউদ বিন কায়েস থেকে" বর্ণনা করেছেন, মুসন্নাফ ইবনে আবূ শাইবাহ'র ভারতীয় নুসখায় এটা উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম বাকি কাতাদাহ'র ইন্তেকালের দীর্ঘদিন পরে জন্মলাভ করেছেন। এবং ইবনে নাজ্জাদের তাওসিক কোনো মুহাদ্দিস থেকেই প্রমাণিত নয়। মুহাম্মাদ বিন আল হাসান আশ-শায়বানি (কায্যাব/মিথ্যাবাদী)

٤٠) وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : " لا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ "، وَلا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَتَوَهَّمَ ذَلِكَ عَلَى سَعْدٍ مَعَ إِرْسَالِهِ وَضَعْفِهِ

৪০. আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন: "আল্লাহর শাস্তি দ্বারা কাউকে শাস্তি দিও না", এবং হাদীসটি মুরসাল ও দ্বঈফ হওয়া স্বত্ত্বেও, সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (رضي الله عنه) কে কোনোরূপ দোষারোপ করা উচিত হবে না।[১৭২]

٤١) وَرَوَي أَبُو حُبَابٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ فِيْ نُسْخَةِ عَبْدُ اللهِ : وَوَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامَ مُلِئَ فُوهُ نَتِنًا، وَهَذَا مُرْسَلٌ لا يُحْتَجُّ بِهِ، وَخَالَفَهُ ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، وَقَالَ : رَضْفًا , وَلَيْسَ هَذَا مِنْ كَلامِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِوُجُوهٍ

৪১: আবূ হুবাব সালামাহ বিন কুহাইল থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবরাহীম বিন ইয়াযিদ আল-নাখ'য়ী থেকে এক নুসখায় বর্ণনা করেছেন, তিনি আবদুল্লাহ বিন মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন: "যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করে, তার মুখ পশুমল দ্বারা পূর্ণ করতে ইচ্ছে হয়"।

এ হাদীসটি মুরসাল (মানে: মুনকাতি) এবং এ ধরনের হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ অনুমোদিত নয়; আবদুল্লাহ বিন আওন এই সনদের বিরোধীতাকারী, এটি ইবরাহীম বিন ইয়াযিদ আল-নুখায়ী থেকে, তিনি

তার মুয়াত্তায় তার কাছ থেকে দলীর গ্রহণ করেছেন, শুধু এটাই তার নির্ভরযোগ্যতার প্রমাণ নয়।

আইনী হানাফি একই হাদীস মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাকের রেফারেন্সে বর্ণনা করেছেন: "দাউদ বিন কায়েস থেকে বর্ণিত, তিনি মুহাম্মাদ বিন নাজ্জাদ থেকে, তিনি মুসা বিন সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: (কেউ একজন) আমার কাছে উল্লেখ করেছেন, সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস বলেন...." [উমদাতুল ক্বারী: ১৩/৬ হাদীস ৭৫৬]

এ বর্ণনাটি মুসান্নাফ আবদুর-রাজ্জাকে পাওয়া যায়নি, মুহাম্মাদ বিন নাজ্জাদ একজন মাজহুল এবং মুসা সা'দ যিনি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তিনি অপরিচিত। এসব ভুলের জবাব সরফরাজ খান সাফদার দিয়েছেন। দেখুন: তজীহুল কালাম (খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭৪৩, ৭৪৮)।

১৭২. তাখরীজ: ((সহীহ))

এ হাদীসটি সহীহ আল-বুখারীতেও (৩০১৭, ৬৯২২) রয়েছে।

আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (আসওয়াদ) বলেনঃ "তার মুখ উত্তপ্ত পাথরে পূর্ণ হোক", কয়েকটি কারণে এ বর্ণনাটি বিদ্বানগণের কথার অন্তর্ভুক্ত কোনো কথা নয়।[১৭৩]

পর্যালোচনাঃ

আবূ হুবা বিন হুবাব (নাসবুর-রায়া-তে, ২০/২ যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে) অথবা ইবনে হাব্বাব (কিতাব আল-ক্বিরাআত) পর্যন্ত এই সনদটি অপরিচিত। এটি আবূ হুবাব ইয়াহইয়া বিন আবূ হাইয়া আল-কালবি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যিনি একজন দ্বঈফ ও মুদাল্লিস।[১৭৪]

সারকথা হলো যে, সনদবিহীন এই হাদীসটি মারদুদ (বাতিল)। আসওয়াদ, আলকামাহ এবং ইবরাহীম আন-নাখয়ী'র কথাও এখানে প্রমাণিত নয়। আবদুর রাজ্জাকের (২৮০৭) সনদে আস-সাওরি, আ'মাশ ও ইবরাহীম আন-নাখয়ী মুদাল্লিস এবং তারা "আন"যোগে (হাদীস ৩৭৮৫) বর্ণনা করেছেন, আবূ মা'শার আস-সিন্ধিও জায়ীফ।

٤٢) أَمَّا أَحَدُهَا : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لا تَلاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللهِ وَلا بِالنَّارِ، وَلا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ"، وَالْوَجْهُ الآخَرُ أَنَّهُ لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَتَمَنَّى أَنْ يَمْلأَ أَفْوَاهَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , وَأُبَيِّ بْنُ كَعْبٍ , وَحُذَيْفَةَ وَمَنْ ذَكَرْنَا رَضْفًا وَلا نَتْنًا وَلا تُرَابًا، وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ : إِذَا ثَبَتَ الْخَبَرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَصْحَابِهِ فَلَيْسَ فِي الأَسْوَدِ وَنَحْوِهِ حُجَّةٌ.

৪২ : এগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি কারণ হলোঃ আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেনঃ "তোমরা একে অপরকে আল্লাহর অভিশাপ অথবা দোযখের আগুন দিয়ে তিরস্কার করনা এবং কাউকে আল্লাহর শাস্তি দিয়ে শাস্তি দিও না।"।

দ্বিতীয় কারণ হলো যে, কারো জন্য এ ধরণের কামনা করা যাবে না যেঃ রাসূলের সাহাবীদেরে যেমনঃ 'উমার বিন আল-খাত্তাব, উবাই বিন

---

১৭৩. তাখরীজঃ ((জ'য়ীফ))
বায়হাকী হাদীসটি ইমাম বুখারীর বরাতে বর্ণনা করেছেন। [কিতাব আল-ক্বিরাআত পৃষ্ঠা ২১২, হাদীস ৪৪৯]।

১৭৪. তাকরীবঃ ৭৫৩৭

কা'ব, হুজায়ফাহ এবং আমরা এখানে যেসব সাহাবীর [রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম] কথা উল্লেখ করেছি, তাদের মুখমণ্ডল উত্তপ্ত পাথর, ধূলা অথবা পশুর মল দ্বারা পূর্ণ হয়ে যাক। [না'উযু বিল্লাহ]।

তৃতীয় কারণ হলো, যখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর হাদীস এবং সাহাবাদের [রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম] আসার প্রমাণিত, তখন আসওয়াদ ও অন্যান্যের বক্তব্যে কোনো কৈফিয়ত থাকতে পারে না।[১৭৫]

পর্যালোচনা:

ইমাম বুখারীর: "আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) হাদীসের সামনে আসওয়াদ ও অন্যান্যের বক্তব্যে কোনো ওজর বা আপত্তি নেই" এই বক্তব্য ইমাম আবূ হানীফার : "(তাবিঈনদের) এই দলটি ইজতিহাদ করেছেন, আমিও তাদের মতো ইজতিহাদ করি" এই বক্তব্যানুসারে এসেছে।[১৭৬]

এ বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, ইমাম বুখারী তাকলীদ করার বিপক্ষে ছিলেন।

٤٣) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَمُجَاهِدٌ : لَيْسَ أَحَدٌ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ إِلاَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ.

৪৩. আবদুল্লাহ বিন আব্বাস এবং মুজাহিদ বিন জাবের বলেন: "আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ব্যতীত যে কোনো ব্যক্তির কথা গ্রহণও করা যায়,

---

১৭৫. তাখরীজ: ((জ'য়ীফ))

আল্লাহর রাসুলের (ﷺ) উপরোক্ত হাদীসটি কিছুটা আলাদাভাবে সুনানে আবূ দাউদে (৪৯০৬), সুনানে তিরমিযী (১৯৭৬) এবং আল-মুসতাদরাক আল-হাকিমে (৪৮/১) এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে: "কাতাদাহ থেকে বর্ণিত, তিনি আল-হাসান থেকে, তিনি সামুরাহ বিন জুনদুব থেকে, তিনি রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন: "তোমরা একে অপরকে আল্লাহর অভিশাপ দিয়ে তিরস্কার কর না। তাঁর (আল্লাহর) ক্রোধ হলো আগুন"; কাতাদাহর তাদলীসের কারণে এটি জ'য়ীফ নয়। এছাড়া এর পক্ষে মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাকে (৪১২/১০ হাদীস ১৯৫৩১) একটি মুরসাল শাহীদ (সমর্থনকারী প্রমাণ) রয়েছে। "আল্লাহর শাস্তি দ্বারা শাস্তি দিও না" এ কথাটি এর আগে বর্ণনা করা হয়েছে: হাদীস ৪০।

১৭৬. তারিখ ইবনে মঈন রাওয়াহ আদ-দাউরি: ৩১৬৩, এবং শেখ যুবায়ের আলী যাই এর আল-আসানীদ আস-সহীহাহ ফি আখবার আবূ হানীফাহ, পৃষ্ঠা ৭৮; সনদ: হাসান]

আবার পরিত্যাগও করা যায়।[১৭৭]

٤٤) وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ : وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ مُلِئَ فُوهُ سُكَّرًا سُكَّرًا

৪৪. হাম্মাদ বিন আবূ সুলাইমান বলেন: যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে (নীরবে ফাতিহা) তিলাওয়াত করে, আমার ইচ্ছে হয় তার মুখমণ্ডল চিনি দিয়ে পূর্ণ করে দেই।[১৭৮]

٤٥) قَالَ الْبُخَارِيُّ وَرَوَى عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ : " مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ فَلا صَلاةَ لَهُ "، وَلا يُعْرَفُ لِهَذَا الإِسْنَادِ سَمَاعُ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ وَلا يَصِحُّ مِثْلُهُ.

৪৫. বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন: 'উমার বিন মুহাম্মাদ, মুসা বিন সা'দ থেকে, তিনি যায়েদ বিন সাবিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন: "যে ব্যক্তি সালাতে ইমামের পিছনে (উচ্চৈঃস্বরে) তিলাওয়াত করবে, তার জন্য কোনো সালাত নেই।"

হাদীসটির বর্ণনাকারীর শোনা (সাম'আ) অন্য কারো কাছ থেকে প্রমাণিত নয় এবং এ ধরনের হাদীস সহীহও নয়।[১৭৯]

---

১৭৭. তাখরীজ:

এ বর্ণনার সংক্ষিপ্ত তাখরীজ নিম্নে দেয়া হলো:

১. ইবনে আব্বাস: আমি এ হাদীসটি পাইনি।

২. মুজাহিদ: জামি বায়ান আল-ইলম [৯১/২], ইবনে হাজাম, আল-আহকাম ফি উসুল আল-আহকাম,[২৯১, ৩১৭,/২, এর সনদে সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ একজন মুদাল্লিস], এবং আল-হাকাম বিন উতাইবাহও একই কথা বলেছেন, যা ইবনে হাজাম আল-আহকাম ফি উসুল আল-আহকাম-এ [৩১৭, ২৯৩/২] বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে আবদিল বার্র আল-জামি-তে [৯১/2] এটি বর্ণনা করেছেন; সনদ: সহীহ (বিশুদ্ধ)।

১৭৮. তাখরীজ: ((জ'য়ীফ))

এ হাদীসের সনদ পাওয়া যায়নি। বায়হাক্বী হাদীসটি বুখারীরর রেফারেন্সে তার কিতাব আল-কিরাআতে [পৃষ্ঠা ২১৩] বর্ণনা করেছেন।

১৭৯. তাখরীজ: ((জ'য়ীফ))

এ হাদীসটি ইমাম বায়হাকী কিতাব আল-কিরাআতে (পৃষ্ঠা ২১০ হাদীস ৪৪৮) "সুফিয়ান (আস-সাওরি, তিনি 'উমার বিন মুহাম্মাদ, তিনি মুসা বিন সা'দ

পর্যালোচনা:

মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক-এ (১৩৭/২ হাদীস ২৮০২) এই হাদীসটি "দাউদ বিন কায়েস, তিনি বলেন: 'উমার বিন মুহাম্মাদ বিন যায়েদ বিন 'উমার বিন আল-খাত্তাব আমাদেরকে জানান, তিনি বলেন: মুসা বিন সাঈদ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি যায়েদ বিন সাবিত থেকে বর্ণনা করেছেন" এই সনদে বর্ণিত হয়েছে। মুসা বিন সাঈদের বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। এটা সম্ভব যে এটা দ্বারা মুসা বিন সা'দকে বোঝানো হয়েছে। মুসা বিন সা'দ এর সাক্ষাৎ যায়েদ বিন সাবিত থেকে প্রমাণিত নয়। [১৮০]

মুহাম্মাদ বিন আল-হাসান আশ-শায়বানি (কায্যাব/মিথ্যাবাদী) আল-মুয়াত্তায় এই সনদটি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন: "দাউদ বিন সা'দ বিন কায়েস আমাদেরকে জানান: আমর বিন মুহাম্মাদ বিন যায়েদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি মুসা বিন সা'দ বিন যায়েদ বিন সাবিত থেকে, তিনি তার দাদা থেকে"। [১৮১]

ইমাম ইয়াহইয়া বিন মঈন মুহাম্মাদ বিন আল-হাসান আশ-শায়বানি সম্পর্কে বলেন: "তিনি জাহীম, কায্যাব/মিথ্যাবাদী"[১৮২], এবং তিনি বলেন: "তিনি কিছুই নন"। [১৮৩] অতএব এই হাদীসটি মাওদু' (জাল)।

٤٦) وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّب، وَعُرْوَةُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَنَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَأَبُو الْمَلِيحِ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو مِجْلَزٍ، وَمَكْحُولٌ،

থেকে, তিনি ইবনে যায়েদ বিন সাবিত থেকে, তিনি তার পিতা (যায়েদ)" এ সনদে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং "সুফিয়ান (আস-সাওরি, তিনি 'উমার বিন মুহাম্মাদ, তিনি মুসা বিন সা'দ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি যায়েদ বিন সাবিত থেকে এ সনদে আরেকটি বর্ণনা রয়েছে। এ উভয় সনদই জ'য়ীফ। সুফিয়ান আস-সাওরি বিখ্যাত মুদাল্লিস, এবং তিনি "আন"যোগে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৮০. দেখুন: নূরুল আইনাইন, পৃষ্ঠা ১২৪, ১২৮]

১৮১. দেখুন: মুয়াত্তা আশ-শায়বানি আল-কায্যাব পৃষ্ঠা ১০২]।

১৮২. আল-উকায়লি, আদ-দুয়াফা আল-কাবীর, ৫২/৪; সনদ: সহীহ]

১৮৩. তারিখ ইবনে মঈন রিওয়াহ আদ-দাউরি: ১৭৭০] (আল-আসানীদ আস-সহীহাহ পৃষ্ঠা ২৩), দেখুন: জুয রাফা আল-ইয়াদাইন, শেখ যুবায়েরের তাহকীকসহ, পৃষ্ঠা ৩২, হাদীস ১

وَمَالِكٌ، وَابْنُ عَوْنٍ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، يَرَوْنَ الْقِرَاءَةَ. وَكَانَ أَنَسٌ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الأَنْصَارِيُّ، يُسَبِّحَانِ خَلْفَ الإِمَامِ

সাঈদ বিন আল-মুসায়্যিব, উরওয়াহ বিন আয-যুবায়ের, (আমির বিন শারাহিল) আশ-শা'বি, উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ, নাফি' বিন যুবায়ের, আবূ আল-মালীহ ইবনে উসামাহ বিন উমায়ের), কাসিম বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ বকর, আবূ মিজলায (লাহেক বিন হুমায়েদ), মাকহুল (আশ-শামি), মালিক, ইবনে আওন এবং সাঈদ বিন আবূ আরুবাহ ইমামের পিছনে তিলাওয়াতের পক্ষ নিয়েছেন, এবং আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং আবদুল্লাহ বিন ইয়াযিদ আল আনসারি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাসবিহ [সুবহানাল্লাহ] পাঠ করতেন। [১৮৪]

---

১৮৪. তাখরীজ: ((সহীহ))

নিচে আসারের একটি সংক্ষিপ্ত তাখরীজ ও তাহক্বীক উল্লেখ করা হলো:

১. সাঈদ বিন আল মুসায়্যিব: মুসান্নাফ ইবনে আবূ শায়বাহ (৩৭৪/১ হাদীস ৩৭৬৫)। এ সনদটি সাঈদ বিন আবূ আরুবা ও কাতাদাহ'র তাদলীসের কারণে দুর্বল। তারা উভয়েই বিখ্যাত মুদাল্লিস ছিলেন।

২. উরওয়াহ বিন আয-যুবায়ের: শেখ যুবায়েরের তাহকীকসহ মুয়াত্তা ইমাম মালিক (৮৫/১ হাদীস-১৮৬), সনদ: সহীহ, আরো দেখুন: এ বইয়ের: ২৭৬।

আমির আশ-শা'বি: ইবনে আবূ শায়বাহ বলেন: হুশায়েম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আশ-শায়বানি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি আশ-শা'বি থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (শা'বি) বলেন: "জোহর ও আসরের সালাতে ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করবে: প্রথম দুই রাকায়াতে সূরাহ ফাতিহা ও সঙ্গে অন্য আরেকটি সূরাহ, এবং শেষ দুই রাকায়াতে সূরাহ ফাতিহা।" [৩৭৪/১, হাদীস ৩৭৬৩]। এ সনদটি সহীহ, আশ-শায়বানি হলেন আবূ ইসহাক সুলাইমান বিন আবূ সুলাইমান, এবং তিনি একজন বিখ্যাত সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) হাদীস বর্ণনাকারী।

আশ-শা'বি আরো বলেন: "জোর ও আসরের সালাতে ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করা সালাতের নূর (আলো)"১৮৪, এর সনদও সহীহ, আরো দেখুন: আল-বায়হাক্বীর কিতাব আল-ক্বিরাআত (পৃষ্ঠা ১০৫ হাদীস ২৪৩), এর সনদও সহীহ।

৪. উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উতবাহ: মুসান্নাফ ইবনে আবূ শায়বাহ (৩৭৩/১ হাদীস ৩৭৫০; সনদ: সহীহ), মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক (১৩১/২ হাদীস ২৭৭৫), এবং আল-বায়হাক্বীর কিতাব আল-ক্বিরাআত (পৃষ্ঠা ১০৫, ১০৬ হাদীস-২৪৫, এবং পৃষ্ঠা ৯৭ হাদীস ২১৭)।

৫. নাফি' বিন যুবায়ের বিন মুত'আম: মুয়াত্তা ইমাম মালিক (খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৫ হাদীস

٤٧) وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَوْلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ : قَالَ لِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ﷺ : " اقْرَأْ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الإِمَامِ." وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ

৪৭. সুফিয়ান বিন হুসাইন (মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন উবায়দুল্লাহ বিন শিহাব) আয-জুহরী থেকে, তিনি জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) এর দাস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) আমাকে বলেছেন: "জোহর ও আসরের সালাতে ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করো", এবং সুফিয়ান বিন হুসাইন বর্ণনা করেছেন যে: ইবনে আয-যুবায়েরও একই কথা বলেছেন। [১৮৫]

---

১৮৮), সনদ: সহীহ।

৬. আবূ আল-মালীহ উসমান বিন উমায়ের: মুসান্নাফ ইবনে আবূ শায়বাহ (৩৭৫/১ হাদীস ৩৭৬৮), সনদ: সহীহ।

৭. কাসিম বিন মুহাম্মাদ: দেখুন হাদীস-২৬, তাহকীক ও তাখরীজসহ।

৮. আবূ মিজলায লাহাক বিন হুমায়েদ: [ইবনে আবূ শায়বাহ: ৩৭৫/১ হাদীস ৩৭৭১] সনদ: দ্বঈফ (দুর্বল)

৯. মাকহূল: আবূ দাউদ (৮২৫), সনদ: দ্বঈফ, এ সনদে ওয়ালীদ বিন মুসলিম মুদাল্লিস, এবং তিনি "আন" যোগে হাদীস বর্ণনা করেছেন, এবং আল-বায়হাক্বীর কিতাব আল-ক্বিরাআত-এ এ হাদীসের পক্ষে একটি দ্বঈফ শাহীদ (সমর্থনকারী প্রমাণ) রয়েছে (পৃষ্ঠা ১০৬, হাদীস ২৪৬)।

১০. ইমাম মালিক বিন আনাস: দেখুন: শেখ যুবায়েরের তাহকীকসহ মুয়াত্তা ইমাম মালিক (খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৫, হাদীস নং-১৮৮ এর পরে)

১১. আবদুল্লাহ বিন আওন: আমি তার এ বক্তব্য পাইনি।

১২. সাঈদ বিন আবূ আরুবাহ: আমি তার বক্তব্যও পাইনি।

১৩. আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন: "ইমামের পিছনে তিলাওয়াত হলো তাসবীহ" [ইবনে আবূ শায়বাহ কর্তৃক বর্ণিত: (৩৭৫/১ হাদীস ৩৭৬৯) সনদ: হাসান, আরো দেখুন: হাদীস ১২৫।

১৪. আবদুল্লাহ বিন ইয়াযিদ আল-আনসারি: তার বক্তব্যও পাওয়া যায়নি। আল্লাহই ভাল জানেন।

১৮৫. তাখরীজ: ((সহীহ))

জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) এর ক্রীতদাসের কারণে এ হাদীসের সনদটি দুর্বল, কারণ তিনি একজন মাজহুল, এবং জুহরীও বর্ণনা করেছেন "আন" যোগে। তবে, সুনান ইবনে মাজাহ-এ (৮৪৩),এর পক্ষে একটি চমৎকার শাহীদ রয়েছে, যার কারণে এ হাদীসটি সহীহ। দেখুন: এ বইয়ের হাদীস নং-২৮৭।

(حديث موقوف)

٤٨) وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسْنَاءِ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ بِمَكَّةَ أَقْرَأُ فِي الصَّلاةِ؟ قَالَ " : إِنِّي لأَسْتَحِي مِنْ رَبِّ هَذِهِ الْبِنْيَةِ أَنْ أُصَلِّيَ صَلاةً لا أَقْرَأُ فِيهَا وَلَوْ بِأُمِّ الْكِتَابِ.

৪৮. আবূ নু'আয়েম (আল-ফাদাল বিন দুকাইন আল-কুফি) আমাদেরকে বলেছেন যে, আল-হাসান বিন আবুল হাসনা (আবূ ছাহল আল-বসরি আল-কাওয়াস) আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, আবুল আলিয়া (আল-বারায়া আল-বসরি) আমাদের বর্ণনা করেছেন, আমি মক্কায় আবদুল্লাহ বিন ওমরের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কাছে জানতে চাইলাম: "আমি কি ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করব?" তিনি বললেন: "আমি যে সালাতে তিলাওয়াত করি না, সেই সালাতের জন্য এই ঘরের মালিকের কাছে লজ্জা অনুভব করি, এমনকি এটি যদি হয় (শুধু) সূরাহ ফাতিহাও।" (হাদীসটি মাওকূফ)[১৮৬]

পর্যালোচনা:

১. এই হাদীসের সাধারণ বৈশিষ্ট্য থেকে এটা প্রমাণিত যে, আবদুল্লাহ বিন 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) সকল সালাতেই ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াতের পক্ষে ছিলেন।

জাবির এর বর্ণনা: "ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করবে না" এর মানে হলো তারা একজন সাহাবীর কথাকে রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কথা বানিয়েছেন। তাহাবি ইয়াহইয়া বিন সালাম থেকে এ হাদীসটি মারফূ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। [দেখুন: মীযান আল-ই'তিদাল ৩৮০/৪, ইত্যাদি] তাহাবি নিজেও ইয়াহইয়া বিন সালামের সমালোচনা করেছেন। [দেখুন: শারহে মা'আনি আল-আসার ৪৯৮/১]

দ্রষ্টব্য: আমি আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণনা পাইনি। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

১৮৬. তাখরীজ: ((সহীহ))

ইমাম বায়হাক্বী এ হাদীসটি ইমাম বুখারী থেকে বর্ণনা করেছেন [কিতাব আল-ক্বিরাআত, পৃষ্ঠা ২১০ হাদীস ৪৪৭]। এবং ইবনে আবূ শায়বাহ (৩৬১/১ হাদীস ৩৬৩০) এবং বায়হাক্বী (কিতাব আল-ক্বিরাআত পৃষ্ঠা ৯৬, ৯৭ হাদীস ২১৩, ২১৪,) হাদীসটি আবুল আলিয়া আল-বারায়া থেকে বর্ণনা করেছেন। এ সনদটি সহীহ। হাসান বিন আবুল হাসনা একজন সুদুক (সত্যবাদী) এবং আবুল আলিয়া একজন সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) বর্ণনাকারী।

২. ইমাম বুখারী মুদাল্লিস নন, এবং তিনি "ক্বলা লানা আবূ নু'আয়েম (আবূ নু'আয়েম আমাদের বলেছেন)" এর মাধ্যমে হাদীসটি শোনার ব্যাপারে দৃঢ়তা প্রদান করেছেন।

৩. আধুনিক যুগের কিছু লোক বলেন: "ইবনে আবূ আল-হাসনা অপরিচিত", যেহেতু ইবনে আবূ আল-হাসনা-এর কথা তাকরীব আত-তাহযীব (১২২৮), তাহযীব আত্ তাহযীব (২৩৬/২), এবং আরো অনেক বর্ণনাকারীর বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং আমরা জানতে পারলাম, এই "কিছু লোক" কখনো তাকরীব আত-তাহযীব পড়েননি।

٤٩) وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ، عَنْ يَحْيَى الْبَكَّاءِ ، سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ، فَقَالَ : " مَا كَانُوا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ

৪৯. আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন সা'দ আর-রাযী বলেন: আবূ জা'ফার আর-রাযী (ঈসা বিন মিহরান) আমাদেরকে অবহিত করেন: তিনি ইয়াহইয়া বিন মুসলিম আল বাক্কা থেকে বর্ণনা করেন: ইবনে 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এর কাছে একবার ইমামের পিছনে তিলাওয়াতের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন: "তাঁরা (সাহাবাগণ ﷺ) মনে মনে সূরাহ ফাতিহা পড়াকে দূষণীয় ভাবতেন না।"[১৮৭]

٥٠) وَقَالَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، يُنْصِتُ لِلإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ.

৫০. মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন শিহাব) আয-যুহরী সালিম বিন আবদুল্লাহ বিন 'উমার থেকে বর্ণনা করেন: তিনি আবদুল্লাহ বিন 'উমার থেকে বর্ণনা করেন: "সালাতে ইমাম

---

১৮৭. তাখরীজ: ((দ্বঈফ))

ইমাম বায়হাক্বী তার কিতাব আল-কিরাআতে [পৃষ্ঠা ৯৭, হাদীস নং-২১৪, তাইকান, এবং পৃষ্ঠা ২১০, হাদীস নং-৪৪৭, আল-বুখারী থেকে] হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইয়াহইয়া আল-বাক্কা একজন দ'য়ীফ বর্ণনাকারী [তাকরীব আত-তাহযীব: ৭৬৪৫]। আবূ জা'ফার এর ব্যাপারে অবশ্য ভিন্নমত পাওয়া গেছে। আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন সা'দ পর্যন্ত সনদ অপরিচিত।

উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত করলে, মুকতাদি (তার অনুসারী) তখন চুপ থাকবে।"[১৮৮]

٥١) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ وَقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ جَوَّابٍ التَّمِيمِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " :أَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ؟ قَالَ : نَعَمْ، قُلْتُ : وَإِنْ قَرَأْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينِ، قَالَ : وَإِنْ قَرَأْتُ"

৫১. মাহমুদ বিন ইসহাক আল-খাজায়ী+ইমাম আল-বুখারী+মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ+সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ+সুলাইমান বিন আবূ সুলাইমান ফিরোজ আশ-শায়বানি+জাওওয়াব আত-তামীমি+ইয়াযিদ বিন শারীক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, : আমি 'উমার বিন আল-খাত্তাবের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কাছে জানতে চাইলাম: "ইমামের পিছনে কি তিলাওয়াত করতে হবে? তিনি বললেন: "হ্যা", আমি জানতে চাইলাম: "হে আমীরুল মু'মিনীন! যখন আপনিও তিলাওয়াত করবেন?" তিনি বললেন: "যখন আমি তিলাওয়াত করব তখনও।"[১৮৯]

---

১৮৮. তাখরীজ: ((দ্বঈফ))

এ হাদীসটি মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক-এ (১৩৯/২ হাদীস ২৮১১) এবং আল-বায়হাক্বীর কিতাব আল-কিরাআতে (পৃষ্ঠা ১৪৫ হাদীস ৩৩০) বর্ণনা করা হয়েছে। ইবনে জুরাইয তার শোনার ব্যাপারে দৃঢ়তা প্রদান করেছেন, তবে ইবনে শিহাব আয-যুহরী থেকে শোনার বিষয়ে কোনো দৃঢ়তা পাওয়া যায়নি। যুহরী একজন মুদাল্লিস এবং একজন মুদাল্লিসের তাদলীস ক্ষতিকর। মুয়াত্তা ইমামে (৮৬/১ হাদীস ১৮৯) একটি সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে: "আবদুল্লাহ বিন 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করতেন না, তিনি বলতেন: তোমাদের কেউ যখন ইমামের পিছনে সালাত আদায় করবে, তখন ইমামের তিলাওয়াতই তার জন্য যথেষ্ট।"

তার এ হাদীসের অর্থ হলো, ফাতিহার পাশাপাশি ইমামের অন্য সূরাহ তিলাওয়াত যথেষ্ট, এবং ইবনে 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহার পাশাপাশি অন্য কিছু তিলাওয়াত করতেন না। এ সমন্বয় (তাতবিক) থেকে সকল মারফূ' হাদীস ও সাহাবীদের আসার অনুসরণ করা যেতে পারে।

১৮৯. তাখরীজ: ((সহীহ))

এ হাদীসটি ইমাম বুখারীর তারিখ আল-কাবীর- এ (৩৪০/৮ হাদীস নং৩২৩৯), একই সনদ ও মতনে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আবূ শায়বাহ [৩৭৩/১ হাদীস

৩৭৪৮, এবং এতে বলা আছে: "খাওয়াত", পক্ষান্তরে সঠিক হলো "জাওয়াব"], দারাকুতনি [৩১৭/১, হাদীস-১১৯৭, ১১৯৮] তাহাবি [মা'আনি আল- আসার ২১৮, ২১৯/১], হাকিম [২৩৯১], বায়হাক্বী [আল-সুনান:৬৭/২ এবং কিতাব আর-ক্বিরাআত পৃষ্ঠা ৯১, হাদীস ১৮৮, ১৮৯], এবং আবদুর রাজ্জাক [আল-মুসান্নাফ:১৩১/২, হাদীস ২৭৭৬] হাদীসটি ইয়াযিদ বিন শারিকের সনদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম হাকিম, যাহাবী এবং দারাকুতনি হাদীসটিকে সহীহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বর্ণনাকারী "জাওয়াব আত-তীমি ইমাম আবূ হানীফা'র শিক্ষক এবং অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে তিনি একজন সিকাহ বর্ণনাকারী। [দেখুন: তাহযীব আল-কামাল ৪৬৭/৩], অতএব হাদীসে তিনি সহীহ। তার ব্যাপারে ইরজার অভিযোগের সঙ্গে হাদীস বর্ণনার কোনো সম্পর্ক নেই।হাফিয বিন হাজার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: "তিনি ছিলেন সত্যপরায়ণ, এবং ইরজার দিকে ঝোঁক ছিল" [তাকরীব আত-তাহযীব: ৯৮৪]। সরফরাজ খান সাফদার দেওবন্দি লিখেছেন: "হাদীসের মূলনীতির আলোকে, একজন সিকাহ বর্ণনাকারীর খারিজি অথবা জাহমি, মু'তাজালী অথবা মুরজিঈ হওয়াতে তার তাহকীকাতে (নির্ভরযোগ্যতায়) কোনো প্রভাব পড়ে না..." [আহসান আল কালাম: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩০]।মাস্টার আমিন ওকারভির মতে, বিদায়াতি, শিয়া, মুরজিঈ হওয়ার কারণে কোনো বর্ণনাকারীর ওপর করা সমালোচনা তার বাতিল হওয়ার প্রমাণ বহন করে না। [দেখুন: তাজাল্লিয়াত সাফদার ভলিউম ২, পৃষ্ঠা ৯৭, ৯৮]। প্রকৃতার্থে, আমিন ওকারভির মতে একজন সুদুক (সত্যবাদী) ব্যক্তির হাদীস হলো হাসান লিযাতিহ। [দেখুন: তাজাল্লিয়াত সাফদার খণ্ড ৪ পৃষ্ঠা ১৯, ২০]

উপরোক্ত উত্তরের ওপরে আবদুল্লাহ বিন নুমায়েরের সমালোচনা কোনো বিশুদ্ধ সনদ দ্বারা প্রমাণিত নয়। কামিল ইবনে আদীতে (৫৯৯/২) এ সমালোচনার বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ বিন ইসহাকের বিষয়টি মোটেই স্পষ্ট করা হয়নি। মুসতাদরাক আল-হাকীম, হারিস বিন সুয়িদ (সিকাহ) এ সমালোচনার মুতাবিয়াত করেছেন। মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক-এ (১৩১/২ হাদীস ২৭৭৭), এ হাদীসেরও একটি দ্বঈফ শাহীদ রয়েছে।

মুসতাদরাক আল-হাকিম-এ এটা আরো স্পষ্ট করা হয়েছে, 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: "সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করবে" [আল-কাওয়াকিব আল-দুররিয়াহ: পৃষ্ঠা ৬৩, ৬৪]

অতএব, উপরোক্ত হাদীসে "তেলাওয়াত" দ্বারা "সূরাহ ফাতিহা" পাঠকেই বুঝানো হয়েছে।

আনাস বিন সিরিন ৩৩ অথবা ৩৪ হিজরিতে জন্মলাভ করেন। [তাহযীব আত-তাহযীব: ৩৭৪/১ এবং 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) শাহাদাত বরণ করেন ২৩ হিজরিতে। [তাকরীব আত-তাহযীব: ৪৮৮৮]

নাফি' 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর সাক্ষাৎ পাননি। [ইবনে হাজার, আত-হাফ আল মাহরাহ: ৩৮৬/১২, হাদীস নং-১৫৮১০ এর আগে]

সুতরাং আমরা জানতে পারলাম যে, এ হাদীসটি মুনকাতি', অতএব "তিনি

٥٢) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زِيَادٌ الْبَكَّائِيُّ ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﷺ، أَنَّهُ " كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ"

৫২. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল বুখারী+মালিক বিন ইসমাঈল+যিয়াদ বিন আবদুল্লাহ আল-বাক্কাঈ+আবূ ফারওয়াহ (আল কুফি মুসলিম বিন সালিম আল-হিনদি আল জুহনি), + আবুল মুগীরাহ (আব্দুল্লাহ বিন আবূল হাযিল আল কূফী আল-গজনি) + উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত: "তিনি ইমামের পিছনে (ফাতিহা) তিলাওয়াত করতেন।"[১৯০]

পর্যালোচনা:

অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে যিয়াদ বিন আবদুল্লাহ আল-বাক্কাঈ একজন সিকাহ (নির্ভরযোগ্য)ও সুদুক (সত্যবাদী) বর্ণনাকারী। [আল-কাওয়াকিব আল-দুররিয়াহ: পৃষ্ঠা ৭৬]। অতএব তিনি হাসান উল-হাদীস। অন্য সকল বর্ণনাকারীও নির্ভরযোগ্য। আসন্ন হাদীসটি (৫৩) যিয়াদের হাদীসের একটি চমৎকার শাহীদ (সমর্থক)।

তাদেরকে বলেছেন" এ কথাটি ভুল।

আবদুর রাজ্জাক [১৩৮/২ হাদীস নং-২৮০৬] মুহাম্মাদ বিন আজলান থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'উমার বিন আল-খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন: "যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করে, আমার ইচ্ছে হয় তার মুখ পাথর দিয়ে পূর্ণ করে দেই।"

মুহাম্মাদ বিন আজলান 'উমার (রাঃ) এর শাহাদাতের পর জন্মলাভ করেন, অতএব এ হাদীস মুনকাতি'। মুহাম্মাদ বিন আজলানের হাদীস মুহাম্মাদ বিন আল-হাসান আশ-শায়বানি (মিথ্যাবাদী) কর্তৃক কিতাব আল-হুজ্জা আলা আহলে আল-মদীনায়ও (১২১/১) বর্ণিত হয়েছে।

মুসা বিন উকবাহ'র হাদীসও [আবদুর রাজ্জাক: হাদীস ২৮১০] মুনকাতি', এবং মুসা থেকে বর্ণনাকারী "আবদুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম খুবই দুর্বল। দেখুন: হাদীস নং-২৫। সকল হাদীস বিশারদের মতেই মুনকাতি' হাদীস দ্বঈফ। [দেখুন: তাইসীর মুসতালাহ আল-হাদসি পৃষ্ঠা ৭৮]। এর কারণ হলো, এ হাদীসে বাদ পড়া বর্ণনাকারী হলো মাজহুল আল-হাল।

১৯০. তাখরীজ: ((হাসান))

ইমাম বায়হাক্বী হাদীসটি তার কিতাব আল-কিরাআতে (পৃষ্ঠা ৯৪ হাদীস ১৯৯) ইমাম বুখারী থেকে বর্ণনা করেছেন।

٥٣) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ قال : قال الْبُخَارِيُّ وَقَالَ لِي قَالَ لِي عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُذَيْلِ ، قَالَ : قُلْتُ لأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ " :أَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ ؟ قَالَ : نَعَمْ"

৫৩ অনুবাদ

মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+উবায়দুল্লাহ বিন মুসা+ইসহাক বিন সুলাইমান+আবূ সিনান+আবদুল্লাহ বিন আল-হুযাইল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) এর কাছে জানতে চাইলাম: "আমি কি ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করব?"। তিনি বললেন: "হ্যা"[১৯১]

পর্যালোচনা:

১. আবূ সিনান সাঈদ বিন সিনান আশ-শায়বানি আল-আসগার ইসহাক বিন সুলাইমানের [তাহযীব আল-কামাল: ৪৬/২], শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম, এবং তিনি হাসান স্তরের বর্ণনাকারী এবং অধিকাংশের মতেই তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী।

২. সুনান দারাকুতনি (৩১৮/১ হাদীস নং-১১৯৯), ইমাম বায়হাক্বীর আল-সুনান আল কুবরা (১৬৮, ১৬৯/২) এবং কিতাব আল-ক্বিরাআতে (পৃষ্ঠা ৯৩, ৯৪ হাদীস নং-১৯৯) এই হাদীসটি "ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ আল-আতিক, ইসহাক আর-রাযী, আবূ জা'ফার আর-রাযী, আবূ সিনান, আবদুল্লাহ বিন আবূ আল-হুযাইল" থেকে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইবরাহীমের ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। দেখুন: তারিখ বাগদাদ (খণ্ড ৬ পৃষ্ঠা ১৫২) এবং লিসান আল-মীযান (৯৬/১)। অতএব আবূ জা'ফার আর-রাযীর সংযোজনসহ এই হাদীসটি বাতিল।

٥٤) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ, وَقَالَ لَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ : " أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ وَيُحِبُّ أَنْ يُقْرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ فِي الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَةٍ سُورَةٍ، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ"

---

১৯১. তাখরীজ: ((হাসান))

৫৪. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+আদম বিন আবূ আয়াস+শু'বাহ বিন আল হাজ্জাজি+সুফিয়ান বিন হুসাইন+আয-যুহরী+উবায়দুল্লাহ বিন আবূ রাফি'+আলী বিন আবূ তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: "তিনি জোহর ও আসরের সালাতে (প্রথম দু' রাক'য়াতে) ইমামের পিছনে সূরাহ্ ফাতিহা ও এর সঙ্গে অন্য আর একটি সূরাহ্ তিলাওয়াত করতেন এবং সবাইকে তিলাওয়াত করার নির্দেশ দিতেন, এবং শেষের দু' রাক'য়াতে (শুধু) সূরাহ্ ফাতিহা তিলাওয়াত করতেন।"[১৯২]

৫৫) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، وَقَالَ لَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ ، سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ ﷺ : "يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ"

৫৫. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+ইসমাঈল বিল আবান+শারীক বিন আবদুল্লাহ আল-কাযী+ আশআ'ত বিন আবূ আল-শা'শা+আবূ মারিয়াম আবদুল্লাহ বিন যিয়াদ আল-আসদি আল-কুফি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইমামের

---

১৯২. তাখরীজ: ((জায়ীফ)

এ হাদীসটি বিস্তারিতভাবে তাখরীজসহ এ বইয়ের শুরুর দিকে আলোচনা করা হয়েছে, দেখুন: হাদীস ১।

দ্রষ্টব্য: কিছু লোক ইমাম যুহরীর [যিনি খুবই কম তাদলীস করে থাকেন] "আন-আনা" এর কারণে এ হাদীসটির সমালোচনা করেছেন। তাদের উদ্দেশে আমরা বলতে চাই, যারা সুফিয়ান আস-সাওরি, সুলাইমান আল-আ'মাশ, কাতাদাহ এবং আবুয যুবায়েরের (যারা তাদলীসের জন্য বিখ্যাত) "আন" যোগে বর্ণিত হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেন, তাদের আবূ কিলাবাহ, যুহরী ও মাকহুলের ব্যাপারে তাদলীসের অভিযোগ তোলার সময় লজ্জা পাওয়া উচিত। যুহরী প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা সামনে আসছে।

জাফর আহমদ তানভী দেওবন্দি লিখেছেন: "কুরুন আস-সালাসা-তে (সর্বোৎকৃষ্ট তিনটি প্রজন্ম), তাদলীস ও ইরসাল আমাদের জন্য ক্ষতিকর নয়।" [আ'লা আস-সুনান: ৩১৩/১]

১. আমাদের মতে, আবূ কিলাবাহ ও মাকহূল উভয়েই তাদলীসের অভিযোগ থেকে মুক্ত। পক্ষান্তরে ইমাম যুহরী, সুফিয়ান আস-সাওরি, আল-আ'মাশ, কাতাদাহ ও আবুয যুবায়ের সকলেই মুদাল্লিস, এবং তাদের "আন" যোগে বর্ণিত হাদীসগুলো, সহীহাইনে উল্লেখিত হাদীস ব্যতীত, শাওয়াহিদ ও মুতাবিয়াতের অভাবে দ্বঈফ ও মারদুদ।

পিছনে তিলাওয়াত করেন।"[১৯৩]

পর্যালোচনা: ১. শারীক আল-কাযী মুদাল্লিস। এ হাদীসে তার শোনার ব্যাপারে আমি কোনো দৃঢ়তা পাইনি। আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: তাওজীহ আল-কালাম (খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭৮৩, ৪৯১), এবং (আল-কাওয়াকিব আল-দুররিয়াহ (পৃষ্ঠা ৭৭, ৭৮)।

২. কিছু লোক মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক থেকে (১৪১/২ হাদীস ২৮১৭) ইবরাহীম আন-নাখঈর "ইমামের পিছনে কেউ তিলাওয়াত করত না..." এই কথা বর্ণনা করেছেন। এবং তারা একে ঐতিহাসিক তথ্য বলেও উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে এই হাদীসের মূল বর্ণনাকারী "ইয়াহইয়া বিন আল-আ'লা একজন কায্যাব (মিথ্যাবাদি)। দেখুন: মীযান আল-ই'তিদাল (৩৯৭/৪) এবং আ'মাশও একজন মুদাল্লিস।

মুহাম্মাদ বিন আল-হাসান আশ-শায়বানি (কায্যাব) মুহাম্মাদ বিন আবান বিন সালিহ (দ্বঈফ), তিনি হাম্মাদ বিন আবূ সুলাইমান (মুখতালাত-জীবনের শেষের দিকে তার স্মৃতিশক্তির অবনতি হয়েছিল), তিনি ইবরাহীম আন-নাখঈ (মুদাল্লিস) থেকে, তিনি আলকামাহ্ বিন কায়েস এর সনদে বর্ণনা করেন: "আবদুল্লাহ বিন মাসউদ উচ্চৈঃস্বরের বা নীরবে তিলাওয়াতের সালাতেও ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করতেন না।"[১৯৪] এ হাদীসটি মাওদু (জাল) ও মারদুদ (বাতিল)।

মুসান্নাফ ইবনে আবূ শায়বাহ'র (৩৭৭/১ হাদীস ৩৭৯৮) বর্ণনায় মালিক বিন আম্মারাহ্ অপরিচিত এবং এর বর্ণনাকারী আশ'আস বিন সারওয়ার দুর্বল। তাদলীসের কারণে আবূ ইসহাকের বর্ণনাও দুর্বল। [১৯৫]

---

১৯৩. তাখরীজ: ((জ'য়ীফ))

এ হাদীসটি ইবনে হিব্বানের কিতাব আস-সিকাতে (৫৮/৫), আল-দোলাবির আল-কুনি (১১১/২), আল-সুনান আল-কুবরায় (১৬৯/২), কিতাব আল ক্বিরাআত-এ (পৃষ্ঠা ৯৫ হাদীস ২০৬, ২০৭) এবং মুসান্নাফে ইবনে আবূ শায়বাহ-তে (৩৭৩/১ হাদীস ৩৭৫২) শরীক আল-কাযীর সনদে বর্ণনা করা হয়েছে। তাহাবির শরহে মা'আনিল আর-আসারে (২১০/১), শু'বাহ বিন আল-হিজাজি কিছু হাদীসে সংক্ষেপে শারীকের মুতাবিয়াত করেছেন। অন্য সকল বর্ণনাকারী সিকাহ (নির্ভরযোগ্য)।

১৯৪. কিতাব আল-হুজ্জা আলা আহলার-মাদীনা: ১১৯/১]

১৯৫. মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক: ১৪০/২ হাদীস ২৮১৩]

(حديث موقوف)

٥٦) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، وَقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ " :كَانَ رِجَالٌ أَئِمَّةٌ يَقْرَءُونَ خَلْفَ الإِمَامِ . وَقَالَ حُذَيْفَةُ " :يَقْرَأُ"

৫৬. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ+সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ+হুযাইফা ইবনে আল-ইয়ামান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমাদের তিলাওয়াত করা উচিত"। (হাদীসটি মাওকূফ)[১৯৬]

٥٧) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، قَالَ لَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَمْزَةَ الْمَازِنِيِّ ، حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ ، عَنِ " الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ، فَقَالَ : فَاتِحَةَ الْكِتَابِ"

৫৭. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+মুসাদ্দাদ+ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ+আল-আওওয়াম বিন হামযাহ আল-মাযিনি+আবূ নাদরাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আবূ সাঈদ খুদরিকে (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইমামের পিছনে তিলাওয়াতের বিষয়ে প্রশ্ন করলাম, জবাবে তিনি বললেন: "ইমামের পিছনে ফাতিহাতুল কিতাব তিলাওয়াত করবে।"[১৯৭]

পর্যালোচনা:

অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে আওওয়াম বিন হামযা একজন সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) হাদীস বর্ণনাকারী। অতএব তিনি হাসান উল হাদীস। দেখুন: কাওয়াকিব আল-দুররিয়াহ (পৃষ্ঠা ৬৯)। অধিকাংশ মুহাদ্দিসের তাওসীক (নির্ভরযোগ্য ঘোষণা করা) করার কারণে ইমাম আহমদ, ইমাম

---

১৯৬. তাখরীজ: ((দ্বঈফ))
সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ থেকে হুযায়ফাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর সনদটি অপরিচিত।

১৯৭. তাখরীজ: ((জ'য়ীফ))
ইবনে আদী হাদীসটি আল-কামিল-এ (১৪৩/৪) ইমাম বুখারী থেকে একই সনদ ও মতনে (কথা) বর্ণনা করেছেন এবং বায়াহকি [কিতাব আল-কিরাআতে: পৃষ্ঠা ১০০ হাদীস ২২৪] এ হাদীসটি আওয়াম বিন হামযার সনদে বর্ণনা করেছেন। দেখুন: এ বইয়ের হাদীস নং-১০৫।

ইয়াহ্ইয়া ও অন্যান্যদের সমালোচনা প্রত্যাখ্যাত। মুহাম্মাদ বিন আলী আল-নিমভি আল-হানাফি এ হাদীস প্রসঙ্গে লিখেছেন: "এ হাদীসের সনদ হাসান"[১৯৮]

মুসান্নাফ ইবনে আবূ শায়বাহ-তে [৩৭৭/১ হাদীস ৩৭৯১) আবূ হারুন থেকে বর্ণিত যে: তিনি বলেন, আমি আবূ সাঈদ খুদরিকে (রাঃ) ইমামের পিছনে তিলাওয়াতের বিষয়ে প্রশ্ন করলাম, জবাবে তিনি বললেন: "ইমামের তিলাওয়াতই তোমার জন্য যথেষ্ট।" এ হাদীসটি মাওদু (জাল)। আবূ হারুন আম্মারাহ বিন জুয়ীন আল-আবদি একজন কায্যাব (মিথ্যাবাদী)। [১৯৯]

৫৮) وَقَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ : " إِذَا نَسِيَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ لا تُعَدُّ تِلْكَ الرَّكْعَةُ"

৫৮. ইবনে উলাইয়াহ+লাইস বিন আবূ সালীম+মুজাহিদ বিন জাবের থেকে বর্ণিত: "যদি কেউ সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করতে ভুলে যায়, তাহলে সে তার সেই রাক'আত গণনা করতে পারবে না।"[২০০]

পর্যালোচনা:

অধিকাংশ বিশুদ্ধ বর্ণনানুসারে লাইস বিন আবূ সালীম একজন দ্বঈফ বর্ণনাকারী। দেখুন: আসমাউর-রিজাল।

ইমাম নাসাঈ স্বীয় কিতাব আদ-দুয়াফায় (৫১১) বলেন: "তিনি একজন দ্বঈফ ও কুফি"। আমার বক্তব্য: "অধিকাংশের মতেই তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী।" দেখুন: হাদীস-৩২।

এ বর্ণনার সনদ দুর্বল, কিন্তু হাদীস নং-২ এর আলোকে এর অর্থ সম্পূর্ণ সঠিক।

৫৯) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ ، سَمِعَ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زِيَادٌ وَهُوَ الجَصَّاصُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

---

১৯৮. আসার আস-সুনান: হাদীস নং-৩৫৮, আল-তা'লীক আল-হাসান: পৃষ্ঠা ১০৮]

১৯৯. দেখুন: মীযান আল-ই'তিদাল (১৭৩/৩)

২০০. তাখরীজ: ((জ'য়ীফ)) হাদীসটি মুসান্নাফ ইবনে আবূ শাইবাহ-তে (৩৭২/১ হাদীস নং-৩৭৩৫) এভাবে বর্ণিত হয়েছে: حدثنا ابن عليه عن ليث عن مجاهد، قال إذا لم يقرأ في ركعة بفاتحة الكتاب فإنه يقضي تلك الركعة

الْحَسَنُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ، قَالَ " : لا تُزَكُّوا صَلاةَ مُسْلِمٍ إِلا بِطُهُورٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَرَاءَ الإِمَامِ وَإِنْ كَانَ وَحْـدَهُ بِفَاتِحَـةِ الْكِتَـابِ وَآيَتَيْنِ وَثَلاثٍ"

৫৯. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+আবদুল্লাহ বিন মুনীর+ইয়াযীদ বিন হারুন+যিয়াদ বিন আবূ যিয়াদ আল-জাস্সাস+হাসান বসরি+ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন: অযু, রুকূ', ও সুজুদ ব্যতীত কোনো মুসলিমের সালাত বৈধ হিসেবে গণ্য করবে না, চাই সে ইমামের পিছনে অথবা একাকী সালাত আদায় করুক। তাকে অবশ্যই সূরাহ ফাতিহা এবং দু' অথবা তিনটি আয়াত তিলাওয়াত করতে হবে।"[২০১]

পর্যালোচনা:

১. যিয়াদ বিন আবূ যিয়াদ আল-জাস্সাস দুর্বল বর্ণনাকারী। [২০২]

২. এ হাদীসের নিম্নোক্ত শব্দগুলো ইমাম বায়হাক্বীর কিতাব আল-ক্বিরাআত-এ বর্ণনা করা হয়েছে: لا تزكوا صلاة مسلم إلا بطهور وكعوع وسجود وفاتحة الكتاب وراء الأمام وغير الإمام.

উপরোক্ত অনুবাদ এই শব্দ ও বাক্যগুলো অনুসারে করা হয়েছে, যাতে এর অর্থ সহজেই বোঝা যায়। "لا تزكوا লা তাযকু" শব্দটি "كان কানা" শব্দের সঙ্গে মিশ্রিত করা হয়েছে। অনেকে এর অনুবাদ করেছেন: "যখন একাকী সালাত আদায় করবে, তখন (সালাত আদায়কারী) সূরাহ ফাতিহা এবং দু' অথবা তিনটি আয়াত তিলাওয়াত করবে", এটি ভুল এবং বায়হাক্বীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী।

৩. বায়হাক্বীর কিতাব আল-ক্বিরাআতে (হাদীস নং-২৩৪) বর্ণনা করা হয়েছে:

عن عبدا بن بريدة عن عمران ابن حصين قـال، ل تجـوز صـلوة إل بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا

---

২০১. তাখরীজ: ((জ'য়ীফ))
ইমাম বায়হাক্বী [কিতাব আল-ক্বিরাআত পৃষ্ঠা ১০২ হাদীস ২৩৩] হাদীসটি ইয়াযিদ বিন হারুন থেকে বর্ণনা করেছেন।

২০২. তাকরীব আত-তাহযীব: ২০৭৭]

এর সনদ হাসান। আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ হলেন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন", মানে: শব্দটি শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত, নাজিয়াহ আল-বাগদাদি। "সূরাহ ফাতিহা ব্যতীত সালাত বৈধ নয়, এর সাথে অন্য সূরাহ থেকে দু' অথবা তিনটি আয়াত তিলাওয়াত করা উচিত। (এই অতিরিক্ত তেলাওয়াত সুন্নাত এবং উত্তম, কিন্তু ওয়াজিব নয়, আগে এটি উল্লেখ করা হয়েছে।)

٦٠) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، وَقَالَ لَنَا ابْنُ سَيْفٍ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو " :يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ"

৬০. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+ইবনে সাইফ+ইসরাইল বিন ইউনুস বিন আবূ ইসহাক+হুসাইন বিন আবদুর রহমান+মুজাহিদ বিন জাবার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি আবদুল্লাহ বিন 'আমরকে (বিন আল আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ইমামের পিছনে [সূরাহ মারইয়াম] তিলাওয়াত করতে শুনেছি।"[২০৩]

পর্যালোচনা:

১. হুসাইন বিন আবদুর রহমান এ হাদীসটি তার ইখতিলাতের [অবনতির] আগে বর্ণনা করেছেন। [২০৪]

২. জুয-আল-ক্বিরাআতের সকল নুসখায় বলা হয়েছে: "ওয়া ক্বালা

---

২০৩. তাখরীজ: ((সহীহ))

৬০. এ হাদীসটি মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাকে (১৩০/২ হাদীস ২৭৭৫), তাহাবির শরহে মা'আনিল আসার (২১৯/১), বায়হাক্বীর আল-সুনান আল-কুবরা (১৬৯/২) এবং কিতাব আল-কিরাআতে (পৃষ্ঠা ৯৭ হাদীস ২১৫) হুসাইন বিন আবদুর রহমানের সনদে একই অর্থসহ বর্ণনা করা হয়েছে। এ হাদীসে তিনি কী তিলাওয়াত করেছেন, তা উল্লেখ করা হয়নি, তবে বায়হাক্বীর আল-সুনান আল-কুবরা এবং মা'আনিল আসারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি সুরা মারিয়াম তেলায়াত করছিলেন। অনুবাদে সুরা মারইয়াম তিলাওয়াতের বিষয়টি সংযোজন করা হয়েছে একই কারণে। ইমাম বায়হাক্বী বলেন: "এ সনদটি সহীহ", নিমভি হানাফি সুরা মারইয়াম তিলাওয়াতের কথা উল্লেখ করে বর্ণিত হাদীসের বিষয়ে বলেন: "হাদীসটির সনদ সহীহ" [একই সূত্র]

২০৪. দেখুন: আল-তানকীদ ওয়াল আইযাহ, আল-ইরাকী: পৃষ্ঠা ৪৫৮, এবং তজিহুল কালাম: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৯৩]

লানা ইবনে সাইফ (ইবনে সাইফ আমাদেরকে বলেন), কিন্তু আমার মতে [শেখ যুবায়ের আলী যায়ী], "ওয়া ক্বালা লানা ইবনে ইউসুফ (এবং ইবনে ইউসুফ আমাদেরকে বলেন) সঠিক। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে, "মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আল-ফারাবি" ইসরাঈল বিন ইউনুসের ছাত্র। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

٦١) قَالَ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سُجَيْمٍ الْبَهْزِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ : أَنَّـهُ " كَانَ يَقْـرَأُ فِي الظُّهْـرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الإِمَامِ فِي الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَفِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ"

৬১. হাজ্জাজ বিন মিনহাল+হাম্মাদ বিন সালামাহ+ইয়াহইয়া বিন আবূ ইসহাক+'উমার বিন আবূ সুহায়েম আল-বাহযি+আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: তিনি জোহর ও আসরের সালাতে প্রথম দু' রাক'য়াতে ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা এবং অন্য দুটি সূরাহ তিলাওয়াত করতেন; এবং শেষের দু' রাক'য়াতে তিনি শুধু সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করতেন। [২০৫]

পর্যালোচনা:

ইয়াহইয়া বিন আবূ ইসহাক ছয়টি বইয়ের (কুতুব আস-সিত্তা) বর্ণনাকারী এবং অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে তিনি নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী। অতএব তার সমালোচনা মারদুদ (বাতিল)। [২০৬]

٦٢) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ ، سَمِعَ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ : سَمِعْتُ

---

২০৫. তাখরীজ: ((জ'য়ীফ))

এ হাদীসটি বায়হাক্বীর আল-সুনান আল-কুবরা (১৭১/২) এবং কিতাব আল-কিরাআতে (পৃষ্ঠা ১০২ হাদীস নং২৩৫) হাম্মাদ বিন সালামাহ এর সনদে বর্ণনা করা হয়েছে। আমর বিন আবূ সুহায়েম একজন মাজহুল; শুধুমাত্র ইবনে হিব্বান তার তাওসীক করেছেন। দেখুন: কিতাব আস-সিকাত (১৫০/৫)।

২০৬. দেখুন: তাওজীহুল কালাম: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫২১।

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " : مَنْ صَلَّى صَلاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِ أُمِّ الْقُـرْآنِ فَـهِيَ خِدَاجٌ ثُمَّ هِيَ خِدَاجٌ"

৬২. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+আবদুল্লাহ বিন মুনীর+ইয়াযীদ বিন হারুন+মুহাম্মাদ বিন ইসহাক+ইয়াহইয়া বিন আব্বাদ বিন আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের+তার পিতা আব্বাদ বিন আবদুল্লাহ বিন যিয়াদ+আয়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি,

"যে ব্যক্তি সূরাহ ফাতিহা ব্যতীত সালাত আদায় করবে, তার সালাত নাকিস (অপূর্ণাঙ্গ), তার সালাত নাকিস (অপূর্ণাঙ্গ)। [২০৭]

٦٣) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " :تَقْرَءُونَ خَلْفِي ؟ " قَالُوا : نَعَمْ إِنَّا لَنَهُذُّ هَذًّا، قَالَ : " فَلا تَفْعَلُوا إِلا بِأُمِّ الْقُرْآنِ"

৬৩. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+ শুজা' বিন আল-ওয়ালীদ +নাযার বিন মুহাম্মাদ আল ইয়ামানী+ইকরিমাহ বিন আম্মার+আমর বিন সা'দ+'আমর বিন শু'আইব+শু'আইব বিন মুহাম্মাদ+আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল 'আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন: "তোমরা কি আমার পিছনে তিলাওয়াত কর?" জবাবে সাহাবীগণ বললেন: 'হ্যা! আমরা দ্রুত তিলাওয়াত করি, তিনি (রাসূল [ﷺ]) বললেন: সূরাহ ফাতিহা ব্যতীত অন্য কোনো সূরা তিলাওয়াত করবে না।"। [২০৮]

---

২০৭. তাখরীজ: ((জ'য়ীফ))
এ হাদীসটি এর আগে (এই বইয়ে) উল্লেখ করা হয়েছে। দেখুন: হাদীস -৯। ইমাম আহমদ বিন হাম্বালও হাদীসটি ইয়াযীদ বিন হারুন থেকে বর্ণনা করেছেন। [আল-মুসনাদ: ১৪২/৬ হাদীস-২৫৬১২]। মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন ইয়াসার হাদীসটি শোনার ব্যাপারে দৃঢ়তা প্রদান করেছেন। (হাদীস -৯)।

২০৮. তাখরীজ: ((হাসান)) এ হাদীসটির সনদ হাসান; বায়হাক্বী এটি নাযার বিন মুহাম্মাদ, তিনি ইকরিমা বিন 'আম্মার এর সনদে বর্ণনা করেছেন। [কিতাব আল-ক্বিরাআত পৃষ্ঠা ৭৯ হাদীস ১৬৭]। দেখুন: কাওয়াকিব আদ-দুররিয়াহ (পৃষ্ঠা ৩৫-৩৭)। শাজায়া বিন আল-ওয়ালীদ সহীহ বুখারীর একজন বর্ণনাকারী। (খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬০১ হাদীস ৪১৮৬)

٦٤) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ قَالَ : صَلَّى رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلاةً جَهَرَ فِيهَا فَقَرَأَ خَلْفَهُ رَجُلٌ فَقَالَ " : لا يَقْرَأَنَّ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَقْرَأُ إِلا ب أُمِّ الْقُرْآنِ

৬৪. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+আহমদ বিন খালিদ+মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন ইয়াসার+মাকহূল+মাহমুদ বিন আর-রাবি (রাদিয়াল্লাহু আনহু)+উবাদাহ বিন আস-সামিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

একবার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক সালাতের ইমামতি করছিলেন, ঐ সালাতে তিনি উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত করছিলেন, এ সময় তার পিছনে একজন (উচ্চৈঃস্বরে) তিলাওয়াত করে, পরে এ প্রসঙ্গে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "ইমাম যখন তিলাওয়াত করবে, তখন তোমাদের কেউ সূরাহ ফাতিহা ব্যতীত অন্য কিছু তিলাওয়াত করবে না।"[২০৯]

আব্বাস বিন আবদুল আজীম তার মুতাবিয়াত (সমর্থন/তার অবস্থান শক্ত করেছেন) করেছেন। [বায়হাক্বী, কিতাব আল-ক্বিরাআত: হাদীস ১৬৭], এ হাদীসের আরো বিস্তারিত শাওয়াহীদের (সমর্থনকারী তথ্যপ্রমাণ) জন্য দেখুন: আল-মুসনাদ আল-জামি (৫৯, ৬০/৮, হাদীস ৫৫৪২, ৫৫৪৩, শেখ যুবায়েরের তাহকীকসহ।) এ সনদে এ ধরনের দুটি হাদীস রয়েছে, যা পরবর্তীকালের কিছু মুহাদ্দিস কর্তৃক তাদলীসে অভিযুক্ত এবং এর কারণ হলো, তারা হাদীস বর্ণনা করেছেন বই থেকে। যদি কোনো বই নির্ভরযোগ্য হয়, তাহলে হাদীসের মূলনীতি অনুসারে, বই থেকে হাদীস বর্ণনা করা অনুমোদিত। দেখুন: ইবনে কাসীর রচিত ইকসার উলুমুল হাদীস [দারুস সালাম কর্তৃক প্রকাশিত: পৃষ্ঠা ১২১, ১২৫], অতএব তাদলীসের অভিযোগ মারদুদ। হাফিয বিন হাজার বই থেকে হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন: "এবং এটা ইনতিকার (বিচ্ছিন্নতা) সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়।" [তাহযীব আত-তাহযীব: ২৬৯/২ তরজমা: হাসান বসরি]। হাফিয বিন হাজারের আগেই একই কথা বলেছেন হাফিয বিন আস-সালাহ। দেখুন: জামি আল-তাহসীল (পৃষ্ঠা ১৬৫)। মুকাদ্দিমাহ ইবনে আস-সালাহ-এ (পৃষ্ঠা ৪২১) এ উল্লেখ করা হয়েছে: "অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি তার (আমর বিন শুয়াইব) (তিনি তার পিতা, দাদা থেকে) হাদীস থেকে দলিল গ্রহণ করেছেন।" দেখুন: হাদীস নং-১০।

২০৯. তাখরীজ: ((সহীহ)) আহমাদ বিন হাম্বল (৩১৩, ৩১৬, ৩২১, ৩২২/৫) আবূ দাউদ (৮২৩), আত-তিরমিযী (৩১১:হাসানের মর্যাদা দেয়া হয়েছে), ইবনে খুযাইমাহ (১৫৮১), এবং ইবনে হিব্বান (আল-ইহসান: হাদীস ১৮৪৫)

পর্যালোচনা:

ইমাম আহমাদ এ হাদীসটিকে মা'লুল (ক্রটিযুক্ত) ঘোষণা করেছেন, যা আসলে সঠিক নয়। মুহাদ্দিসগণ আহকামের (শরয়ী নির্দেশনা) ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ বিন ইসহাকের হাদীসগুলোকে গ্রহণ করেছেন। আবূ নুয়ায়েম আল-আসবাহানি "মুসনাদ আল-ইমাম আবূ হানীফাহ" গ্রন্থে মুহাম্মাদ বিন ইসহাককে আবূ হানীফার একজন শিক্ষক হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং তার সনদে আহকামে একটি হাদীসও বর্ণনা করেছেন (পৃষ্ঠা ৪১); এর মানে হলো, আবূ নুয়ায়েমের মতে, মুহাম্মাদ বিন ইসহাক একজন নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী।

٦٥) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ ، عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمٍ ، وَمَكْحُولٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ، وَكَانَ عَلَى إِيلِيَاءَ، فَأَبْطَأَ عُبَادَةُ عَنْ صَلاةِ الصُّبْحِ، فَأَقَامَ أَبُو نُعَيْمِ الصَّلاةَ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ أَذَّنَ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ فَجِئْتُ مَعَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، حَتَّى صَفَّ النَّاسُ، وَأَبُو نُعَيْمِ يَجْهَرُ

হাদীসটি মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেছেন। এবং বায়হাক্বী হাদীসটি তার কিতাব আল-কিরাআতে (পৃষ্ঠা ৫৮ হাদীস ১১১, বুখারী থেকে) বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক একজন সুদুক (সত্যবাদী) এবং হাসান উল-হাদীস, হাদীস নং-৯ এর অধিনে এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি তার শ্রবণের বিষয়ে দৃঢ়তা প্রদান করেছেন। অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে মাকহূল আশ-শামি একজন সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) হাদীস বর্ণনাকারী এবং তিনি সহীহ মুসলিমেরও একজন বর্ণনাকারী। ইবনে হিব্বান ও দেওবন্দি তাকে মুদাল্লিস ঘোষণা করেছেন। [তাবাকাত আল-মুদাল্লিসিন: ১০৮, শেখ যুবায়েরের তাহকীকসহ]। হাফিয বিন হিব্বান [আস-সিকাত:৯৮/৬], এবং যাহাবী [মীযান আল-ই'তিদাল: ৪২৫, ৪২৬/২], উভয় কিতাবেই ইরসালের জন্য তাদলীস পরিভাষাটি ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব, যখন তারা কাউকে মুদাল্লিস ঘোষণা করেন, সেটাই কারো মুদাল্লিস হওয়ার প্রমাণ নয়। অধিকাংশ বিশুদ্ধ বর্ণনানুসারে, মাকহূল মুদাল্লিস নন, তবে মুরসাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। পূর্ববর্তী হাদীসটি (৬৩) এবং আসন্ন হাদীস (৬৫) মাকহুলের হাদীসের পক্ষে শাহীদ। এসব শাহীদের আলোকে এ হাসান হাদীসটিও সহীহ। ওয়ালহামদুলিল্লাহ।

بِالْقِرَاءَةِ، فَقَرَأَ عُبَادَةُ بِ أُمِّ الْقُرْآنِ، حَتَّى فَهِمْتُهَا مِنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ : سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَقَالَ : نَعَمْ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْضَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقُرْآنِ، فَقَالَ " : لا يَقْرَأَنَّ أَحَدُكُمْ إِذَا جُهِرَ بِالْقِرَاءَةِ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ"

৬৫. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+হিশাম বিন আম্মার+সাদাকাহ বিন খালিদ+যায়েদ বিন ওয়াকিদ+হিযাম বিন হাকীম+মাকহূল আশ-শামি+ইবনে রাবি'য়াহ আল-আনসারি+উবাদাহ বিন আস-সামিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত:

তিনি একবার ইলিয়ায় (শাম [বর্তমান সিরিয়ার] একটি স্থান) অবস্থান করেছিলেন, ঐ সময় একদিন উবাদাহ ফজরের সালাতে বিশেষ কোনো কারণে একটু দেরিতে হাজির হন, আবূ নুয়ায়েম (মুয়ায্যিন) ইকামাতের পর সালাত শুরু করলেন। আবূ নুয়ায়েমই সর্বপ্রথম বায়তুল মুকাদ্দাসে আযান দেন। আমি নাফি' ও 'উবাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর সঙ্গে আসলাম, লোকজন এরই মধ্যে কাতার সোজা করে নিয়েছে, এবং আবূ নুয়ায়েম উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত করছিলেন, এ সময় উবাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যতক্ষণ না আমি বুঝতে পারলাম ততক্ষণ পর্যন্ত সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করলেন। তার সালাত শেষ হলে আমি তাকে প্রশ্ন করলাম: 'আমি শুনেছি, আপনি সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করেছেন। (এর পক্ষে আপনার কাছে কি দলিল রয়েছে)? তিনি বললেন: হ্যা, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত করতে হয় এমন কতক সালাতে ইমামতি করা পর এ প্রসঙ্গে আমাদের উদ্দেশে বলেন: 'যখন সালাতে জোরে তিলাওয়াত করা হয়, তখন কারো সূরাহ ফাতিহা ব্যতীত অন্য কিছু তিলাওয়াত করা উচিত নয়।'[২১০]

---

২১০. তাখরীজ: ((হাসান))

ইমাম বুখারী হাদীসটি তার বই "খালক আফ'আল আল-ইবাদ" এ (পৃষ্ঠা ১০২ হাদীস ৫২৬) একই সনদে ও মতনে বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনি (৩২০/১) হাদীস ১২০৭), এবং বায়হাক্বী (আল-সুনান: ১৬৫/২) হাদীসটি সাদাকাহ বিন খালিদের সনদে বর্ণনা করেছেন, অন্যদিকে আবূ দাউদ (৮২৪), নাসাঈ (১৪১/২ হাদীস-৯২১) এবং দারাকুতনি (৩১৯/১ হাদীস ১২০৪) হাদীসটি যায়েদ বিন ওয়াকিদের সনদে কিছুটা পরিবর্তিত অবস্থায় বর্ণনা করেছেন। ইমাম

পর্যালোচনাঃ

দারাকুতনি, হাকিম, যাহাবী (আল-কাশিফঃ ১৯৭/৩,) বায়হাক্বী, ইবনে হাযম (আল-মুহাল্লাঃ ২৪১, ২৪২/৩), ইবনে হিব্বান, ও অন্যান্যদের মতে হাদীসটির বর্ণনাকারী নাফি' বিন মাহমুদ সিকাহ (নির্ভরযোগ্য)। তাকে মাজহুল হিসেবে উল্লেখ করে করা সমালোচনা ভিত্তিহীন।

দেখুনঃ কাওয়াকিব আল দুররিয়াহ (পৃষ্ঠা ৩২, ৩৩)। হিযাম বিন হাকিম (সিকাহ) মাকহূলের মুতাবিয়াত করেছেন। আল-বায়হাক্বীর কিতাব আল-ক্বিরাআতে (পৃষ্ঠা ১৬১) হাসান হাদীসের শেষের দিকে "সূরাহ ফাতিহা ব্যতীত অন্য কিছু তিলাওয়াত করবে না, সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত ব্যতীত কারো জন্য কোনো সালাত নেই" এই কথাগুলো রয়েছে। এটা আলহামদুলিল্লাহ, সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াতের বাধ্যবাধকতা প্রমাণ করে।

٦٦) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لأَصْحَابِهِ " : تَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ إِذَا كُنْتُمْ مَعِيَ فِي الصَّلاةِ ؟ " قَالُوا : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، نَهُذُّ هَذًّا، قَالَ : " فَلا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ"

৬৬. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+উতবাহ বিন সাঈদ+ইসমাঈল বিন আইয়াশ+ ইমাম আবদুর রহমান বিন আমার আল-আওযাঈ+আমর বিন শুয়াইব+শুয়াইব বিন মুহাম্মাদ+উবাদাহ বিন আস-সামিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবাদের উদ্দেশে বলেনঃ "সালাতে কি তোমরা আমার সাথে কুরআন তিলাওয়াত কর?" তারা বললেনঃ "হ্যা, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা দ্রুততার সাথে তিলাওয়াত করি।" তিনি (রাসূল) বললেনঃ "সূরাহ ফাতিহা

•

দারাকুতনি বলেনঃ "এই সনদ হাসান, সকল বর্ণনাকারী সিকাহ (নির্ভরযোগ্য)"; এবং বায়হাক্বী তার কিতাব আল-কিরাআতে (পৃষ্ঠা ৬৪ হাদীস ১২১) উল্লেখ করেনঃ "এই সনদটি সহীহ, এবং এর বর্ণনাকারীগণ সিকাহ (নির্ভরযোগ্য)।

ব্যতীত তোমরা অন্য কোনো সূরাহ তিলাওয়াত করবে না।"[২১১]

পর্যালোচনা:

ইমাম আওযায়ী বলেন:

يحق على الإمام أن يسكت سكتة بعد التكبير الأولى استفتاح الصلاة وسكتة بعد قراءة فاتحة الكتاب، ليقرأ من خلفه بفاتحة الكتاب فإن لم يمكن: قرأ معه بفاتحة الكتاب إذا قرأ بها وأسرع القراءة ثم استمع.

"ইমামের জন্য বাধ্যবাধকতা হলো, তিনি সালাতের শুরুতে প্রথম তাকবীরের পর খানিক বিরতি দেবেন, এবং সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াতের পর আরেকটি বিরতি দেবেন, যাতে করে তার পিছনে সালাত আদায়কারী মুসল্লীগণও সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করতে পারেন; তবে এটা সম্ভব না হলে, মুকতাদি নিজে নিজে সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করবে এবং দ্রুত শেষ করবে, অতঃপর মনোযোগ দিয়ে (ইমামের) তিলাওয়াত শুনবে।"[২১২]

ইমাম আওযা'ঈর এই বর্ণনা সত্ত্বেও কিছু লোক ইমামের পিছনে তিলাওয়াত ইস্যুতে মিথ্যা ইজমা (ঐকমত্য) দাবির চেষ্টা করে।

٦٧) حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ مَنْ شَهِدَ ذَاكَ، قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ، قَالَ " : أَتَقْرَءُونَ وَالإِمَامُ يَقْرَأُ ؟ " قَالُوا : إِنَّا لَنَفْعَلُ، قَالَ : " فَلا تَفْعَلُوا إِلا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ"

৬৭. আল-বুখারী+আবদান (আবদুল্লাহ বিন উসমান)+ইয়াযিদ বিন জুরায়ী+খালীদ (আল-খাদায়া)+আবূ কিলাবা (আবদুল্লাহ বিন যায়েদ আল-যারমি)+ইবনু আবূ আয়িশাহ থেকে বর্ণিত, তিনি একজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, যিনি রাসূল (ﷺ) এর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন, তিনি

---

২১১. তাখরীজ: ((হাসান))

এ হাদীসের সনদ দ্ব'ঈফ, তবে এর আগের হাদীসের আলোকে (৬৩-৬৫) এ হাদীসটি হাসান হয়েছে।

২১২. আল-বায়হাক্বীর কিতাব আল-ক্বিরাআত, পৃষ্ঠা ১০৬ হাদীস ২৪৭, সনদ: সহীহ]

বলেন:

আল্লাহর রাসূল এক সালাতের ইমামতি করছিলেন, সালাত শেষ করার পর তিনি বললেন: "ইমাম যখন তিলাওয়াত করেন, তখন তোমরাও কি তিলাওয়াত কর?", সাহাবীগণ জবাব দিলেন: "হ্যা, আমরা তিলাওয়াত করি। তখন আল্লাহর রাসূল বললেন: নিজে নিজে (নীরবে) সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত ব্যতীত তোমরা অন্য কিছু তিলাওয়াত করবে না।"[২১৩]

পর্যালোচনা:

হাফিয ইবনু হাজার বলেন: "এর সনদ হাসান"। [আত-তালখীস আল-হাবীর: ২৩১/১ হাদীস ৩৪৪], ইবনু খুজায়মাহ এ হাদীস থেকে দলিল গ্রহণ করেছেন [আল-বায়হাক্বীর কিতাব আল-ক্বিরাআত পৃষ্ঠা ৭৬] ইবনু হিব্বান একে "মাহফুয" (সংরক্ষিত) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন [আর-ইহসান: ১৬৪/৩ হাদীস ১৮৪৯], ইমাম বায়হাক্বী অন্য এক জায়গায় এর সমালোচনা করেছেন, তবে মা'রিফাত আস-সুনান ওয়াল আসার-এ তিনি বলেন: "এ হাদীসের সনদ সহীহ" [৫৪/২ হাদীস ৯২১]।

এ হাদীসের সকল বর্ণনাকারীই সিকাহ (নির্ভরযোগ্য)। আল্লাহর রাসূল এর সাহাবাগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য, তাদের নাম যদি অপরিচিতও হয় তাতে কোনো ক্ষতি নেই। দেখুন: বাযাল আল-মাজহুদ (১৩৩/৩), কাওয়াকিব আল দুররিয়াহ (২৬, ২৮)। অতএব নিমভি হানাফি (আস্রার আস-সুনান: হাদীস ৩৫৬) এবং তার মুকাল্লিদীন (অন্ধ অনুসারীগণ) এর এ হাদীসকে দ্ব'ঈফ ঘোষণা করা ভুল। নিমভি [আস্রার আস-সুনান: হাদীস ২৬৩] নিজে "আন আমরা'ত মিন বানি আন-নাজ্জার" এর সনদ যে হাসান তার প্রমাণ স্বরূপ হাফিয ইবনু হাজারের হাদীস বর্ণনা করেছেন। আরো বিস্তারিত জানতে দেখূন: শাইখ যুবাইর আলী জাই প্রণীত আনওয়ার আস-সুনান গ্রন্থ পৃঃ ৭২)

---

২১৩. তাখরীজ: ((সহীহ))

এ হাদীসটি কিছুটা আলাদাভাবে দারাকুতনি [৩৪০/১ হাদীস -২৭২, সংক্ষিপ্ত], বায়হাক্বী [আল-সুনান: ১৬৬/২, কিতাব আল-ক্বিরাআত: পৃষ্ঠা ৭৫, ৭৬ হাদীস ১৫৬, মা'রিফাত আস সুনান ওয়াল আস্রার:৫৩, ৫৪০/২, হাদীস ৯২১], আবদুর রাজ্জাক [আল-মুসান্নাফ: ১২৭, ১২৮/২ হাদীস ২৭৬৬], আহমদ বিন হাম্বল [২৩৬/৪, হাদীস ১৮২৩৮, ৬০/৫, ৮১, ৪১০, হাদীস ২০৮৭৬, ২১০৪৬, ২৩৮৭৭], খালিদ আল-খাদা'র সনদে বর্ণনা করেছেন।

وقال البوصيري : هذا اسناد جيد (يسر الله لنا طبعه) (اتحاف القراءة المهرة: ٣٤٢/٢ح ١٨٣.)

খালিদ আল-খাযা এ বর্ণনাটি তাঁর কর্তৃক ভ্রম সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই বর্ণনা করেছেন। আর আবূ কিলাবার প্রতি তাদলীস সংঘটিত হওয়ার দাবী ভিত্তিহীন। এখানে আরো যে বিষয়টি স্পষ্ট হয় তা হচ্ছে, তিনি এ রিওয়ায়াতটি মাহমূদ বিন আবূ আইশা থেকে শ্রবণ করেছেন। দেখুন হাঃ ২৫৬।

٦٨) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ، عَنْ هِلَالٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ ﷺ، قَالَ : دَعَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ " : إِنَّمَا الصَّلَاةُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَلِذِكْرِ اللهِ، وَلِحَاجَةِ الْمَرْءِ إِلَى رَبِّهِ، فَإِذَا كُنْتَ فِيهَا فَلْيَكُنْ ذَلِكَ شَأْنَكَ"

৬৮. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+ইয়াহইয়া বিন সালিহ+ফুলাইহ বিন সুলাইমান+হিলাল বিন আবূ মাইমুনাহ+আতা বিন ইয়াসার+মু'য়াবিয়াহ বিন আল-হাকাম আস-সুলামি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে ডেকে বললেন: "সালাতে কুরআন তিলাওয়াত হলো আল্লাহকে স্মরণ করা এবং মনিবের সামনে বান্দাহ্র প্রয়োজনীয়তা (মানেঃ সনির্বন্ধ প্রার্থনা) প্রকাশ। যখনই তুমি সালাত আদায় করবে, তখনই তুমি এটা (তেলাওয়াত) করবে। [২১৪]

---

২১৪. তাখরীজ: ((হাসান))
ইমাম বুখারী এ হাদীসটি তার বই "খালক আফ'আল আল-ইবাদ" এ (পৃষ্ঠা১০২, হাদীস নং-৫৩০), একই সনদ ও কথায় বর্ণনা করেছেন। আবূ দাউদ (৯৩১) এবং তার কাছ থেকে আল-বায়হাক্বী (২৪৯/২) হাদীসটি ফালিহ বিন সুলেমানের সনদে বর্ণনা করেছেন, এবং হাদীসটি সনদ হাসান। ফালিহ বিন সুলেমানকে মুহাদ্দিসগণ সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) ও সুদুক (সত্যবাদী) বর্ণনাকারী হিসেবে ঘোষণা করেছেন; সুতরাং তিনি একজন হাসান-উল-হাদীস। দেখুন: আসমা উর-রিজাল। এক্ষেত্রে স্মরণ রাখা দরকার, ফলিহ সহীহাইনেরও (বুখারী ও মুসলিমের) একজন বর্ণনাকারী।

٦٩) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى , عَنْ هِلالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونٍ , أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَهُ , أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ " : إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ إِنَّمَا هِيَ التَّكْبِيرُ وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ" ، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

৬৯. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+মুসা বিন ইসমাঈল+আবান বিন ইয়াযিদ আল-আত্তার+ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসির+হিলাল বিন আবূ মাইমূন+ আতা বিন ইয়াসার+মু'য়াবিয়াহ বিন আল-হাকাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন:

আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গে একবার সালাত আদায় করেছিলাম, তখন তিনি (রাসূল) বলেন: সালাতে মানুষের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের কথাবার্তা অনুমোদিত নয়; শুধু তাকবীর, তাসবীহ, তাহমিদ ও কুরআন থেকে তিলাওয়াত করা যাবে। (বর্ণনাকারী বলেছেন) অথবা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন।[২১৫]

٧٠) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى , عَنْ هِلالٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ ﷺ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَعَطَسَ رَجُلٌ فَقُلْتُ : يَرْحَمُكَ اللهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ : وَاثُكْلَ أُمَّاهُ مَا شَأْنِي ؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ يُصْمِتُونِي فَلَمَّا صَلَّى بِأَبِي وَأُمِّي مَا ضَرَبَنِي وَلا كَهَرَنِي وَلا سَبَّنِي فَقَالَ : "إِنَّ الصَّلاةَ لا يَحِلُّ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ،

---

২১৫. তাখরীজ: ((সহীহ))

ইমাম আহমাদ (৪৪৮/৫ হাদীস ২৪১৭১) হাদীসটি আবান বিন ইয়াযিদ আল-আত্তার এর সনদে বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ সহীহ। দেখুন: আসন্ন হাদীস নং-৭০। ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর মুসনাদে আহমাদে তার শোনার ব্যাপারে দৃঢ়তা প্রকাশ করেছেন। ওয়ালহামদুলিল্লাহ।

وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ" ، وَكَمَا قَالَ : قُلْتُ : أَنَا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمِنَّا قَوْمٌ يَأْتُونَ الْكُهَّانَ، قَالَ : " فَلا تَأْتُوهَا "، قُلْتُ : وَيَتَطَيَّرُونَ، قَالَ : " ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ، فَلا يَصُدَّنَّهُمْ "، قُلْتُ : وَيَخُطُّونَ، قَالَ : " كَانَ نَبِيٌّ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ" قُلْتُ : كَانَتْ جَارِيَةٌ لِي تَرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ، وَالْجَوَّانِيَّةِ، إِذْ طَلَعْتُ فَإِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ، وَأَنَا مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَعَظُمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ : أَلا أُعْتِقُهَا ؟ فَقَالَ : " ائْتِنِي بِهَا "، فَجِئْتُ بِهَا، فَقَالَ : " أَيْنَ اللهُ ؟ " قَالَتْ : فِي السَّمَاءِ قَالَ : " مَنْ أَنَا ؟ " قَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ " : أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ"

৭০. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+মুসাদ্দাদ বিন মুসারহাদ +ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান+আল-হাজ্জাজ+ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর+হিলাল বিন আবূ মাইমুনাহ+আতা বিন ইয়াসার+মু'য়াবিয়াহ বিন আল-হাকাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি একবার আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গে সালাত আদায় করছিলাম, এমন সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি হাঁচি দিলে আমি (সালাতরত অবস্থায়ই) বললাম: "ইয়ারহামুকাল্লাহ (আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন)", পরে এটা শুনে লোকজন আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে তাকালো। আমি তাদের উদ্দেশে বললাম: "তার মা তার থেকে বিচ্ছিন্ন হোক, আমাকে নিয়ে আবার কি হলো? (কেন এই লোকগুলো আমার দিকে তাকিয়ে আছে?)" তখন লোকগুলো তাদের উরু ঝাঁকাতে লাগলো, পরে আমি বুঝতে পারলাম যে, তারা আমাকে চুপ থাকতে বলছে, (অতঃপর আমি শান্ত হয়ে গেলাম)। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সালাত যখন শেষ হলো, তার উপর আমার পিতা-মাতাকে উৎসর্গ করা হোক, তিনি আমাকে মারলেন না, না ভর্ৎসনা করলেন, না বকা-ঝকা দিলেন, তিনি (রাসূল) বললেন: "সালাতের সময় কারো সঙ্গে কথা বলা মানানসই নয়। সালাত তো কেবল আল্লাহর সৌন্দর্য-মহিমা বর্ণনা, তার মহত্ত্বের ঘোষণা এবং কুরআন তিলাওয়াতের জন্য।" আমি বললাম: "অতি

সম্প্রতি আমি অন্ধকার যুগ (জাহিলিয়্যাহ্) থেকে ফিরে এসেছি [অর্থাৎ মুসলিম হয়েছি], আমাদের মধ্যে অনেকেই গণক বা ভবিষ্যত বক্তা।" আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন: "তাদের কাছে আর যেও না"। আমি বললাম: "আবার তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা অশুভ সংকেত গ্রহণ করেন। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন: "এটা এমন কিছু যা তারা তাদের হৃদপিণ্ডে খুঁজে পান, তবে এটাকে তাদের উপায় বা অবলম্বন হতে দিও না (কাজের স্বাধীনতা থেকে)।

আমি বললাম: "আমাদের মাঝে কিছু লোক দাগাঙ্কণ করে থাকে।" এ কথা শুনে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন: নবীদের মধ্যে একজন এরকম দাগাঙ্কণ করতেন, সুতরাং তারা যদি এটা করে থাকে তবে তা অনুমোদনযোগ্য। আমি বললাম: "আমার একজন চাকরাণী ছিল, যে উহুদ ও যাওয়ানিয়ার পাশে ছাগল চরাতো। একদিন আমি সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পেলাম, একটি নেকড়ে এসে পাল থেকে একটি ছাগল নিয়ে যাচ্ছে। সর্বোপরি আমি আদমের জন্ম পরম্পরায় একজন মানুষ। মানুষ যেভাবে দুঃখ অনুভব করে, আমিও সেভাবেই দুঃখ অনুভব করলাম। পরে রাগান্বিত হয়ে আমি তাকে একটি চড় মারলাম।" আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এটা শুনে কিছুটা কষ্ট পেলেন। তখন আমি বললাম: "হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমি কি তাকে আযাত করে দেব? রাসূল (ﷺ) বললেন: "তাকে আমার কাছে নিয়ে আস", আমি তাকে তাঁর কাছে নিয়ে আসলাম। রাসূল (ﷺ) তাকে বললেন: আল্লাহ কোথায়? চাকরাণিটি বললো: তিনি আকাশে আছেন। তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন: আমি কে? সে বললো: আপনি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তখন বললেন: তাকে আযাদ করতে পার, কেননা সে একজন মু'মিন নারী।[২১৬]

---

২১৬. তাখরীজ: ((সহীহ))

ইমাম আবূ দাউদ (৯৩০, ৩২৮২ ও ৩৯০৯) হাদীসটি মুসাদ্দাদ বিন মাসারহাদ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ (৪৪৮/৫ হাদীস ২৪১৭২) ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-ক্বাত্তান থেকে এবং ইমাম মুসলিম (৭০, ৭১/২, হাদীস ৫৩৭, এবং ৩৫/৭ হাদীস নং-২২২৭/১২০ এর পরে) আল-হাজ্জাদ আল-সাওয়াফ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেন। এ হাদীসে মুকতাদিকে বলা হয়েছে, সালাত হলো কুরআন তিলাওয়াত। এবং এটা সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল যে, মু'য়াবিয়াহ বিন আল-হাকাম [রাদিয়াল্লাহু আনহু] মুকতাদি ছিলেন, ইমাম নয়। অতএব এটা

٧١) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَلاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ الْحُرَقِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " : أَيُّمَا صَلاةٍ لا يُقْرَأُ فِيهَا بفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ" قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى " : قُسِمَتِ الصَّلاةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَنِي، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سورة الفاتحة آية ٢، قَالَ : حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ : الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سورة الفاتحة آية ٣، قَالَ : مَجَّدَنِي عَبْدِي أَوْ أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي . قَالَ سُفْيَانُ : أَنَا أَشُكُّ، وَإِذَا قَالَ : مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ سورة الفاتحة آية ٤، قَالَ : فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ : إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سورة الفاتحة آية ٥، قَالَ : فَهَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ : اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ { ٦ } صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ سورة الفاتحة آية ٦-٧، قَالَ : هَذِهِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ . قَالَ سُفْيَانُ : أَنَا أَشُكُّ وَإِذَا قَالَ : مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ سورة الفاتحة آية ٤ قَالَ : فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ : إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سورة الفاتحة آية ٥ قَالَ : هَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَنِي، فَإِذَا قَالَ : اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ { ٦ } صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ سورة الفاتحة آية ٦-٧ قَالَ : هَذِهِ لِعَبْدِي مَا سَأَلَ " قَالَ سُفْيَانُ : ذَهَبْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَهَمِّ الأَحَادِيثِ إِلَيَّ

স্পষ্ট যে, এ হাদীস থেকে ইমামের পিছনে তিলাওয়াতের বিষয়টি প্রমাণিত। অতএব হাদীস ও ফিকাহ-তে মুসলমানদের নেতা ইমাম মুজতাহিদ আবূ আবদুল্লাহ আল-বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) যে এ হাদীস থেকে দলিল গ্রহণ করেছেন, তা সম্পূর্ণই সঠিক।

فَرِحًا بِأَنَّهُ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْعَلاءِ، فَقَدِمْتُ مَكَّةَ فِي الْمَوْسِمِ فَجَعَلْتُ أَسْأَلُ عَنْهُ فَأَتَيْتُ سُوقَ الْعَلَفِ، فَإِذَا أَنَا بِشَيْخٍ يَعْلِفُ جَمَلًا لَهُ نَوًى فَقُلْتُ : يَرْحَمُكَ اللهُ تَعْرِفُ الْعَلاءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ : هُوَ أَبِي مَرِيضٌ فَلَمْ أَلْقَهُ حَتَّى مَرَرْتُ بِالْمَدِينَةِ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ، فَقَالَ : هُوَ فِي الْبَيْتِ مَرِيضٌ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ عَلِيٌّ : أَرَى الْعَلاءَ مَاتَ سَنَةَ ثِنْتَيْنِ وَثَلاثِينَ.

৭১. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+আলী আবদুল্লাহ বিন জাফর আল মাদানী+সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ+আল আ'লা বিন আবদুর রহমান বিন ইয়াকুব আল-হারকি+আবদুর রহমান বিন ইয়াকুব+আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

যে সালাতে সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত হয় না, সেই সালাত নাকিস (অপূর্ণাঙ্গ), নাকিস, নাকিস, [রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কথাটি তিনবার উচ্চারণ করেন]। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আমি সালাতকে আমি ও আমার বান্দার মাঝে দু' অর্ধেকে ভাগ করে দিয়েছি, এবং আমার বান্দাহ আমার কাছে যা চাইবে, তাকে তাই দেয়া হবে। এভাবে যখন আমার বান্দাহ বলে "আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন", আল্লাহ তখন জবাবে বলেন: "আমার বান্দাহ আমার প্রশংসা করেছে", (যখন) বান্দাহ বলে: "আর রাহমানির রাহীম", আল্লাহ জবাবে বলেন: "আমার বান্দাহ আমার গুণ বর্ণনা করেছে' [সানা] অথবা আমার মহত্ত্ব প্রকাশ করেছে [তামজীদ] (যখন) বান্দাহ বলে: "মালিকি ইয়াওমিদ্ দ্বীন", আল্লাহ বলেন: "আমার বান্দাহ আমার প্রতি তার আস্থা বা বিশ্বাস প্রকাশ করলো , এটা আমার জন্য", (যখন) বান্দাহ বলে: "ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন", আল্লাহ বলেন: "এ (আয়াতটি) আমি ও আমার বান্দাহর মাঝে বিভক্ত এবং যখন বান্দাহ সূরাহর শেষের দিকে বলে: "ইহদিনাস সিরাতাল......ন আল্লাহ জবাবে বলেন: "এটা আমার বান্দাহর জন্য এবং আমার বান্দাহ যা চেয়েছে, তাকে তা দেয়া হবে।"

সুফিয়ান বিন ওয়াইনাহ বলেন: "আমি একশত সাতাশ (১২৭)

হিজরিতে মদীনায় গিয়েছিলাম, এ হাদীসটি ছিল আমার পরম প্রশান্তির কারণ, কেননা হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে হাসান বিন আম্মারা থেকে আল-আ'লা এর সনদে, এর পরে আমি হজ্জের মৌসুমে মক্কায় আসলাম, তখন আমি তার (আ'লা বিন আবদুর রহমান) সম্পর্কে জানতে শুরু করলাম, এরপর আমি একটি গবাদি পশুর বাজারে এসে দেখতে পেলাম একজন বৃদ্ধ লোক তার উটকে খেজুরের বিচি খাওয়াচ্ছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন, আপনি কি 'আলা বিন আবদুর রহমানকে চেনেন? জবাবে তিনি বলেন, তিনি আমার পিতা এবং এখন অসুস্থ। মদীনায় আসার আগ পর্যন্ত এরপর তার সাথে আমার আর দেখা হয়নি, এবং কোনো একজনকে তার ('আলা) ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান, তিনি তো তার বাড়িতে অসুস্থ অবস্থায় আছেন। অতঃপর আমি তার কাছে গেলাম এবং এই হাদীসের বিষয়ে জানতে চাইলাম।" আলী বিন আবদুল্লাহ আল-মাদানী বলেন: "আমি মনে করি 'আলা বত্রিশ (১৩২ হিজরী) সালে ইন্তেকাল করেছেন।"[২১৭]

৭২) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ , عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ , سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ ، مَوْلَى هَاشِمِ بْنِ زُهْرَةَ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ , يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " مَنْ صَلَّى صَلاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِ أُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ" فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ : فَإِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الإِمَامِ , قَالَ : فَغَمَزَ ذِرَاعِي , ثُمَّ قَالَ : اقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيُّ فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ, يَقُولُ : قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى " : قُسِمَتِ الصَّلاةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ " قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

২১৭. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ হাদীসটি বইয়ের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে। দেখুন: হাদীস নং-১১। ইমাম মুসলিম (৯/২ হাদীস ৩৯৫/৩৮), এবং ইমাম আহমাদ (২৪১/২) এটি বর্ণনা করেছেন।

اقْرَؤُوا " يَقُولُ الْعَبْدُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سورة الفاتحة آية ٢، يَقُولُ اللَّهُ : حَمِدَنِي عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ : الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سورة الفاتحة آية ٣، يَقُولُ اللَّهُ : أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ : مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ سورة الفاتحة آية ٤، يَقُولُ اللَّهُ : مَجَّدَنِي عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ : إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سورة الفاتحة آية ٥، فَهَذِهِ الآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، يَقُولُ الْعَبْدُ : اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ { ٦ } صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ سورة الفاتحة آية ٦-٧، فَهَؤُلاءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ"

৭২. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+আবদুল্লাহ বিন মাসলামাহ আল-কা'নামি+ইমাম মালিক বিন আনাস+আল 'আলা বিন আবদুর রহমান বিন ইয়াকুব+হিশাম বিন জুহরাহ এর ক্রীতদাস আবূ আল-সায়ীব+আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: যে ব্যক্তি সালাতে সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করল না, তার সালাত নাকিস (অপূর্ণাঙ্গ), নাকিস, নাকিস, অপূর্ণাঙ্গ। তখন আমি (বর্ণনাকারী) বললাম: "হে আবূ হুরায়রাহ! যদি আমি ইমামের পিছনে সালাতে দাঁড়াই? তিনি বলেন: তখন এ কথা শুনে তিনি (আবূ হুরায়রাহ) আমার কাঁধে ঝাঁকি দিয়ে বললেন, হে ফারসি তুমি এটা (ফাতিহা) নিজের মনে মনে তিলাওয়াত করবে। আমি আল্লাহর রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আমি সালাতকে আমি ও আমার বান্দার মাঝে দু' অর্ধেকে ভাগ করে দিয়েছি, এক অর্ধেক আমার জন্য এবং বাকি অর্ধেক আমার বান্দার জন্য, আমার বান্দাহ আমার কাছে যা চাইবে, তাকে তাই দেয়া হবে।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "পড়, যখন বান্দাহ বলে "আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন", আল্লাহ তখন জবাবে বলেন: "আমার বান্দাহ আমার প্রশংসা করেছে", (যখন) বান্দাহ বলে: "আর রাহমানির রাহীম", আল্লাহ জবাবে বলেন: "আমার বান্দাহ আমার গুণ বর্ণনা করেছে", (যখন) বান্দাহ বলে: "মালিকি ইয়াওমিদ্ দ্বীন", আল্লাহ

বলেন: "আমার বান্দাহ আমার মহত্ত্ব প্রকাশ করলো, [তামজীদ] এটা আমার জন্য", (যখন) বান্দাহ বলে: "ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন", আল্লাহ বলেন: "এ (আয়াতটি) আমি ও আমার বান্দাহর মাঝে দু' অর্ধেকে বিভক্ত এবং যখন বান্দাহ সূরাহর শেষের দিকে বলে: "ইহদিনাস সিরাতল....", তখন আল্লাহ জবাবে বলেন: "এটা আমার বান্দাহর জন্য এবং আমার বান্দাহ যা চেয়েছে, তাকে তা দেয়া হবে।"[২১৮]

পর্যালোচনা:

কাস্‌সামতুস-সালাহ [আমি সালাতকে বিভক্ত করেছি] এর একটি শাহীদ মুসনাদ ইসহাক বিন রাহওয়াহ [পৃষ্ঠা ১৫৪ হাদীস ৩২৩] এ উল্লেখ রয়েছে।

খবরে ওয়াহীদসহ (সহীহ) কুরআনের তাখসীস (স্বাতন্ত্র্য) করা চার ইমামের মতেই অনুমোদিত। [২১৯] দেখুন: আল ইরাকীর শরহে তানকীহ আল-ফাসুল ফী ইখতিসার আল-মাসুল ফি আল-উসুল (পৃষ্ঠা ২০৮)। তিনি বলেন: "আমাদের ও ইমাম শাফে'য়ী এবং ইমাম আবূ হানীফার মতে, খবরে ওয়াহিদ [একক সনদ থেকে বর্ণিত হাদীস] দ্বারা কুরআনের তাখসীস (স্বাতন্ত্র্য) করা জায়েয।"

٧٣) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ ، قَـالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَلاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ الْحُرَقِيُّ ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ ، مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ " : ﷺمَنْ صَلَّى صَلاةً لا يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ، ثُمَّ هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ ثَلاثًا" قُلْتُ : يَا قُلْتُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ : كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا كُنْتُ مَعَ الإِمَامِ وَهُوَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ ؟ قَالَ : وَيْلَكَ

---

২১৮. তাখরীজ: ((সহীহ))
ইমাম মুসলিম (৩৯৫/৩৯) হাদীসটি তার সহীহ গ্রন্থে এবং ইমাম বুখারী তার খালক আফ'আল আল-ইবাদ (পৃষ্ঠা ২৭ হাদীস ১৩২) ইমাম মালিকের সনদে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি মুয়াত্তা ইমাম মালিকেও [৮৪, ৮৫/১, হাদীস ১৮৫, শেখ যুবায়েরের তাহকীক] স্থান পেয়েছে।

২১৯. [আল আমদি, আল-আহকাম ৩৪৭/২, এবং গাইস আল গাম্মাম: পৃষ্ঠা ২৭৭]

يَا فَارِسِيُّ، اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ : إِنَّ اللهَ تَعَالَى , قَالَ " : قُسِمَتِ الصَّلاةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ" ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ ﷺ: اقْرَؤُوا يَقُولُ الْعَبْدُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سورة الفاتحة آية ٢، يَقُولُ اللهُ : حَمِدَنِي عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ : الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سورة الفاتحة آية ٣، يَقُولُ اللهُ : أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدَ : مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ سورة الفاتحة آية ٤، يَقُولُ اللهُ : مَجَّدَنِي عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سورة الفاتحة آية ٥، فَهَذِهِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، يَقُولُ الْعَبْدُ : اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ { ٦ } صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ سورة الفاتحة آية ٦-٧، فَهِيَ لَهُ"

৭৩ : মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+আইয়াশ বিন আল-ওয়ালীদ+আবদুল আ'লা বিন আবদুল 'আলা আল সামি+মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন ইয়াসার+আল 'আলা বিন আবদুর রহমান বিন ইয়াকুব+হিশাম বিন জুহরাহ এর ক্রীতদাস আবূ আল-সায়ীব+আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: যে ব্যক্তি সালাতে সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করল না, তার সালাত নাকিস (অপূর্ণাঙ্গ), নাকিস, নাকিস, অপূর্ণাঙ্গ। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কথাটি তিনবার উচ্চারণ করলেন। তখন আমি (বর্ণনাকারী) বললাম: "হে আবূ হুরায়রাহ! যদি আমি ইমামের পিছনে সালাতে দাঁড়াই এবং ইমাম যদি উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত করেন, তখন আমি কী করব? তিনি (আবূ হুরায়রাহ) বললেন, হে ফারসি, তুমি এটা (ফাতিহা) নিজের মনে মনে তিলাওয়াত করবে, আমি আল্লাহর রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আমি সালাতকে আমি ও আমার বান্দার মাঝে দু' অর্ধেকে ভাগ করে দিয়েছি, আমার বান্দাহ আমার কাছে যা চাইবে, তাকে তাই দেয়া হবে।

তখন আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "তোমরা পড়। যখন বান্দাহ বলে "আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন", আল্লাহ তখন জবাবে বলেন:

"আমার বান্দাহ আমার প্রশংসা করেছে", (যখন) বান্দাহ বলে: "আর রাহ্‌মানির রাহীম", আল্লাহ্ জবাবে বলেন: "আমার বান্দাহ আমার গুণ বর্ণনা করেছে", (যখন) বান্দাহ বলে: "মালিকি ইয়াওমিদ্ দ্বীন", আল্লাহ বলেন: "আমার বান্দাহ আমার মহত্ত্ব প্রকাশ করলো, [তামজীদ] এটা আমার জন্য", (যখন) বান্দাহ বলে: "ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন, ইহ্‌দিনাস সিরাতল মুসতাকীম, সিরা-ত্বল্লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম, গায়রিল মাগ্‌দ্বুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্ দ্ব-ল্লীন। ", আল্লাহ বলেন: "এটি তার জন্য।"[২২০]

٧٤) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ عُبَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ " : مَنْ صَلَّى صَلاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ" فَقُلْتُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ : إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الإِمَامِ، فَغَمَزَ فَقُلْتُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ : إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الإِمَامِ، فَغَمَزَ أَبُو هُرَيْرَةَ ذِرَاعِي، وَقَالَ : يَا ابْنَ الْفَارِسِيِّ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ : قَالَ اللهُ تَعَالَى " : قُسِمَتِ الصَّلاةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ " قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "

---

২২০. তাখরীজ: ((সহীহ))

আহমাদ [২৮৬/২, হাদীস ৭৮২৫, সংক্ষিপ্ত] এবং বায়হাক্বী [কিতাব আল-ক্বিরাআত পৃষ্ঠা ৩৪, হাদীস-৫৭, ৫৮] হাদীসটি মুহাম্মাদ বিন ইসহাকের সনদে বর্ণনা করেছেন। এ সনদটি হাসান। এর পক্ষে অনেক শাওয়াহীদ (সমর্থনকারী প্রমাণ) রয়েছে, উদাহরণ স্বরূপ: দেখুন: মুসনাদ আল-হুমায়দি, শেখ যুবায়রের তাহকীক, (৯৮০), মুসনাদ আবূ আওয়ানাহ (১২৮/২) এবং বায়হাক্বীর আল সুনান আল কুবরা [১৩৮, ১৬৭/২,] ইত্যাদি। মুসনাদে হুমায়দিতে হাদীসটি "সুফিয়ান এবং আবদুল আজিজ আদ-দারাওয়ারদি বিন আবূ হাজিম, আল-'আলা, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)" এ সনদে বর্ণনা করা হয়েছে। এ সনদে বর্ণনাকারী বলেন: আমি ইমামের তিলাওয়াত শুনছিলাম, এ ব্যাপারে আবূ হুরায়রাহ বলেন: "এটা (সুরা ফাতিহা) তোমার মনে মনে তিলাওয়াত করবে।

اقْرَؤُوا: يَقُولُ الْعَبْدُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سورة الفاتحة آية ٢، يَقُولُ اللهُ : حَمِدَنِي عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، يَقُولُ الْعَبْدُ : الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سورة الفاتحة آية ٣، يَقُولُ اللهُ : أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، يَقُولُ الْعَبْدُ : مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ سورة الفاتحة آية ٤ : يَقُولُ اللهُ : مَجَّدَنِي عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، يَقُولُ الْعَبْدُ : إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سورة الفاتحة آية ٥، فَهَذِهِ الآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَيَقُولُ الْعَبْدُ : اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ { ٦ } صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ سورة الفاتحة آية ٦-٧، فَهَذِهِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ هَذِهِ الآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي مَا سَأَلَ

৭৪. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+মুহাম্মাদ বিন উবায়দুল্লাহ+আবদুল 'আজিজ বিন আবূ হাজিম+আল আ'লা বিন আবদুর রহমান বিন ইয়াকুব+তার পিতা আবদুর রহমান বিন ই'য়াকুব+আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

"যে ব্যক্তি সালাতে সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করল না, তার সালাত নাকিস (অপূর্ণাঙ্গ), নাকিস, নাকিস, অপূর্ণাঙ্গ। তখন আমি (বর্ণনাকারী) বললাম: "হে আবূ হুরায়রাহ! আমি তো প্রায়ই ইমামের পিছনে সালাতে দাঁড়াই। তখন এ কথা শুনে তিনি (আবূ হুরায়রাহ) আমার কাঁধে ঝাঁকি দিয়ে বললেন, হে ফারসির বেটা! তুমি এটা (ফাতিহা) নিজের মনে মনে তিলাওয়াত করবে, আমি আল্লাহর রাসূলকে (ﷺ) বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আমি সালাতকে আমি ও আমার বান্দার মাঝে দু' অর্ধেকে ভাগ করে দিয়েছি, এক অর্ধেক আমার জন্য এবং বাকি অর্ধেক আমার বান্দার জন্য, আমার বান্দাহ আমার কাছে যা চাইবে, তাকে তাই দেয়া হবে।

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন, "পড়, যখন বান্দাহ বলে "আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন", আল্লাহ তখন জবাবে বলেন:

"আমার বান্দাহ আমার প্রশংসা করেছে", সে আমার কাছে যা চাইবে তাকে তা দেয়া হবে, (যখন) বান্দাহ বলে: "আর রাহমানির রাহীম", আল্লাহ জবাবে বলেন: "আমার বান্দাহ আমার গুণ বর্ণনা করেছে", সে আমার কাছে যা চাইবে তাকে তা দেয়া হবে, (যখন) বান্দাহ বলে: "মালিকি ইয়াওমিদ্ দ্বীন", আল্লাহ বলেন: "আমার বান্দাহ আমার মহত্ত্ব প্রকাশ করলো, [তামজীদ], (যখন) বান্দাহ বলে: "ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন", আল্লাহ বলেন: "এ (আয়াতটি) আমি ও আমার বান্দাহর মাঝে দু' অর্ধেকে বিভক্ত এবং যখন বান্দাহ সূরাহর শেষের দিকে বলে: "ইহদিনাস সিরাত্বল মুসতাকীম, সিরাত্বল্লাজিনা আনআ'মতা আলাইহিম, গায়রিল মাগ্দুবি 'আলাইহিম ওয়ালাদ্ দ্বল্লীন", তখন আল্লাহ জবাবে বলেন: "এটা আমার বান্দাহর জন্য এবং আমার বান্দাহ যা চায় তাকে তা দেয়া হবে।"[২২১]

٧٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جَرِيجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْعَلاءُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو السَّائِبِ ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ بِهَذَا

৭৫. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+মাহমুদ বিন গায়লান+আবদুর রাজ্জাক বিন হাম্মাম আল-সানা'নি+আবদুল মালিক বিন আবদুল আজিজ বিন জুরাইয+আল 'আলা বিন আবদুর রাজ্জাক বিন ইয়াকুব+ আবুস-সাঈব এর ক্রীতদাস আবদুল্লাহ বিন হিশাম বিন জুরাহ+ তিনি এ হাদীসটি আবূ হুরায়রাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন।[২২২]

---

২২১. তাখরীজ: ((সহীহ))
হুমায়দি [৯৮০, শেখ যুবায়রের তাহকীক] হাদীসটি সংক্ষেপে আবদুল আজিজ বিন আবূ হাজিম থেকে বর্ণনা করেছেন। এর সনদ সহীহ। দেখুন: হাদীস-১১, ৭১।

২২২. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ হাদীসটি মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক-এ (১২৮২ হাদীস নং-২৭৬৮) বর্ণনা করা হয়েছে, এবং ইমাম মুসলিম (৩৫৯/৩৯) এবং আহমাদ (২৮৫/২ হাদীস নং৭৮২৩) হাদীসটি আবদুর রাজ্জাকের সনদে বর্ণনা করেছেন। দেখুন: হাদীস নং-১১।

٧٦) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الْعَلاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ " : مَنْ صَلَّى صَلاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ "

৭৬. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+কুতাইবাহ বিন সাঈদ+ইসমাঈল বিন জাফর বিন আবূ কাসীর+আল-আ'লা বিন আবদুর রহমান বিন ইয়াকুব+তার পিতা আবদুর রহমান বিন ইয়াকুব+তিনি আল্লাহর রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন: "যে ব্যক্তি সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত ব্যতিত সালাত আদায় করলো, তার সালাত নাকিস (অপূর্ণাঙ্গ), নাকিস (অপূর্ণাঙ্গ), তার সালাত অপূর্ণাঙ্গ।"[২২৩]

٧٧) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ

৭৭. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+উমাইয়াহ বিন খালিদ+ইয়াযিদ বিন জুরাই+রূহ বিন আল-কাশিম+আল-আ'লা বিন আবদুর রহমান+তার পিতা আবদুর রহমান বিন ইয়াকুব+তিনি আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (ﷺ) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।[২২৪]

পর্যালোচনা:

" সিরাত্বল্লাযিনা আন'আমতা আলাইহিম" এর অর্থ হলো, তাদের পথে যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তার নে'য়ামত ও পুরুস্কার দিয়েছেন, মানে, সাহাবা [রাদিয়াল্লাহু আনহুম], তাবেঈন, তাবা' তাবিঈন, এবং সকল সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) ও সুদুক (সত্যবাদী), মুহাদ্দিসগণ ও সত্য পথের আলিমগণ। এ আয়াত থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, এটা ইজমাকে (ঐকমত্য) হুজ্জা (প্রমাণ) হিসেবে প্রমাণ করলো, এবং ইজমাই একটি

---

২২৩. তাখরীজ: ((সহীহ))
দেখুন: হাদীস নং-১১

২২৪. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ হাদীসটি পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। দেখুন: হাদীস-১১।

হুজ্জা। কিছু লোক এ আয়াত থেকে তাকলীদ প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, যা চরম লজ্জাজনক কাজ।

সাইয়্যেদুনাহ মু'য়ায বিন জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

"তোমরা ধর্মের ক্ষেত্রে একজন আলিমের ভুলকে কখনো তাকলীদ (অন্ধ অনুসরণ) করবে না, এমনকি যদি তিনি সঠিক পথেও থাকেন।"[২২৫]

সাইয়েদিনাহ আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

"লা তুকাল্লিদু দ্বীনাকুমুর-রিজাল..." (তোমার ধর্মে কোনো মানুষের তাকলীদ করবে না)।[২২৬] ...পরবর্তীতে ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মৃতদের অনুসরণের ক্ষেত্রে তাদের বাতিলের শর্তে সাহাবাদের মুনকিরীনের (বাতিলকারী) জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।[২২৭]। ইমাম শাফে'য়ী তার অথবা অন্য কারো তাকলীদ নিষেধ করেছেন।[২২৮]। ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ বলেন: "তাদের (আইম্মাহ আরবা'হ) থেকে এটা প্রমাণিত যে, তারা লোকজনকে তাদের তাকলীদ করতে নিষেধ করেছেন"।[২২৯]

৭৮) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ " : مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ، فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ" فَقُلْتُ فَقُلْتُ لأَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ : إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الإِمَامِ، فَقَالَ: اقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيُّ فِي نَفْسِكَ، فَإِنِّي

২২৫. [ইমাম ওয়াকি, কিতাবুজ-জুহুদ খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩০০ হাদীস ৭১] সনদ: হাসান। এবং আবূ দাউদ হাদীসটি আজ্-জুহুদ এ (পৃষ্ঠা ১৭৭ হাদীস ১৯৩), আবূ নুয়ায়েম তার হিলায়াত আল-আওলিয়া (৯৭/৫), ইবনু আবদুল বার তার জামি বায়ানুল ইলম্ (খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১১১) এবং ইবনু হাজাম তার আল-আহকামে (২৩৬/৬) শু'বাহ এর হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন, হাদীসটির সত্যতা নিশ্চিত করেছেন আদ-দারাকুতনি ও আবূ নুয়ায়েম আল-আসবাহানি।

২২৬. [বায়হাক্বী, আল-সুনান আল-কুবরা: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১০; সনদ: সহীহ]

২২৭. দেখুন: আর-তাবারানি, আল-মু'যাম আল-কাবীর (খণ্ড ৯ পৃষ্ঠা ১৬৬ হাদীস ৮৭৬৪) এবং মাজমা আয-যাওয়াইদ (১৮০/১)

২২৮. [মুখতাসির আর-মুযাইনি, আল-উম্ম পৃষ্ঠা ১]

২২৯. [মাযমু' আল-ফাতাওয়া: খণ্ড ২০ পৃষ্ঠা ১০]

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ : " قَالَ اللهُ تَعَالَى " : قُسِمَتِ الصَّلاةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ وَيَقْرَأُ عَبْدِي : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (سورة الفاتحة آية ٢) ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : حَمِدَنِي عَبْدِي، فَيَقُولُ : الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (سورة الفاتحة آية ٣) فَيَقُولُ اللهُ : أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، فَيَقُولُ : مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (سورة الفاتحة آية ٤) ، فَيَقُولُ اللهُ : مَجَّدَنِي عَبْدِي وَهَذِهِ الآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي إِيَّاكَ نَعْبُدُ (سورة الفاتحة آية ٥) " إِلَى آخِرِ السُّورَةِ

৭৮. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+আবদুল আজিজ বিন আবদুল্লাহ বিন ইয়াহইয়া বিন আমর বিন আওয়াস আল মাদানী+আবদুল আজিজ বিন মুহাম্মাদ আদ্ দারাওয়ারদি+আল আ'লা আবদুর রহমান বিন ইয়াকুব+তার পিতা আবদুর রহমান বিন ইয়াকুব+আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন,

তিনি বলেন: যে ব্যক্তি সালাতে সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করল না, তার সালাত নাকিস (অপূর্ণাঙ্গ), নাকিস, নাকিস, অপূর্ণাঙ্গ। তখন আমি (বর্ণনাকারী) বললাম: "হে আবূ হুরায়রাহ! আমিতো অনেক সময় ইমামের পিছনে সালাতে দাঁড়াই, তখন তিনি (আবূ হুরায়রাহ) বললেন, হে ফারসি তুমি এটা (ফাতিহা) নিজের মনে মনে তিলাওয়াত করবে, আমি আল্লাহর রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আমি সালাতকে আমি ও আমার বান্দার মাঝে দু' অর্ধেকে ভাগ করে দিয়েছি, এক অর্ধেক আমার জন্য এবং বাকি অর্ধেক আমার বান্দার জন্য, আমার বান্দাহ আমার কাছে যা চাইবে, তাকে তাই দেয়া হবে। যখন বান্দাহ বলে "আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন", আল্লাহ তখন জবাবে বলেন: "আমার বান্দাহ আমার প্রশংসা করেছে", (যখন) বান্দাহ বলে: "আর রাহমানির রাহীম", আল্লাহ জবাবে বলেন: "আমার বান্দাহ আমার গুণ বর্ণনা করেছে", (যখন) বান্দাহ বলে: "মালিকি ইয়াওমিদ্ দ্বীন", আল্লাহ বলেন: "আমার বান্দাহ আমার মহত্ত্ব প্রকাশ করলো, [তামজীদ] (যখন) বান্দাহ সূরাহ ফাতিহার শেষের দিকে বলে: "ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া

ইয়্যাকা নাসতাঈন", আল্লাহ বলেন: "এটি (আয়াতটি) আমি ও আমার বান্দাহর মাঝে বিভক্ত।"[২৩০]

পর্যালোচনা:

১. 'আলা বিন আবদুর রহমান সহীহ মুসলিমের কেন্দ্রীয় বর্ণনাকারী এবং অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে তিনি একজন সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) হাদীস বর্ণনাকারী। ইমাম আহমাদ, ইবনু হিব্বান, ইবনু আদী, নাসাঈ ও তিরমিযী তাকে সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) ঘোষণা করেছেন এবং লা বা'সা বিহি (তার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই) বলেও মন্তব্য করেছেন। তার ব্যাপারে হাফিয বিন হাজার ও কিছু আলিমের সমালোচনা মারদূদ (বাতিল)। তাকরীবের গবেষকরা (মুহাক্কিকিন) হাফিয বিন হাজার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর সমালোচনা প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং লিখেছেন যে: "তিনি একজন সিকাহ [১৩০/৩]।

২. "ইবরাহীম বিন তাহমান, তিনি আল-'আলা থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আবূ হুরায়রাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এই সনদে বর্ণিত হয়েছে যে: আবদুর রহমান বলেন [আবূ হুরায়রাহর উদ্দেশে]: "আমি ইমামের পিছনে সালাতে দাঁড়াই, এবং তার তিলাওয়াত মনোযোগ দিয়ে শুনি', তখন তিনি বললেন: 'ওহে আল-ফারসির পুত্র! এটা (ফাতিহা) তুমি নিজে মনে মনে তিলাওয়াত করবে।"[২৩১]।

৭৯) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " قَالَ اللهُ تَعَالَى: " قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي . . . نَحْوَهُ "

৮৯. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন জাফর আল-জা'ফি আল-মুসনাদি আবূ জাফর+সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ্+আল-'আলা বিন আবদুর রহমান+তার পিতা আবদুর

---

২৩০. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ হাদীসের সনদ সহীহ, হুমায়দি (হাদীস-৯৮০, শেখ যুবায়রের তাহকীক) এটি সংক্ষেপে আদ্-দারাওয়ারদি থেকে বর্ণনা করেছেন। দেখুন: হাদীস নং-১১।

২৩১. [আল-বায়হাক্বী, কিতাব আল-ক্বিরাআত: পৃষ্ঠা ৩৭ হাদীস ৬৬, ৬৭]

রহমান বিন ইয়াকুব অথবা জনৈক ব্যক্তি যিনি আবূ হুরায়রাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে শুনেছেন:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: আমি সালাতকে আমি ও আমার বান্দার মাঝে ভাগ করে দিয়েছি".......(এবং) এভাবে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। [২৩২]

৮٠) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، وَعَنِ الْعَلاءِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ " : أَيُّمَا صَلاةٍ لا يُقْرَأُ فِيهَا بِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ"

৮০. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+আল-'আলা বিন আবদুর রহমান+এক ব্যক্তি যিনি আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে সালাতে সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করা হয় না, সেই সালাত অপূর্ণাঙ্গ।"[২৩৩]

পর্যালোচনা:

আল-বায়হাক্বীর কিতাব আল-ক্বিরাআতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে: "আবদুর রহমান বিন ইসহাক থেকে বর্ণিত, তিনি সাঈদ আল-মাকবুরি, তিনি আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যে সালাতে সূরাহ্ ফাতিহা তিলাওয়াত করা হয় না, সেই সালাত অবৈধ, তবে ইমামের পিছনে সালাত এর ব্যতিক্রম।" এ হাদীসটি আবদুর রহমান বিন ইসহাক আল-ওয়াসতি আল কুফির কারণে দ্ব'ঈফ। এই আবদুর রহমান আবদুর রহমান বিন ইসহাক আল-মাদানী নন; তাই

---

২৩২. তাখরীজ: ((সহীহ))

অন্যান্য শাওয়াহীদসহ (সমর্থনকারী প্রমাণ) এ হাদীসটি সহীহ। দেখুন : হাদীস নং-১১। "অথবা জনৈক ব্যক্তি যিনি এটি শুনেছেন" কথাটি সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ্ এর হাদীসে নেই। (যেখানে তিনি তার শোনার বিষয়ে দৃঢ়তা প্রদান করেছেন)। দেখুন: হাদীস-৭১। সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ এর তাদলীসের কারণে এ সংযোজনটুকু দ্ব'ঈফ।

২৩৩. তাখরীজ: ((সহীহ))

"আল 'আলা থেকে, তিনি জনৈক ব্যক্তি থেকে যিনি বর্ণনা করেছেন" এ সংযোজনটুকু পুরো সনদ উল্লেখ না করার কারণে দ্ব'ঈফ। তবে, এটা অন্যান্য শাওয়াহীদ (সমর্থনকারী প্রমাণ) এর আলোকে সহীহ। দেখুন: হাদীস নং-১১।

এই অর্থ গ্রহণ করা ভুল। নিম্নোক্ত পদক্ষেপের মাধ্যমে একজন বর্ণনাকারীকে যাচাই করা হয়:

১. যখন হাদীসের অন্য একটি সনদ দিয়ে (এই হাদিসটি শুধু এই বইয়ে আছে, অন্য কোথাও নেই) যাচাই করা হয়।

২. যখন হাদীস বর্ণনাকারী নিজেই এটি যাচাই করেন। (আবূ আবদুল্লাহ আল হাকিম সমালোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, এই বর্ণনাকারী আবদুর রহমান বিন ইসহাক আল-ওয়াসতি)।

৩. যখন মুহাদ্দিসগণ এটি যাচাই করেন। (ইমাম হাকিম একজন বিখ্যাত মুদাল্লিস, এবং অন্য কোনো মুদাল্লিস তার যাচাইয়ের বিরোধিতা করেননি।

৪. যখন বর্ণনাকারী এবং এমন এক ব্যক্তি যার থেকে এটি বর্ণিত হয়েছে, একই শহর বা একই এলাকায় বসবাস করেন। (আবদুর রহমান বিন ইসহাক আল-ওয়াসতি এবং খালিদ বিন আবদুল্লাহ উভয়েই ওয়াস্তি নামক স্থানে জন্মলাভ করেন।

৫. বর্ণনাকারীর শিক্ষকদের বিষয়টিও বিবেচনা করা হবে: সাঈদ আল-মাকবুরি আবদুর রহমান বিন ইসহাক আল-ওয়াসতির শিক্ষক। দেখুন: ইবনু হিব্বান, কিতাব আল-মাজরুহীন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৪)।

৬. বর্ণনাকারীর ছাত্রদের বিষয়টিও বিবেচনা করা হবে (সাঈদ আল-মাকবুরির ছাত্রদের মধ্যে আল-ওয়াস্তির নাম পাওয়া যায়নি।)

দ্রষ্টব্য: তাহযীব আল-কামাল-এ আবদুর রহমান বিন ইসহাক আল-মাদানীকে সাঈদ আল-মাকবুরির ছাত্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যার কারণে কিছু লোক দাবি করেছেন যে, উপরোক্ত হাদীসে আবদুর রহমান হলেন আবদুর রহমান বিন ইসহাক আল-মাদানী; অন্য দিকে এটা প্রমাণিত যে, তাহযীব আল কামালে সকল ছাত্রের নাম উল্লেখ করা হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ: আহমদ বিন আবদুর রহমান বিন বাকার নামে একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন, যার কাছ থেকে মুহাম্মাদ বিন নসর আল-মারওয়াযি একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। [আল-মারওয়াযি, কিতাব আস-সালাহ: হাদীস ৯৪৫]। অন্যদিকে তাহযীব আত-তাহযীবে, মারওয়াযির নাম আহমদ বিন আবদুর রহমান বিন বাকারের ছাত্রদের মাঝে উল্লেখ করা হয়নি। এটা থেকে কেউকি দাবি করতে পারেন যে, ইমাম মারওয়াযি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

আহমদ বিন আবদুর রহমান বিন বাকারের ছাত্র ছিলেন না?

৭. অন্যান্য পরিস্থিতিও বিবেচনা করা হবে (এ ক্ষেত্রে এমন কোনো পরিস্থিতি নেই যা প্রমাণ করবে যে, এখানে আবদুর রহমান হলেন আল-মাদানী)।

এ তথ্য থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, আবদুর রহমান এখানে যে আল-মাদানি, ওয়াসতি নয় মর্মে আমীন ওকারভি ও ইউনুস নু'মানির দাবি ভুল।

আরেকটি বিষয় হলো, ইমাম বায়হাক্বী ফুযাইল বিন আবদুল ওয়াহাবের পূর্ণাঙ্গ হাদীস উল্লেখ করেননি; বরং তিনি মুহাম্মাদ বিন খালিদ বিন আবদুল্লাহ আল-ওয়াসতির সনদ ও মতনসহ পূর্ণাঙ্গ হাদীস উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মাদ বিন খালিদ দ্ব'ঈফ।[২৩৪] তিনি একজন মাতরূকুল হাদীস[২৩৫]। যারা বলেন যে, ফুযাইল বিন আবদুল ওয়াহাবের হাদীসের কথা হুবহু একই, তাদেরকে অবশ্যই ফুযাইলের সনদ ও মতনসহ পূর্ণাঙ্গ হাদীস উপস্থাপন করতে হবে।

٨١) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، سَمِعَ ابْنَ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَحْمُودٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " : لا صَلاةَ إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ"

৮১. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+আবূ নুয়াইম আল-ফদল বিন দুকাইন আল-কুফি+সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ+মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন শিহাব আয-যুহরী+মাহমুদ বিন আর রাবি (রাদিয়াল্লাহু আনহু)+উবাদাহ বিন আস-সামিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "সূরাহ ফাতিহা ব্যতীত কোনো সালাত নেই।"[২৩৬]

٨٢) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ

---

২৩৪. [তাকরীব: ৫৮৪৬]

২৩৫. [তাহরীর তাকরীব আত-তাহযীব: ২৩৫/৩]

২৩৬. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ হাদীসটি বইয়ের শুরুতে বর্ণনা করা হয়েছে। দেখুন: হাদীস নং-২।

ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِأَصْحَابِهِ، فَقَالَ " : أَيُّكُمْ قَرَأَ : سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ؟ " فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ رَجُلا خَالَجَنِيهَا . " قَالَ شُعْبَةُ : فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ : كَأَنَّهُ كَرِهَهُ ؟ فَقَالَ : لَوْ كَرِهَهُ لَنَهَى عَنْهُ

৮২. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+আমর বিন মারযুক আল বাহলি আবূ উসমান আল-বসরি+শু'বাহ বিন আল-হাজ্জাল+কাতাদাহ বিন দি'আমাহ+যুরারাহ বিন আওফা আল-আমরি+ইমরান বিন হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার সাহাবাদের সঙ্গে জোহরের সালাতের ইমামতি করছিলেন, পরে সালাত শেষে তিনি সাহাবাদের উদ্দেশে বললেন: "তোমাদের মধ্যে থেকে কে "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল 'আলা" (কুরআনের একটি সূরাহ) তিলাওয়াত করেছে। একজন বললো: "আমি তিলাওয়াত করেছি", আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "আমার মনে হলো কেউ একজন আমার তিলাওয়াতে সংমিশ্রণ ঘটাচ্ছে।"

শু'বাহ বলেন: আমি কাতাদাহকে বললাম: যদি তিনি (রাসূল) এটি অপছন্দ করতেন, কাতাদাহ বললেন: "যদি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটি অপছন্দ করতেন, তাহলে তিনি নিষিদ্ধ করতেন।"[২৩৭]

٨٣) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ "أَفِي كُلِّ صَلاةٍ قِرَاءَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ" ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : وَجَبَتْ

৮৩. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-মুসনাদি+বিশর বিন আল-সারি+মু'য়াবিয়াহ বিন সালিহ আল-

---

২৩৭. তাখরীজ: ((সহীহ))

ইমাম মুসলিম [১১, ১২/২ হাদীস নং-৩৯৮/৪৮] হাদীসটি শু'বাহ বিন আল হাজ্জাজ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণনা করেছেন। দেখুন: হাদীস নং-৮৮, ৯০, ৯৪, ২৬০। ইমাম নববী এ হাদীসের উপর এ অধ্যায়টি প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

হাদরামি+আবূ জাহিরিয়্যাহ (হাদির বিন কারিব)+কাসীর বিন মুরাহ+আবূ আদ-দারদা (উয়াইমার বিন আজলান) (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো: "হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! প্রতি সালাতেই কি তিলাওয়াত আছে? আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "হ্যা", তখন আনসারদের মধ্য থেকে একজন বললেন: "এটা ওয়াযিব (বাধ্যতামূলক) হয়ে গেল। [২৩৮]

পর্যালোচনা:

১. আবদুল্লাহ বিন ইয়াযিদকে (বর্ণনাকারী) মূল জুযউল ক্বিরাআতে উল্লেখ করা হয়েছে, আর আল-মুসনাদ আল-জামিতে [৩৪১/১৪ হাদীস ১০৯৯২], আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদকে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এটাই সঠিক।

২. জুমুয়ার খুতবায় ইমামের পিছনে তিলাওয়াতকে তুলনা করা বিদ্বেষপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে মুকতাদিগণকে (ইমামের অনুসারী) ইমামের পিছনে তিলাওয়াতের নির্দেশ দেয়া হয়, অন্যদিকে সকল শ্রোতাকে নির্দেশ দেয়া হয় জুমুআর (শুক্রবারে) খুতবা মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য। এমনকি কোনো একটি দ্ব'ঈফ হাদীসেও বলা হয়নি যে, ইমাম ও শ্রোতাগণ সকলেরই একইসঙ্গে খুতবা শুরু করা উচিত। হাসান ও সহীহ বর্ণনাকারীদের থেকে এটা প্রমাণিত যে, মুকতাদিগণকে ইমামের পিছনে তিলাওয়াতের নির্দেশ দেয়া হয়।

৩. দেওবন্দি ও বেরলভিদের মতে, জুমুয়ার খুতবা দেয়ার জন্য একটি বড় শহর হওয়া জরুরী। অতএব তারা গ্রামে জুমুয়ার খুতবা দেয়ার পক্ষপাতি নন বা সমর্থন করেন না। [২৩৯] কিন্তু এই মতামত থাকা সত্ত্বেও এসব লোক গ্রামে জুমু'য়ার সালাত আদায় করেন এবং ইমামতিও করেন। যার মানে হলো, তারা তাদের নিজেদের গৃহীত মাযহাবের প্রতিই অনুগত নন, এক্ষেত্রে স্মরণ রাখা দরকার যে, গ্রামেও জুমু'য়ার সালাত প্রতিষ্ঠিত

---

২৩৮. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ হাদীসটি এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে। দেখুন: হাদীস ১৬, ১৭, আরো দেখুন: হাদীস-২৯৪।

২৩৯. দেখুন: গাঁও মে জুমাহ কি আহকাম: (৩৪, ২৭, ৭৬, ৮৬) এবং জা'উল হক (আহমদ ইয়ার খান নুয়ামি: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৩১, ২৩৮)।

করার বিষয়টি বিশুদ্ধ হাদীস দিয়েই প্রমাণিত।[২৪০] এবং আহলে হাদীসগণ একে তাদের কর্মের মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন এবং অনুসরণও করছেন। ওয়ালহামদুলিল্লাহ।

٨٤) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَعْفَرٍ أَبِي عَلِيٍّ ، بَيَّاعِ الأَنْمَاطِ , عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُنَادِيَ " : لا صَلاةَ إِلا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ" ، فَمَا زَادَ

৮৪. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+কাবিসাহ বিন উকবাহ+সুফিয়ান আস-সাওরি+জা'ফর বিন মাইমুন আবূ আলী বাঈ আর-আনমাত+আবূ উসমান আবদুর রহমান বিন মিলাল হিনদি+আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে ঘোষণা করার নির্দেশ দিলেন যে, সূরাহ ফাতিহা ব্যতীত কোনো সালাত নেই, এবং যে ব্যক্তি এর বেশি কিছু তিলাওয়াত করে।[২৪১]

٨٥) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ " : ﷺكُلُّ صَلاةٍ لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ

৮৫. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+আমর বিন আলি আল ফালাস+মুহাম্মাদ বিন আবূ আদী+মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আলকামাহ আল লাইসি+আবদুল মালিক বিন আল-মুগিরাহ+আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে সালাতে

---

২৪০. দেখুন: সুনান আবূ দাউদ (১০৬৭), এবং মুসান্নাফ ইবনু আবূ শাইবাহ (১০২/২ হাদীস ৫০৬৮, সনদ: সহীহ)

২৪১. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ হাদীসটি আগে বর্ণনা করা হয়েছে, দেখুন: হাদীস ৭, আরো দেখুন: হাদীস নং-৯৯, ৩০০।

সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত হয় না, সেই সালাত অকেজো।"[২৪২]

٨٦) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَوْلَهُ

৮৬. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+মুসা বিন ইসমাঈল আল-তাবাউযকি+হাম্মাদ বিন সালামাহ+মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আলকামাহ আল-লাইসি+আবূ সালামাহ+আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত [একই কথা এর আগের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে]।[২৪৩]

٨٧) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " : هَلْ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ أَنْ يَجِدَ عِنْدَهُمْ ثَلاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامًا سِمَانًا " قُلْنَا : نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ : " فَثَلاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ فِي صَلاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْهُنَّ"

৮৭. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+আবদান (আবদুল্লাহ বিন উসমান বিন জাবলাহ)+আবূ হামযাহ (মুহাম্মাদ বিন মাইমুন আস-সাকরি)+সুলাইমান বিন মিহরান আল-আ'মাশ+আবূ সালিহ (যাকওয়ান)+আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যখন কেউ তার পরিবারে তিনটি বড়, মোটাসোটা উটনী নিয়ে ফিরে আসে, তখন সেটা কি তোমাদের ভালো লাগে? আমরা বললাম: "হ্যা, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর ভিত্তি করে তিনি বললেন: "তোমরা যখন সালাতে তিনটি আয়াত

---

২৪২. তাখরীজ: ((সহীহ))
আহমাদ [২৯০/২ হাদীস ৭৮৮৮] এবং বায়হাক্বী [কিতাব আল-ক্বিরাআত পৃষ্ঠা ৪৫ হাদীস ৮৬] হাদীসটি মুহাম্মাদ বিন আমর আল লাইসি থেকে বর্ণনা করেন এবং এর সনদ হাসান লিজাতিহ।

২৪৩. তাখরীজ: ((সহীহ))
বায়হাক্বী হাদীসটি হাম্মাদ বিন সালামাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। [কিতাব আল-ক্বিরাআত পৃষ্ঠা ৪৫ হাদীস ৮৫]। এর সনদ হাসান লিজাতিহ।

তিলাওয়াত কর, তা ঐগুলোর (উটনীর) চেয়ে উত্তম।"[২৪৪]

পর্যালোচনাঃ

যেহেতু ইমামের পিছনে তিলাওয়াতের বিষয়টি সহীহ ও হাসান হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, সুতরাং এই হাদীসে ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ইমামের পিছনে সালাত আদায়ের প্রসঙ্গে এর উৎকর্ষ বা সুবিধা বর্ণনা করেছেন। এক সহীহ হাদীসে বলা হয়েছেঃ কুরআনের এক হরফ সমান দশ নেকি। [সুনান আত-তিরমিযী হাদীস ২৯১০, তিনি এর বিশুদ্ধতা যাচাই করেছেন।]

সূরাহ ফাতিহায় একশত চল্লিশটি হরফ রয়েছে। [উলুমুল কুরআনঃ পৃষ্ঠা ১১২]। এ অনুসারে, যদি কেউ ইমামের পিছনে (সূরাহ ফাতিহা) তিলাওয়াত করেন, তাহলে তিনি ১৪০০ নেকি পাবেন। ওয়ালহামদুলিল্লাহ।

---

২৪৪. তাখরীজঃ ((সহীহ))
ইমাম মুসলিম হাদীসটি সুলেমান আল-আ'মাশ থেকে বর্ণনা করেছেন। [১৯৭/২ হাদীস ২৫০/৮০২]।

সূরাহ ফাতিহার পাশাপাশি, ইমামের পিছনে কি অন্য কিছু তিলাওয়াত করা যাবে?

٨٨) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلا صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَرَأَ : سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ " : أَيُّكُمُ الْقَارِئُ بِسَبِّحْ ؟ " فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : أَنَا، فَقَالَ : " قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا"

৮৮. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+সুলাইমান বিন হারব+শু'বাহ বিন আল-হাজ্জাজ+কাতাদাহ বিন দি'আমাহ+যুরারাহ বিন আওফা+ইমরান বিন হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পিছনে সালাত আদায়কালে "সাব্বিহিসমা রব্বিকাল 'আলা" (কুরআনের একটি সূরাহ) উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত করল, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাত শেষ করার পর বললেন: "তোমাদের মধ্যে কে "সাব্বিহিসমা রব্বিকা-'আলা" তিলাওয়াত করেছ?" এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন: "আমি করেছি, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "আমার মনে হলো তোমাদের কেউ সালাতে আমার তিলাওয়াতে মিশ্রণ ঘটাচ্ছে (অথবা সে আমার জিহ্বা থেকে আমি যা তিলাওয়াত করছিলাম তা কেড়ে নিচ্ছিল)। [২৪৫]

পর্যালোচনা:

খালিদ আল-খাদাও এ হাদীসটি যুরারাহ বিন আওফা থেকে বর্ণনা করেছেন [মুসনাদ আহমাদ: ৪৩৩/৪ হাদীস নং-২০১৩০]। অন্য আরেকটি হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, "তিনি (রাসূল) ইমামের পিছনে তিলাওয়াত নিষিদ্ধ করেছেন।" [সুনান আদ-দারাকুতনি: ৩২৭/১ হাদীস ১২২৭]। এ হাদীসের সনদ দ্ব'ঈফ। হাজ্জাজ বিন আরতাত একজন দ্ব'ঈফ ও মুদাল্লিস এবং তিনি "আন" যোগে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী

---

২৪৫. তাখরীজ: ((সহীহ))
দেখুন: হাদীস নং-৮২।

সাল্লামাহ বিন আল-ফদল আল-আবরাশও একজন বিতর্কিত বর্ণনাকারী। আমার (শেখ যুবায়েরের) তাহকীক অনুসারে, তিনি একজন হাসান উল-হাদীস, যখন তিনি ইবনু ইসহাক থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, এবং তিনি যদি অন্য কারো থেকে হাদীস বর্ণনা করে থাকেন তাহলে তিনি দ্ব'ঈফ। [ইমাম বুখারী, তুহফাত আল-আকবিয়া ফি তাহকীক কিতাব আদ-দুয়াফা: ১৫১]। সুতরাং এ হাদীসে দুটি ত্রুটি রয়েছে। তা স্বত্ত্বেও কিছু লোক এ হাদীসটিকে তাদের দলিলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং দুয়াফা ও মাতরুকিনে করা হাজ্জাজের তাদলীস থেকে চোখ সরিয়ে তারা হিজ্জাহ বিন আরতাতকে হাসান উল-হাদীস হিসেবে ঘোষণা করেছেন। ' ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউ'ন।

কিছু লোক আবার এ হাদীসটি 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর সূত্রে ইরওয়াউল গালীলে বর্ণনা করেছেন [৩৮/২, ২৬৭], যার রেফারেন্স হলো ইমাম বায়হাক্বীর কিতাব আল-ক্বিরাআত:

فقرأ معه رجل من الناس في نفسه

এ হাদীসটি কিতাব আল-ক্বিরাআতে [পৃষ্ঠা ১৩৬ হাদীস ৩১৪] কিছু লোকের সনদ ছাড়াই বর্ণনা করা হয়েছে, "আবদুল মুনঈম বিন বুশায়ের, আবদুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি 'উমার বিন আল-খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে", এ হাদীসটি মাওদু (জাল) আবদুল মুনঈম বিন বুশায়ের একজন কায্যাব (মিথ্যাবাদী)। [দেখুন: লিসান আল-মীযান: ৭৪, ৭৫/৪], আবদুর রহমান বিন যায়েদ বিন আলবানি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এ সনদ সম্পর্কে অজানা থাকা সত্ত্বেও লিখেছেন যে: "আমি একে সহীহ মনে করি না" [ইরওয়াউল গালীল: ৩৯/২, হাদীস নং-৩৩২], পরবর্তিকালে তিনি তার বক্তব্য ভুলে গিয়েছেন এবং কোনো ধরনের সমালোচনা ছাড়াই এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। [একই সূত্র: পৃষ্ঠা ২৬৮ হাদীস ৪৯৯]।

৮৯) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ " : رَأَيْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يَلْبَسُ الْخَزَّ"

৮৯. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+মুসাদ্দাদ বিন মুসারহাদ+আবূ আওনাহ আল-ওয়াদাহ বিন আবদুল্লাহ আল-ইয়াশকারি+কাতাদাহ বিন দি'আমাহ+যুরারাহ বিন আওফা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আমি ইমরান বিন হুসাইনকে (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সিল্কের পোশাক পরতে দেখেছি।[২৪৬]

৯০) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ إِحْدَى صَلاتَيِ الْعِشَاءِ، فَقَالَ : " أَيُّكُمْ قَرَأَ بِسَبِّحْ " ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا، قَالَ : " قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ رَجُلاً خَالَجَنِيهَا "

৯০. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+মুসা বিন ইসমাঈল+হাম্মাদ বিন সালামাহ+কাতাদাহ বিন দি'আমাহ+যুরারাহ বিন আওফা+ইমরান বিন হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার জোহর ও আসরের সালাতে ইমামতি করছিলেন, সালাত শেষ হওয়ার পর তিনি বললেন: "তোমাদের মধ্যে কে "সাব্বিহিসমা রব্বিকাল-'আলা" তিলাওয়াত করেছ?" এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন: "আমি করেছি" আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "আমার মনে হলো তোমাদের কেউ সালাতে আমার তিলাওয়াতে মিশ্রণ ঘটাচ্ছে (অথবা সে আমার জিহ্বা থেকে আমি যা তিলাওয়াত করছিলাম তা কেড়ে নিচ্ছিল)।[২৪৭]

---

২৪৬. তাখরীজ: ((সহীহ))

তাবাকাত ইবনু সা'দ-এ (২৯০/৪), এ হাদীসটি কাতাদাহ থেকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর পক্ষে একটি সহীহ শাহীদও রয়েছে মুসনাদ আহমাদ (৪৩৮/৪ হাদীস ২০১৭৬) এবং তাবাকাত ইবনু সা'দ এ।

২৪৭. তাখরীজ: ((সহীহ))

এ বর্ণনাটি হাদীস নং-৮২ ও ৮৮-তে উল্লেখ করা হয়েছে। হাম্মাদ এর সনদে ইবনু সালামাহ, মুল (নুসখা) থেকে তার যোগসূত্র বাদ দেয়া হয়েছে, কিন্তু মুসনাদ আল-জামিতে (২১৫/১৪, হাদীস ১০৮৩৫) এবং তাহাবির মাআ'নিল আসার-এ আবার এ সম্পর্কটি বিদ্যমান রয়েছে।

٩١) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ , أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺصَلَّى الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ وَقَضَى الصَّلاةَ، قَالَ : " أَيُّكُمْ قَرَأَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ؟ " قَالَ : فُلانٌ، قَالَ : " قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا

৯১. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+আবূ নুয়াইম আল ফদল বিন দুকাইন আল কুফি+আবূ আওয়ানাহ+কাতাদাহ বিন দি'আমাহ+যুরারাহ বিন আওফা+ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত: আল্লাহর রাসূল (সাঃ) একবার জোহর ও আসরের সালাতে ইমামতি করছিলেন, সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করার পর তিনি বললেন: "তোমাদের মধ্যে কে "সাব্বিহিসমা রব্বিকাল-আ'লা" তিলাওয়াত করেছ?" এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন: "আমি করেছি, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন: "আমার সন্দেহ হলো, যেন তোমাদের কেউ সালাতে আমার তিলাওয়াতে মিশ্রণ ঘটাচ্ছে।"[২৪৮]

٩٢) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَرَأَ بِ : سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، فَذَكَرَ نَحْوَهُ

৯২. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+আবুল ওয়ালীদ (হিশাম বিন আবদুল মালিক)+শু'বাহ বিন আল-হাজ্জাজ+কাতাদাহ বিন

---

২৪৮. তাখরীজ: ((সহীহ))

ইমাম মুসলিম [১১, ১২/২ হাদীস ৪৭/৩৯৮] হাদীসটি আবূ আওয়ানাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। দেখুন: হাদীস নং-৮২, ৮৮ ও ৯০।

উকবাহ বিন আমির (রাঃ) এর সূত্রে তাহাবির শরহে মাআ'নিল আসার এ[২৫৪/১] একটি হাদীস রয়েছে, الصلوة والإمام على المنبر معصية এ হাদীসটি দ্ব'ঈফ। আবদুল্লাহ বিন লাহিয়াহ তার ইখতিলাতের (স্বাস্থ্যের অবনতি) কারণে এ সনদে দ্ব'ঈফ, এবং তিনি একজন মুদাল্লিসও বটে, এছাড়া তিনি এ হাদীসটি "আন" যোগে বর্ণনা করেছেন। হাসান বসরি তাবেয়ীদের একজন, খুতবাহর সময় দু' রাক'আত সালাত আদায় করার পক্ষে ছিলেন। [দেখুন: হাদীস ১৫৮]।

দি'আমাহ+যুরারাহ বিন আওফা+ইমরান বিন হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক সালাতে ইমামতি করছিলেন, এ সময় এক ব্যক্তি "সাব্বিহিসমা রব্বিকাল 'আলা" তিলাওয়াত করলো, এভাবে তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।[২৪৯]

٩٣) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَقَرَأَ رَجُلٌ بِسَبِّحْ، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ : " أَيُّكُمُ الْقَارِئُ؟ " قَالَ رَجُلٌ : أَنَا، قَالَ " : قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ أَحَدَكُمْ خَالَجَنِيهَا" .

৯৩. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+মুসাদ্দাদ বিন মুসারহাদ+ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান+শু'বাহ বিন আল হাজ্জাজ+কাতাদাহ বিন দি'আমাহ+যুরারাহ বিন আবূ আওফা+ইমরান বিন হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার জোহরের সালাতে ইমামতি করছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি সালাতে "সাব্বিহিসমা রব্বিকাল 'আলা" তিলাওয়াত করল। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাত শেষ করার পর বললেন: "তোমাদের মধ্যে কে তিলাওয়াত করেছ?" এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন: "আমি করেছি, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "আমার সন্দেহ হলো, যেন তোমাদের কেউ সালাতে আমার তিলাওয়াতে মিশ্রণ ঘটাচ্ছে।"[২৫০]

٩٤) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِهِمْ صَلاةَ الظُّهْرِ فَلَمَّا انْفَتَلَ عَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ : " أَيُّكُمْ قَرَأَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ؟" ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا، فَقَالَ : " قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا"

---

২৪৯. তাখরীজ: ((সহীহ))
দেখুন: হাদীস ৮২, ৮৮, ৯০, ৯১।

২৫০. তাখরীজ: ((সহীহ))
দেখুন: হাদীস ৮২, ৮৮, ৯০, ৯১, ৯২।

৯৪. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+খলীফা বিন খাইয়াত+ইয়াযিদ বিন জুরাঈ+সাঈদ বিন আবূ আরুবাহ, কাতাদাহ বিন দি'আমাহ+যুরারাহ বিন আওফা+ইমরান বিন হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার জোহরের সালাতে ইমামতি করছিলেন, সালাত শেষ করার পর মুকতাদিদের দিকে ফিরে তিনি বললেন: "তোমাদের মধ্যে কে "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" তিলাওয়াত করেছ?" এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন: "আমি করেছি, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "আমার মনে হলো, যেন তোমাদের কেউ সালাতে আমার তিলাওয়াতে মিশ্রণ ঘটাচ্ছে।"[২৫১]

٩٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺانْصَرَفَ مِنْ صَلاةٍ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ : " هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا ؟ "، فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا، فَقَـالَ : " إِنِّي أَقُـولُ مَـا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ ؟"

৯৫. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+ইসমাঈল বিন আবূ উওয়াইস+মালিক বিন আনাস+মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন শিহাব আয-যুহরি+আম্মারাহ অথবা আম্মার বিন উকাইমাহ আল-লাইসি+আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াতে সালাত শেষ করার পর জানতে চাইলেন: "তোমাদের কেউ এখন আমার সঙ্গে তিলাওয়াত করছিলে." একজন উত্তর দিলেন: "হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল"। তিনি (রাসূল) বললেন: "আমি অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলাম, আমার কী হলো যে, আমাকে কুরআন তিলাওয়াতে মনোযোগ দিতে চেষ্টা করতে হচ্ছিল।"[২৫২]

---

২৫১. তাখরীজ: ((সহীহ))
দেখুন: হাদীস নং-৮২, ৮৮, ৯৩।

২৫২. তাখরীজ: ((সহীহ))
আবু দাউদ (৮২৬), তিরমিযী (৩১২), এবং নাসাঈ (১৪০, ১৪১/২ হাদীস নং-৯২০)

٩٦) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَـدَّثَنَا عَبْـدُ اللهِ بْـنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، قَالَ : حَـدَّثَنِي يُـونُسُ ، عَـنِ ابْـنِ شِـهَابٍ ، سَمِعْتُ ابْنَ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيَّ ، يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ، يَقُولُ : صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاةً جَهَرَ فِيهَا بِـالْقِرَاءَةِ، وَلا أَعْلَمُ إِلا أَنَّهُ قَالَ : صَلاةَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ : " هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَدٌ مِنْكُمْ ؟ " قُلْنَا : نَعَمْ، قَالَ : " أَلا إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ ؟ " . قَالَ : فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الإِمَـامُ وَقَرَءُوا فِي أَنْفُسِهِمْ سِرًّا فِيمَا لا يَجْهَرُ فِيهِ الإِمَامُ . قَالَ الْبُخَـارِيُّ : وَقَـوْلُهُ

হাদীসটি ইমাম মালিকের সনদে বর্ণনা করেছেন এবং এটি মুয়াত্তা ইমাম মালিকেও (৮৬, ৮৭/১, হাদীস ১৯০, শেখ যুবায়েরের তাহকীক) বর্ণনা করা হয়েছে।
তিরমিযী বলেন: "এটি হাসান,. এবং ইবনু হিব্বান এর বিশুদ্ধতা যাচাই করেছেন। [মাওয়ারিদ আল-যামান: হাদীস ৪৫৪] দেখুন: হাদীস ৯৬, ৯৮, ২৬২।
এ হাদীসের বিষয়ে ইমাম যুহরির একটি বক্তব্য আছে:
فـانتهى النـاس عـن القـراءة مـع رسـول الله ﷺ فيمـا جهـر فيـه رسـول الله ﷺ بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله ﷺ.
ইমাম বুখারি এ বক্তব্যকে মুদরাজ ঘোষণা করে প্রত্যাখ্যান করেছেন। দেখুন: আসন্ন হাদীস (৯৬), এবং তারিখ আর-সাগীর (পৃষ্ঠা ৮৯, ৯০) এবং তজিহুল কালাম (৩৬৮, ৩৬৯/২)।
ইমাম বুখারী, আবূ দাউদ, ইয়া'কুব বিন সুফিয়ান, আয-যাহলী এবং খাত্তাবি এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন। দেখুন: আল-তালখীস আল-হাবীর (২৩১/১ হাদীস ৩৪৩)।
দ্রষ্টব্য: معمر عن الزهري، قال ابو هريره فانتهى الناس، এটি সুনান আবূ দাউদে (৮২৭) বর্ণিত হয়েছে,। যুহরীর তাদলীস বিষয়ক আলোচনা বাদ দিলেও, যুহরী কখনো আবূ হুরায়রাকে (ﷺ) দেখেননি। [আল-মিযি, তুহফাত আল-আশরাফ: ৩৬৬/১০, হাদীস নং-৪৬০১ এর আগে]। অতএব এ হাদীসটি মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন সনদ), এবং মুনকাতি' হাদীস দ্ব'ঈফ। ইমাম তিরমিযীর তাহকীকের সারসংক্ষেপ হলো, এ মুনকাতি' হাদীস ইমামের পিছনে তিলাওয়াত ইস্যুর বিরুদ্ধে উপস্থাপন করা সঠিক নয়, কারণ আবূ হুরায়রাহ্ (ﷺ) ইমামের পিছনে তিলাওয়াতের পক্ষে ছিলেন। [সুনান আত-তিরমিযী: হাদীস ৩১২]

فَانْتَهَى النَّاسُ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ، وَقَدْ بَيَّنَهُ لِي الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَاتَّعَظَ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ فَلَمْ يَكُونُوا يَقْرَؤُونَ فِيمَا جُهِرَ

৯৬. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-মুসনাদি+লাইস বিন সা'দ+ইউনুস বিন ইয়াযিদ আল আইলি+মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন উবায়দুল্লাহ বিন আবুদল্লাহ বিন শিহাব আয-যুহরী+উকাইমাহ বিন আল-লাইসি, তিনি সাঈদ বিন আল-মুসাইয়্যিবের কাছে বর্ণনা করেন: ,

তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রাহকে (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলতে শুনেছি: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার আমাদের সালাতে ইমামতি করছিলেন, তাঁর তিলাওয়াত ছিল উচ্চৈঃস্বরে। তিনি বলেছেন: সেটা ছিল ভোরের সালাত (ফজর), এছাড়া আমার আর কিছু স্মরণ নেই। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সালাত শেষ করে আমাদের দিকে ঘুরে বললেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ কি আমার সঙ্গে তিলাওয়াত করছিলে?" আমরা বললাম: "হ্যা, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে যাচ্ছিলাম যে, আমার কী হলো, আমাকে কুরআন তিলাওয়াতে (মনোযোগে) থাকার জন্য চেষ্টা করতে হচ্ছে"। তিনি [বর্ণনাকারী] বলেন: এরপর লোকজন তাঁর সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরের তিলাওয়াতের সালাতে তেলাওয়াত (ফাতিহার পাশাপাশি কুরআনের অন্য অংশ থেকে) বন্ধ করে দিল। এবং এরপর থেকে মুকতাদিরা নীরব তিলাওয়াতের সালাতে ইমামের পিছনে মনে মনে তিলাওয়াত (ফাতিহার পাশাপাশি অন্য কোনো সূরাহ) শুরু করলো। ইমাম বুখারী বলেন: বর্ণনাকারীর বক্তব্য "তারা তিলাওয়াত বন্ধ করে দিল" আসলে যুহরীর বক্তব্য। হাসান বিন সাবাহ আমাকে এটা বলেছেন, তিনি বলেন: মুবাশার বিন ইসমাঈল আল-হালবি আমাদের কাছে বর্ণনা করেন, তিনি আল-আওযায়ী থেকে, আয-যুহরী বলেন: "এভাবে মুসলিমরা এ হাদীস থেকে উপদেশ গ্রহণ করলো, এবং এরপর থেকে তারা উচ্চৈঃস্বরের তিলাওয়াতের সালাতে (ফাতিহার পাশাপাশি কুরআনের অন্য কোনো সূরাহ) তিলাওয়াত করত না। [২৫৩]

---

২৫৩. তাখরীজ: ((সহীহ))
দেখুন: হাদীস-৯৫।

٩٧) . وَقَالَ مَالِكٌ : قَالَ رَبِيعَةُ لِلزُّهْرِيِّ : إِذَا حَدَّثْتَ فَبَيِّنْ كَلَامَكَ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

৯৭: ইমাম মালিক বিন আনাস+রাবিয়াহ বিন আবদুর রহমান+আয-যুহরী থেকে বর্ণিত যে: "যখন আপনি একটি হাদীস বর্ণনা করবেন, তখন আপনি স্পষ্টভাবেই দেখাবেন, কোনগুলো আপনার নিজের কথা, আর কোন্ কথাগুলো আল্লাহর রাসূলের (ﷺ)। [২৫৪]

٩٨) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاةً جَهَرَ فِيهَا فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ، قَالَ : " مَنْ قَرَأَ مَعِي ؟ " قَالَ رَجُلٌ : أَنَا قَالَ : " إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ ؟"

৯৮. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+আবুল ওয়ালীদ+লাইস বিন সা'দ+আয-যুহরী+ইবনু উকাইমাহ+আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) একবার আমাদের এক সালাতে ইমামতি করছিলেন, যেখানে তাঁর তিলাওয়াত ছিল উচ্চৈঃস্বরে, সালাত শেষ করার পর রাসূল (ﷺ) বললেন: "তোমাদের মধ্যে কে আমার সঙ্গে তিলাওয়াত করছিলে?" একজন বললো: "আমি করছিলাম", তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন: "তাই তো বলছি, কেন আমি কুরআন তিলাওয়াত করার জন্য যুদ্ধ করছি?"[২৫৫]

---

২৫৪. তাখরীজ: ((সহীহ))

ইমাম মালিক পর্যন্ত এ হাদীসের সনদ অপরিচিত, ওয়াল্লাহু আ'লাম। তবে একই কথা ইমাম বুখারী কর্তৃক ইবনু বুকায়ের থেকে, তিনি আল-লাইস থেকে, তিনি রাবিয়াহ থেকে এ সনদে বর্ণনা করেছেন। [জামি বায়ানুল ইলম: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৪৪, ১৪৫] সনদ: সহীহ। দেখুন: [আল-তারীখ আল-কাবীর [২৮৬, ২৮৭/৩]।

২৫৫. তাখরীজ: ((সহীহ))

দেখুন: হাদীস নং-৯৫, ৯৬।

লাইস বিন সা'দের একই হাদীস সহীহ ইবনু হিব্বানে [আল-ইহসান: ১৫৯/৩, হাদীস ১৮৪০] একটি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ)

٩٩) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، سَمِعَ عِيسَى بْنَ يُونُسَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ , قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " اخْرُجْ فَنَادِ فِي الْمَدِينَةِ : أَنْ لا صَلاةَ إِلا بِقُرْآنٍ وَلَوْ ب فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَمَا زَادَ

৯৯. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+ইসহাক বিন রাহওয়াইহ+ঈসা বিন ইউনুস+জা'ফর বিন মাইমুন+আবূ উসমান আন-নাহদি বলেন: আমি আবূ হুরায়রাহকে (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলতে শুনেছি:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যাও, তোমরা মদীনায় গিয়ে ঘোষণা কর যে, কুরআন তিলাওয়াত ব্যতীত কোনো সালাত নেই, এমনকি তা যদি শুধু সূরাহ ফাতিহাও হয়, অথবা কেউ যদি এর বেশিও তিলাওয়াত করেন তাও।"[২৫৬]

١٠٠) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، وَمُسَدَّدٌ , قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ، قَالَ : قَرَأَ رَجُلٌ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ , قَالَ " : أَيُّكُمْ قَرَأَ خَلْفِي ؟ " قَالَ رَجُلٌ : أَنَا قَالَ : " قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا"

১০০. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+আবু নু'মান (মুহাম্মাদ বিন ফাদল: আরিম)+ মুসাদ্দাদ+ আবূ আওয়ানাহ+ কাতাদাহ বিন দি'আমাহ+ যুরারাহ বিন আওফা+ ইমরান বিন হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

বলেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ কি এখন আমার সঙ্গে তিলাওয়াত করছিলে?" তারা বললো: "হ্যা, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)" [একই সূত্র]
এর মানে হলো যে, তিলাওয়াতকারী ছিলো অনেক, যার মধ্যে রাজুল (পুরুষ) ছিলেন, যার কথা ইমাম মালিকের হাদীসেও উল্লেখ করা হয়েছে। দেখুন: তজিহুল কালাম: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৬৭, ৩৬৮। অতএব তিলাওয়াতকারী একজন ছিলেন এ কথা বলা ভুল।

২৫৬. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ হাদীসটি এ বইয়ের শুরুতে আলোচিত হয়েছে। দেখুন:হাদীস নং-৭।

যোহর ও আসরের সালাতে এক ব্যক্তি নবী করিমের (ﷺ) পিছনে তিলাওয়াত করলো, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সালাত শেষ করার পর জানতে চাইলেন: "আমার পেছনে তিলাওয়াত করেছ কে? ঐ ব্যক্তি বললো: "আমি করেছি", তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন: "আমি টের পাচ্ছিলাম, কেউ একজন আমার তেলাওয়াতের সাথে (অন্য কিছু তেলাওয়াতের) মিশ্রণ ঘটাচ্ছে।"[২৫৭]

١٠١) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَيَّاشٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ ، رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، صَلَّى رَجُلٌ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ، قَالَ " : ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ " ثَلاثًا، فَقَامَ الرَّجُلُ فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " ارْجِعْ فَصَلِّ " ثَلاثًا، فَقَالَ : فَحَلَفَ لَهُ كَيْفَ اجْتَهَدْتَ ؟ فَقَالَ لَهُ : " ابْدَأْ فَكَبِّرْ وَتَحْمَدُ اللهَ وَتَقْرَأُ بِ أُمِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ تَرْكَعُ حَتَّى يَطْمَئِنَّ صُلْبُكَ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ حَتَّى يَسْتَقِيمَ صُلْبُكَ، فَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ هَذَا فَقَدْ نَقَصْتَ مِنْ صَلاتِكَ

১০১. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+ইয়াহইয়া বিন আবদুল্লাহ বিন বুকায়ের+আবদুল্লাহ বিন যুরকি+আবূ শুয়াইব+তিনি আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) এক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে: এক ব্যক্তি সালাত আদায় করছিলো এবং আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাকে লক্ষ্য করছিলেন, ঐ ব্যক্তি তার সালাত শেষ করলে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন: যাও, আবার সালাত আদায় কর, কারণ তুমি সালাত আদায় করনি।" রাসূল (ﷺ) কথাটি তিনবার বললেন। যখন ঐ লোকটি পুনরায় সালাত আদায় করলো, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন: যাও, আবার সালাত আদায় কর, কারণ তুমি সালাত আদায় করনি"। তিনি এ কথাটি তিনবার বললেন। পরে লোকটি আল্লাহর নামে শপথ করে বললো: "তাহলে কিভাবে সালাত

---

২৫৭. তাখরীজ: ((সহীহ))

আদায় করব? রাসূল (ﷺ) তাকে বললেন: শুরু করবে [সালাত], তাকবীর বলবে, আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং সূরাহ ফাতিহা তেলাওয়াত করবে এবং অতঃপর যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার জন্য সহজ হয় ততক্ষণ রুকূ' করবে, তারপর রুকূ' থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তুমি যা করেছ তা নাকিস (ত্রুটিপূর্ণ), তোমার সালাত নাকিস (অসম্পূর্ণ)।[২৫৮]

১٠٢) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادِ بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ عَمِّهِ ، وَكَانَ بَدْرِيًّا، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِهَذَا وَقَالَ : " كَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ ثُمَّ ارْكَعْ"

১০২. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+ইবরাহীম বিন হামযাহ+হাতিম বিন ইসমাঈল+মুহাম্মাদ বিন আজলান+আলী বিন ইয়াহইয়া বিন খাল্লাদ বিন রাদি+ইয়াহইয়া বিন খাল্লাদ+তার চাচা বদরি সাহাবী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আমরা একদা আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) নিকট বসে ছিলাম, তিনি তখন এ হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং বলেন: "প্রথমে তাকবীর বলবে, তারপর তিলাওয়াত করবে, তারপর রুকূ' করবে।"[২৫৯]

---

২৫৮. তাখরীজ: ((সহীহ))

আবু নুয়াইম আল-আসবানি এ হাদীসটি সংক্ষেপে মা'রিফাত আস-সাহাবায় [২৯২৪/৫ হাদীস ৬৮৪৭] ইয়াহইয়া বিন বুকায়ের সনদে বর্ণনা করেছেন, যিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ বিন সুয়াইদ বিন হাইয়ান আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আয়াশ বিন আব্বাস থেকে, তিনি বুকায়ের বিন আল-আশাজ থেকে, তিনি আলী বিন ইয়াহইয়া থেকে, তিনি আবূ শুয়াইব থেকে বর্ণনা করেছেন। আমাদের মূল নুসখায়, ইয়াহইয়া বিন কাসীরকে উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদের শায়খ আতাউল্লাহ হানীফ ভুজিয়ানির কপিতে দ্বারা যার সংশোধন করা হয়েছে। একইভাবে, মূল নুসখায় "বকর বিন আবদল্লাহ" উপস্থিত রয়েছেন, যার নাম মা'রিফাত আস-সাহাবাহ'র মাধ্যমে সংশোধন করে "বুকায়ের বিন আবদুল্লাহ (আল-আশাজ) করা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। এ হাদীসটি এর শাওয়াহীদসহ সহীহ। দেখুন: হাদীস-১০১, ১০৩।

২৫৯. তাখরীজ: ((সহীহ))

ইবনু আজলান তার শোনার ব্যাপারে দৃঢ়তা প্রদান করেছেন। দেখুন: হাদীস-১১১।

١٠٣) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَخِي ، عَنْ سَلْمَانَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ ، وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ ، عِنْ عَلِيِّ بْنِ خَلادِ بْنِ السَّائِبِ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمِّ أَبِيهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : " كَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ ثُمَّ ارْكَعْ"

১০৩. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+ইসমাঈল বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উওয়াইস বিন মালিক+আবূ বকর আবদুল হামিদ বিন আবূ আয়াস+সুলাইমান বিন বিলাল+মুহাম্মাদ বিন আজলান থেকে বর্ণিত, এবং ইমাম বুখারী বলেন: আল-হাসান বিন আর-রাবি আমাদেরকে বর্ণনা করেন+আবদুল্লাহ বিন ইদরীস+মুহাম্মাদ বিন আজলান+আলী বিন আল-খাল্লাদ বিন আল-সাঈব আল-আনসারি+ইয়াহইয়া বিন খাল্লাদ বিন আস-সাঈব+তার চাচার পিতা থেকে বর্ণিত:

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেন: "প্রথমে তাকবীর বলবে, তারপর তিলাওয়াত করবে, তারপর রুকূ' করবে।"[২৬০]

١٠٤) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى ، مِنْ آلِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمٍّ لَهُ بَدْرِيٍّ , أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " : كَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ ثُمَّ ارْكَعْ"

১০৪. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+কুতাইবাহ+আল-লাইস বিন সা'দ+ইবনু আজলান+আলী বিন ইয়াহইয়া+তার পিতা ইয়াহইয়া বিন খাল্লাদ+তার বদরী [যিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন] চাচা থেকে বর্ণিত:

২৬০. তাখরীজ: ((সহীহ))

মূল (নুসখায়) "সুলেমান আন [থেকে] আবূ আজলান উল্লেখ রয়েছে, পক্ষান্তরে সঠিক হলো, "সুলেমান আন [থেকে] ইবনু আজলান, যেভাবে উল্লেখ রয়েছে মুসনাদ আল-জামিতে (৪২৯/৫)।

তিনি নিজে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন: "প্রথমে তাকবীর বলবে, তারপর তিলাওয়াত করবে, তারপর রুকূ' করবে।"[২৬১]

পর্যালোচনা:

তেলাওয়াত করার এ নির্দেশ প্রত্যেক সালাত আদায়কারীর প্রতি, চাই সে ইমাম হোক অথবা মুকতাদি অথবা মুনফারিদ (একক ব্যক্তি) হোক। প্রত্যেককেই স্মরণ রাখতে হবে যে, এ নির্দেশ থেকে মুকতাদিকে বাদ দেয়ার পক্ষে কোনো দলিল-প্রমাণ নেই।

١٠٥) قَالَ الْبُخَارِيُّ رَوَى هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَـنْ أَبِي نَـضْرَةَ، عَـنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ : " أَمَرَنَا نَبِيُّنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَـسَّرَ " وَلَـمْ يَـذْكُرْ قَتَادَةُ سَمَاعًا مِنْ أَبِي نَضْرَةَ فِي هَذَا

১০৫. ইমাম বুখারী বলেন: হাম্মাম বিন ইয়াহইয়া, কাতাদাহ বিন দি'আমাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ নাযরাহ মুনযির বিন মালিক থেকে, তিনি আবূ সাঈদ সা'দ বিন মালিক আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন:

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাদেরকে সূরাহ ফাতিহা এবং এর সঙ্গে অন্য কিছু তিলাওয়াত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

কাতাদাহ এ হাদীসে আবূ নাদরাহ থেকে শোনার ব্যাপারে কোনো দৃঢ়তা প্রকাশ করেননি।[২৬২]

---

২৬১. তাখরীজ: ((সহীহ))
দেখুন: হাদীস-১০১।

২৬২. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ হাদীসটি কাতাদাহর তাদলীসের কারণে দ্ব'ঈফ, যা বিস্তারিতভাবে হাদীস নং-১২ এর অধীনে আলোচিত হয়েছে। ইমাম বুখারী ছাড়াও নিম্নোক্ত মুহাদ্দিসগণও কাতাদাহকে মুদাল্লিস হিসেবে ঘোষণা করেছেন।
(১) আন নাসাঈ, (২) আল-হাকিম, (৩) আদ-দারাকুতনি ও অন্যান্য। দেখুন: আমার বই: আল-তা'সীস ফি মাসআ'লা আর-তাদলীস: পৃষ্ঠা ১৬, ১৮।
ইমাম শু'বাহ বিন আল-হাজ্জাজ বলেন: "আমি আপনার জন্য যথেষ্ট, তিনজনের তাদলীসের জন্য: আল-আ'মাশ, আবূ ইসহাক এবং কাতাদাহ" [মুহাম্মাদ বিন তাহির আল-মাকদাসি, মাসআ'লা আল-তাসমিয়াহ: পৃষ্ঠা ৪৭, সনদ: সহীহ]।

١٠٦) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى , عَنْ الْعَوَّامِ بْنِ حَمْزَةَ الْمَازِنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ " الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ، فَقَالَ : بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ "

১০৬. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+মুসাদ্দাদ বিন মুসারহাদ+ইয়াহইয়া বিন সাঈদ+আওয়াম বিন হামযাহ আল-মাযেনি+আবূ নাদরাহ মুনযির বিন মালিক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আমি আবূ সাঈদ খুদরীর (রাঃ) কাছে ইমামের পিছনে তিলাওয়াতের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন: "সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করবে।"[২৬৩]

١٠٧) قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَهَذَا أَوْصَلُ وَتَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ﷺ، كَانَ يَقُولُ : " لا يَرْكَعَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَقْرَأَ بِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ" ، قَالَ : وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ ذَلِكَ

১০৭. ইমাম বুখারী বলেন: এ হাদীসটি বিশুদ্ধ, ইয়াহইয়া বিন বুকায়ের এর মুতাবিয়াহ (সমর্থন) করেছেন, তিনি বলেন: আল-লাইস বিন সা'দ আমাদেরকে বর্ণনা করেন, তিনি জাফর বিন রাবিয়াহ থেকে, তিনি আবদুর রহমান বিন হুরমুয থেকে বর্ণনা করেন, আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলতেন:

"সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত ব্যতীত কারো রুকূ'তে যাওয়া উচিত নয়"। (আবদুর রহমান বিন হুরমুয) বলেন: "এবং আয়িশাহও (রাঃ) একই কথা বলতেন।"[২৬৪]

---

২৬৩. তাখরীজ: ((হাসান))

এ হাদীসটি এর আগে আলোচিত হয়েছে। দেখুন: হাদীস নং-৫৭।

২৬৪. তাখরীজ: ((সহীহ))

এ হাদীসের সনদ সহীহ। ইয়াহইয়া বিন আবদুল্লাহ বিন বুকায়ের ইমাম বুখারীর শিক্ষক। যদিও ইমাম বুখারী তার কাছ থেকে তার শোনার ব্যাপারে যাচাই

١٠٨) قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جَرِيجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ : " إِذَا كَانَ الإِمَامُ يَجْهَرُ فَلْيُبَادِرْ بِقِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ أَوْ لِيَقْرَأْ بَعْدَمَا يَسْكُتُ فَإِذَا قَرَأَ فَلْيُنْصِتْ كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ"

১০৮. আবদুর রাজ্জাক বিন হাম্মাম বর্ণনা করেছেন আবদুল মালিক বিন আবদুল আজিজ বিন জুরাইয থেকে, তিনি আতা বিন আবূ রিবাহ থেকে, তিনি বলেন:

ইমাম যখন জোরে তিলাওয়াত করবে, তখন সূরাহ ফাতিহা দ্রুত তিলাওয়াত করা উচিত অথবা ইমাম যখন বিরতি দেন, তখন এটা তিলাওয়াত করা উচিত, আর যখন ইমাম জোরে তিলাওয়াত করবেন, তখন আমাদের চুপ থাকা উচিত, যেমনটি আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্ল বলেছেন। [২৬৫]

পর্যালোচনা:

ইমাম বায়হাক্বী হাদীসটি ইমাম বুখারী থেকে বর্ণনা করেছেন।[২৬৬]। যদিও ইবনু জুরাইয একজন মুদাল্লিস, কিন্তু আতা থেকে তার বর্ণনা সহীহ, যদি তা "ক্বলা আতা" অথবা "আন" যোগেও হয়। ইবনু জুরাইয নিজেই বলেন: "যখন আমি বলি যে, আতা বলেছেন [ক্বলা আতা] , তার মানে হলো, আমি এটা তার কাছ থেকে শুনেছি, যদিও আমি বলতে পারি না "সামি'তু [আমি শুনেছি]।[২৬৭]

করেননি, কিন্তু তিনি মুদাল্লিস নন এবং যে বর্ণনাকারী মুদাল্লিস নন এবং শিক্ষকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ প্রমাণিত হয়, তাহলে তার "ক্বলা" [তিনি বলেন] এবং "আন" [থেকে] উভয়টাই মুত্তাসিল [সংযুক্ত]। যদি না "আল-মাজীদ ফি মুত্তাসিল আল-আসনীদ" এর ইস্যুটি সেখানে না থাকে। দেখুন: এ বইয়ের হাদীস নং-৩৮

২৬৫. তাখরীজ: ((দ্ব'ঈফ))

এ হাদীসটি মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক-এ (১৩৩/২ হাদীস ২৭৮৮) কিছু আলাদাভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং ইমাম বায়হাক্বী তার (কিতাব আল-ক্বিরাআত পৃষ্ঠা ১২৭ হাদীস ৩০৪) হাদীসটি আবদুর রাজ্জাকের সনদে বর্ণনা করেছেন। [আবদুর রাজ্জাকের তাদলীসের কারণে এ হাদীসটি দ্ব'ঈফ।]

২৬৬. কিতাব আল-ক্বিরাআত পৃষ্ঠা ১২৭ হাদীস ৩০৩]

২৬৭. ইবনু আবূ কাইসামাহ, আল-তারিখ আল-কাবীর: পৃষ্ঠা ১৫২, ১৫৭, সনদ: সহীহ]

١٠٩) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عَمٍّ لَهُ بَدْرِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ , قَالَ " : إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فَتَوَضَّأْ فَأَحْسِنِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اثْبُتْ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ ؛ فَإِنَّكَ إِنْ أَتْمَمْتَ صَلاتَكَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَتْمَمْتَ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ هَذَا فَإِنَّمَا يَنْقُصُ مِنْ صَلاتِهِ

১০৯. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+আবূ নুয়াইম+দাউদ বিন কায়েস আল-ফাররা+আলী বিন ইয়াহইয়া বিন খাল্লাদ+ইয়াহইয়া বিন খাল্লাদ+তার বদরি চাচা রিফা'আহ বিন রাফি' আল-আনসারি থেকে বর্ণিত:

তিনি রাসূলের (ﷺ) সঙ্গে থাকা অবস্থায় একদা আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন: "যখন তুমি সালাত আদায়ের মনস্থির করবে, তখন প্রথমে ভালোভাবে অযু করবে, অতঃপর কিবলামুখি হয়ে তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলবে এবং তারপর তিলাওয়াত করবে, তারপর ধীরস্থিরভাবে রুকূ' করবে, তারপর রুকূ' থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াবে এবং তারপর শান্ত হয়ে সিজদা করবে, তারপর মাথা তুলবে এবং সোজা হয়ে আরাম করে বসবে, এভাবে তুমি তোমার সালাত শেষ করবে, তখন এটা পূর্ণ হবে এবং যে এর কোনো একটি বাদ দেবে তার সালাত অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে। [২৬৮]

পর্যালোচনা:

এ হাদীসে সালাতের স্তম্ভগুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যে এর কোনো

---

২৬৮. তাখরীজ: ((সহীহ))

ইমাম নাসাঈ এ হাদীসটি দাউদ বিন কায়েস আল-ফাররা থেকে বর্ণনা করেন। এ হাদীসট সুনান আবূ দাউদে (৮৬০), সুনান তিরমিযীতে (৩০২, এখানে এটিকে হাসান বলা হয়েছে), কিছুটা আলাদা সনদে বর্ণনা করা হয়েছে। [দেখুন: হাদীস নং-১০২]

একটি [স্তম্ভ] বাদ দেবে তার সালাত নাকিস হবে। আর এখানে নাকিস মানে হলো-"অসম্পূর্ণ, অকেজো, বলহীন"।

١١٠) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ , قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَلادِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَالِكٍ الأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عَمٍّ لَهُ بَدْرِيّ , قَالَ دَاوُدُ : وَبَلَغَنَا أَنَّهُ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ ﷺقَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، بِهَذَا، وَقَالَ : " كَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ، ثُمَّ ارْكَعْ "

১১০. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+মুহাম্মাদ বিন মুকাতিল আল-মারওয়াযী+আবদুল্লাহ বিন মুবারাক+দাউদ বিন কায়েস+আলী বিন ইয়াহইয়া খাল্লাদ বিন রাফি বিন মালিক আল-আনসারি+তার পিতা তার বদরি চাচা থেকে বর্ণিত, দাউদ বিন কায়েস তিনি বলেন: আমরা জানতে পারলাম যে তিনি ছিলেন রিফা'আহ বিন রাফি' (রাদিয়াল্লাহু আনহু), তিনি বলেন:

আমি আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সঙ্গে ছিলাম, তখন তিনি এ হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং বলেন: "প্রথমে তাকবীর বলবে, তারপর তেলাওয়াত করবে, তারপর রুকূ' করবে।"[২৬৯]

١١١) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمِّهِ، رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ , قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِهَذَا، وَقَالَ : " كَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ "

১১১. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+হাজ্জাজ বিন মিনহাল+হাম্মাম বিন ইয়াহইয়া+ইসহাক বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ তালহা+আলী বিন ইয়াহইয়া বিন খাল্লাদ+তার পিতা ইয়াহইয়া বিন

---

২৬৯. তাখরীজ: ((সহীহ))
ইমাম নাসাঈ হাদীসটি আবদুল্লাহ বিন আল-মুবারাক এর সনদে বর্ণনা করেছেন। দেখুন: হাদীস নং-১০৮।

খাল্লাদ+তার চাচা রিফা'আহ বিন রাফি'' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সঙ্গে বসা ছিলাম, তখন তিনি এ হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং বলেন: "প্রথমে তাকবীর বলবে, তারপর তেলাওয়াত করবে, তারপর রুকূ' করবে।"[২৭০]

١١٢) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمِّهِ ، وَكَانَ بَدْرِيًّا، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِهَذَا، وَقَالَ : " كَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ، ثُمَّ ارْكَعْ "

১১২. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+মুসাদ্দাদ বিন মুসারহাদ+ইয়াহইয়া বিন সাঈদ+মুহাম্মাদ বিন আজলান+আলী বিন ইয়াহইয়া বিন খাল্লাদ+তার পিতা ইয়াহইয়া বিন খাল্লাদ+তার বদরি চাচা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সঙ্গে ছিলাম, তখন তিনি এ হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং বলেন: "প্রথমে তাকবীর বলবে, তারপর তেলাওয়াত, তারপর রুকূ' করবে।"[২৭১]

١١٣) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الزُّرَقِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ ، وَكَانَ بَدْرِيًّا أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِهَذَا، وَقَالَ : " كَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ، ثُمَّ ارْكَعْ" .

১১৩. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+কুতাইবাহ+বকর বিন মুদার+মুহাম্মাদ বিন আজলান+ আলী বিন ইয়াহইয়া বিন খাল্লাদ আয্-যুরাকি+তার বদরি চাচা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: তিনি একবার

---

২৭০. তাখরীজ: ((সহীহ))

আবু দাউদ (৮৫৮) এবং ইবনু মাযাহ (৪৬০) হাদীসটি হাজ্জাজ বিন মিনহালের সনদে বর্ণনা করেছেন; এবং হাকিম ও যাহাবী [আল-মুসতাদরাক: ২৪১, ২৪২/১] উভয়েই একে বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলীর ভিত্তিতে সহীহ ঘোষণা করেছেন।

২৭১. তাখরীজ: ((সহীহ))

আহমাদ বিন হাম্বল [৩৪০/৪] এ হাদীসটি ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান থেকে বর্ণনা করেছেন। দেখুন: এ বইয়ের হাদীস নং-১০১।

আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) সঙ্গে ছিলেন, তখন তিনি (রাসূল) এ হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং বলেন: "প্রথমে তাকবীর বলবে, তারপর তেলাওয়াত, তারপর রুকূ' করবে।"[২৭২]

পর্যালোচনা:

মূল (নুসখা) জুযউল ক্বিরাআতে, "হাদ্দাসানা [আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন] বুকায়ের, আন [থেকে] ইবনু 'আজলান লেখা হয়েছে, কিন্তু সঠিকটি হবে "হাদ্দাসানা কুতাইবাহ, ক্বলা [বলেন]: হাদ্দাসানা বকর, আন [থেকে] ইবনু 'আজলান। দেখুন: মুসনাদ আল-জামি': ৪২৯/৫। এটি মুসনাদে আল-জামি' থেকে সংশোধন করা হয়েছে। বকর বিন মুদার একজন নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনকারী। [তাকরীব ৭৫১]।

١١٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنْ رَسُولِ اللهِ" : ﷺإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ، ثُمَّ ارْكَعْ"

১১৪. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+মুসাদ্দাদ বিন মুসারহাদ+ ইয়াহইয়া বিন সাঈদ+উবায়দুল্লাহ বিন উমারুল উমরি+সাঈদ বিন কায়সান আল-মাকবুরি+তার পিতা কায়সান আবূ সাঈদ আল-মাকবুরি+আবূ হুরায়রাহ্ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন:

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন: "সালাতের ইকামাত হয়ে গেলে প্রথমে তাকবীর বলবে, তারপর তেলাওয়াত করবে, তারপর রুকূ' করবে।"[২৭৩]

---

২৭২. তাখরীজ: ((সহীহ))
নাসাঈ [১৯৩/২ হাদীস ১০৫৪] হাদীসটি কুতাইবা বিন সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন।

২৭৩. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ হাদীসের সনদ সহীহ, কিন্তু এ মতনে এখানে এটাই একমাত্র হাদীস। এটি সহীহ বুখারীতেও [২০০, ২০১/১ হাদীস ৭৯৩] একই সনদে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে "যখন সালাতের ইকামাত" কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে। সহীহ মুসলিমে এ হাদীসটি ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান থেকে বর্ণনা করা

পর্যালোচনা:

উপরোক্ত জুযউল ক্বিরাআতের হাদীসের জন্য এ হাদীসটি একটি উৎকৃষ্ট শাহীদ (সমর্থনকারী প্রমাণ)। উপরোক্ত হাদীস থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, এমনকি মুকতাদিকেও তিলাওয়াত করতে হবে, আর বাগাবি বর্ণিত হাদীসটি নীরব তিলাওয়াতের সালাত আদায়কারীদের জন্য প্রযোজ্য; মানে হলো, নীরব তিলাওয়াতের সালাতে সূরাহ ফাতিহার পাশাপাশি [কুরআন থেকে যা সহজ মনে হবে তা] তিলাওয়াত করা বৈধ।

١١٥) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ " : كَبِّرْ، وَاقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ"

১১৫. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+ইসহাক বিন মানসূর+আবূ উসামাহ+উবায়দুল্লাহ বিন 'উমার+সাঈদ বিন আবূ সাঈদ আল-মাকবুরি+আবূ হুরায়রাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "প্রথমে তাকবীর বলবে, তারপর সূরাহ ফাতিহা এবং কুরআনের যে অংশ তোমার কাছে সহজ মনে হয় সেখান থেকে তিলাওয়াত করবে, তারপর রুকূ' করবে।"[২৭৪]

হয়েছে, যা সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হাদীসের মতো একই।

আল-বাগাবির শরহুস সুন্নাহর [১০/৩, হাদীস ৫৫৪] বর্ণনায় বলা হয়েছে, রিফাআহ বিন রাফি' আল-যুরাকি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "সালাতের ইকামাত হয়ে গেলে, "প্রথমে তাকবীর বলবে, তারপর সূরাহ ফাতিহা এবং কুরআনের যে অংশ তোমার কাছে সহজ মনে হয় সেখান থেকে তিলাওয়াত করবে, তারপর রুকু করবে।"

হাফিয আল-বাগাবি বলেন: "এই হাদীসটি হাসান"।

২৭৪. তাখরীজ: ((সহীহ))

এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে [১৬৯/৮ হাদীস ৬৬৬৭] ইসহাক বিন মানসুরের সনদে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তিরমিযীও এ হাদীসটি সংক্ষেপে ইসহাক বিন মানসুর [২৬৯২] থেকে বর্ণনা করেছেন, এবং তিনি বলেন: "এ হাদীসটি হাসান"। ইমাম মুসলিম [১১/২ হাদীস ৩৯৭/৪৬] হাদীসটি আবূ উসামাহর

١١٦) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ , قَالَ " : كَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ"

১১৬. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+ইসহাক বিন মানসূর+আবদুল্লাহ বিন নুমায়ের+উবায়দুল্লাহ বিন 'উমার+সাঈদ বিন আবূ সাঈদ আল-মাকবুরি+আবূ হুরায়রাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "প্রথমে তাকবীর বলবে, তারপর সূরাহ্ ফাতিহা এবং কুরআনের যে অংশ তোমার কাছে সহজ মনে হয় সেখান থেকে তিলাওয়াত করবে, তারপর রুকূ' করবে।"[২৭৫]

١١٧) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَايَةَ الْحَنَفِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ لِي أَبِي " :صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ وَكَانُوا يَقْرَءُونَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ "

সনদে বর্ণনা করেন।

২৭৫. তাখরীজ: ((সহীহ))

এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে [৬৯/৮, হাদীস ২৬৫১] ইসহাক বিন মানসুরের সনদে বর্ণনা করা হয়েছে। এ হাদীসে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) দ্বিতীয় সিজদার পর নির্দেশ দিয়েছেন যে:

"তারপর (সিজদার পর) তোমার মাথা তুলবে এবং শান্ত হয়ে সহজ না হওয়া পর্যন্ত বসবে।"

হাদীসটি বিশুদ্ধ। এর সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। যদি কিছু বর্ণনাকারী সিজদার পর বসার নির্দেশটি বর্ণনা করে না থাকেন, তাহলে সেটা বর্ণনার ভুল প্রমাণ করবে না। ইমাম ইসহাক বিন রাহওয়াহ ইসহাক বিন মানসুরকে মুতাবিয়াহ (সমর্থন) করেছেন। দেখুন: আল বায়হাক্বীর আল সুনান আল কুবরা [১২৬/২, এবং মুসনাদ ইসহাক বিন রাহওয়াহ]। এ হাদীসে দ্বিতীয় সিজদা নয়, তাশাহহুদের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এমন কথা বলা হলে সেক্ষেত্রে বলতে হবে, এখানে অর্থের পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে এবং এটা অবৈধ।

১১৭. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+মুহাম্মাদ বিন সালাম+ইয়াযিদ বিন হারুন+সাঈদ বিন ইয়াস+কায়েস বিন আল-হানাফি+ইবনু আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্‌ফাল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমার পিতা [আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্‌ফাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু)] বলেন:

"আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আবূ বকর, 'উমার ও উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এর পিছনে সালাত আদায় করেছি, তারা সকলেই সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করতেন।"[২৭৬]

١١٨) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ كَانُوا "يَفْتَتِحُونَ الصَّلاةَ: بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"

১১৮. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+হাফস বিন 'উমার+শু'বাহ বিন আল-হাজ্জাজ+কাতাদাহ বিন দি'আমাহ+আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আবূ বকর, 'উমার ও উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এর পিছনে সালাত আদায় করেছি, তারা সকলেই সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করতেন।"[২৭৭]

পর্যালোচনা:

জুযউল ক্বিরাআতের মূল নুসখায় "হাদ্দাসানা [আমাদের কাছে বর্ণিত] হাফস বিন গিয়াস" উল্লেখ করা হয়েছে, যা ভুল। এটি আল-জামি আল-

---

২৭৬. তাখরীজ: ((সহীহ))

এ হাদীসটি সুনান আত-তিরমিযতে [২৪৪] রয়েছে এবং সুনান ইবনু মাযাহ-এ [৮১৫] সাঈদ বিন আয়াস আল জুরাইর এর সনদে বর্ণনা করা হয়েছে। জুরাইর হাদীসটি তার ইখতিলাতের (স্বাস্থ্য অবনতি) আগে বর্ণনা করেছেন, এবং উসমান বিন গিয়াস তার মুতাবিয়া করেছেন। দেখুন: সুনান আন-নাসাঈ (১৩৫/২ হাদীস ৯০৯)। ইবনু আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্‌ফারের নাম ইয়াযিদ, এ বিষয়ে মুসনাদে আহমাদে [৮৫/৪ হাদীস ১৬৯০৯] জোর প্রদান করা হয়েছে, এবং তিরমিযি বলেন: "এ হাদীসটি হাসান"।

২৭৭. তাখরীজ: ((সহীহ))

ইমাম মুসলিমও হাদীসটি শু'বাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। দেখুন আসন্ন হাদীস: হাদীস নং-১১৮।

মুসনাদ [৩৮৮/১ হাদীস ৩৯৫] থেকে সংশোধন করা হয়েছে।

١١٩) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : " صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ وَكَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاَةَ : بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"

১১৯. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+আমর বিন মারজুক+শু'বাহ বিন হাজ্জাজ+কাতাদাহ বিন দি'আমাহ+আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বকর সিদ্দিক, 'উমার আল ফারুক ও উসমান বিন আফফান, যুন নুরায়ুন (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এর পিছনে সালাত আদায় করেছি, তারা সূরাহ ফাতিহা দিয়ে সালাত শুরু করতেন।[২৭৮]

পর্যালোচনা:

এ হাদীসের দুটি সম্ভাব্য অর্থ রয়েছে।

১. আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বকর, 'উমার ও উসমান [রাদিয়াল্লাহু আনহুম] খিলাফতের যুগে সূরাহ ফাতিহা দিয়ে সালাত শুরু করতেন; অতএব, এর মানে হলো, সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াতের বিষয়টি সম্মতিপ্রাপ্ত।

২. আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইমাম হিসেবে সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করতেন; এবং আবূ বকর, 'উমার ও উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মুকতাদি হিসেবে সূরাহ ফাতিহা তেলাওয়াত করতেন। এটি থেকে ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াতের বিষয়ে সমর্থন পাওয়া যায়।

١٢٠) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ قَتَادَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ مَالِكٍ ، قَالَ " : صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ وَكَانُوا يَفْتَتِحُونَ : بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

---

২৭৮. তাখরীজ: ((সহীহ))
ইমাম মুসলিম এটি শু'বাহ [১২/২ হাদীস ৩৯৯/৫০] থেকে বর্ণনা করেছেন। দেখুন: হাদীস ১১৭।

১২০. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আল-বুখারি আল-বাইকান্দি+আবদুর রহমান বিন আমর আল-আওযায়ী+কাতাদাহ বিন দি'আমাহ আওযায়ীকে এক পত্রে লেখেন, আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আমাদেরকে বর্ণনা করেন, তিনি (আনাস) বলেন:

আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বকর সিদ্দিক, 'উমার ও উসমান [রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম] এর পিছনে সালাত আদায় করেছি, তারা সূরাহ ফাতিহা দিয়ে সালাত শুরু করতেন।[২৭৯]

١٢١) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، مِثْلَهُ , وَعَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ , أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَنَسًا ، مِثْلَهُ

১২১. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+মুহাম্মাদ বিন মিহরান+আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম+আবদুর রহমান বিন আমর আল-আওযায়ী+ইসহাক বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ তালহা+ তিনি অনুরূপ হাদীস আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর কাছ থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন।[২৮০]

١٢٢) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَنَسًا ، حَدَّثَهُمْ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاةَ : بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ "

১২২. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+আবূ আ'সিম (আল-দাহাক বিন মাখলাদ আল-নাবীল+সাঈদ বিন আবূ 'উরুবাহ+কাতাদাহ বিন দি'আমাহ+আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বকর, 'উমার ও উসমান [রাদ্বিয়াল্লাহু

---

২৭৯. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ হাদীসটি সহীহ মুসলিম এ (১২/২ হাদীস ৩৯৯/৫২) আওযায়ী'র সনদে বর্ণনা করা হয়েছে। আরো দেখুন: হাদীস-১১৭, ১১৮।

২৮০. তাখরীজ: ((সহীহ))
ইমাম মুসলিম (১২/২ হাদীস নং-৩৯৯/৫২) এ হাদীসটি মুহাম্মাদ বিন মিহরান থেকে উভয় সনদেই বর্ণনা করেছেন। আরো দেখুন: হাদীস ১১৭, ১১৯।

আনহুম] সূরাহ ফাতিহা দিয়ে সালাত শুরু করতেন। [২৮১]

١٢٣) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَثَابِتٍ , عَنْ أَنَسٍ ، أَنّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ , وَعُمَرَ كَانُوا " يَسْتَفْتِحُونَ الْقُرْآنَ : بِالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ "

১২৩. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+মুসা বিন ইসমাঈল আল-তাবুজকী+হাম্মাদ বিন সালামাহ+কাতাদাহ বিন দি'আমাহ+সাবিত বিন আসলাম আল-বানানি+আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত:

আল্লাহর রাসূল (ﷺ), আবূ বকর, 'উমার ও উসমান [রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম] সূরাহ ফাতিহা দিয়ে সালাত শুরু করতেন। [২৮২]

١٢٤) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، وَعَنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ مِثْلَهُ.

১২৪. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+হাজ্জাজ বিন মিনহাল+হাম্মাদ বিন সালামাহ+আল-হাজ্জাজ+হাম্মাম বিন ইয়াহইয়া+কাতাদাহ বিন দি'আমাহ+আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি আগের হাদীসটির মতো অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। [২৮৩]

١٢٥) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ : " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ : بِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"

---

২৮১. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ হাদীসটি মুসনাদ আহমদে (১০১, ২০৫, ২৫৫/৩) সাঈদ বিন আবূ আরুবাহ'র সনদে বর্ণিত হয়েছে।

২৮২. তাখরীজ: ((সহীহ))
ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল [১৬৮, ২০৩, ২৮৬/৩] এ হাদীসটি হাম্মাদ বিন সালামাহ'র সনদে বর্ণনা করেছেন। আরো দেখুন: হাদীস-১১৭, ১২১।

২৮৩. তাখরীজ: ((সহীহ))
মূল নুসখায় "হাদ্দাসানা [আমাদের কাছে বর্ণিত] কথাটি বাদ দেয়া হয়েছে, আমাদের শাইখ আ'তাউল্লাহ হানীফ (রহিমাহুল্লাহ) এর নুসখা এবং আল-মুসনাদ আল-জামি থেকে যার সংশোধন করা হয়েছে [২৮৯/১]।

১২৫. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+কুতাইবাহ বিন সাঈদ+আবূ আওয়ানাহ (আল ওয়ালীদ বিন আবদুল্লাহ বিন ইয়াশক্রি+কাতাদাহ বিন দি'আমাহ+আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বকর, 'উমার ও উসমান [রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম] সূরাহ ফাতিহা দিয়ে সালাত শুরু করতেন।[২৮৪]

١٢٦. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ " كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ : بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

১২৬. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+মুসলিম বিন ইবরাহীম+হিশাম বিন আবূ আবদুল্লাহ আল-দাসতাবি+কাতাদাহ বিন দি'আমাহ+আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, যে:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বকর, 'উমার ও উসমান [রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম] সূরাহ ফাতিহা দিয়ে সালাত শুরু করতেন।[২৮৫]

পর্যালোচনা:

আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইমামের পিছনে তিলাওয়াতের পক্ষে ছিলেন।[২৮৬]

١٢٧. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ كَانُوْا يَفْتَتِحُوْنَ بِالْحَمْدِ.

---

২৮৪. তাখরীজ: ((সহীহ))
তিরমিযী [২৪৬] এবং নাসাঈ [১৩৩/২ হাদীস ৯০৩] হাদীসটি কুতাইবাহ বিন সাঈদ থেকে বর্ননা করেন, এবং তিরমিযী বলেন: এ হাদীসটি "হাসান সহীহ"। আরো দেখুন: ১১৭, ১২৩।

২৮৫. তাখরীজ: ((সহীহ))
আবু দাউদ [৭৮২] ও দারিমী [১২৪৩] হাদীসটি মুসলিম বিন ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন। আরো দেখুন: হাদীস-১১৮, ১২৪।

২৮৬. দেখুন: আল-বায়হাক্বীর কিতাব আল ক্বিরাআত: পৃষ্ঠা ১০১, হাদীস নং-২৩১, এবং সুনান আল-কুবরা: ১৭০/২; সনদ: হাসান, আল-কাওয়াকিব আল-দুররিয়াহ: পৃষ্ঠা ৭৩।

১২৭. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+আলী বিন আবদুল্লাহ আল-মাদানী+সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ+হুমায়েদ আত-তাবীল+আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আবূ বকর, 'উমার ও উসমান [রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম] এর সঙ্গে সালাত আদায় করেছি, তারা 'আলহামদুলিল্লাহ' দ্বারা সালাত শুরু করতেন। [২৮৭]

١٢٨. حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ، صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ﷺمَا مِثْلَهُ

১২৮. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+আলী বিন আবদুল্লাহ আল মাদানী+সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ+আয়ুব বিন তামিমাহ আস-সাখতিয়ানি+কাতাদাহ বিন দি'আমাহ+আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত:

আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আবূ বকর, 'উমার ও উসমান [রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম] এর সঙ্গে সালাত আদায় করেছি, এবং এভাবে তিনি অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেন। [২৮৮]

পর্যালোচনা:

আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে একটি বর্ণনা এসেছে যে: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "ইমাম যখন তিলাওয়াত করবেন, তখন তোমরা নীরব থাকবে"[২৮৯] এ হাদীসটি কয়েকটি কারণে দুর্বল।

১. হাসান বিন আলী বিন শাবীব আল-মুয়াম্মারি একজন বিতর্কিত বর্ণনাকারী। ফাদলাক আর-রাযী এবং জা'ফর বিন আল-জুনাইদ তাকে মিথ্যাবাদী [কায্যাব] হিসেবে ঘোষণা করেছেন। 'আবদান বলেছেন যে, ঈর্ষান্বিত হয়ে এই সমালোচনা করা হয়েছে [তবে ঈর্ষার কারণ জানা যায়নি]। মুসা বিন হারুন তার সমালোচনা করেছেন। দারাকুতনি বলেছেন, তিনি সত্যবাদী। তবে এটা আবদুল্লাহ বিন আহমাদ থেকে প্রমাণিত নয়,

---

২৮৭. তাখরীজ: ((সহীহ)) দেখুন: হাদীস-১১৭,১২৫।

২৮৮. তাখরীজ: ((সহীহ))
ইবনু মাজাহ [৮১৩], নাসাঈ [১৩৩/২ হাদীস ৯০৪] এবং হুমায়দি [১২০৯, শেখ যুবায়েরের তাহকীক] হাদীসটি সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ এর সনদে বর্ণনা করেছেন। দেখুন: হাদীস ১১৭, ১২৬।

২৮৯. আল-বায়হাক্বীর কিতাব আল-ক্বিরাআত: পৃষ্ঠা ১৩৫ হাদীস ৩১৩]।

তিনি বলেন: "লা ইয়াতা'আম্মাদুল কায্যাব"। ঐ বক্তব্যের বর্ণনাকারী উকবাহ আল-রাফিদি নির্ভরযোগ্য নন। যা পিছনে [হাদীস নং-৩৮] আলোচনা করা হয়েছে। আল-মুয়াম্মারি তার উপরোক্ত বর্ণনা থেকে সরে এসেছেন। দেখুন: লিসান আল-মীযান [২২৪/২]। আল-মুয়াম্মারি নিজেকে তার বক্তব্য থেকে প্রত্যহার করে নেয়ার পর, এ বর্ণনা মারদুদ হওয়ার ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ রইল না।

২. যুহরী একজন মুদাল্লিস এবং তিনি "আন" যোগে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৩. "যখন তিনি (ইমাম) তিলাওয়াত করবেন, তোমরা তখন নীরব থাকবে" এ হাদীসটি মানসুখ [বাতিল]। দেখুন: হাদীস নং-২৬৩।

١٢٩) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ حُسَيْنٍ هُوَ الْخُمَيسِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ، قَالَ : " صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ، فَكَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاَةَ : ب الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَيَقْرَؤُونَ : مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ " , قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَقَوْلُهُمْ يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ أَبْيَنُ

১২৯. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+আল-হাসান বিন আর-রাবী+আবূ ইসহাক হাজিম বিন হুসাইন আল বসরি+মালিক বিন দীনার+আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বকর, 'উমার ও উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এর সঙ্গে সালাত আদায় করেছি, তারা (সবাই) "আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন" (সূরাহ ফাতিহা) তিলাওয়াত করে সালাত শুরু করতেন এবং তারপর "মালিকি ইয়ামুদ্দীন" তিলাওয়াত করতেন। বুখারী বলেন: "তারা সূরাহ ফাতিহা দিয়ে তিলাওয়াত শুরু করতেন" তাদের এ বক্তব্য একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ।[২৯০]

---

২৯০. তাখরীজ: ((সহীহ))
দেখুন: হাদীস-১১৭-১২৭।

١٣٠) قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَيُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ

১৩০. ইমাম বুখারী বলেন: অনুরূপ একটি হাদীস আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, যা তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন।[২৯১]

١٣١) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَايَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي , فَقَالَ " : صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ ﷺ، فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ : ب الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"

১৩১. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+আফ্ফান বিন মুসলিম+উহায়েব বিন খালিদ+সাঈদ বিন ইয়াস আল-জুরায়রি+কায়েস বিন আবায়াহ+ইবনু আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আমার পিতা আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে শুনেছি, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বকর, 'উমার ও উসমান [রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম] এর সঙ্গে সালাত আদায় করেছি, তারা সবাই সূরাহ ফাতিহা দিয়ে সালাত শুরু করতেন।[২৯২]

পর্যালোচনা:

অনেকে "তোমরা এটি (তেলাওয়াত) মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং নীরব থাকবে" এবং এটা সালাতে" এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বক্তব্য মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ [৪৭৮/২ হাদীস ৮৩৭৮] থেকে বর্ননা করেছেন।

এ বর্ণনায় ওয়াকী বিন আল-জারাহ'র শিক্ষক আবুল মিকদাম (হিশাম বিন যিয়াদ) মাতরূক (বাতিল) [তাকরীব আত-তাহযীব: ৭২৯২]। মানে

---

২৯১. তাখরীজ: ((সহীহ))

এ হাদীসটি সুনান ইবনু মাজাহ-এ (৮১৪)একটি দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে। তবে পূর্বোক্ত শাওয়াহীদের কারণে এটি সহীহ। দেখুন : হাদীস ১১৭, ১১৮।

২৯২. তাখরীজ: ((সহীহ))

এ হাদীসটি এর আগে আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন: হাদীস-১১৬।

হলো, এ বক্তব্যটি বাতিল এবং অপ্রমাণিত। আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এ কথা বলেননি।

মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকের বর্ণনায় তিনি বলেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বকর, 'উমার ও উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করতে নিষেধ করতেন, তার এ বর্ণনা খুবই দুর্বল। এর বর্ণনাকারী আবদুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলামও দুর্বল। তিনি তার পিতা থেকে অনেক জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। দেখুন: হাদীস-২৫। দ্বিতীয় বর্ণনাকারী মুসা বিন উকবাহ, তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বকর, 'উমার ও উস্মান [রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম] এর ওফাতের পর জন্মলাভ করেন।

١٣٢) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ,وَمَعْقِلُ بْنُ مَالِكٍ , قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَـنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ ﷺ، قَـالَ " : لا يُجْزِئُـكَ إِلا أَنْ تُدْرِكَ الإِمَامَ قَائِمًا"

১৩২. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+মুসাদ্দাদ বিন মুসারহাদ+মুসা বিন ইসমাঈল+মা'কাল বিন মালিক+আবূ আওয়ানাহ আল-ওয়ালিদ বিন আবদুল্লাহ আল-ইয়াসকারি+মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন ইয়াসার+আবদুর রহমান বিন হুরমুয আল-আ'রাজ+আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

ইমামের সঙ্গে কিয়াম (দাঁড়ানো) অবস্থায় সালাত ধরতে না পারলে তোমার রাকাত বৈধ হবে না।[২৯৩]

١٣٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : قَالَ : أَخْبَرَنِي الأَعْرَجُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ يَقُولُ " :لا يُجْزِئُكَ إِلا أَنْ تُدْرِكَ الإِمَامَ قَائِمًا قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ"

---

২৯৩. তাখরীজ: ((সহীহ))
মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন ইয়াসার সামনের হাদীসে তার শোনার ব্যাপারে দৃঢ়তা প্রদান করেছেন। দেখুন: হাদীস-১৩২। মুহাম্মাদ বিন ইসহাকের অবস্থান (হাদীসে) জানতে, দেখুন: হাদীস-৯। আর রুকুতে গিয়ে সালাত ধরার বিষয়ে দেখুন: হাদীস-২৩৯।

১৩৩. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+উবায়েদ বিন ইয়ায়ীশ+ইউনুস বিন বুকায়ের+মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন ইয়াসার+আবদুর রহমান বিন হুরমুয আল-আ'রাজ+আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রুকূ'র আগে ইমামের সঙ্গে কিয়াম (দাঁড়ানো) অবস্থায় সালাত ধরতে না পারলে তোমার রাকাত বৈধ হবে না। [২৯৪]

পর্যালোচনা:

মূল নুসখায় ইসহাকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সম্মানিত শায়খ আতাউল্লাহ হানীফ (রাহিমাহুল্লাহ) এর নুসখার মাধ্যমে যার সংশোধন করা হয়েছে। কিছু ব্যক্তি বলে থাকেন যে: "ইসহাক দ্ব'ঈফ", পক্ষান্তরে এই সমালোচনার কোনো প্রমাণ এবং সূত্র নেই, অতএব এটি ভিত্তিহীন।

١٣٤) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو سَعِيدٍ ﷺ : " لا يَرْكَعْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ".

১৩৪. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+আবদুল্লাহ বিন সালিহ+আল-লাইস বিন সা'দ+জা'ফর বিন রাবিয়াহ+আবদুর রহমান বিন হুরমুয+আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত ব্যতীত কারো রুকূ'তে যাওয়া উচিত নয়। [২৯৫]

---

২৯৪. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ হাদীসের সনদ হাসান।

২৯৫. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ হাদীসের সনদ সহীহ। ইমাম বুখরী ও হাযাকের মতো দক্ষ মুহাদ্দিস যখন আবদুল্লাহ বিন সালিহ কাতিব আল-লাইস থেকে বর্ণনা করেন, তখন তার বর্ণিত হাদীস সহীহ। দেখুন: হাদি-উস-সারি মুকাদ্দিমাহ ফাতহুল বারি: পৃষ্ঠা ৪১৪, আবদুল্লাহ বিন সালিহের জীবনী অংশে]।

فمقتضي ذلك أن ما يجيئ من روايـة، عـن أهـل الحـذق كيحـيى بـن معـين والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم فهو من صحيح حديثه وما يجيـئ مـن روايـة الشيوخ عنه فيتوقف فيه.

অতএব, উপরোক্ত হাদীসে কাতিল আল-লাইসকে কেন্দ্র করে যে কোনো ধরনের সমালোচনা বাতিল। এ হাদীসের আরেকটি সনদ পিছনে উল্লেখ করা

١٣٥) قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ ذَلِكَ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ : إِنَّمَا أَجَازَ إِدْرَاكَ الرُّكُوعِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِينَ لَمْ يَرَوُا الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ مِنْهُمُ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَابْنُ عُمَرَ، فَأَمَّا مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ وَقَالَ : لا تَعْتَدَّ بِهَا حَتَّى تُدْرِكَ الإِمَامَ قَائِمًا

১৩৫. ইমাম বুখারী বলেন, আয়িশাহও (রাযিয়াল্লাহু আনহা) একই কথা বলতেন। আলী বিন আবদুল্লাহ বিন জা'ফর আল-মাদানী বলেনঃ আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যেসব সাহাবী ইমামের পিছনে তিলাওয়াতের পক্ষে ছিলেন না, তারা রুকূ'তেই গিয়ে সালাত ধরলে ঐ রাক'আতকে বৈধ গণ্য করতেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, যায়েদ বিন সাবিত এবং ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)। কিন্তু সাহাবাদের মধ্যে যারা তিলাওয়াতের পক্ষে ছিলেন, তারা রুকূ'তে গিয়ে সালাত ধরলে ঐ রাক'আতকে বৈধ গণ্য করতেন না। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ "হে ফারসি! এটা (ফাতিহা) তুমি নিজে মনে মনে তিলাওয়াত করবে।" এবং তিনি বলেনঃ "ইমাম দাঁড়ানো অবস্থায় সালাত ধরতে না পারলে ঐ রাকাত গণনা করবে না।"[২৯৬]

পর্যালোচনাঃ

ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াতের নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি এসব সাহাবা থেকে সহীহ সনদ দ্বারা প্রমাণিত নয়। আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বক্তব্যের জন্য দেখুনঃ হাদীস-১১, ২৮৪।

দ্রষ্টব্যঃ মুসান্নাফে ইবনু আবূ শায়বায় [৪৭৮/২ হাদীস ৮৩৮০] আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, """যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হবে, তখন তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং নীরব থাকবে" এ আয়াতটি সালাতের বিষয়েই অবতীর্ণ হয়েছে।" আবূ খালিদ আল-আম্মার থেকে বর্ণিত, তিনি আল-হাজুরি, তিনি আবূ আইয়ায থেকে বর্ণনা করেন।

হয়েছে। দেখুনঃ হাদীস-১০৬।

২৯৬. তাখরীজঃ ((সহীহ)) দেখুনঃ হাদীস-১০৬।

কিন্তু এ সনদটি দুর্বল। আবূ খালিদ একজন মুদাল্লিস। দেখূন: হাদীস ২৬৭। এবং এই হাদীসটি "আন" যোগে বর্নিত হয়েছে, ইবরাহীম বিন মুসলিম আল-হাজুরি দ্ব'ঈফ! আত-তাকরীবে বলা হয়েছে: "তিনি হলেন লাইয়ানুল-হাদীস (দুর্বল)..." [২৫২]।

তাফসীরে কুরতুবিতে এ আয়াতের বিষয়ে বলা হয়েছে: "এ আয়াতটি মুশরিকদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।" তাফসীর আর-রাযী, তাফসীর মাজদি (পৃষ্ঠা ৩৭৩), তাফসীর আল-বাহর আল-মুহীত এবং তাফসীর ফাওয়াই'দ আল-কুরআনেও এ আয়াতটি মুশরিকদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। [দেখুন: তাওজীহুল কালাম: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২১৮]। দেওবন্দিদের হাকিমুল উম্মাত আশরাফ আলী থানভি বলেন: "আমার মতে, "যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হবে, তখন তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং নীরব থাকবে" এ আয়াত দ্বারা তাবলীগ বুঝানো হয়েছে। এ আয়াত দ্বারা সালাতের তিলাওয়াত বুঝানো হয়নি। তার স্বীকৃতি এ কথা থেকেই পাওয়া গেছে, সুতরাং কিছু লোক একত্রে কোথাও বসে তিলাওয়াত করাতে কোনো দোষ নেই।" [আল-কালামুল হাসান: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২১২]

١٣٦) وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنِ الأَعْلَمِ وَهُوَ زِيَادٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ : أَنَّهُ " انْتَهَى إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ : زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ."

১৩৬. মুসা বিন ইসমাঈল আবূ সালামাহ+হাম্মাম বিন ইয়াহইয়া+যিয়াদ বিন হিসান আল-বাহলি আল-আ'লাম+হাসান বসরি+আবূ বাকরাহ নাফি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রুকূ'তে থাকা অবস্থায় তিনি একবার সালাতে অংশগ্রহণ করলেন এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সিজদায় যাওয়ার আগেই তিনি রুকূ' করলেন। এ বিষয়টি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট পেশ করা হলে তিনি বলেন: "আল্লাহ তোমার আগ্রহকে আরো বাড়িয়ে দিন, তবে এর পুনরাবৃত্তি করো

না।"[২৯৭]

١٣٧) قَالَ الْبُخَارِيُّ : فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَعُودَ لِمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلَيْسَ فِي جَوَابِهِ أَنَّهُ اعْتَدَّ بِالرُّكُوعِ عَنِ الْقِيَامِ، وَالْقِيَامُ فَرْضٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ قَالَ اللهُ تَعَالَى : وَقُومُوا لِلهِ قَانِتِينَ سورة البقرة آية ٢٣٨، وَقَالَ : إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ سورة المائدة آية ٦،

১৩৭. ইমাম বুখারী বলেন: (সালাতে) কোনো কিছু পুনরাবৃত্তি করা অনুমোদিত নয়, যা থেকে নবী করিম (ﷺ) বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তার জবাব থেকে এটি পাওয়া যায়নি যে, আবূ বাকরাহ (رضي الله عنه) কিয়াম ছাড়াই তার রুকূ' গণনা করেছেন এবং যেহেতু কিতাব ও সুন্নাত (কুরআন ও হাদীস) দ্বারা কিয়াম করা বাধ্যতামূলক প্রমাণিত। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন: "এবং আল্লার প্রতি আনুগত্যশীল মন নিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়াবে" [আল-বাকারাহ: ২৩৮], এবং আল্লাহ আরো বলেন: "যখন তুমি সালাতের জন্য দাঁড়াবে" [মায়িদাহ: ৬][২৯৮]

١٣٨) وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا."

১৩৮. আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন: "দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে, কিন্তু তোমার যদি দাঁড়ানোর শক্তি না থাকে তাহলে বসে বসে সালাত আদায় করবে"। [২৯৯]

١٣٩) وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ مُعَارِضًا لِمَا رَوَى الأَعْرَجُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَيْسَ هَذَا مِمَّنْ يُعْتَدُّ عَلَى حِفْظِهِ إِذَا خَالَفَ مَنْ لَيْسَ بِدُونِهِ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِمَّنْ يَحْتَمِلُ فِي بَعْضٍ.

---

২৯৭. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে [১৯৮, ১৯৯/১ হাদীস ৭৮৩] মুসা বিন ইসমাঈলের সনদে বর্ণিত হয়েছে। এর একটি দ্ব'ঈফ সনদ সামনে আসছে। হাদীস ১৯৫।

২৯৮. এটি ইমাম বুখারীর বক্তব্য।

২৯৯. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে [৬০/২ হাদীস১১৭] সনদসহ বর্ণিত হয়েছে।

১৩৯. এবং ইবরাহীম বলেন: তিনি বর্ণনা করেছেন আবদুর রহমান বিন ইসহাক আল-মাদানি থেকে, তিনি সাঈদ বিন আবূ সাঈদ থেকে, তিনি আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আবদুর রহমান বিন হুরমুয আল-আ'রাজের বর্ণনার বিরোধিতা করেছেন, যা তিনি (আল-আ'রাজ) আবূ হুরায়রাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। [দেখুন: ১৩১-১৩৩]; এবং তিনি [আবদুর রহমান] এমন কোনো ব্যক্তি নন যার স্মৃতিশক্তির ওপর আস্থা অর্জন করা যায়, যখন তার বিরোধিতাকারীর শারীরিক অবস্থা তার থেকে ভালো এবং এই আবদুর রহমান কিছু বর্ণনায় আবার সহনীয়। [৩০০]

١٤٠) وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : سَأَلْتُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَلَمْ يُحْمَدْ مَعَ أَنَّهُ لا يُعْرَفُ لَهُ بِالْمَدِينَةِ تِلْمِيذٌ إِلا أَنَّ مُوسَى الزَّمَعِيَّ رَوَى عَنْهُ أَشْيَاءَ فِي عِدَّةٍ مِنْهَا اضْطِرَابٌ وَرَوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهِمَمُهُ لِلأَذَانِ بِطُولِهِ. وَرَوَى هَذَا عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ مِنْهُمْ : يُونُسُ وَابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلا

১৪০. ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বলেন: আমি মদীনার লোকজনকে আবদুর রহমান বিন ইসহাকের বিষয়ে জানতে চাইলে তারা বললেন যে, তিনি সেখানে প্রশংসিত নন। এটা দ্বারা বোঝা গেল, মদীনায় মুসা বিন ইয়াকুব আয-জামি ব্যতীত তার অন্য কোনো বিখ্যাত ও পরিচিত ছাত্র নেই; তিনি তার কাছ থেকেই বর্ণনা করেছেন, এবং তার বর্ণনায় অনেক ইদতিরাব রয়েছে। আর এই আবদুর রহমান বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন উবায়দুল্লাহ আয-যুহরী থেকে, তিনি সালিম বিন আবদুল্লাহ বিন 'উমার থেকে, তিনি তার পিতা আবদুল্লাহ বিন 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মদীনায় আসলেন এবং আযান দেয়ার

---

৩০০. তাখরীজ: ((সহীহ))
আমি এ হাদীসটি পাইনি। ইবরাহীমও এখানে স্পষ্ট নয়।

ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, (বর্ণনাকারী) এ বিষয়ে দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন; যেহেতু এ হাদীসটি আয-যুহরীর অনেক ছাত্রই যেমন: ইউনুস বিন ইয়াযিদ আল-আইলি, মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন ইয়াসার, একই সনদে: যুহরী থেকে, তিনি সাঈদ থেকে, তিনি আবদুল্লাহ বিন যায়েদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং এটা মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও বিশুদ্ধ।

পর্যালোচনা:

আবদুর রহমান বিন ইসহাক আল মাদানীর বিষয়ে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো যে, তিনি হাসান স্তরের বর্ণনাকারী, যদিও আবদুর রহমান বিন ইসহাক আল-ওয়াসতি আল-কুফি দ্ব'ঈফ। আরো বিস্তারিত জানতে, দেখুন: তাহযীব আত-তাহযীব। দেখুন: হাদীস নং-৮০।

١٤١) قَالَ ابْنُ جَرِيجٍ , أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ ، كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ يَتَحَيَّنُونَ الصَّلاةَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : اتَّخِذُوا نَاقُوسًا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ بُوقًا، فَقَالَ عُمَرُ : أَوَلا تَبْعَثُونَ رَجُلا يُنَادِي بِالصَّلاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " يَا بِلالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاةِ " , وَهَذَا خِلافُ مَا ذَكَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَرَوَى أَيْضًا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ : " إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَمَا يَقُولُ." وَهَذَا مُسْتَفِيضٌ عَنْ مَالِكٍ، وَمَعْمَرٍ، وَيُونُسَ، وَغَيْرِهِمْ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

১৪১. আবদুল মালিক বিন আবদুল আজিজ বিন জুরাইয বলেন: নাফি (ইবনু ওমরের ক্রীতদাস) আমাকে জানান, তিনি আবদুল্লাহ বিন 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে:

যখন মুসলমানরা মদীনায় আসলো, তখন তারা সালাতের জন্য সমবেত হত এবং সালাতের সময় অনুমান করে নিত, তখন কিছু লোক বলেন: [লোকজনকে সালাতে ডাকার জন্য] কেন তোমরা ঘণ্টা ধ্বনি ব্যবহার করছ না, অন্যরা আবার তুর্য বাজানোর প্রস্তাব করলেন। তখন

'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন:

আপনারা কেন এমন একজন মানুষকে নিয়োগ করছেন না, যিনি লোকজনকে সালাতের জন্য ডাকবে, তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিলালকে উঠে সালাতের আযান দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন।

হাদীসটি যুহরী, তিনি সালিম থেকে, তিনি ইবনু 'উমার থেকে-এ সনদে আবদুর রহমান বিন ইসহাক বর্ণনা করেছেন। এ (উপরোক্ত) হাদীসটি ঐ হাদীসের বিরোধী; এবং এই আবদুর রহমান এটি মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন উবায়দুল্লাহ আয-যুহরী, তিনি সাঈদ থেকে, তিনি আবূ হুরায়রাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে, তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে, এই সনদে বর্ণনা করেছেন: "যখন আপনি আযান শুনবেন, তখন মুয়ায্যিন যা বলবে আপনিও তা বলবেন, এবং এ হাদীসটি ধারাবাহিকভাবে (মুতাওয়াতির) মালিক বিন আনাস, মা'মার বিন রাশিদ এবং ইউনুস বিন ইয়াযিদ আল-আইলি থেকে বর্ণিত হয়েছে। তারা সবাই হাদীসটি যুহরি, তিনি আতা বিন ইয়াযিদ, তিনি আবূ সাঈদ আল-খুদরী, তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ সনদে বর্ণনা করেছেন। [৩০১]

١٤٢) وَرَوَى خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدِيثًا فِي قَتْلِ الْوَزَغِ،

১৪২. খালিদ আত-তাহান, আবদুর রহমান বিন ইসহাক, তিনি আয-যুহরি থেকে টিকটিকি হত্যার বিষয়ে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। [৩০২]

পর্যালোচনা:

---

৩০১. তাখরীজ: ((সহীহ))

ইবনু জুরাইযের বর্ণনা সহীহ বুখারীতে [১৫৭/১ হাদীস ৬০৪] এবং সহীহ মুসলিম [২/২ হাদীস ৩৭৭] এ বর্ণিত হয়েছে এবং যুহরী থেকে, তিনি সাঈদ থেকে, তিনি আবূ হুরায়রাহ্ থেকে এ সনদে আবদুর রহমান বিন ইসহাকের বর্ণনাটি সুনান তিরমিযী [২০৮], সুনানে ইবনু মাজাহ [৭১৮] এবং নাসাঈর আ'মাল আল-ইয়াওম ওয়াল-লাইলাহ,[৩৩] কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম মালিক বিন আনাস (রাহিমাহুল্লাহ) এর হাদীসটি সহীহ বুখারীতে [৬১১] এবং সহীহ মুসলিম [৩৮৩/১০] এ বর্ণিত হয়েছে, আর মা'মার বিন রশিদ এর বর্ণনাটি মুসান্নাফে ইবনু আবূ শায়বাহয় [৪৭৭/১ হাদীস ১৮৪২] এ স্থান পেয়েছে এবং ইউনুস বিন ইয়াযিদ আল আইলির বর্ণনাটি সুনানে আদ-দারিমিতে [১২০৪] এবং সহীহ ইবনু খুজায়মাহ-তে [৪১১] উল্লেখ করা হয়েছে।

৩০২. তাখরীজ: আমি অন্য কোনো বইয়ে এ হাদীসটি পাইনি। ওয়াল্লাহু আ'লাম। দেখুন: হাদীস ১৪২।

এক অজ্ঞ ব্যক্তি "আল-ওয়াযগ্" শব্দের অর্থ করেছেন "ষাড়", পক্ষান্তরে "আল-ওয়াগ্" শব্দের অর্থ হলো- "টিকটিকি"। দেখুন: আল-কামুস উল ওয়াহীদ (পৃষ্ঠা ১৮৪৪)।

١٤٣) وَقَالَ أَبُو الْهَيْثَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَغَيْرُ مَعْلُومٍ صَحِيحُ حَدِيثِهِ إِلا بِخَبَرٍ بَيِّنٍ قَالَ الْبُخَارِيُّ : رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ، وَقَالَ عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَتَّهِمُ ابْنَ إِسْحَاقَ.

১৪৩. আবুল হাইসাম বর্ণনা করেছেন আবদুর রহমান বিন ইসহাক থেকে, তিনি 'উমার বিন সাঈদ থেকে, তিনি আয-যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী বলেন: স্পষ্ট সংবাদসহ তার [আবদুর রহমান বিন ইসহাক] কোনো সহীহ হাদীস সম্পর্কে জানা যায়নি [মানে হলো: শোনার ব্যাপারে দৃঢ়তা]। আল-বুখারী বলেন: আমি আলী বিন আবদুল্লাহ আল-মাদানীকে দেখেছি; তিনি মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন ইয়াসারের হাদীস থেকে দলিল গ্রহণ করতেন। আলী বিন আবদুল্লাহ আল মাদানী সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ থেকে বর্ণনা করেছেন: তিনি বলেন, আমি কাউকে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন ইয়াসারের বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের অভিযোগ করতে দেখিনি।

পর্যালোচনা:

ইবনু ইসহাকের বিষয়ে সুফিয়ান বিন উয়াইনাহর বক্তব্য আল বায়হাক্বীর কিতাব আল-ক্বিরাআতে [পৃষ্ঠা ৫৮, হাদীস ১১৪৪] ইমাম বুখারী থেকে বর্ণিত হয়েছে।[৩০৩]

١٤٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ، أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ يَتَلَقَّفُ الْمَغَازِيَ مِنَ ابْنِ إِسْحَاقَ الْمَدَنِيِّ فِيمَا يُحَدِّثُهُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ قَتَادَةَ، وَالَّذِي

---

৩০৩. [দেখুন: আল-বুখারী, তারিখ আল-তারিখ আল-কাবীর, ৪০/১] আরো দেখুন: এ বইয়ের হাদীস নং-৯।

يُذْكَرُ عَنْ مَالِكٍ، فِي ابْنِ إِسْحَاقَ لا يَكَادُ يُبَيِّنُ، وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ مِنْ أَتْبَعِ مَنْ رَأَيْنَا مَالِكًا أَخْرَجَ لِي كُتُبَ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمَغَازِي وَغَيْرِهِمَا فَانْتَخَبْتُ مِنْهَا كَثِيرًا.

১৪৪. মাহমুদ বিন ইসহাক+আল-বুখারী+ইবরাহীম বিন আল-মুনযির+'উমার বিন উসমান বিন 'উমার বিন মুসা বিন উবায়দুল্লাহ বিন মা'মার আল-কারশি আত-তাইমি আবূ হাফস আল-মাদানী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন উবায়দুল্লাহ আয-যুহরী মাগাযী (মুহাম্মাদ) বিন ইসহাক বিন ইয়াসার আল-মাদানী থেকে হাদীস গ্রহণ করতেন, তিনি তা গ্রহণ করতেন 'আসিম বিন 'উমার বিন কাতাদাহ থেকে।

এবং ইবনু ইসহাকের উপর ভিত্তি করে বর্ণিত ইমাম মালিকের সমালোচনা স্পষ্ট নয়; এবং যা থেকে আমরা (আলিমগণ) দেখেছি, ইসমাঈল বিন আবূ উয়াইস ইমাম মালিকের সবচেয়ে বড় অনুসারী। [৩০৪]

পর্যালোচনা:

মূল নুসখায় "কাতাদাহ থেকে 'আসিম বিন 'উমার" উল্লেখ করা হয়েছে, যার সংশোধন করা হয়েছে আল-মিযির তাহযীব এর মাধ্যমে: ১৩১/8।

١٤٥) وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ : كَانَ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ نَحْوٌ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ أَلْفَ حَدِيثٍ فِي الأَحْكَامِ سِوَى الْمَغَازِي، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَدِيثًا فِي زَمَانِهِ، وَلَوْ صَحَّ عَنْ مَالِكٍ تَنَاوُلُهُ مِنَ ابْنِ إِسْحَاقَ، فَلَرُبَّمَا تَكَلَّمَ الإِنْسَانُ فَيَرْمِي صَاحِبَهُ بِشَيْءٍ وَاحِدٍ وَلا يَتَّهِمُهُ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا.

১৪৫. ইবরাহীম বিন হামযাহ আমাকে বলেন: ইবরাহিম বিন সা'দ বিন ইবরাহিম বিন আবদুর রহমান বিন আওফ আয-যুহরি মুহাম্মাদ বিন

---

৩০৪. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ হাদীসের সনদ সহীহ।

ইসহাক থেকে, আল-মাগাযি ব্যতীত শুধু আহকামে প্রায় সতের (১৭) হাজার হাদীস বর্ণনা করেছেন। মদীনাবাসীদের মধ্য থেকে অধিকাংশ হাদীসই বর্ণনা করেছেন ইবরাহিম বিন ইসহাক এবং যদি ইবনু ইসহাকের বিষয়ে মালিক বিন আনাসের সমালোচনা প্রমাণিত হয়, তাহলে মাঝে-মধ্যেই এক ব্যক্তি কিছু একটা বলেন এবং তারপর কিছু বিষয়ের ওপর তার সহচরদের সমালোচনা করেন এবং অন্য সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে তাকে কোনো কিছুতেই অভিযুক্ত করেন না।[৩০৫]

পর্যালোচনা:

ইবরাহিম বিন হামযাহ বিন মুহাম্মাদ আয-যুবায়দি একজন সুদুক (সত্যবাদি). [তাকরীব আত-তাহযীব: ১৬৮]

١٤٦) وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُلَيْحٍ : نَهَانِي مَالِكٌ عَنْ شَيْخَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ، وَقَدْ أَكْثَرَ عَنْهُمَا فِي الْمُوَطَّأِ، وَهُمَا مِمَّا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِمَا، وَلَمْ يَنْجُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ مِنْ كَلامِ بَعْضِ النَّاسِ فِيهِمْ، نَحْوَ مَا يُذْكَرُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِنْ كَلامِهِ فِي الشَّعْبِيِّ، وَكَلامِ الشَّعْبِيِّ فِي عِكْرِمَةَ، وَفِيمَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ، وَتَأْوِيلُ بَعْضِهِمْ فِي الْعَرْضِ وَالنَّفْسِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا النَّحْوِ إِلا بِبَيَانٍ وَحُجَّةٍ وَلَمْ تُسْقَطْ عَدَالَتُهُمْ إِلا بِبُرْهَانٍ ثَابِتٍ وَحُجَّةٍ، وَالْكَلامُ فِي هَذَا كَثِيرٌ

১৪৬. ইবরাহীম বিন আল-মুনযির, মুহাম্মাদ বিন ফুলাইহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে: মালিক কুরাইশ বংশের দু' শিক্ষক থেকে আমাকে নিষিদ্ধ করেছেন এবং তিনি নিজে তার আল-মুয়াত্তায় তাদের থেকে অনেক হাদীস গ্রহণ করেছেন, এবং তাদের উভয়জনের কাছ থেকেই দলিল গ্রহণ করা হয়েছে। অনেক লোকই কিছু লোকের সমালোচনা এড়াতে পারেন না। শুধু আমির বিন শারাহীল আশ-শা'বিকে কেন্দ্র করে ইবরাহীম বিন ইয়াযিদ আন নাখয়ীর সমালোচনা এবং ইকরিমাহর (ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এর

---

৩০৫. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ বর্ণনার কিছু অংশ আল-বায়হাক্বীর কিতাব আল কিরাআতে বর্ণিত হয়েছে। [পৃষ্ঠা ৫৯ হাদীস ১১৪]।

দাস)কে কেন্দ্র করে কৃত সমালোচনা বর্ণনা করা হয়েছে। কিছু সমালোচনার ব্যাখ্যা হলো যে, এসব সমালোচনা করা হয়েছে নাফস (ক্রোধ) এর উপর ভিত্তি করে। জ্ঞানীলোকেরা কখনোই কোনো স্পষ্ট প্রমাণ ব্যতীত এসব সমালোচনায় কান দেননি এবং তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই তাদের আদালাহ [ঋজুতা] এবং তাদের প্রমাণাদি প্রত্যাখ্যান করেননি। আর এ ইস্যুকে কেন্দ্র করে অনেক বর্ণনা এসেছে। [৩০৬]

পর্যালোচনা:

মুহাম্মাদ বিন ফুলাইহ হাসান স্তরের বর্ণনাকারী এবং অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতেই তিনি নির্ভরযোগ্য।

কিছু লোক লিখেছেন: "ইমাম মালিক মুহাম্মাদ বিন ইসহাক থেকে তার মুয়াত্তায় একটি হাদীসও গ্রহণ করেননি", সুতরাং বলা হয়ে থাকে যে, ইমাম মালিক তার আল-মুয়াত্তায় ইমাম আবূ হানীফাহ থেকে কতগুলো হাদীস বর্ণন করেছেন বা গ্রহণ করেছেন? শুধু এর একটি বিষয়ে লক্ষ্য করুন। ইমাম মালিকের পাশাপাশি ঐসব বর্ণনার প্রতিও মনোযোগ দিতে হবে যেগুলো ইমাম শাফে'য়ী, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম ইবনু মাজাহ ও ইমাম আন-নাসাঈ [আল-সুনান আল-সুগরাহ] ইমাম আবূ হানিফা থেকে বর্ণনা করেছেন। সকল প্রচেষ্টার পর আপনি যা পাবেন তা হলো, ইলাল-আত-তিরিমিযীতে জাবির জা'ফিলের উপর ইমাম আবূ হানিফার সমালোচনা।

ইমাম নাসাঈর কিতাব আদ-দু'য়াফার "নুন" অধ্যায় পড়ুন। মনে রাখবেন, কাঁচের ঘরে যারা বসবাস করেন, তাদের জন্য একে অপরের দিকে পাথর ছোঁড়ার পরিণতি খুবই ভয়াবহ।

١٤٧) وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ شُعْبَةَ، يَقُولُ : مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَمِيرُ الْمُحَدِّثِينَ لِحِفْظِهِ وَرَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ،

৩০৬. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ বর্ণনার একটি অংশ আল-বায়হাক্বীর কিতবা আল-কিরাআতে বর্ণিত হয়েছে। [পৃষ্ঠা ৫৯, ৬০ হাদীস-১১৪]।

وَابْنُ إِدْرِيسَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَابْنُ عُلَيَّةَ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَكَذَلِكَ احْتَمَلَهُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَعَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ

১৪৭. উবায়েদ বিন ইয়াঈশ বলেন: ইউনুস বিন বুকায়ের আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি ইমাম শু'বাহ বিন আল-হাজ্জাজকে বলতে শুনেছি যে, স্মৃতিশক্তির কারণে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক হলেন আমীরুল মুহাদ্দিসিন [মুহাদ্দিসগণের নেতা]। (সুফিয়ান বিন সাঈদ) আস-সাওরি, আবদুল্লাহ বিন ইদরিস, হাম্মাদ বিন যায়েদ, ইয়াযিদ বিন জুরাই, ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন উলাইয়্যাহ, আবদুল ওয়ারিস বিন সাঈদ এবং ইবনু আল-মুবারাকও তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইয়াহইয়া বিন মঈন ও সাধারণ জ্ঞানী ব্যক্তিরাও তাকে হাসানুল হাদীস হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন।[৩০৭]

١٤٨) وَقَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : نَظَرْتُ فِي كِتَابِ ابْنِ إِسْحَاقَ فَمَا وَجَدْتُ عَلَيْهِ إِلا فِي حَدِيثَيْنِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَا صَحِيحَيْنِ،

১৪৮. আলী বিন আবদুল্লাহ বিন জা'ফার আল মাদানী আমাকে বলেন: আমি মুহাম্মাদ বিন ইসহাকের বইটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি এবং সেখানে মাত্র দুটি হাদীস ছিল আপত্তিকর, তবে এ দুটি হাদীসও সহীহ হওয়া অসম্ভব কিছু নয়।[৩০৮]

---

৩০৭. তাখরীজ: ((সহীহ))
শু'বার এ বর্ণনার সনদ সহীহ, এবং এটি ইমাম বুখারীর আল-তারিখ আল-কাবির-এ [৪০/১] উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম বায়হাক্বী তার কিতাব আল কিরাআতে এটি ইমাম বুখারী থেকে বর্ণনা করেছেন।

৩০৮.তাখরীজ: ((সহীহ))
এ বর্ণনাটি এসেছে ইমাম বুখারী থেকে আল-বায়হাক্বীর কিতাব আল-ক্বিরাআত গ্রন্থে [পৃষ্ঠা ৬০ হাদীস ১৪১৪]। এ দুটি হাদীসের মধ্যে প্রথমটি বর্ণিত হয়েছে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক থেকে সুনান আবূ দাউদে [১১১৯] এবং সুনান তিরমিযীতে [৫২৬]। ইবনু ইসহাক মুসনাদে আহমাদে [১৩৫/২] তার শোনার ব্যাপারে দৃঢ়তা প্রদান করেছেন এবং ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-আনসারি তার মুতাবিয়াহ করেছেন। [আল সুনান আল কুবরা, আল বায়হাক্বী: ২৩৭/৩] এবং তিরমিযী বলেন: এটি "হাসান সহীহ", ইবনু খুজাইমাহ [১৮১৯], ইবনু হিব্বান [মাওয়ারিদ: ৫৭১] এর বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করেছেন, এবং আল-হাকিম এটি ইমাম মুসলিম [২৯১/১] কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলির উপর রয়েছে বলে মনে করেন,

١٤٩) وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ : إِنَّ الَّذِي يُذْكَرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ : كَيْفَ يَدْخُلُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَلَى امْرَأَتِي، لَوْ صَحَّ عَنْ هِشَامٍ جَازَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيْهِ، فَإِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَرَوْنَ الْكِتَابَ جَائِزًا، لأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ لأَمِيرِ السَّرِيَّةِ كِتَابًا، وَقَالَ : " لا تَقْرَأْهُ حَتَّى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا "، فَلَمَّا بَلَغَ، فَتَحَ الْكِتَابَ، وَأَخْبَرَهُمْ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَحَكَمَ بِذَلِكَ وَكَذَلِكَ الْخُلَفَاءُ وَالأَئِمَّةُ، يَقْضُونَ كِتَابَ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنْهَا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَهِشَامٌ لَمْ يَشْهَدْ

১৪৯. মদীনার কিছু লোক বলেন: হিশাম বিন উরওয়াহ থেকে বর্ণিত: ইবনু ইসহাক কিভাবে আমার স্ত্রীর কাছে যাবেন? এটা যদি হিশাম থেকে প্রমাণিত হয় [বিশুদ্ধ হয়], তাহলে (এর উত্তর হলো) যে, এটা সম্ভব যে, তিনি (হিশামের) স্ত্রী হয়তো ইবনু ইসহাককে লিখনের মাধ্যমে হাদীস পাঠিয়েছেন, কারণ মদীনার লোকেরা লিখনকে অনুমোদনযোগ্য মনে করতেন। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি বই লিখেছেন এবং এটি একটি সমৃদ্ধ সেনাবাহিনীকে প্রদান করেছেন এবং তাদেরকে এটি অমুক অমুক স্থানে না পৌঁছার আগে পড়তে বারণ করেছেন। যখন তারা নির্দেশিত সেই স্থানে পৌঁছলেন, তখন তারা নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দেয়া সেই বই খুললেন এবং তাদেরকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশ বললেন। এবং একইভাবে, খলীফাগণ এবং ইমামগণ লেখনির মাধ্যমে তাদের কিছু লোকের রায় কিছু লোকের কাছে পৌঁছাতেন; এবং এটাও অনুমোদিত যে, তিনি (ইবনু ইসহাক) হয়তো পর্দার আড়াল থেকে তার [হিশাম বিন উরওয়ার স্ত্রী: ফাতিমা বিনতে আল-মুনযীর] কাছ থেকে হাদীস শুনেছেন, এবং হিশাম সম্ভবত সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

এবং ইমাম যাহাবী এর উপর ভিত্তি করে তাকে অনুসরণ করেছেন এবং এর সনদও সহীহ। দ্বিতীয় হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে [১৯৪/৫ হাদীস ২২০৩১], এবং তাহাবির শরহে মা'আনিল আসার এ [৭৩/১] বর্ণিত হয়েছে। ইবনু ইসহাক তার শোনার [সাম'আ] ব্যাপারে দৃঢ়তা [তাসরীহ] প্রদান করেছেন এবং এর শাওয়াহীদসহ হাদীসটি সহীহ।

পর্যালোচনা:

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন ইয়াসার সম্পর্কে কিছু লোক বলেছেন: "ইমাম বুখারী নিজে তার কাছ থেকে কোনো হাদীস তার সহীহ বুখারীতে গ্রহণ করেননি।"

তাদের উদ্দেশে বক্তব্য হলো, সহীহ বুখারীতে মুহাম্মাদ বিন ইসহাকের হাদীস, শাওয়াহিদ ও মুতাবিয়াহ নিম্নোক্ত স্থানসমুহে বর্ণিত হয়েছে:

হাদীস নং-১৪৬৮, ১৭৭৪, ১৮৩৮, ২৩৮৩, ২৩৮৪, ২৫২৫, ২৭০৯, ২৭১৮, ৩১৪০, ৩৮৫৬, ৪২৫৯, ৪৯৩১, ৫৫২৭, ৫৯৩৪, ৫৯৯২, ৬৭৯৮, ৭১২৬।

এবং হাদীস নং-২১৯২, ২৯৯০, ৩৯৪৯, ৪০২৮, ৪০৮৬, ৪১৩৮, ৪৩৫৮, ৪৩৬৬, ৪৯৩১ এর আগে।

এসব হাদীস মাগাযী, তাফসির ও আহকামেও রয়েছে।

ইবনু ইসহাকের হাদীস সহীহ মুসলিমেও রয়েছে। দেখুন: হাদীস ১১৯৯/৭৮ এবং তারকীম দারুস সালাম: ২৮৭৫ এবং হাদীস ১৭০৩/৩১, তারকীম দারুস সালাম: ৪৪৪৬। সুতরাং আমরা জানতে পারলাম যে, বুখারী ও মুসলিমের মতে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক একজন সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) ও সুদুক (সত্যবাদী) বর্ণনাকারী, তিনি কায্যাব [মিথ্যাবাদী] নন।

মুহাম্মাদ বিন তাহির আল-মাকদাসি হাম্মাদ বিন সালামাহ সম্পর্কে বলেন:

(ইমাম বুখারী) তার কাছ থেকে শাওয়াহীদের জন্য অনেক বর্ণনা গ্রহণ করেছেন, যাতে করে তিনি বলতে পারেন যে, তিনি একজন সিকাহ (তার মতে)। [শুরুত আল-আইম্মাহ আস-সিত্তাহ: পৃষ্ঠা ১৮] সুতরাং আমরা জানতে পারলাম যে, যার কাছ থেকে ইমাম বুখারী (ও মুসলিম) হাদীস গ্রহণ করেছেন সেই বর্ণনাকারী তার (বুখারীর) মতে নির্ভরযোগ্য এবং সত্যবাদী। এরপর আমরা দেখব যে, অধিকাংশ মুহাদ্দিস ঐ বর্ণনাকারীর বিষয়ে কী মতামত প্রদান করেছেন? যদি জামহুর তাকে দ্ব'ঈফ হিসেবে ঘোষণা করে থাকেন, তাহলে তিনি দ্ব'ঈফ হিসেবেই গণ্য হবেন। কিন্তু বুখারী ও মুসলিমে, তার সকল বর্ণনাকারী শাওয়াহিদ ও মুতাবিয়াহর কারণে সহীহ এবং গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।

١٥٠) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا آدَمُ ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ " : أُمُّ الْقُرْآنِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ"

১৫০: মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+আদম বিন আবূ ইয়াস+মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন আবূ যি'ব+সাঈদ আল-মাকবুরি+আবূ হুরায়রাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: সূরাহ ফাতিহা হচ্ছে আল-সাব'আ আল-মাসানি [সর্বাধিক পঠিত সাতটি আয়াত] এবং কুরআনুল আজিম। [মহান কুরআন]।[৩০৯]

١٥١) قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَالَّذِي زَادَ مَكْحُولٌ وَحِزَامُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَرَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عُبَادَةَ ، فَهُوَ تَبَعٌ لِمَا رَوَى الزُّهْرِيُّ، لأَنَّ الزُّهْرِيَّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ ، أَنَّ عُبَادَةَ ﷺ أَخْبَرَهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهَؤُلاءِ لَمْ يَذْكُرُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا مِنْ مَحْمُودٍ، فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ، فَقَالَ : إِنَّ الَّذِي تَكَلَّمَ أَنْ لا يُعْتَدَّ بِالرُّكُوعِ إِلا بَعْدَ قِرَاءَةٍ، فَيَزْعُمُ أَنَّ هَؤُلاءِ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ. قِيلَ لَهُ : إِنَّ بَعْضَ مُدَّعِي الإِجْمَاعَ جَعَلُوا اتِّفَاقَهُمْ مَعَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الرَّضَاعَ إِلَى حَوْلَيْنِ وَنِصْفٍ، وَهَذَا خِلافُ نَصِّ كَلامِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ سورة البقرة آية ٢٣٣، وَيَزْعُمُ أَنَّ الْخِنْزِيرَ الْبَرِّيَّ لا بَأْسَ بِهِ، وَيَرَى السَّيْفَ عَلَى الأُمَّةِ، وَيَزْعُمُ أَنَّ أَمْرَ اللهِ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ مَخْلُوقٌ، فَلا يَرَى الصَّلاةَ دِينًا، فَجَعَلْتُمْ هَذَا وَأَشْبَاهَهُ اتِّفَاقًا، وَالَّذِي يَعْتَمِدُ عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ : أَنْ " لا صَلاةَ إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ."

১৫১. ইমাম বুখারী বলেন: মাকহুল আশ-শামি, হারাম বিন মু'য়াবিয়াহ

---

৩০৯. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে [১০২/৬ হাদিস ৪৭০৪] একই সনদে ও মতনে বর্ণিত হয়েছে।

এবং রাজা বিন হায়াত মাহমুদ বিন আর-রাবি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে, তিনি উবাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে যে অতিরিক্ত কথা বর্ণনা করেছেন তা মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন উবায়দুল্লাহ আয-যুহরীর বর্ণনানুসারে হয়েছে; কারণ আয যুহরী বলেন: মাহমুদ বিন আর-রাবী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন: উবাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাকে নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে অবহিত করেন; এবং তারা [মাকহুল, হারাম ও রাজা] এটি মাহমুদ বিন আর-রাবি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে শোনার কথা উল্লেখ করেননি।

যদি কোনো তার্কিক যুক্তি উপস্থাপন করেন যে, যে ব্যক্তি বলেছেন, তিলাওয়াত ব্যতীত রুকূ'র [রাক'আত] গণনা হয় না, তিনি তার (তার্কিকের) মতে ঐ ব্যক্তি নাযার বা জ্ঞানী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত নন। তার উদ্দেশে বলতে হবে: ইজমার দাবিকারী কিছু ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির মতামতকে গ্রহণ করেছেন, যিনি রাদা' (দুধপান করানোর) সময় আড়াই বছর পর্যন্ত বলে দাবি করেন; এবং এটি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তা'আলার বাণীর বিপরীত। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন: "মায়েরা তাদের সন্ত ানদেরকে পুরো দু' বছর দুধ পান করাবে, আর এটা ঐসব বাবা মায়ের জন্য যারা দুধপান করানোর সময়সীমা পূর্ণ করার ইচ্ছা পোষণ করেন।" [সূরাহ বাকারা: ২৩৩] এবং এই ব্যক্তি মনে করেন শুকর হালাল, এবং তিনি মুসলমানদের রক্ত ঝরানোরও পক্ষে, এবং তিনি দাবি করেন এটি সকল মাখলুকের (সৃষ্টি) ওপর আল্লাহর নির্দেশ। এ ব্যক্তি সালাতকে দ্বীনের অংশ বলে গণ্য করেন না। আর আপনারা এসব লোকের প্রতি এবং তাদের পছন্দের প্রতি আপনাদের সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন; পক্ষান্তরে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্ভরযোগ্য হাদীস হলো যে, "সূরাহ ফাতিহা ব্যতীত কোনো সালাত নেই।"[৩১০]

পর্যালোচনা:

যিনি শুকরকে হারাম মনে করেন তার নাম জানা যায়নি। এর দ্বারা ইমাম আবূ হানীফাকে নির্দেশ করা হয়নি, কারণ বর্ণিত আছে যে, তার মতে শুকর হারাম, প্রকৃতপক্ষে সামুদ্রিক শুকরও (ডলফিন মাছ) তার মতে হারাম, যা দামাইরি বর্ণনা করেছেন। [হায়াত উল-হাইওয়ান: ৪৩৬]।

---

৩১০. তাখরীজ: ((সহীহ))
মাকহূল ও হারামের বর্ণনা এর আগে আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন: হাদীস ৬৫।

ইমাম শাফে'য়ীর মতে ডলফিন মাছ হালাল এবং এটাই সঠিক। এটা দ্বারা বোঝা যায় যে, যিনি শুকরকে হালাল মনে করেন তিনি মাজহুল। তবে ইমাম আবূ হানীফার মতে মুসলিমের বিরুদ্ধে খুরুজ করা জায়েয। [দেখুন: কিতাব আস-সুন্নাহ, আবদুল্লাহ বিন আহমদ (২৩৪, সনদ: সহীহ)]।

হানাফীদের নির্ভরযোগ্য ইমাম কাযী আবূ ইউসুফ বলেন:

কুফা থেকে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম কুরআনকেও মাখলুক হিসেবে ঘোষণা করেছেন, তিনি হলেন আবূ হানীফা। [আল-মাজরুহিন, ইবনু হিব্বান: ৬৪, ৬৫/৩, সনদ: সহীহ, এবং আবদুল্লাহ বিন আহমাদ এটি কিতাব আস-সুননায় বর্ণনা করেছেন: ২৩৬, এবং তারিখ বাগদাদের আল-খাতীব: ৩৮৫/১৩]। দেখুন: শেখ যুবায়ের আলী যাই, আল আসানীদ আস-সাহীহ ফি আখবার আবূ হানীফাহ, পৃষ্ঠা ২৮]

١٥٢) وَمَا فَسَّرَ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ : لا يَرْكَعَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَقْرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَأَهْلُ الصَّلاةِ مُجْتَمِعُونَ فِي بِلادِ الْمُسْلِمِينَ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ عَلَى قِرَاءَةِ أُمِّ الْكِتَابِ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى : فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ سورة المزمل آية ٢٠، فَهَؤُلاءِ أَوْلَى بِالإِثْبَاتِ مِمَّنْ أَبَاحُوا أَعْرَاضَكُمْ، وَالنَّفْسَ، وَالأَمْوَالَ، وَغَيْرَهَا، فَلْيُنْصِفِ الْمُسْتَحْسِنُ الْمُدَّعَى الْعِلْمَ خُرَافَةٌ إِذَا نَسَوْهُمْ فِي إِجْمَاعِهِمْ بِانْفِرَادِهِمْ، وَيُنْفَى الْمُشْتَهِرِينَ بِالذَّنْبِ عَنِ الْعُلُومِ بِاسْتِقْبَاحِهِ. وَقِيلَ : إِنَّهُ يُكَبِّرُ إِذَا جَاءَ إِلَى الإِمَامِ وَهُوَ يَقْرَأُ، وَلا يَلْتَفِتُ إِلَى قِرَاءَةِ الإِمَامِ، لأَنَّهُ فَرْضٌ فَكَذَلِكَ فَرْضُ الْقِرَاءَةِ لا يَتْبَعُ بِحَالِ الإِمَامِ، وَإِنْ نَسِيَ صَلاةَ الْعَصْرِ، أَوْ غَيْرَهَا، حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى، وَالإِمَامُ فِي قِرَاءَةِ الْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَسْمَعْ إِلَى قِرَاءَةِ الإِمَامِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ،

১৫২. আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যে তাফসীর বা ব্যাখ্যা প্রস্তাব করেছেন তা হলো: সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত ব্যতীত কারো রুকূ'তে যাওয়া উচিত নয়; মুসলিম দেশগুলোতে, সকল সালাত আদায়কারীগণ সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াতের বিষয়ে একমত, চাই

তা দিন অথবা রাতের সালাত হোক। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন: "অতঃপর তোমরা এটি (কুরআন) থেকে তোমাদের কাছে যা সহজ মনে হয় তা তিলাওয়াত কর" যারা আপনার সম্মান, জীবন ও সম্পদকে অনুমোদনযোগ্য করেছেন, তাদের চেয়ে এটাই শ্রেষ্ঠ। অতএব ন্যায়বিচার করুন, যেসব জ্ঞানের দাবিদার ব্যক্তি অশ্লীলতাকে ভালো কাজ মনে করেন এবং নিজেদের স্বতন্ত্র মতামতের ক্ষেত্রে তাদেরকে ভুলে গেছেন, এবং যারা তাদের মন্দ জ্ঞানের কারণে পাপ কর্মে বিখ্যাত হয়েছেন (তারা কি কখনো সত্যবাদী লোকদের সমান হতে পারেন?) এবং বলা হয়ে থাকে যে, যখন তিনি সালাতের জন্য আসেন এবং ইমাম উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত করা অবস্থায়ই তাকবীর বলেন এবং ইমামের তিলাওয়াতের দিকে মনোযোগ দেন না, কারণ এই তাকবীর বাধ্যতামূলক, একইভাবে সূরাহ ফাতিহা তেলাওয়াতও বাধ্যতামূলক। তিনি ইমামের অবস্থাভেদে আনুগত্যশীল হবেন না; এবং তিনি যদি আসরের সালাত আদায় করতে ভুলে যান এবং সূর্যও ইতোমধ্যে অস্ত গিয়ে থাকে, তাহলে তিনি স্মরণ হওয়া মাত্রই সালাত আদায় করবেন, যখন ইমাম হয়তো মাগরিবের সালাতের তিলাওয়াত করবেন, তখনও তার সালাত বৈধ হবে, এমনকি যদি তিনি ইমামের তিলাওয়াত মনোযোগ দিয়ে নাও শুনেন। [৩১১]

١٥٣) لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : " مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا."

১৫৩. এর দলিল হলো আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর একটি হাদীস: "যে ব্যক্তি সালাত আদায় করতে ভুলে যাবে অথবা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকবে, সে স্মরণ হওয়া মাত্রই তার সালাত আদায় করে নেবে। [৩১২]

١٥٤) وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : " لا صَلاةَ إِلا بِقِرَاءَةٍ "، فَأَوْجَبَ الأَمْرَيْنِ فِي كِلَيْهِمَا لا يَدَعُ الْفَرْدُ بِحَالِ الاسْتِمَاعِ

---

৩১১. তাখরীজ: ((সহীহ))

দেখুন: হাদীস, ১০৬, ১৩৩ [দেখুন:১৩১, ১৩২, এগুলো হাসান হাদীস]

৩১২. তাখরীজ: ((সহীহ))

এ হাদীসটি সহীহ বুখারী (১৫৫/১ হাদীস ৫৯৭) এবং সহীহ মুসলিম-এ (১৪২/২ হাদীস ৩১৪, ৬৮৪/৩১৬) কিছুটা আলাদাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

১৫৪. আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন: "তেলাওয়াত ব্যতীত কোনো সালাত নেই", এভাবে উভয় কাজই বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, অতএব এই দুটি কাজ ইসতিমা' (তেলাওয়াত শোনা অবস্থায়) পরিত্যাগ করা যাবে না।[৩১৩]

١٥٥) فَإِنِ احْتَجَّ، فَقَالَ : قَالَ اللهُ تَعَالَى : فَاسْتَمِعُوا لَهُ سورة الأعـراف آية ٢٠٤، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ وَنَفَى سَكَتَاتِ الإِمَامِ. قِيلَ لَهُ : ذُكِرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ هَذَا فِي الصَّلاةِ إِذَا خَطَبَ الإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ،

১৫৫. যদি কেউ যুক্তি উপস্থাপন করেন যে: আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন: "তোমরা এটা মনোযোগ দিয়ে শুনবে", অতএব, ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করা যাবে না এবং তিনি যদি ইমামের বিরতি (গ্যাপ) প্রদানকেও অস্বীকার করেন, তাহলে তার উদ্দেশে বক্তব্য হলো: ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং সাঈদ বিন যুবায়ের থেকে বর্ণিত আছে: এই আয়াতটি তখন প্রযোজ্য হবে, যখন ইমাম জুমু'য়ার সালাতে খুতবা দেবেন।[৩১৪]

١٥٦) وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لا صَلاةَ إِلا بِقِرَاءَةٍ " وَنَهَى عَنِ الْكَلامِ

১৫৬. আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন: "তেলাওয়াত ব্যতীত কোনো সালাত নেই", এবং তিনি সালাতে কথা বলাও নিষিদ্ধ করেছেন।[৩১৫]

পর্যালোচনা:

সালাতে কথা বলা নিষিদ্ধ বিষয়ক হাদীস সামনে আসছে: ২৪১।

---

৩১৩. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ হাদীসটি সহীহ মুসলিম [১০/২ হাদীস ৩৯৬/৪২] বর্ণিত হয়েছে। এর কিছু সনদ এ বইয়ের শুরুর দিকে উল্লেখ করা হয়েছে। দেখুন: হাদীস-১৩,১৫।

৩১৪. তাখরীজ: ইবনু আব্বাসের বক্তব্যের তাখরীজের জন্য দেখুন: হাদীস নং-১৭। সাঈদ বিন যুবায়েরের বক্তব্যটি ইবনু জারীর-এ [১১২/৯] পাওয়া যাবে, এর বর্ণনাকারী "মাসনা" এর অবস্থান পাওয়া যায়নি (তিনি মাজহুল)। আরও দেখুন: হাদীস-৩৪, ২৭৩।

৩১৫. তাখরীজ: ((সহীহ)) দেখুন: হাদীস-১৫৩।

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এর মতে, "যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হবে" এর অর্থের মধ্যে "শুক্রবার" বা জুময়ার দিনও অন্তর্ভুক্ত হবে।[৩১৬]

"সালাতে ও খুতবা" প্রসঙ্গে মুজাহিদের বক্তব্য আল বায়হাক্বীর কিতাব আল-ক্বিরাআতে [পৃষ্ঠা ১১০, ১১১ হাদীস ২৬৩, ২৬৬] শক্তিশালী সনদে বর্ণিত হয়েছে, এবং সহীহ সনদে এটি "ইন দ্যা খুতবা অব ফ্রাইডে" বইয়ে বর্ণিত হয়েছে। [একই সূত্রঃ পৃষ্ঠা ১১১ হাদীস ২৬৭, ২৬৮]।

ক্বারী সাঈদ উর-রাহমান দেওবন্দি তার পিতা আবদুর রহমান কামালপুরি থেকে বর্ণনা করেন এবং তিনি তার পীর আশরাফ আলী থানভি থেকে হানাফীয়াদের অনেক শর্তপূরণ করে জুমআর সালাত আদায়কারী প্রসঙ্গে বর্ণনা করেনঃ আশরাফ আলী থানভি বলেনঃ এ ক্ষেত্রে ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করা উচিত, যাতে করে সালাত ইমাম শাফে'য়ী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর মাযহাব অনুসারে আদায় করা হয়।[৩১৭]

১৫৭) وَقَالَ : " إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ، وَالإِمامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ ثُمَّ أَمَرَ مَنْ جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَلِذَلِكَ لَمْ يُخْطِئْ أَنْ يَقْرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ،

১৫৭. আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ "জুময়ার দিনে ইমামের খুতবার সময় তুমি যদি তোমার পাশের ভাইকে বল "চুপ কর এবং মনোযোগ দিয়ে শোনো, ' তাহলে তুমিও অনর্থক আলাপচারিতায় লিপ্ত হয়ে যাবে"। অতঃপর তিনি এ প্রসঙ্গে নির্দেশ দেন যে, যদি কেউ ইমামের খুতবা চলা অবস্থায় মসজিদে আসে, তবে সে যেন দু' রাক'আত সালাত আদায় করে নেয়; এবং সেজন্য যদি সে সূরাহ ফাতিহাও তিলাওয়াত করে, তাতেও তার কোনো ভুল হবে না।[৩১৮]

---

৩১৬. আল-বায়হাক্বী, কিতাব আল ক্বিরাআতঃ পৃষ্ঠা ১০৮, হাদীস ২৫৩, সনদঃ হাসান]

৩১৭. তাজালিয়াত রেহমানিঃ ২৩৩]

৩১৮. তাখরীজঃ ((সহীহ))

এ হাদীসটি মুয়াত্তা ইমাম মালিকে [১০৩/১ হাদীস-২২৮, তাহকীক করেছেন শেখ যুবায়েরা], এবং সহীহ মুসলিমে [৫/৩ হাদীস ৭৫১/১২] বর্ণিত হয়েছে।

١٥٨) ثُمَّ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ، سُلَيْكًا الْغَطَفَانِيَّ حِينَ جَاءَ، أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ،

১৫৮. আল্লাহর রাসূল (ﷺ) খুতবা দেয়া অবস্থায়ই সুলায়েক আল-গাতফানি আসলে তাকে (ﷺ) দু' রাক'আত সালাত আদায় করার নির্দেশ দিলেন। [৩১৯]

١٥٩) وَقَالَ : " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ "، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ الْحَسَنُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

১৫৯. আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন: "যখন তোমাদের কেউ ইমামের (জুমু'আর দিনে) খুতবা দেয়ার সময় এসে উপস্থিত হয়, সে যেন দু' রাকা'আত সালাত আদায় করে নেয়।" হাসান বসরি ইমামের খুতবার সময় এ সালাত আদায় করেছেন। [৩২০]

পর্যালোচনা:

হাসান বসরির আসার মুসান্নাফে ইবনে আবূ শায়বাহ-তে [১১১/২ হাদীস ৫১৬৫] বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

قال ابن أبي شيبة: "حدثنا أزهر عن ابن عون قال: كان الحسن يجيئ والإمام يخطب فيصلي ركعتين" أزهر هو ابن سعيد السمان، أنظر مصنف ابن أبي شيبة.

[২৮/১ হাদীস ২৯৩] দেখুন: আল-বুখারী, আল-তারিখ আল কাবীর [১০১/৮, ৩৫/৩]

١٦٠) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، قَالَ : " أَصَلَّيْتَ ؟ " قَالَ : لا، قَالَ : " صَلِّ " ، وَكَانَ جَابِرٌ يُعْجِبُهُ إِذَا جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا فِي الْمَسْجِدِ

১৬০. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+মুসা বিন ইসমাঈল

---

৩১৯. তাখরীজ: ((সহীহ)) এ হাদীসটি সামনে আসছে, হাদীস-১৬১।

৩২০. তাখরীজ: ((সহীহ))

এ হাদীসটি সামনে আসছে। হাদীস ১৬১।

ইবরাহীম+ইয়াযিদ বিন ইবরাহীম+আবুয যুবায়ের মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন তাদরাস+জাবির বিন আবদুল্লাহ আল আনসারি (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

ইমামের খুতবা দেয়ার সময় এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হলো, তখন জাবির বললেন: "তুমি কি সালাত আদায় করেছ?" লোকটি বললো: না!, তিনি বললেন: "দু' রাকা'আত সালাত আদায় কর" এবং যখন জুমু'আর দিন আসত, জাবির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মসজিদে এ দু' রাকা'আত সালাত আদায় করতে পছন্দ করতেন। [৩২১]

পর্যালোচনা:

আবুয যুবায়ের একজন মুদাল্লিস, তবে লাইস বিন সা'দ থেকে তার বর্ণনা সাম'আ বা শোনার মাধ্যমে নিশ্চিত করা গেছে। [৩২২]

সহীহ মুসলিমে এ হাদীসটি "লাইস বিন সা'দ থেকে, তিনি আবুয যুবায়ের থেকে" এ সনদে বর্ণিত হয়েছে, সুতরাং এটি শোনার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে এবং আবুয যুবায়েরের তাদলীসের অভিযোগ অবৈধ।

জাবির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মসজিদে এ দু' রাকা'আত সালাত আদায় করতে পছন্দ করতেন এমন বক্তব্য সনদসহ পাওয়া যায়নি, ওয়াল্লাহু আ'লাম। তবে মুসনাদে আহমাদের [৩৬৩/৩ হাদীস ১৪৯৬৮] নিম্নোক্ত হাদীসটি এ হাদীসের অনুসারে বর্ণিত হয়েছে।

وكان جابر يقول: إن صلى في بيته يعجبه إذا دخل أن يصليهما.

তবে এ হাদীসটি আবুয যুবায়েরের "আন" যোগে বর্ণনার কারণে দ্বঈফ বা দুর্বল।

١٦١) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

---

৩২১. তাখরীজ: ((সহীহ))

এ হাদীসটি মুসনাদে আহমদ [৩৬৩/৩] ইয়াযিদ বিন ইবরাহীমের সনদে এবং সহীহ মুসলিমে [১৪/৩ হাদীস ৮৭৫/৫৮], আবুয যুবায়ের আল-মাক্কির সনদে বর্ণিত হয়েছে।

৩২২. দেখুন: মীযান আল-ই'তিদাল [৩৭/৪]।

ﷺ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ : " أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ ؟ " قَالَ : لَا، قَالَ : " قُمْ فَارْكَعْ "

১৬১. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+আবুল নু'মান মুহাম্মাদ বিন ফদল আল-সাদুসি+হাম্মাদ বিন যায়েদ+'উমার বিন দীনার+জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

এক জুমু'আর দিন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুতবা দিচ্ছিলেন, এমন সময় এক লোক এসে উপস্থিত হলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকটিকে বললেন: "তুমি কি সালাত আদায় করেছো?" লোকটি বললো: না, তখন রাসূল বললেন: "ওঠ এবং দু' রাকা'আত সালাত আদায় কর।"[৩২৩]

١٦٢) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي , قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، يَذْكُرُ حَدِيثَ سُلَيْكٍ الْغَطَفَانِيِّ , ثُمَّ سَمِعْتُ أَبَا سُفْيَانَ ، بَعْدُ يَقُولُ : سَمِعْتُ جَابِرًا ، يَقُولُ : جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " يَا سُلَيْكُ، قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ تَجَوَّزْ فِيهِمَا، ثُمَّ قَالَ : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا "

১৬২. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+'উমার বিন হাফস+হাফস বিন গিয়াস+সুলাইমান বিন মেহরান+আবূ সালিহ যাকওয়ান+সুলায়েক আল-গাতফানি+আবূ সুফিয়ান তালহা বিন নাফি+জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: জুমু'আর সালাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুতবা দেয়ার সময় একবার সুলায়েক আল-গাতফান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এসে উপস্থিত হলেন, এসেই তিনি বসে পড়লেন। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "হে সুলায়েক, তুমি ওঠ এবং দু' রাকা'আত

---

৩২৩. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে [১৫/২ হাদীস ৯৩০] একই সনদ ও মতনে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুসলিম [১৪/৩ হাদীস ৮৭৫/৫৪] হাম্মাদ বিন যায়েদ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

সালাত আদায় কর, এবং তা সংক্ষিপ্ত কর।" তারপর রাসূল (ﷺ) বললেন: "যখন তোমাদের কেউ ইমামের খুতবার সময় এসে হাজির হবে, সে যেন প্রথমেই দু' রাকা'আত সালাত আদায় করে এবং রাকা'আতগুলোকে সংক্ষিপ্ত করে।"[৩২৪]

١٦٣) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلانَ ، سَمِعَ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ ﷺ، دَخَلَ وَمَرْوَانُ يَخْطُبُ، فَجَاءَ الأَحْرَاسُ لِيُجْلِسُوهُ، فَأَبَى حَتَّى صَلَّى، فَقُلْنَا لَهُ، فَقَالَ : مَا كُنْتُ لأَدَعَهُمَا بَعْدَ شَيْءٍ رَأَيْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ " ﷺ كَانَ يَخْطُبُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَمَرَهُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ ثُمَّ جَاءَ جُمُعَةً أُخْرَى وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَصَّدَّقُوا عَلَيْهِ وَأَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ"

১৬৩. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-মুসনাদি+সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ+মুহাম্মাদ বিন আজলান+আইয়ায বিন আবুদল্লাহ বিন সা'দ বিন আবূ সিরাহ আল-কারশি আল-আমরি আল মাদানী+আবূ সাঈদ খূদরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি (খুদরী) একবার মারওয়ান বিন আল-হাকাম আল-উমবির খুতবা প্রদানের সময় মসজিদে প্রবেশ করলেন। তখন সৈনিকরা তার কাছে এসে তাকে জোর করে বসিয়ে দিল এবং (তাকে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করতে দিল না), তখন আবূ সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) দু' রাকা'আত সালাত আদায় করা না পর্যন্ত বসতে রাজি হলেন না, তখন আমরা তাকে বললাম "আপনি কেন এমনটি করছেন? জবাবে তিনি (খুদরী) বললেন: "আমি কিভাবে এ সালাত ছেড়ে দেব? কারণ আমি আল্লাহর রাসূলকে (ﷺ) কে দেখেছি, তিনি খুতবা

৩২৪. তাখরীজ: ((সহীহ))

এ হাদীসটি তাহাবির শরহে মা'আনিল আসারে [৩৬৫] একই সনদ ও মতনে বর্ণনা করা হয়েছে।

আবুদ দাউদ [১১১৬] হাদীসটি হাফস বিন গিয়াস থেকে একই অর্থসহ বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এ হাদীসটি শুধু এ মাজহুল সনদ থেকেই বর্ণিত হয়েছে, কিছু লোকের এমন বক্তব্য ভুল।

দিচ্ছিলেন, এমন সময় একজন লোক আসলে তিনি তাকে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করার নির্দেশ দিলেন; অতঃপর ঐ লোকটি দ্বিতীয় জুময়ায় আবার আসলো এবং তখনও আল্লাহর রাসূল (ﷺ) খুতবা দিচ্ছিলেন, রাসূল (ﷺ) তখন নির্দেশ দিলেন যে, তার প্রতি বদান্যতা প্রদর্শন করা উচিত এবং তিনি ঐ লোকটিকে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করার নির্দেশ দিলেন। [৩২৫]

١٦٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ حَنْطَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مِنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ لِرَجُلٍ دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ : " صَلِّ رَكْعَتَيْنِ . "

১৬৪. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+ওয়াহাব বিন যামআ' আল মারয়াযী+আবদুল্লাহ বিন আল মুবারাক+আবদুর রহমান বিন আমর আল আওযায়ী+মুতালিব বিন আবদুল্লাহ আল-হানতাব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক লোক আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) কাছ থেকে শুনেছেন:

জুময়ার দিনে রাসূল (ﷺ) খুতবা দেয়ার সময় এক লোক মসজিদে উপস্থিত হলে তিনি (রাসূল) তাকে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করার নির্দেশ দিলেন। [৩২৬]

পর্যালোচনা:

সুলাইমান ফারসির "ثم ينصت إذا تكلم الإمام" বর্ণনাটি ঐ ব্যক্তির সম্পর্কে: "যিনি ইমাম খুতবা দেয়ার সময় মসজিদে উপস্থিত হয়েছেন। এ হাদীসটি ঐ লোকের জন্য নয়, যিনি খুতবা চলাকালে দেরি করে মসজিদে আসেন। ''ثم ينصت إذا خرج الإمام'' হাদীসের বর্ননাকারী আবূ সাঈদ আল

---

৩২৫. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ হাদীসটি সুনান আবূ দাউদে [১৬৭৮], সুনানে তিরমিযী [৫১১], সুনানে আন-নাসাঈ [১০৬/৩ হাদীস ২৫৩৭] এবং সুনানে ইবনে মাজাহ [১১১৩] সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ এর সনদে বর্ণিত হয়েছে। এবং তিরমিযী বলেন: "হাদীসটি হাসান সহীহ"।

৩২৬. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ হাদীসটি এর শাওয়াহিদসহ সহীহ। উদাহরণস্বরূপ: দেখুন: ১৬২।

খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খুতবা চলাকালে মসজিদে এসে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। দেখুন: হাদীস ১২৬।

কাজী ইয়ায আবূ বকর আস-সিদ্দিক থেকে খুতবার সময় সালাত আদায় নিষিদ্ধ করার কোনো সনদ ছাড়াই এটি বর্ণনা করেছেন এবং মুহাম্মাদ ইউসুফ বিন্নরি এ সনদবিহীন হাদীসটিকে তার মাযহাব হিসেবে গ্রহণ করেছেন। দেখুন: মা'আরিফুস সুনান [৩৬৭/৪]। সালাবাহ বিন আবূ মালিক [ইবনে আবূ শায়বাহ: ১১১/২ হাদীস ৫১৭৩], ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল আনসারির বর্ণনা থেকে এটা স্পষ্ট করা হয়েছে যে, মসজিদে খুতবা দেয়ার জন্য ইমাম আসার আগে তারা সালাত করতেন।

মালিকীদের অপ্রমাণিত বই আল-মুদাওয়ানাহ-তে [১৩৮/১] এবং মুসান্নাফে ইবনে আবূ শায়বায় [১১১/১ হাদীস ৫১৬৭], "সুফিয়ান , তিনি ইবনে ইসহাক, তিনি হারিস, তিনি 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে, এভাবে বর্ণিত আছে যে, "খুতবার সময় সালাত আদায় করাকে তিনি মাকরূহ মনে করতেন। এ সনদটি বাতিল। হারিস আল-আওর খুবই দুর্বল ও হাদীস জালকারী। [হাদীস ২৪২], এবং সুফিয়ান আস সাওরি এবং আবূ ইসহাক আস-সাবায়ী উভয়েই মুদাল্লিস, এবং তারা "আন" যোগে বর্ণনা করেছেন। মুসান্নাফে ইবনে আবূ শায়বায় [১১১/১ হাদীস ৫১৭৫], ইবনে আব্বাস ও ইবনে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের সনদে বর্ণনাকারী হাজ্জাজ বিন আরতাত একজন মুদাল্লিস। দেখুন: হাদীস নং-৮৮।

١٦٥) قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَقَالَ عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : أَنَّ كُلَّ مَأْمُومٍ يَقْضِي فَرْضَ نَفْسِهِ، وَالْقِيَامُ وَالْقِرَاءَةُ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ عِنْدَهُمْ فَرْضٌ فَلا يَسْقُطُ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ عَنِ الْمَأْمُومِ وَكَذَلِكَ الْقِرَاءَةُ فَرْضٌ فَلا يَزُولُ فَرْضٌ عَنْ أَحَدٍ إِلا بِكِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ وَقَالَ أَبُو قَتَادَةُ، وَأَنَسٌ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ : " إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاةَ فَمَا أَدْرَكْتُمْ، فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا ." فَمَنْ فَاتَهُ فَرْضُ الْقِرَاءَةِ وَالْقِيَامِ فَعَلَيْهِ إِتْمَامُهُ كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ

১৬৫. ইমাম বুখারী বলেন: অনেক জ্ঞানী লোক বলেছেন যে: প্রত্যেক মুকতাদিই (সালাতে) তার কর্তব্য পূর্ণাঙ্গভাবে পালন করবে এবং তাদের মতে সালাতে কিয়াম, কিরাত, রুকূ' ও সিজদা করা ফরয। তাদের মতে

মুকতাদি রুকূ' ও সিজদা পরিত্যাগ করতে পারবে না এবং একইভাবে তিলাওয়াতও ফরয, সুতরাং কিতাব ও সুন্নাহ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ ব্যতিত কেউ এসব ফরয পরিত্যাগ করতে পারবেন না।

আবূ কাতাদাহ, আনাস বিন মালিক, ও আবূ হুরায়রাহ [রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম] আল্লাহর রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন: "যখন তুমি সালাত আদায় করতে আসবে, তখন তুমি যা পাবে তাই পড়বে, এবং যা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, তা সম্পূর্ণ করবে।" এভাবে যে ব্যক্তি (অনিচ্ছাকৃতভাবে) কিরাত ও কিয়ামের ফরয ত্যাগ করবে, সে যেন তা রাসূল (ﷺ)এর নির্দেশ অনুসারে পূর্ণ করে নেয়। [৩২৭]

١٦٦) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ " : فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا"

১৬৬. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+আবূ নুয়াইম আল ফদল বিন দুকাইন+শাইবান বিন আবদুর রহমান আল-নাহভি+আবূ মু'য়াবিয়া আল বসরি+ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর+আবদুল্লাহ বিন আবূ কাতাদাহ+আবূ কাতাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত:

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন: "এভাবে (সালাত থেকে) তুমি যা পাবে তাই আদায় করবে, এবং যা কিছু বাদ যাবে, তা পূর্ণ করবে।"[৩২৮]

١٦٧) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ : "فَلْيُصَلِّ مَا أَدْرَكَ وَلْيَقْضِ مَا سَبَقَهُ"

---

৩২৭. তাখরীজ: ((সহীহ))

আবূ কাতাদাহ, আনাস ও আবূ হুরায়রাহ [রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম] এর বর্ণনা সামনে আসছে। হাদীস ১৬৫, ১৬৬, ১৬৯।

৩২৮. তাখরীজ: ((সহীহ))

এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে [১৬৩/১ হাদীস নং-৬৩৫] একই সনদ ও মতনে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুসলিম [১০০, ১০১/২ হাদীস ৬০৩১৫৫] হাদীসটি ইয়াহইয়অ বিন আবূ কাসীর থেকে বর্ণনা করেছেন।

১৬৭. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+কুতাইবাহ বিন সাঈদ+ইসমাঈল বিন জা'ফর বিন আবূ কাসীর+হুমায়েদ আত-তাবিল+আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন:

তিনি বলেন: "(সালাত থেকে) যা তুমি পেয়েছ, তা আদায় কর এবং যা বাদ গেছে তা পূর্ণ কর।"[৩২৯]

١٦٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ : " مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا " ,

১৬৮. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+আবদুল্লাহ বিন সালিহ+আবদুল আজিজ বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ সালামাহ+হুমায়েদ আত-তাবিল+আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন: "(সালাত থেকে) যা তুমি পেয়েছ, তা আদায় কর এবং যা বাদ গেছে তা পূর্ণ কর।"[৩৩০]

١٦٩) حَدَّثَنَا مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، بِهَذَا

১৬৯. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+মুসা বিন ইসমাঈল আল-তাবাউযকি+হাম্মাদ বিন সালামাহ থেকে বর্ণিত, তিনি একই হাদীস বর্ণন করেছেন।[৩৩১]

١٧٠حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ " : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

---

৩২৯. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ হাদীসটি সুনানে আবূ দাউদে [৭৬৩] এবং মুসনাদে আহমাদে [৩/১০৬, ১৮৮, ২২৯, ২৪৩, ২৫২] সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসের বেশ কয়েকটি শাওয়াহিদ রয়েছে।

৩৩০. তাখরীজ: ((সহীহ))দেখুন: হাদীস ১৬৬।

৩৩১. তাখরীজ: ((সহীহ))দেখুন: হাদীস ১৬৬, ১৬৭।

১৭০. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+আবুল ইয়ামান আল হাকাম বিন নাফি+শু'আইব বিন আবূ হামজাহ+মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন উবায়দুল্লাহ আয-যুহরী+আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান বিন আওফ+আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আমি আল্লাহর রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতে শুনেছি: "সালাত শুরু হয়ে গেলে তার জন্য দৌড়াবে না, বরং শান্তভাবে হেঁটে যাবে এবং তুমি যা পাবে তা আদায় করবে এবং যা বাদ যাবে তা পূর্ণ করবে।"[৩৩২]

١٧١ حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَخِي ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ , قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِهَذَا

১৭১. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+ইসমাঈল বিন আবূ আয়াস+আবূ বকর আবদুল হামীদ বিন আবূ ইয়াস+সুলাইমান বিন বিলাল+ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-আনসারি+মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন উবায়দুল্লাহ বিন শিহাব আয-যুহরি+আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান+আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আমি একই হাদীস আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে শুনেছি। [৩৩৩]

١٧٢ حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، قَالَ اللَّيْثُ , قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ " : مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا"

১৭২: মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+আবদুল্লাহ বিন সালিহ+লাইস বিন সা'দ+ইয়াযিদ বিন আবদুল্লাহ আল হাদ+মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন

---

৩৩২. তাখরীজ: ((সহীহ))

এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে [৯/২ হাদীস নং-৯০৮] একই সনদ ও মতনে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুসলিম [১০/২ হাদীস ৬০২] এটি ইমাম যুহরীর সনদে বর্ণনা করেছেন।

৩৩৩. তাখরীজ: ((সহীহ))দেখুন: হাদীস ১৬৯।

উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন শিহাব আয-যুহরী+আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান+আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূলকে (ﷺ) বলতে শুনেছি, "(সালাত থেকে) যা তুমি পেয়েছ, তা আদায় কর এবং যা বাদ গেছে তা পূর্ণ কর।"[৩৩৪]

١٧٣) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَقِيلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا " ,

১৭৩: মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+আবদুল্লাহ বিন মাসলামাহ+লাইস বিন সা'দ+আকীল বিন খালিদ+ইবনে শিহাব আয-যুহরী+আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান+আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন: "(সালাত থেকে) যা তুমি পেয়েছ, তা আদায় কর এবং যা বাদ গেছে তা পূর্ণ কর।"[৩৩৫]

١٧٤) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَقِيلٌ بِهَذَا ,

১৭৪. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+আবদুল্লাহ বিন সালিহ (কাতিব আল-লাইস)+আল-লাইস বিন সা'দ+আকীল বিন খালিদ একই হাদীস বর্ণনা করেছেন [পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থ][৩৩৬]

١٧٥) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عَقِيلٍ ، بِهَذَا

১৭৫. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+ইয়াহইয়া বিন বুকায়ের+আল-লাইস বিন সা'দ আকীল বিন খালিদ থেকে একই হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৩৩৭]

---

৩৩৪. তাখরীজ: ((সহীহ))দেখুন: হাদীস ১৬৯, ১৭০।

৩৩৫. তাখরীজ: ((সহীহ))দেখুন: হাদীস ১৬৯, ১৭১।

৩৩৬. তাখরীজ: ((সহীহ))দেখুন: হাদীস ১৬৯-১৭২।

৩৩৭. তাখরীজ: ((সহীহ))দেখুন: হাদীস ১৪৯, ১৭৩।

١٧٦) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " صَلُّوا مَا أَدْرَكْتُمْ وَاقْضُوا مَا سُبِقْتُمْ"

১৭৬. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+মুহাম্মাদ বিন কাসীর+সুলাইমান বিন কাসীর+আয-যুহরী+আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান+আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "(সালাত থেকে) যা তুমি পেয়েছ, তা আদায় কর এবং যা বাদ গেছে তা পূর্ণ কর।"[৩৩৮]

١٧٧) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا آدَمُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ,وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ : " مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا"

১৭৭. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+আদম বিন আবূ আয়াস+মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন আবূ যি'ব+মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন উবায়দুল্লাহ আয-যুহরী+আবূ সালামাহ ও সাঈদ বিন আল-মুসাইয়্যিব+আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন: "(সালাত থেকে) যা তুমি পেয়েছ, তা আদায় কর এবং যা বাদ গেছে তা পূর্ণ কর।"[৩৩৯]

١٧٨) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ : " مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا"

---

৩৩৮. তাখরীজ: ((সহীহ)) দেখুন: হাদীস ১৬৯-১৭৪।

৩৩৯. তাখরীজ: ((সহীহ))

এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে [১৬৪/১ হাদীস ৬৩৬, ৯/২ হাদীস ৯০৮] একই সনদ ও মতনে বর্ণিত হয়েছে এবং ইমাম মুসলিম হাদীসটি যুহরী থেকে বর্ণনা করেন [৯৯/২ হাদীস নং-৬০২]

১৭৮. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+আবূ নুয়াইম আল ফদল বিন দুকাইন+সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ+আয-যুহরী+সাঈদ বিন আল-মুসাইয়িব+আবূ হুরায়রাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন:

"(সালাত থেকে) যা তুমি পেয়েছ, তা আদায় কর এবং যা বাদ গেছে তা পূর্ণ কর।"[৩৪০]

١٧٩) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنْ رَسُولِ اللهِ " : ﷺفَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا

১৭৯. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+আলী বিন আবদুল্লাহ আল মাদানী+সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ+মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন উবায়দুল্লাহ আয-যুহরী+সাঈদ বিন আল-মুসাইয়্যিব+আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন:

"(সালাত থেকে) যা তুমি পেয়েছ, তা আদায় কর এবং যা বাদ গেছে তা পূর্ণ কর।"[৩৪১]

١٨٠) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ , قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِهَذَا

১৮০ অনবাদ: মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+উবায়দুল্লাহ[৩৪২]+আল-লাইস বিন সা'দ +ইউনুস বিন ইয়াযিদ আল-আইলি+ইবনে শিহাব আয-

---

৩৪০. তাখরীজ: ((সহীহ))
ইমাম দারিমি [১২৮৬] এ হাদীসটি আবূ নুয়াইম আল-ফদল বিন দুকাইন থেকে বর্ণনা করেছেন।

৩৪১. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে [৯৯/২ হাদীস ৬০২] সুফিয়ান বিন উয়াইনাহর সনদ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

৩৪২. (১): মূল নুসখায় যেভাবে লেখা হয়েছে। সম্ভবতঃ এই আবদুল্লাহ (বিন সালিহ কাতিব আল-লাইস) পরিবর্তনের পর উবায়দুল্লাহ হবেন। ইমাম বুখারীর শিক্ষক উবায়দুল্লাহ বিন মুসার বর্ণনাও এ বইয়ের পিছনে আলোচনা করা হয়েছে, হাদীস-৫৩। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

যুহরী+আবূ সালামাহ+আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) কাছ থেকে এ হাদীসটি শুনেছি।[৩৪৩]

١٨١) وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَأَبِي سَلَمَةَ

১৮১. ইবরাহীম বিন সা'দ বর্ণনা করেছেন যুহরী থেকে, তিনি সাঈদ বিন আল-মুসাইয়িব এবং আবূ সালামাহ থেকে বর্ণনা করেছেন।[৩৪৪]

١٨٢) وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ

১৮২. আবুদর রাজ্জাক বিন হাম্মাম বর্ণনা করেছেন মা'মার বিন রাশিদ থেকে, তিনি যুহরী থেকে, তিন সাঈদ বিন আল-মুসাইয়িব থেকে বর্ণনা করেছেন।[৩৪৫]

١٨٣) وَقَالَ مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ : أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَحْدَهُ

১৮৩. মুসা বিন আয়ান বলেন: মা'মার বিন রাশিদ থেকে বর্ণিত, তিনি যুহরী থেকে, তিনি একককভাবে হাদীসটি আবূ সালামাহ থেকে বর্ণনা করেন।[৩৪৬]

١٨٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا مَالِكٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا، سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ" : ﷺفَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا " ,

১৮৪. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+আবদুল্লাহ বিন ইউসুফ তানীসি+ইমাম মালিক বিন আনাস+আ'লা বিন আবদুর রহমান বিন ইয়াকুব+আবদুর রহমান বিন ইয়াকুব+ইসহাক বিন আবদুল্লাহ+আবূ

---

৩৪৩. তাখরীজ: ((সহীহ)) দেখুন: হাদীস ১৭৫।

৩৪৪. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে [৯৯/২ হাদীস ৬০২] ইবরাহীম বিন সা'দ এর সনদে বর্ণিত হয়েছে।

৩৪৫. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ বর্ণনাটি সুনানে তিরমিযীতে [৩২৮] আবদুর রাজ্জাকের সনদে বর্ণিত হয়েছে।

৩৪৬. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ হাদীসটি সুনানে তিরমিযীতে [৩২৭] মা'মারের সনদে বর্ণিত হয়েছে।

হুরায়রাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "(সালাতের) যা তুমি পেয়েছ, তা আদায় কর এবং যা বাদ গেছে তা পূর্ণ কর।"[৩৪৭]

١٨٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، مِثْلَهُ

১৮৫. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+ইসমাঈল বিন আবূ উওয়াইস+ইমাম মালিক আমাদেরকে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৩৪৮]

١٨٦) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ، فَأَتِمُّوا"

১৮৬. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+কুতাইবাহ বিন সাঈদ+আবদুল আজিজ বিন মুহাম্মাদ আল-দারাওয়ারদি+আ'লা বিন আবদুর রহমান বিন ইয়াকুব+তার পিতা আবদুর রহমান বিন ইয়াকুব+আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"(সালাত থেকে) যা তুমি পেয়েছ, তা আদায় কর এবং যা বাদ গেছে তা পূর্ণ কর।"[৩৪৯]

١٨٧) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ " : صَلِّ مَا أَدْرَكْتَ وَاقْضِ مَا فَاتَكَ"

---

৩৪৭. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ হাদীসটি মুয়াত্তা' ইমাম মালিকে [৬৮, ৬৯/১ হাদীস ১৪৭, তাহকীক শেখ যুবায়ের] উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম আহমদ [৪৬০/২] হাদীসটি ইমাম মালিকের সনদে বর্ণনা করেছেন।

৩৪৮. তাখরীজ: ((সহীহ)) দেখুন: হাদীস ১৮৩।

৩৪৯. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে [১০০/২ হাদীস ৬০২/১৫২] আ'লা বিন আবদুর রহমানের সনদে বর্ণিত হয়েছে।

১৮৭. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+আমর বিন মানসুর আল কাতাদাহ+আবূ হিলাল মুহাম্মাদ বিন সালীম আর-রাসিবী+মুহাম্মাদ বিন শিরিন+ আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"(সালাতের) যা তুমি পেয়েছ, তা আদায় কর এবং যা বাদ গেছে তা পূর্ণ কর।"[৩৫০]

١٨٨) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، وَفِي نُسْخَةٍ فِيهَا سَمَاعُ الشَّيْخِ بَدَلَ هُشَيْمٍ إِبْرَاهِيمُ، عَنْ يُونُسَ، وَهِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ : "فَلْيُصَلِّ مَا أَدْرَكَ وَلْيَقْضِ مَا سُبِقَ بِهِ"

১৮৮. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+ইসহাক বিন রাহওয়াহ+হুশাইম বিন বুশায়ের+ইউনুস বিন উবায়েদ থেকে বর্ণিত এবং এক নুসখায় (বর্ণনাকারী বলেন), আমাদের শায়খের সাম'আ [শোনার বিষয়ে দৃঢ়তা] উল্লেখ করা হয়েছে। হুশায়েমের স্থলে ইবরাহীম আন ইউনুস বিন উবায়েদ এবং হুশায়েম বিন হিসানের নাম রয়েছে। তারা [ইউনুস ও হুশায়েম উভয়ে] মুহাম্মাদ বিন শিরিন থেকে, তিনি আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"(সালাতের) যা তুমি পেয়েছ তা আদায় কর এবং যা বাদ গেছে তা পূর্ণ কর।"[৩৫১]

١٨٩) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ : "فَلْيُصَلِّ مَا أَدْرَكَ وَلْيَقْضِ مَا فَاتَهُ"

১৮৯. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+মুসা বিন ইসমাঈল+হাম্মাদ বিন

---

৩৫০. তাখরীজ: ((সহীহ))
ইমাম মুসলিম হাদীসটি মুহাম্মাদ বিন শিরিনের সনদে বর্ণনা করেছেন, যা সামনের দিকে আসছে। দেখুন: হাদীস-১৮৯।

৩৫১. তাখরীজ: ((সহীহ)) দেখুন: হাদীস ১৮৯, ১৮৬।

সালামাহ+আইয়ুব বিন আবূ তামীমাহ আস-সাখতিয়ানি+মুহাম্মাদ বিন শিরিন+আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"(সালাত থেকে) যা তুমি পেয়েছ, তা আদায় কর এবং যা বাদ গেছে তা পূর্ণ কর।"[৩৫২]

١٩٠) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " فَمَا أَدْرَكَ فَلْيُصَلِّ، وَمَا سُبِقَهُ فَلْيَقْضِ

১৯০. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+ফুযাইল বিন ইয়ায+হিশাম বিন হিশান+মুহাম্মাদ বিন শিরিন+আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"(সালাত থেকে) যা তুমি পেয়েছ, তা আদায় কর এবং যা বাদ গেছে তা পূর্ণ কর।"[৩৫৩]

পর্যালোচনা:

জুযউল ক্বিরাআতের মূল নুসখায়, "হাদ্দাসানা ফুযাইল বিন ইয়ায" লেখা হয়েছে, যা ভুল। এ ফুযায়েল ইমাম বুখারীর জন্মের আগেই ইন্তেকাল করেন। সঠিক হলো, "হাদ্দাসা ফুযায়েল বিন ইয়ায", যা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এ হাদীসের মানে হলো মু'আলাক্ব। ইমাম মুসলিম এটি সনদসহ উল্লেখ করেছেন।

١٩١) وَرَوَاهُ سَعِيدٌ , عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : " فَمَا أَدْرَكَ فَلْيُصَلِّ وَمَا سُبِقَهُ فَلْيَقْضِ "

১৯১. সাঈদ বিন আবূ আরুবাহ+কাতাদাহ বিন দি'আমাহ+আবূ রাফি+আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল

---

৩৫২. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ হাদীসটির সনদ সহীহ। দেখুন: হাদীস ১৮৬, ১৮৯।

৩৫৩. তাখরীজ: ((সহীহ))
ইমাম মুসলিম [১০০/২ হাদীস ৬০২/১৫৪] হাদীসটি ফুযাইল বিন ইয়াযের সনদে বর্ণনা করেছেন।

(ﷺ) বলেছেন:

"(সালাত থেকে) যা তুমি পেয়েছ, তা আদায় কর এবং যা বাদ গেছে তা পূর্ণ কর।"[৩৫৪]

١٩٢) قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَاحْتَجَّ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ بِحَدِيثِ أُبَيٍّ فِي الْقِرَاءَةِ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ بِالْفَتْحِ عَلَى الإِمَامِ بَأْسًا

১৯২. বুখারী বলেন: সুলাইমান বিন হারব উবাই বিন কা'ব এর হাদীস থেকে ক্বিরাআতের (খালফ আল-ইমাম) (তেলাওয়াতের সময় ইমামের বিঘ্ন ঘটানো) বিষয়ে দলিল গ্রহণ করেছেন এবং আবদুল্লাহ্ বিন 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) ইমামকে তার তিলাওয়াত সংশোধনের উদ্দেশে তিলাওয়াতের মাঝখানে বিঘ্ন ঘটানোকে ক্ষতিকর মনে করতেন না।[৩৫৫]

١٩٣) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنِ الْجَارُودِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ فَتَرَكَ آيَةً فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ، قَالَ " : أَيُّكُمْ أَخَذَ عَلَيَّ شَيْئًا مِنْ قِرَأَتِي ؟ " قَالَ أُبَيٌّ : أَنَا، تَرَكْتَ آيَةَ كَذَا وَكَذَا , فَقَالَ : " قَدْ عَلِمْتَ أَنْ كَانَ أَخَذَهَا أَحَدٌ عَلَيَّ كَانَ هُوَ"

১৯৩. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+মুসা বিন ইসমাঈল+হাম্মাদ বিন সালামাহ+সাবিত বিন আসলাম আল বানানি+আল জারুদ বিন আবূ সাবরাহ+উবাই বিন কা'ব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত:

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এক সালাতের ইমামতি করছিলেন, এ সময় তিনি (ভুলক্রমে) একটি আয়াত বাদ দিলেন, পরে তিনি সালাত শেষ

---

৩৫৪. তাখরীজ: ((সহীহ))
সাঈদ বিন আরুবাহর হাদীস মুসনাদে আহমদ [৪৮৯/২] এ উল্লেখ করা হয়েছে এবং হাসান বসরি কাতাদাহ'র মুতাবিয়াহ করেছেন। দেখুন: সহীহ ইবনে খুজায়মাহ [১৬৪৬]।

৩৫৫. তাখরীজ: ((সহীহ))
উবাই বিন কা'ব এর হাদীস ঠিক এ হাদীসের পরেই আসছে (হাদীস এবং আবদুল্লাহ বিন 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এর আসার মুসান্নাফে ইবনে আবূ শায়বাহ্য় [৭৩/২ হাদীস ৪৮০২] এবং মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক [১৪২/২ হাদীস ২৮২৬, ২৮২৭] বর্ণনা করা হয়েছে এবং এটি সহীহ। দেখুন: হাদীস নং ১৯৪ এর সুবিধা।

করার পর বললেন: "তোমরা কি আমার তিলাওয়াত থেকে কিছু [ভুল] ধরতে পেরেছ?" উবাই (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বললেন: "আমি পেরেছি [তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তিলাওয়াতের সময় সংশোধন করে দিয়েছিলেন], কারণ আপনি কিছু আয়াত বাদ দিয়ে গেছেন", তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "আমি টের পেয়েছিলাম, সে আমার তিলাওয়াতে ভুল ধরেছে।"[৩৫৬]

١٩٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ ذَرٍّ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَرَكَ آيَةً فَقَالَ : " أَفِي الْقَوْمِ أُبَيٌّ ؟ " فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ نَعَمْ أَنُسِخَتْ آيَةُ كَذَا وَكَذَا أَمْ نُسِّيتَهَا ؟ فَضَحِكَ، فَقَالَ : " بَلْ نُسِّيتُهَا "

১৯৪. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+আবূ নুয়ায়েম+সুফিয়ান বিন সাঈদ আস-সাওরি+সালামাহ বিন কুহাইল+যার্র বিন আবদুল্লাহ আল মারহাবি+সাঈদ বিন আবদুর রহমান বিন আবযা+আবদুর রহমান বিন আবযা থেকে বর্ণিত:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার সালাতে (ভুলক্রমে) একটি আয়াত বাদ দিলেন, পরে সালাত শেষে তিনি বললেন: "তোমাদের মধ্যে কি উবাই (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) উপস্থিত আছেন?" তারা বললেন: "হ্যা, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), কিছু আয়াত কি রহিত করা হয়েছে নাকি আপনি ভুলে গেছেন? আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হেসে বললেন, বরং আমি তা ভুলে গেছি।"[৩৫৭]

পর্যালোচনা:

আবদুল্লাহ বিন আহমদ (১২৩/৫) এবং ইবনে খুজায়ামাহ (১৬৪৭) অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান আস-সাওরি থেকে নিম্নোক্ত

---

৩৫৬. তাখরীজ: ((সহীহ))
ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, আবদুল্লাহ বিন আহমদ বিন হাম্বল [১৪২/৫] এবং আবদ বিন হুমায়েদ [আল-মুসনাদ: ১৭৪] হাদীসটি হাম্মাদ বিন সালামাহ'র সনদে বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ হাসান।

৩৫৭. তাখরীজ: ((সহীহ))
ইমাম আহমদ [৩/৪০৭] এবং নাসাঈ [ফাযায়েল আস-সাহাবা: হাদীস১৩৬] হাদীসটি সুফিয়ান বিন সাঈদ আস-সাওরির সনদে বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান তার শোনার [সামআ] ব্যাপারে দৃঢ়তা প্রদান করেছেন।

সনদে:

"হাদ্দাসানা [আমাদেরকে বর্ণনা করেন] সালামাহ বিন কুহাইল, আন [হতে] যির্র, আন ইবনে আবদুর রহমান বিন আবযা, আন আবীহি, আন উবাই বিন কা'ব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)।" এ সনদটি সহীহ।

١٩٥) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْـنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْـيَى بْـنُ كَثِيرٍ الْكَاهِلِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ يَزِيـدَ الْكَاهِـلِيُّ الأَسَـدِيُّ ﷺ : " شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَتَرَكَ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ يَقْرَؤُهَا، فَقِيلَ لَهُ : آيَـةُ كَـذَا وَكَذَا تَرَكْتَهَا، فَقَالَ : فَهَلا ذَكَّرْتُمُونِيهَا إِذًا"

১৯৫. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+আবদুল্লাহ বিন আবদুল ওয়াহাব বিন আল হাজবি+আল বসরি+মারওয়ান বিন মু'য়াবিয়াহ আল-ফাযারী+ইয়াহইয়া বিন কাসীর আল-কাহলি+মিসওয়ার বিন ইয়াযিদ আল কাহলি আল-আসদি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম, এ সময় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরআন তিলাওয়াতে একটি আয়াত বাদ দিয়ে গেলেন, তখন তাকে বলা হলো: "আপনি একটি আয়াত বাদ দিয়েছেন"। তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "তাহলে যেখানে আমার ভুল হয়েছে সেখানে কেন আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলে না?" [তারিখ আল কাবীর: ৪০/৮, একই অর্থসহ][৩৫৮]

পর্যালোচনা:

এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াতের সময় ইমামকে সংশোধন করা জায়েয। কিন্তু শুধু ইমামকে

---

৩৫৮. তাখরীজ: ((সহীহ))

আবু দাউদ (৯০৭), আবদুল্লাহ বিন আহমদ বিন হাম্বল (৭৪/৪) এবং ইবনে খুযায়মাহ ৯১৬৪৮) হাদীসটি মারওয়ান বিন মু'য়াবিয়াহ আল-ফাযারির সনদে বর্ণনা করেছেন। ইবনে হিব্বান [মারওয়ারিদ: ৩৭৮, ৩৭৯] একে সহীহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। [ইয়াহইয়া বিন কাসীরকে ইবনে হিব্বান ও ইবনে খুযায়মাহ সিকাহ হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

এ সংশোধন করে দেয়া “আনসাত (নীরবতা) এর বিধানকে রদ বা বাতিল করে দেয় না; একইভাবে নীরবে সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াতও “আনসাত”(নিরবতা) এর বিধানকে রদ করে না।

١٩٦) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِرْدَاسٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ , قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عِيسَى أَبُو خَلَفٍ الْخَزَّازُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى صَلاةَ الصُّبْحِ، فَسَمِعَ نَفَسًا شَدِيدًا أَوْ بَهَرًا مِنْ خَلْفِهِ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ لأَبِي بَكْرَةَ : "أَنْتَ صَاحِبُ هَذَا النَّفَسِ ؟" قَالَ : نَعَمْ، جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ، خَشِيتُ أَنْ تَفُوتَنِي رَكْعَةٌ مَعَكَ فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلا تَعُدْ صَلِّ مَا أَدْرَكْتَ وَاقْضِ مَا سَبَقَ"

১৯৬. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+মুহাম্মাদ বিন মিরদাস আবূ আবদুল্লাহ আল-আনসারি+আবদুল্লাহ বিন ঈসা আবূ খালফ আল-খাজ্জাজ+ইউনুস বিন উবায়েদ+হাসান বসরি+আবূ বাকরাহ নাফি বিন আল হারিস বিন কালদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন ফজরের সালাতের ইমামতি করছিলেন, এ সময় তিনি দ্রুত নিঃশ্বাস গ্রহণের শব্দ শুনতে পেলেন। সালাত শেষ হলে তিনি আবূ বাকরাকে (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: “তুমি কি দ্রুত নিঃশ্বাস নিচ্ছিলে?” তিনি বললেন: “হ্যা! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন, আমি ভয় পেয়েছিলাম যে, আমি আপনার সঙ্গে রাকা‘আত হারাতে পারি, সেই কারণে আমি দ্রুত হেঁটে এসেছি।” তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: “আল্লাহ তোমার আগ্রহকে আরো বাড়িয়ে দিন, এরপরে এরকমটি আর করবে না। তুমি (সালাত থেকে) যা পেয়েছ তা আদায় কর এবং যা বাদ গেছে তা পূর্ণ কর।[৩৫৯]

---

৩৫৯. তাখরীজ: ((দ্বঈফ))

এর সনদ দ্বঈফ। আবূ খালফ আবদুল্লাহ বিন ঈসা আল-খাজ্জাজ একজন দ্বঈফ

١٩٧) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمدٍ ، عَنْ عَمْـرِو بْـنِ وَهْبٍ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ الْمُغِيرَةِ ، فَقِيلَ : هَلْ أَمَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَحَدًا غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ ؟ قَالَ " : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ ثُمَّ رَكِبْنَـا فَأَدْرَكْنَـا النَّاسَ وَقَدْ أُقِيمَتْ فَتَقَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَهُمْ فِي الثَّانِيَةِ، فَذَهَبْتُ أُوذِنُهُ فَنَهَانِي فَصَلَّيْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي أَدْرَكْنَا وَقَضَيْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سُبِقْنَا"

১৯৭. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+মুসাদ্দাদ বিন মুসারহাদ+ইসমাঈল বিন ইবরাহীম ওরফে ইবনু উলাইয়াহ+আইয়ুব বিন আবূ তামীমাহ আস-সাখতিয়ানি+মুহাম্মাদ বিন শিরিন+আমর বিন ওয়াহাব আস-সাকাফি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একবার মুগীরাহ বিন শু'বাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর সঙ্গে ছিলাম, তখন বলা হলো:

"আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি আবূ বকর সিদ্দিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ব্যতীত অন্য কারো পিছনে সালাত আদায় করেছেন? তখন তিনি বললেন: আমরা একবার আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সঙ্গে এক কাফেলায় সহযাত্রী ছিলাম, আমরা বাহনে সওয়ার হয়ে লোকজনের কাছে পৌঁছলাম এবং ইতোমধ্যেই ইকামাত হয়ে গেছে, এ সময় আবদুর রহমান বিন আওফ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সামনে এগিয়ে গেলেন এবং ওখানের লোকেদের সঙ্গে এক রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। আমি ও আল্লাহর রাসূল যখন সেখানে পৌঁছলাম তখন তারা দ্বিতীয় রাক'আতে ছিলেন, আমি আবদুর রহমান বিন আওফকে সরে যাওয়ার জন্য বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে থামিয়ে দিলেন, পরে আমরা রাক'আতে যা পেলাম তাই পড়লাম এবং যা বাদ পড়েছে তা পূর্ণ করলাম। [৩৬০]

বর্ণনাকারী। [তাকরীব আত-তাহযীব: ৩৫২৪]। আরো দেখুন: আসমাউর-রিজালের সাধারণ কিতাবসমুহ।

এ বর্ণনাটি এর আগে সংক্ষিপ্ত কথায় ও সহীহ সনদে বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীস ১৩৫। আবূ খালফের বর্ণনার কথা মুনকার।

৩৬০. তাখরীজ: ((সহীহ))

ইমাম আহমদ [২৪৪, ২৪৯/৪], নাসাঈ [সুনানে আল-কুবরা: ১৬৬] এবং ইবনে

١٩٨) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ " : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاةِ الْغَدَاةَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا

১৯৮. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+মুহাম্মাদ বিন মুকাতিল আল-মারওয়াযি+আবদুল্লাহ বিন আল মুবারাক+মুহাম্মাদ বিন মাইসারাহ আবূ হাফসাহ আল বসরি+মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন উবায়দুল্লাহ আয-যুহরী+আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান+আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আসরের সালাতে এক রাকা'আত ধরতে পারল, সে (সালাত) ধরতে পারল।"[৩৬১]

١٩٩) قَالَ الْبُخَارِيُّ : أَنَّ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَرَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، وَكَثِيرُ بْنُ سَعِيدٍ , وَأَبُو صَالِحٍ، وَالأَعْرَجُ، وَأَبُو رَافِعٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ

১৯৯. বুখারী বলেন: যুহরী থেকে মা'মার বিন রাশিদ তার (মুহাম্মাদ বিন আবূ হাফসা) মুতাবিয়াহ করেছেন; এবং আতা বিন ইয়াসার, ইবনে সাঈদ, আবূ সালিহ যাকওয়ান, আবদুর রহমান বিন হুরমুয আল-আ'রায, আবূ রাফি (নাফি'), মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম এবং আবদুল্লাহ বিন আব্বাস

খুজাইমাহ [১০৬৪] হাদীসটি "ইসমাঈল বিন উলাইয়াহ, তিনি আইয়ুব থেকে, তিনি মুহাম্মাদ বিন শিরিন থেকে, তিনি আমর বিন ওয়াহাব থেকে" এ সনদে বর্ণনা করেছেন। এ সনদটি সহীহ। ইবনে শিরিন থেকে এর দ্বিতীয় সনদটি নাসাঈর সুনান আল-সুগরায় [আল-মুজতাবা: ৭৭/১ হাদীস ১০৯] উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ হাদীসটিও সহীহ এবং সহীহ মুসলিমে এর পক্ষে একটি শাহীদ রয়েছে: হাদীস ২৭৪।

৩৬১. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ হাদীসটি সংক্ষেপে সহীহ মুসলিমে [১০৩/২ হাদীস ৬০৯/১৬৪] যুহরীর সনদে বর্ণিত হয়েছে।

এ হাদীসটি আবূ হুরায়রাহ থেকে বর্ণনা করেছেন।[৩৬২]

٢٠٠) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ " : ﷺ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ . "

২০০. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+আবূ নুয়াইম+শায়বান বিন আবদুর রহমান আন-নাহবি+ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর+আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান+আবূ হুরায়রাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল বলেছেন: "যে ব্যক্তি আসরের সালাতে এক রাকা'আত ধরতে পারল, সে (সালাত) ধরতে পারল।"[৩৬৩]

٢٠١) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : وَيُرْوَى عَنْ عَلْقَمَةَ، وَنَحْوِهِ، إِنْ قَرَأَ فِي الأُخْرَيَيْنِ وَلَمْ يَقْرَأْ فِي الأُولَيَيْنِ أَجْزَأَهُ وَيُرْوَى أَيْضًا عَنْهُمْ أَنَّهُمْ مَحَوْا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مِنَ الْمُصْحَفِ هَذَا وَلا اخْتِلافَ بَيْنَ أَهْلِ الصَّلاةِ

---

৩৬২. তাখরীজ: ((সহীহ))

মা'মারে বর্ণনা সহীহ মুসলিমে উল্লেখ করা হয়েছে। দেখুন: হাদীস-১৯৭। অন্যান্য বর্ণনার তাখরীজ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

আতা বিন ইয়াসার: [বুখারী ১৫১/১ হাদীস ৫৭৯ এবং মুসলিম: ১০২/২ হাদীস ৬০৮/১৬৩]

বুসর বিন সাঈদ: [বুখারী: হাদীস ৫৭৯ এবং মুসলিম: হাদীস ৬০৮]

আবু সালিহ: [আহমদ: ৪৫৯/২, এবং ইবনে খুযায়মাহ: ৯৮৫।

আল-রায: [বুখারী: হাদীস ৫৭৯ এবং মুসলিম: ৬০৮]

আবু রাফি: [আহমদ: ২৩৬, ৪৯০/২, এবং আল-নাসাঈ, আল-কুবরা: হাদীস ৩৮৯]

মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম: এ বর্ণনা আমি পাইনি।

ইবনে আব্বাস: [মুসলিম: ১০৩/২ হাদীস ৬০৮/১৬৫]।

৩৬৩. তাখরীজ: ((সহীহ))

এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে [১৪৬/১ হাদীস ৫৫৬] একই সনদে ও মতনে বর্ণনা করা হয়েছে।

أَنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مِنْ كِتَابِ اللهِ، وَسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " فَاتِحَةُ الْكِتَابِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي " .

২০১. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+আলকামাহ ও অন্যান্য থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আপনি যদি শেষ দু' রাক'আতে তিলাওয়াত করেন এবং প্রথম দু' রাক'আতে তিলাওয়াত না করেন, তবে তা জায়েয হবে, এবং তাদের থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, তারা সূরাহ ফাতিহাকে তাদের কুরআনের (নুসখা) থেকে অপসারণ করেছিল এবং সূরাহ ফাতিহা যে কুরআনের অংশ এ ব্যাপারে সালাত আদায়কারীদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই এবং আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) সুন্নাত সবচেয়ে অধিক অনুসরণযোগ্য, এবং আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন: "সূরাহ ফাতিহা হলো সাবআ' আল-মাসানি [সর্বাধিক পঠিত সাতটি আয়াত]"।[৩৬৪]

পর্যালোচনা:

১. কুরআন থেকে সূরাহ ফাতিহা বাদ দেয়া বিষয়ক বক্তব্য কোনো নির্ভরযোগ্য স্কলার থেকে পাওয়া যায়নি। কিছু মাজহুল জাহমি অথবা রাফিদি ইমাম বুখারীর জীবদ্দশায় এ কথা বলে থাকতে পারে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

২. "সূরাহ ফাতিহা হলো সর্বাধিক পঠিত সাতটি আয়াত", এ বর্ণনাটি সহীহ বুখারীতে [২০/৯ হাদীস ৪৪৭৪, ৭৭/৬ হাদীস ৪৬৪৭, ২৩০, ২৩১/৬ হাদীস ৫০০৬] পাওয়া যায়।

٢٠٢) قَالَ الْبُخَارِيُّ : إِنِ اعْتَلَّ مُعْتَلٌّ فَقَالَ : إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : " لا صَلاةَ إِلا بِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ" ، وَلَمْ يَقُلْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ . قِيلَ لَهُ : قَدْ بَيَّنَ حِينَ قَالَ " : اقْرَأْ ثُمَّ ارْكَعْ ثُمَّ اسْجُدْ ثُمَّ ارْفَعْ فَإِنَّكَ إِنْ أَتْمَمْتَ صَلاتَكَ عَلَى هَذَا

---

৩৬৪. তাখরীজ: ((সহীহ))

আলকামাহ [তাবেয়ী], আলী (রাঃ), আবদুল্লাহ বিন মাস'উদ (রাঃ) এবং ইবনে আল আসওয়াদের [তাবেয়ী] আসার এর আগে দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে। [দেখুন: হাদীস নং-২০]। অতএব, কিছু লোকের নিজেদের নির্ভুল দাবি করে দেয়া বক্তব্য ভুল।

فَقَدْ تَمَّتْ، وَإِلا كَأَنَّمَا تَنْقُصُهُ مِنْ صَلاتِكَ "، فَبَيَّنَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قِرَاءَةً وَرُكُوعًا وَسُجُودًا وَأَمَرَهُ أَنْ يُتِمَّ صَلاتَهُ عَلَى مَا بَيَّنَ لَهُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى هذا حديث مفسر للصلاة كلها لا لركعة دون ركعة.

২০২. বুখারী বলেন: যদি কেউ ত্রুটি ধরেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুধু "সূরাহ ফাতিহা ব্যতীত কোনো সালাত নেই" এ কথা বলেছেন, এবং কোনো রাকা'আতই বৈধ নয় এমন কথা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেননি। তাহলে তার উদ্দেশে বক্তব্য হলো যে: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটি খুবই স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তিনি বলেন: "অতঃপর রুকূ' করবে, তারপর সিজদা, তারপর পুনরায় সিজদা করবে, তারপর উঠে দাঁড়াবে, এভাবে যদি কেউ সালাত সমাপ্ত করে তবেই তার সালাত পূর্ণাঙ্গ হবে; এর ব্যতিক্রম হলে, তোমার সালাত অপূর্ণাঙ্গ থেকে যাবে।"

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, প্রতি রাকা'আতে ক্বিরাআত (তিলাওয়াত), রুকূ' ও সিজদা, এবং তিনি এমন পদ্ধতিতে সালাত সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, যেভাবে তিনি প্রথম রাকা'আতে শিখিয়ে দিয়েছেন, এবং এ হাদীসটি সকল সালাতের জন্যই ব্যাখ্যা করা হয়েছে, শুধু এক রাকা'আতের জন্য নয়।[৩৬৫]

٢٠٣) وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الأَرْبَعِ كُلِّهَا

২০৩. আবূ কাতাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চার রাক'আতেই তেলাওয়াত করতেন। [৩৬৬]

পর্যালোচনা:

এ হাদীসের বিরুদ্ধে গিয়ে হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ বলেন যে, শেষের দু' রাক'আতে সালাত আদায়কারী ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামতো তিলাওয়াতও করতে পারবেন অথবা নীরব থাকতে পারবেন। দেখুন: আল-হিদায়াহ (৪৮/১ অধ্যায়: নাওয়াফিল)। আশরাফ আলী থানভী দেওবন্দী লিখেছেন যে: "শেষ দু' রাকা'আতে যদি কেউ আলহামদু তিলাওয়াত না করে বরং তিনবার 'সুবহানাল্লাহ ' বলে, তাও জায়েয হবে।

---

৩৬৫. তাখরীজ: ((সহীহ)) দেখুন: হাদীস ১০৮।

৩৬৬. তাখরীজ: ((সহীহ)) দেখুন: হাদীস ১৯, ২৩৮, ২৮৬, ২৮৮।

তবে আলহামদু তিলাওয়াত করাই উত্তম, কিন্তু সালাত আদায়কারী যদি কিছুই না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, তাতেও ক্ষতি নেই, তার সালাত বৈধ হবে।" [বেহেশতি জেওর: পৃষ্ঠা ১৬৩, দ্বিতীয় খণ্ড, অধ্যায়: ফরয সালাত আদায়ের পদ্ধতি, অধ্যায় ৫, মাসায়ালা নং-১৭]

٢٠٤) فَإِنِ احْتَجَّ بِحَدِيثِ عُمَرَ ﷺ، أَنَّهُ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فِي رَكْعَةٍ فَقَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّتَيْنِ، قِيلَ لَهُ : حَدِيثُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَفْسَرُ حِينَ، قَالَ : " اقْرَأْ ثُمَّ ارْكَعْ "، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْقِرَاءَةَ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْعَلَ الْقِرَاءَةَ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ خِلَافَ رَسُولِ اللهِ ﷺ

২০৪. কেউ যদি হাদীস থেকে এ যুক্তি উপস্থাপন করেন যে: "'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একবার এক রাক'আতে তিলাওয়াত করতে ভুলে গিয়েছিলেন, পরে তিনি দ্বিতীয় রাক'আতে সূরাহ ফাতিহা দু' বার তিলাওয়াত করেন।" তবে তার উদ্দেশে বক্তব্য হলো, এ বিষয়ে আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীসই অধিক মুফাস্‌সার বা স্পষ্ট, তিনি বলেছেন: "তিলাওয়াত করবে, তারপর রুকূ' করবে", সুতরাং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রুকূ'র আগে তিলাওয়াত নির্ধারিত করে দিয়েছেন, এবং আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর আর কারো রুকূ' ও সিজদা করার পর তিলাওয়াত করার কথা বলা অধিকার নেই।[৩৬৭]

٢٠٥) وَكَانَ عُمَرُ يَتْرُكُ قَوْلَهُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَنِ اقْتَدَى بِرَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ مُقْتَدِيًا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَمُتَّبِعًا لِعُمَرَ وَإِنْ كَانَ عِنْدَ عُمَرَ ﷺ فِيمَا ذُكِرَ عَنْهُ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَظْهَرْ لَنَا، وَبَانَ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِالْقِرَاءَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَعَلَيْنَا الاتِّبَاعُ كَمَا ظَهَرَ قَالَ تَعَالَى وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا فَلَا يَكُونُ سُجُودٌ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَلَا رُكُوعٌ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ"

---

৩৬৭. তাখরীজ: ((সহীহ))

দ্বিতীয় রাক'আতে 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর দু'বার সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াতের হাদীসটি মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকে [হাদীস ২৭৫১] সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন: আসন্ন হাদীস নং-২৪৪।

২০৫. 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথার ক্ষেত্রে তার নিজের কথা পরিত্যাগ করতেন, সুতরাং যে ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আনুগত্য করল, সে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) উভয়েরই আনুগত্য করল। যদি 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকটে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছ থেকে এ বিষয়ে কোনো হাদীস থেকেও থাকে, তিনি তা প্রকাশ করেননি।

আমরা জানি যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রুকূ'র আগে তিলাওয়াত করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং এটা মেনে চলার বিষয়টি যেমন স্পষ্ট, তেমনি অপরিহার্য। মহান আল্লাহ্ তায়ালা বলেন: "তোমরা যদি তার আনুগত্য কর তবে সঠিক পথ পাবে" [নুর: ৫৪]।

সুতরাং সিজদা কখনো রুকূ'র আগে করা যাবে না এবং রুকূ' কখনো তিলাওয়াতের আগে করা যাবে না। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "আল্লাহ্ যেখান থেকে শুরু করেছেন, আমরাও সেখান থেকে শুরু করব।"[৩৬৮]

٢٠٦) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ "

২০৬. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+ইয়াহইয়া বিন কায'আহ+মালিক বিন আনাস+ইবনে শিহাব আয-যুহরী+আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান+আবূ হুরায়রাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি এক রাকা'আত ধরতে পারল, সে (সালাত) ধরতে পারল।"[৩৬৯]

---

৩৬৮. তাখরীজ: ((সহীহ))

৩৬৯. তাখরীজ: ((সহীহ))

এ হাদীসটি মুয়াত্তা ইমাম মালিকে [১০/১ হাদীস ১৪] উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইমাম মুসলিম [১০১/২ হাদীস ১৬১, ২০৭] এটি ইমাম মালিকের সনদে এবং ইমাম বুখারীও একে ইমাম মালিকের সনদে বর্ননা করেছেন্ দেখুন: পরবর্তী হাদীস নং-২০৬।

٢٠٧) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ مِثْلَهُ

২০৭. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+আবদুল্লাহ বিন ইউসুফ আল-তানীসি+মালিক বিন আনাস আমাদেরকে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৩৭০]

٢٠٨) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ : أَنْبَأَنَا مَالِكٌ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : " وَهِيَ السُّنَّةُ " وَقَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا

২০৮. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+আবদুল্লাহ বিন ইউসুফ+মালিক বিন আনাস+ইবনে শিহাব আয-যুহরী বলেন: "এটাই সুন্নাহ।"

ইমাম মালিক বলেন: আমি আমার দেশে অনেক স্কলারকে পেয়েছি যারা এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন।[৩৭১]

٢٠٩) قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَزَادَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ : " فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الإِمَامُ صُلْبَهُ " . وَأَمَّا يَحْيَى بْنُ حُمَيْدٍ فَمَجْهُولٌ لا يُعْتَمَدُ عَلَى حَدِيثِهِ غَيْرُ مَعْرُوفٍ بِصِحَّةٍ، خَبَرُهُ مَرْفُوعٌ وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا يَحْتَجُّ بِهِ أَهْلُ الْعِلْمِ،

২০৯. বুখারী বলেন: আবদুল্লাহ বিন ওয়াহাব অতিরিক্ত করেছেন+ইয়াহইয়া বিন হুমায়েদ থেকে+কুররাহ বিন আবদুর রহমান বিন হাইওয়াল+তিনি ইবনে শিহাব+আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান+আবূ

---

৩৭০. তাখরীজ: ((সহীহ))

এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে [১৫১/১ হাদীস ৫৮০] একই সনদ ও মতনে বর্ণিত হয়েছে এবং এ হাদীসটি সামনে বিস্তারিত আসছে: ২২৫। দেখুন: হাদীস ২০৫।

৩৭১. তাখরীজ: ((সহীহ))

এ বক্তব্যটি মুয়াত্তা ইমাম মালিকেও [১০৫/১ হাদীস ২৩৪] রয়েছে।

হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন:

"তিনি কোমরের পশ্চাৎভাগ সোজা করার আগেই ইমামের সঙ্গে সালাতে অংশ নিলেন"।

ইয়াহইয়া বিন হুমায়েদ মাজহুল (অপরিচিত)। তার হাদীসের উপর নির্ভর করা যাবে না। তার মারফূ' হাদীসের শক্তিও জানা যায়নি, এবং আলিমগণও এ ধরনের হাদীস থেকে দলিল গ্রহণ করেন না। [৩৭২]

---

৩৭২. তাখরীজ: ((সহীহ))

এ হাদীসটি আবদুল্লাহ বিন ওয়াহবের এ হাদীসটি সহীহ ইবনে হিব্বান [কিতাবুস সালাত লাহু ইত্তিহাফ আল-মাহারাহ: ১৬১/১ পৃষ্ঠা ১০১ হাদীস ২০৪৪৯], সুনানে আদ-দারাকুতনী [৩৪৬/১ হাদীস ১২৯৮] আল-সুনান আল-কুবরা [৮৯/২], আল-উকাইলির আদ-দুয়াফা [খণ্ড ৪ পৃষ্ঠা ৩৯৮], ইবনে আদীর আল-কামিল [২৬৮৪/৭] এবং সহীহ ইবনে খুযায়মাহ-তে[১৫৯৫] উল্লেখ রয়েছে।

ইমাম ইবনে খুযায়মাহ এ হাদীসের বিষয়ে নীরবতা পালন করেছেন, যার মানে হলো, এ হাদীসটি তার মতে সহীহ। হাদীসটি ইমাম ইবনে খুযায়মা তার "মুখতাসির আল-মুখতাসির মিন আল-মুসনাদ আল-সহীহ" গ্রন্থে, যা সহীহ ইবনে খুয়ায়মা নামে পরিচিত, কোনো সমালোচনা ছাড়াই বর্ণনা করেছেন, সুতরাং হাদীসটি তার মতে সহীহ। বর্ণনা করে অথবা লেখার মাধ্যমে ইবনে খুযায়মাহ এর বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করেছেন অথবা খুযায়মাহ এ হাদীসটিকে সহীহ ঘোষণা করেছেন,আর এ ধরনের হাদীস সম্পূর্ণ সহীহ। এটাই ছিল স্কলার ও মুহদ্দিসগণের পদ্ধতি। সহীহ ইবনে খুযায়মাহর একটি হাদীসের বিষয়ে মুহাম্মাদ ইউসুফ বিন্নরি দেওবন্দি লিখেছেন: "ইবনে খুযায়মাহ হাদীসটি তার সহীহতে উল্লেখ করেছেন এবং এটি তার মতে সহীহ।" [মা'আরিফুল সুনান: খণ্ড ২: পৃষ্ঠা ১৫০]।

কিন্তু অধিকাংশ সঠিক মতানুসারে এ হাদীসটি দ্বঈফ। এর মধ্যে ত্রুটি হলো: অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে কুররাহ বিন আবদুর রহমান বিন হাইওয়াল একজন দ্বঈফ বর্ণনাকারী। সহীহ মুসলিমে তার হাদীসগুলো মুতাবিয়াতে রয়েছে তাহরীর তাকরীব আত-তাহযীবে [৫৫৪১] লেখা হয়েছে: "কুররাহ বিন হাইওয়াল মা'মার, মালিক, ইউনুস ও আকীলের বিরোধিতা করেছেন, সুতরাং তার হাদীস মুনকার।"

কিছু লোক ইয়াহইয়া বিন হুমায়েদ সম্পর্কে লিখেছেন: "ইমাম হাকিম তাকে বসরার সিকাহ লোকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন" [মুসতাদরাক হাকিম: ২১৬/১]। আমি মুসতাদরাকে এ তাওসীক পাইনি; বরং অন্য এক বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া বিন আবূ সুলেমানের তাওসীক লেখা হয়েছে, ওয়াল্লাহু আ'লাম, যা

٢١٠) وَقَدْ تَابَعَ مَالِكًا فِي حَدِيثِهِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ الْهَادِ، وَيُونُسُ، وَمَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَشُعَيْبٌ، وَابْنُ جَرِيجٍ، وَكَذَلِكَ قَالَ عِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَوْ كَانَ مِنْ هَؤُلاءِ وَاحِدٌ لَمْ يَحْكُمْ بِخِلافِ يَحْيَى بْنِ حُمَيْدٍ أُوثِرَ ثَلاثَةٌ عَلَيْهِ، فَكَيْفَ بِاتِّفَاقِ مَنْ ذَكَرْنَا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعِرَاكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ خَبَرٌ مُسْتَفِيضٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحِجَازِ، وَغَيْرِهَا وَقَوْلُهُ : " قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الإِمَامُ صُلْبَهُ " . لا مَعْنَى لَهُ وَلا وَجْهَ لِزِيَادَتِهِ

২১০. এ হাদীসে উবায়দুল্লাহ বিন ‘উমার, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল আনসারী, ইয়াযিদ বিন আবদুল্লাহ ইবনে আল-হাদ, ইউনুস বিন ইয়াযিদ আল আইলি, মা‘মার বিন রাশিদ, সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ, শুয়াইব বিন আবূ হামযাহ এবং আবদুল মালিক বিন আবদুল আজিজ ইবনে জুরায়ী ইমাম মালিকের মুতাবিয়াহ করেছেন; এবং এটি ইরাক বিন মালিক আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে, তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। যদি তাদের কেউই ইয়াহইয়া বিন হুমায়েদের বিরোধিতা না করতো, তাহলে তিন বর্ণনাকারীর তার উপর অগ্রাধিকার থাকত। এখানে প্রত্যেকেই একমত জ্ঞাপন করেছেন, যা আমরা উল্লেখ করেছি। আবূ সালামা বিন আবদুর রহমান এটি ইরাক বিন মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে, তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, এবং হিজাজ ও অন্যান্য স্কলারদের মধ্য থেকে এ রিপোর্টটি বিখ্যাত (এবং মুতাওয়াতির) এবং তার (ইয়াহইয়া বিন হুমায়েদ) বক্তব্য: “ইমামের কোমর সোজা করার আগে” এর কোনো অর্থ নেই, এবং তার যায়দার [অতিরিক্ত] কোনো কারণ নেই।[৩৭৩]

জামহুরের সমালোচনার বিপরীতে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

৩৭৩. তাখরীজ: ((সহীহ)) উবায়দুল্লাহ বিন ‘উমার: [দেখুন: এ বইয়ের হাদীস নং- ২১১, এবং সহীহ মুসলিম (৬০৭)]

এ হাদীসের একটি সংক্ষিপ্ত তাখরীজ হলো নিম্নরূপ:

ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-আনসারি: [দেখুন: হাদীস ২১১]

ইয়াযিদ বিন আবদুল্লাহ বিন আল-হাদ: [দেখুন: হাদীস ২১২]

٢١١) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ"

২১১. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+আবদুল ইয়ামান আল হাকাম বিন নাফি+শু'য়াইব বিন আবূ হামযাহ+ইবনে শিহাব আয-যুহরী+আবূ সালামা বিন আবদুর রহমান+আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি সালাতে এক রাকা'আত ধরতে পারল, সে (সালাত) ধরতে পারল।"[৩৭৪]

٢١٢) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَيُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ " : مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ إِلا أَنْ يَقْضِيَ مَا فَاتَهُ"

২১২. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+আইয়ুব বিন সুলাইমান বিন বিলাল+আবূ বকর (আবদুল হুমায়েদ বিন আবূ ইয়াস)+সুলাইমান বিন হিলাল+উবায়দুল্লাহ বিন 'উমার+ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-আনসারি+ইউনুস বিন ইয়াযিদ আল-আইলি+ইবনে শিহাব আয-যুহরী+আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান+আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি সালাতে এক রাকা'আত ধরতে পারল, সে (সালাত) ধরতে পারল, তবে সে যা পূর্ণ

ইউনুস বিন ইয়াযিদ: [দেখুন: হাদীস ২১১ এবং সহীহ মুসলিম ৬০৭]
মা'মার বিন রাশিদ: [সহীহ মুসলিম:৬০৭/১৬২] সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ: [সহীহ মুসলিম: ৬০৭] শু'য়াইব বিন আবূ হামযাহ: [দেখুন: হাদীস ২১০] ইবনে জুরাইক: [দেখুন: হাদীস ২১৬] ইরাক বিন মালিক: [দেখুন: হাদীস ২১৮]

৩৭৪. তাখরীজ: ((সহীহ)) এর সনদ সহীহ।

করেছে, আর যা বাদ গেছে তা ব্যতীত।"

٢١٣) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ " : مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ"

২১৩. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+আবদুল্লাহ বিন সালিহ+লাইস বিন সা'দ+ইয়াযিদ বিন আবদুল্লাহ বিন আল-হাদ+আয-যুহরী+আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান+আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি সালাতে এক রাকা'আত ধরতে পারল, সে (সালাত) ধরতে পারল।"[৩৭৫]

---

৩৭৫. তাখরীজ: ((সহীহ))

দেখুন: হাদীস ২১০, ২১১।

দ্রষ্টব্য: 'কিছু ব্যক্তি' লিখেছেন যে, "ইমাম বুখারী শুধু মুদাল্লিসই নন, বরং তিনি এমন বর্ণনাকারীদের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন, যারা তার মতে সহীহ নয়।" [জুযুল ক্বিরাআত, আল-ওকারভির পরিবর্তনসহ: পৃষ্ঠা ১২৭ হাদীস ২৩৫] অন্যদিকে ইমাম ইরাকি ইমাম বুখরীর বিরুদ্ধে আনীত তাদলীসের অভিযোগ কঠোরভাবে খণ্ডণ করেছেন, এবং তিনি লিখেছেন: "বুখারী মুদাল্লিস নন"। [আল-তাকীদ ওয়াল আইযাহ শারহে মুকাদ্দিমাহ ইবনে আস-সালাহ: পৃষ্ঠা ৩৪]। ইমাম আবূ মুহাম্মাদ আবদুর রহমান বিন আবূ হাতিম আর-রাযি বলেন: "আহমদ বিন মানসুর আল-মারওয়াযি বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি সালামাহ বিন সুলাইমান থেকে শুনেছি, তিনি বলেন: আবদুল্লাহ বিন আল মুবারাক বলেন: 'আমার সহচরগণ আমাকে আবূ হানীফা থেকে বর্ণনা করা থেকে বিরত রাখতেন, কারণ তিনি হাম্মাদ বিন আবূ সুলাইমান থেকে মুহাম্মাদ বিন জাবিরের বই নিয়েছেন এবং এটি হাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেছেন, এবং তিনি এটি হাম্মাদ থেকে শুনেননি।" [আল-জারহ ওয়াল-তা'দীল:৪৫০/৮]

এর সনদ সহীহ। ইমাম আহমদ বিন মানসুর হলেন "আল-ইমাম আল-মুহাদ্দিসিন আল-সিকাহ" [সিয়ার আ'লাম আল-নাবুলা: ৩৮৮/১২]। সালামাহ বিন সুলাইমান আল-মারওয়াযী একজন "সিকাহ হাফিজ" [আল-তাকরীব: ২৪৯৩]। মুহাম্মাদ বিন জাবির আল-ইয়ামানি নিজে বলতেন: "আবু হানিফাহ আমার কাছ থেকে হাম্মাদের বই চুরি করেছেন" [আল-জারহ ওয়াল তা'দীল: ৪৫০/৮, সনদ: সহীহ। আমরা জানতে পারলাম যে, এ কারণে ইমাম আবূ

٢١٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ " : مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاةِ رَكْعَةً وَاحِدَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا

২১৪. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+মুহাম্মাদ বিন মুকাতিল+আবদুল্লাহ বিন আল-মুবারাক+ইউনুস বিন ইয়াযিদ+আয-যুহরী+আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান+আবূ হুরায়রাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি সালাতে এক রাকা'আত ধরতে পারল, সে (সালাত) ধরতে পারল।"[৩৭৬]

٢١٥) قَالَ مُحَمَّدٌ الزُّهْرِيُّ : وَنَرَى لِمَا بَلَغَنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ : " مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً وَاحِدَةً فَقَدْ أَدْرَكَ "،

২১৫. মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন উবায়দুল্লাহ আয-যুহরী বলেন; আমরা মনে করি যে, এটি আমাদের কাছে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) থেকে পৌঁছেছে যে, "যে ব্যক্তি জুমু'আর সালাতে এক রাকা'আত ধরতে পারল, সে (জুমু'আর সালাত) ধরতে পারল।"[৩৭৭]

পর্যালোচনা:

হানীফা একজন মুদাল্লিস ছিলেন। স্মরণ রাখা দরকার যে, ইবনে আল মুবারাক তার শেষ বয়সে আবূ হানীফাহ থেকে বর্ণনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। [আল-জারহ ওয়াল তা'দীল: ৪৪৯/৮] সেই কারণেই তার বইয়ে ইমাম আবূ হানীফা থেকে কোনো হাদীস্ব বর্ণনা করা হয়নি।

৩৭৬. তাখরীজ: ((সহীহ))
ইমাম মুসলিম [১০২/২ হাদীস ৬০৭] হাদীসটি ইউনুস বিন ইয়াযিদ আল-আইলি'র সনদে বর্ণনা করেছেন।

৩৭৭. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ হাদীসটি মুরসাল, তবে ইবনে মাজাহ [১১২৩] হাদীসটি: "যুহরী, তিনি সালিম থেকে, তিনি ইবনে 'উমার থেকে" এ সনদে একই অর্থসহ বর্ণনা করেছেন, এবং এটি ঐসব শাওয়াহিদসহ সহীহ।

সহীহ ইবনে খুযায়মায় লেখা হয়েছে যে:

٢١٦) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ,

২১৬. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ+উসমান বিন 'উমার বিন ফারাস+ইউনুস বিন ইয়াযিদ+ইবনে শিহাব আয-যুহরী+আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান+আবূ হুরায়রাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৩৭৮] [দেখুন: হাদীস ২১৪।

٢١٧) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، أَخْبَرَهُ , قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ " : مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ"

২১৭. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+আবদুল্লাহ বিন সালিহ+লাইস বিন সা'দ+ইউনুস+আয-যুহরী+আবূ সালামাহ+আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি সালাতে এক রাকা'আত ধরতে পারল, সে (সালাত) ধরতে পারল।"[৩৭৯]

٢١٨) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا

---

৩৭৮. তাখরীজ: ((সহীহ)) দেখুন: হাদীস ২১০, ২১৩।

৩৭৯. তাখরীজ: ((সহীহ))

এ হাদীসের সনদ সহীহ। দেখুন: হাদীস ২১০, ২১৩, ২১৫, ২১৬।

২১৮. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+মুহাম্মাদ বিন উবায়েদ+মুহাম্মাদ বিন সালামাহ+মুহাম্মাদ বিন ইসহাক+ইয়াযিদ বিন হাবিব আর মিসরি+ইরাক বিন মালিক+আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন: "যে ব্যক্তি সালাতে এক রাকা'আত ধরতে পারল, সে (সালাত) ধরতে পারল।"[৩৮০]

٢١٩) قَالَ الْبُخَارِيُّ : مَعَ أَنَّ الأُصُولَ فِي هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُسْتَغْنِيَةٌ عَنْ مَذَاهِبِ النَّاسِ , قَالَ الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ : يُكَثِّرُ الْكَلامُ لِيُفْهَمَ، وَيُقَلِّلُ لِيُحْفَظَ

২১৯. বুখারী বলেন: এ ইস্যুতে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণিত হাদীসগুলো মাযহাবের লোকদের থেকে সমৃদ্ধ; এবং খলীল বিন আহমদ (আল-ফারাহিদি আর-নাহবি) বলেন: "কোনো কিছু বোঝানোর জন্য প্রচুর বক্তৃতা করতে হয়, কিন্তু কোনো কিছু মুখস্থ করাতে অল্প বক্তৃতা দিলেই হয়।"

٢٢٠) وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : " مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ "، وَلَمْ يَقُلْ : " مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ أَوِ السُّجُودَ أَوِ التَّشَهُّدَ "

২২০. আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন: "যে ব্যক্তি সালাতে এক রাকা'আত ধরতে পারল, সে (সালাত) ধরতে পারল।" তিনি (রাসূল) বলেননি যে, যে ব্যক্তি রুকূ' অথবা সিজদা অথবা তাশাহুদে গিয়ে সালাত ধরল, সে সালাত ধরল।[৩৮১]

পর্যালোচনা:

"কেউ রুকূ'তে গিয়ে সালাত ধরলে, সে পুরো রাকা'আত ধরবে" এ বিষয়টি কোনো সহীহ হাদীস দ্বারা অথবা ইজমা দ্বারা প্রমাণিত নয়। 'কিছু লোক' তাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও এ ইস্যুতে ইজমা দাবি করেন, যা মারদুদ।

---

৩৮০. তাখরীজ: ((সহীহ))
ইমাম আহমদ বিন হাম্বল [২৬৫/২ হাদীস ৭৫৮৪] হাদীসটি মুহাম্মাদ বিন উবায়েদ থেকে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি শাওয়াহিদসহ সহীহ।

৩৮১. তাখরীজ: ((সহীহ))দেখুন: হাদীস ২১৭।

٢٢١) وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ : فَرَضَ اللّٰهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلاةَ الْخَوْفِ رَكْعَةً،

২২১. এ বিষয়ের জন্য দলিল হলো আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এর হাদীস: "আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথার মাধ্যমে খাউফের সালাতে [ভয়ের সালাত] এক রাকা'আত সালাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন।"[৩৮২]

٢٢٢) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ " : صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْخَوْفِ بِهَؤُلاءِ رَكْعَةً، وَهَؤُلاءِ رَكْعَةً، فَالَّذِي يُدْرِكُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ مِنْ صَلاةِ الْخَوْفِ وَهِيَ رَكْعَةٌ، لَمْ يَقُمْ قَائِمًا فِي صَلاتِهِ، أَجْمَعَ وَلَمْ يُدْرِكْ شَيْئًا مِنَ الْقِرَاءَةِ،

২২২. আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন: আল্লাহর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের [প্রথম গ্রুপের] খাউফের সালাতে এক রাক'আতের ইমামতি করলেন, এবং অন্য রাক'আতে [দ্বিতীয় গ্রুপের] ইমামতি করেন। এভাবে যে ব্যক্তি ভয়ের সালাতে রুকূ' ও সিজদাসহ ধরবে, এটি এক রাকা'আতের সালাত, সে তার পুরো সালাতে কিয়ামও করেনি, এবং তিলাওয়াত থেকেও কিছু পায়নি। [৩৮৩]

٢٢٣ وَقَالَ النَّبِيُّ " : ﷺكُلُّ صَلاةٍ لا يُقْرَأُ فِيهَا بِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ "، وَلَمْ يَخُصَّ صَلاةً دُونَ صَلاةٍ،

২২৩: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "যে সালাতে সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করা হয় না, সেই সালাত খিদাজ [অপূর্ণাঙ্গ]"। তিনি কোনো বিশেষ সালাতকে বাদ দেননি।[৩৮৪]

---

৩৮২. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ বর্ণনাটি সামনে আসছে। দেখুন: হাদীস ২২৬।

৩৮৩. তাখরীজ: ((সহীহ))
সহীহ বুখারীতে এ হাদীসটি দীর্ঘ পরিসরে বর্ণনা করা হয়েছে [খণ্ড ২ পৃষ্ঠা ১৮ হাদীস ৯৪৪], এবং সুনানে নাসাঈ [১৬৯/৩ হাদীস ১৫৩৪, ১৫৩৫] ইত্যাদি।

৩৮৪. তাখরীজ: ((সহীহ))দেখুন: হাদীস ১৪, ৮৫।

٢٢٤ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : يُقَالُ : أَخْدَجَتِ النَّاقَةُ إِذَا أَسْقَطَتْ وَالسَّقْطُ مَيِّتٌ لا يُنْتَفَعُ بِهِ

২২৪: আবূ উবায়েদ আল কাসিম বিন সালাম বলেন: উটনি যখন গর্ভপাত করে এবং মৃত বাচ্চা প্রসব করে তখন বলা হয় উটনি খিদাজ করেছে। 'আল-সাকত' মানে হলো-মৃত দেহ, যার কোনো উপকারিতা নেই।[৩৮৫]

٢٢٥ حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ" وَعَنْ مَالِكٍ، سَمِعَ أَنَّهُ يَقُولُ : " مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى." وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَهِيَ السُّنَّةُ

২২৫: মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+আবদুল্লাহ বিন ইউসুফ+মালিক বিন আনাস+ইবনে শিহাব+আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান+ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

---

৩৮৫. তাখরীজ: ((সহীহ))

নাকিস (ত্রুটিপূর্ণ): কামুস উল ওয়াহীদে লেখা হয়েছে: সঠিকভাবে সালাত আদায় না করা, কিছু আরকান [স্তম্ভ] বাদ দেয়া" [পৃষ্ঠা ৪১৩] এটা স্পষ্ট যে, যে সালাতে রুকন [স্তম্ভ] বাদ পড়ে তা অবৈধ। ইবনে আবদুল বার্র আল আন্দালুসি [মৃত্যু: ৪৬৩ হিজরী] লিখেছেন:

"খিদাজ মানে হলো বিপথগামী ও ক্ষতি" [আল-ইসতাযকার: ৪৪৮/১ হাদীস ১৬১]। এটা স্পষ্ট যে, স্বাভাবিক নিয়মবিচ্যুত সালাত অবৈধ।

ইমাম ইবনে আবদুল বার্র (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) যারা নাকিস সালাতকে বৈধ বলেন তাদের যুক্তি খণ্ডণ করেছেন এবং তিনি তাদের এ বক্তব্যকে "বিচ্যুত ম্যাজেস্ট্রিয়াল ক্ষমতার" সঙ্গে তুলনা করেছেন। [একই সূত্র]।

সুতরাং আমরা জানতে পারলাম যে, এখানে ক্ষতি দ্বারা জাতি ক্ষতি বুঝানো হয়েছে। যারা একে সিফাতি ক্ষতি বলে থাকেন তাদের যুক্তি খণ্ডণ দেখতে: তজিহুর কালাম: খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ১৭৮, ১৮৭।

পূর্বোক্ত এক হাদীসে [১০৮], এটা খুবই স্পষ্ট হয়েছে যে, নাকিস বলতে আরকানের [স্তম্ভ] ক্ষতি বোঝানো হয়েছে, যা সালাত অবৈধ হওয়ার প্রমাণ।

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন: "যে ব্যক্তি সালাতে এক রাকা'আত ধরতে পারল, সে (সালাত) ধরতে পারল।" এটি ইমাম মালিক থেকে বর্ণিত, তিনি যুহরীকে বলতে শুনেছেন: "যে ব্যক্তি জুমু'আর সালাতে এক রাকা'আত ধরতে পারল, তাকে দ্বিতীয় রাকা'আতও আদায় করতে হবে।" এবং ইবনে শিহাব আয-যুহরী বলেন: "এবং এটাই সুন্নাহ"।[৩৮৬]

٢٢٦ حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ الأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ " : فَرَضَ اللهُ الصَّلاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً"

২২৬: মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+আবূ নুয়াইম আল ফদল বিন দুকাইন+আবূ আওয়ানাহ+বুকায়ের বিন আল আখনাস+মুজাহিদ বিন জাবার+আবদুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন:

"তোমার নবী (ﷺ) এর মুখের বাণীর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আল-হাদারে [বাড়ি ও চারপার্শ্বের এলাকা] চার রাকা'আত, সফরে দু' রাকা'আত এবং ভয়ের ক্ষেত্রে এক রাকা'আত সালাত ফরয করে দিয়েছেন।[৩৮৭]

পর্যালোচনা:

ইমাম বায়হাকি বলেন:

"আবূ সাঈদ বিন আমর আমাদেরকে জানান, তিনি বলেন: আবুল আব্বাস আল-আসিম আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রাবি' বিন সুলাইমান আমাদেরকে অবহিত করেন, তিনি বলেন: আশ-শাফী' বলেন: প্রতি রাক'আতে সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত ব্যতীত কারো সালাতই বৈধ নয়, চাই সে ইমাম অথবা মুকতাদি হোক, ইমাম জোরে তিলাওয়াত করুক অথবা নীরবে তিলাওয়াত করুক, মুকতাদিকে উচ্চৈঃস্বর ও নীরব উভয়

---

৩৮৬. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে [খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ১৫১ হাদীস ৫৮০] সংক্ষিপ্তভাবে একই সনদে বর্ণনা করা হয়েছে। দেখুন: হাদীস ২০৬, ২০৭।

৩৮৭. তাখরীজ: ((সহীহ))
ইমাম মুসলিম [১৪৩/২ হাদীস ২৮৭/৫, ৬] হাদীসটি আবূ আওয়ানাহ আল-যাশকারি থেকে বর্ণনা করেছেন।

তিলাওয়াতের সালাতেই সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করতে হবে। রাবি' বলেন: 'এটা ইমাম শাফে'য়ীর সর্বশেষ বক্তব্য, যা তার থেকে শোনা গেছে।"

এর সনদ সহীহ।

আবূ সাঈদ মুহাম্মাদ বিন মুসা বিন আল ফাদাল আর-সিরফি নিশাবুরি হলেন "আল-শায়খ আল-সিকাহ আল মা'মুন"। [৩৮৮]

আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব আল আসিম হলেন: "আল ইমাম, আল-সিকাহ এবং প্রাচ্যের মুহাদ্দিস।"[৩৮৯]

ইমাম তিরমিযী বলেন:

এবং এটা ইমাম মালিক বিন আনাস, ইবনে আল মুবারাক, শাফে'য়ী, আহমদ ও ইসহাক বিন রাহওয়াহ এর বক্তব্য। তারা প্রত্যেকেই ইমামের পিছনে তিলাওয়াতের পক্ষে। [হাদীস ৩১১। আরো দেখুন: আল-ইলাল আল-তিরমিযী: পৃষ্ঠা ৮৮৯]।

অন্যদিকে কিছু লোক ইমাম আহমদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

"এটা যে সালাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত এ ব্যাপারে সবার কি ঐকমত্য রয়েছে?"[৩৯০]

একে আমরা বলি "ইসতিফহাম ইনকারি" [এর অর্থ নিচে ব্যাখ্যা করা হয়েছে], কারণ ইমাম আহমদ নিজেই ইমামের পিছনে তিলাওয়াতের পক্ষে; ইসহাক বিন মানসুরের বর্ণনায়, তিনি উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াতের সালাতে ইমামের বিরতিতে সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াতের অনুমতি দিতেন। [একই বই: পৃষ্ঠা ৩১] সাহাবা, তাবেয়ী, ইমাম শাফে'য়ী ও অন্যান্যরা ইমামের পিছনে তিলাওয়াতের পক্ষে; অতএব এর বিরুদ্ধে ইজমার দাবি ভুল। ইজমা এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, যাতে এর সঙ্গে একজনও সহীহ আকিদাসম্পন্ন মুসলিম দ্বিমত করতে না পারে, কিন্তু এখানে বেশিরভাগ লোকই ইমামের পিছনে তিলাওয়াতের পক্ষে। ইবনে হাজাম ইমাম আহমদ থেকে একটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেন যে: "যে ব্যক্তি

---

৩৮৮. সিয়ার আ'লাম আল-নাবুলা: ৩৫০/১৭]

৩৮৯. তাযকিরাতুল হুফ্ফায: ৮৬০/৩, অধ্যায় ৮৩৫]।

৩৯০. মাসাই'ল আবূ দাউদ: পৃষ্ঠা ৩১]

কোনো একটি বিরোধপূর্ণ ইস্যুতে ইজমা দাবি করবে, সে মিথ্যাবাদী।[৩৯১] যেহেতু ইমামের পিছনে তিলাওয়াতের বিষয়ে স্কলারদের ভিন্নমত রয়েছে, সুতরাং এ ইস্যুতে ইজমার দাবি করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অতএব, ইমাম আহমদের বক্তব্য মাহমুদের উপর ভিত্তি করে দেয়া হয়েছে, তিনি "লোকেরা একমত হয়েছেন" বলার মাধ্যমে তিনি ইসতিফহাম ইনকারি [এর অর্থ নিচে ব্যাখ্যা করা হয়েছে] করেছেন।

[ইসতিফহাম ইনকারি শব্দের অর্থ: একটি অলঙ্কারবহুল প্রশ্ন যা অপলাপ বা অস্বীকৃতিকে অপরিহার্য করে তোলে, যেমন: "বৃদ্ধ বয়সে জীবনের আনন্দ কী?" মানে: কোনো আনন্দ নেই।]

٢٢٧) حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شَرِيحٍ ، قَالَ : ثنا ابْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : "قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَكَبَّرُوا مَعَهُ وَرَكَعَ وَرَكَعَ نَاسٌ مِنْهُمْ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَقَامَ الَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ وَحَرَسُوا إِخْوَانَهُمْ وَأَتَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا مَعَهُ وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلاةٍ وَلَكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

২২৭. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+হায়াত বিন শুরাইহ+মুহাম্মাদ বিন হারব+মুহাম্মাদ বিন আল-ওয়ালীদ আল-যুবায়দি+আয-যুহরী+উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উতবাহ+আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত:

একবার আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) [ভয়ের] সালাতের ইমামতি করার জন্য দাঁড়ালেন এবং লোকজনও তার পিছনে দাঁড়ালো। লোকেরা তাঁর সঙ্গে তাকবীর বললো। তিনি রুকূ'তে গেলেন এবং পিছনের কিছু লোকও রুকূ' করলো। অতঃপর তিনি (রাসূল) সিজদায় গেলে তারাও সিজদায় গেল। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়ালেন, তখন যারা প্রথম রাকা'আত পড়েছেন, তারা উঠে চলে গেলেন এবং তাদের অন্য ভাইদের পাহারা দিতে লাগলেন। দ্বিতীয় গ্রুপ এসে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাতে

---

৩৯১. আল-মুহাল্লাহ: খণ্ড ১০ পৃষ্ঠা ৪২২ মাসয়া'লা: ২০২৫]

দাঁড়ালো এবং তার সঙ্গেই রুকূ' ও সিজদা করলো। সবাই সালাতে ছিলো, কিন্তু সালাতরত অবস্থায়ই তারা এক গ্রুপ অন্য গ্রুপকে পাহারা দিচ্ছিল।[৩৯২]

٢٢٨) قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ حُذَيْفَةَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَغَيْرِهِمْ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهَؤُلاءِ رَكْعَةً وَبِهَؤُلاءِ رَكْعَةً.

২২৮. বুখারী বলেন: একইভাবে হুযায়ফাহ বিন আল-ইয়ামান, যায়েদ বিন সাবিত, ও অন্যান্য সাহাবী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের [প্রথম গ্রুপের] এক রাকা'আত সালাতের ইমামতি করেন এবং [দ্বিতীয় গ্রুপের] জন্য আরেক রাক'আতের ইমামতি করেন।[৩৯৩]

٢٢٩) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ

২২৯. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+আল কুতাইবাহ+সুফিয়ান+আবূ বকর বিন আবূ আর জাহাম+উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উতবাহ বিন মাসউদ+ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি অনুরূপ একটি হাদীস রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন।[৩৯৪] [দেখুন: ২২৭]

---

৩৯২. তাখরীজ: ((সহীহ))

এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে [১৮/২ হাদীস নং-৯৪৪] একই সনদ ও মতনে বর্ণিত হয়েছে।

৩৯৩. তাখরীজ: ((সহীহ))

এ বর্ণনার একটি সংক্ষিপ্ত তাখরীজ নিচে দেয়া হলো:

হুযায়ফাহ বিন আল-ইয়ামান: [আবু দাউদ: ১২৪৬, আল নাসাঈ: ১৬৭, ১৬৮/৩ হাদীস ১৫৩০, ১৫৩১, ইবনে খুযায়মাহ: ১৩৪৩, এবং আহমদ: খণ্ড ৫ পৃষ্ঠা ৩৮৫, ৩৯৯]

যায়েদ বিন সাবিত: [আল-নাসাঈ: ১৬/৩ হাদীস ১৫৩২, ইবনে খুযায়মাহ: ১৩৪৩, এবং আহমদ: ১৮৩/৫]

৩৯৪. তাখরীজ: ((সহীহ))

এ হাদীসটি সুনান আন-নাসাঈতে[১৬৯/৩] বর্ণিত হয়েছে।

٢٣٠) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْبُخَارِيُّ : وَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : الْوِتْرُ رَكْعَةٌ

২৩০. আবূ আবদুল্লাহ আল-বুখারী বলেন: "আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এক রাকা'আত বিতর পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।"[৩৯৫]

٢٣١) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ : " صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ، فَلْيُوتِرْ بِرَكْعَةٍ

২৩১. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+ইয়াহইয়া বিন সুলাইমান+আবদুল্লাহ বিন ওয়াহাব+আমর বিন আল-হারিস+আবদুর রহমান বিন আল-কাসিম+কাসিম বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ বকর+আবদুল্লাহ বিন 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন:

"রাতের সালাত দু' রাকা'আত, দু' রাকা'আত করে আদায় করবে, আর যদি তুমি শেষ করতে চাও তাহলে শেষে এক রাকা'আত আদায় করবে।"[৩৯৬]

٢٣٢) قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَهُوَ فِعْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَالَّذِي لا يُدْرِكُ الْقِيَامَ وَالْقِرَاءَةَ فِي الْوِتْرِ، صَارَتْ صَلاتُهُ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " لا صَلاةَ إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ"

২৩২. ইমাম বুখারী বলেন: এটা মদীনার লোকদের কাজ। যে ব্যক্তি বিতরের সালাতে কিয়াম ও ক্বিরাআত পেল না, তার সালাত ক্বিরাআতবিহীন এবং আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন: "সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত ব্যতীত কোনো সালাত নেই।"[৩৯৭]

---

৩৯৫. তাখরীজ: ((সহীহ))
দেখুন আসন্ন হাদীস: ২৩১

৩৯৬. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে [৩০/২ হাদীস ৯৯৩] একই সনদ ও মতনে বর্ণিত হয়েছে।

৩৯৭. তাখরীজ: ((সহীহ)) দেখুন: হাদীস ২।

পর্যালোচনা:

আবদুল্লাহ্ বিন 'উমার আল-মাদানী এক রাকা'আত বিতর [আসার আস-সুনান: ৬০২, সাঈদ বিন মানসুরের সূত্রে] আদায় করতেন, উসমান বিন আফ্ফান আল-মাদানী [একই সূত্র: ৬০৪, (তিনি বলেছেন: এর সনদ হাসান], এক রাকা'আত বিতর আদায় করতেন, আমীর আশ-শা'বি বলেন: "আর সা'দ এবং আল আবদুল্লাহ্ বিন 'উমার বিতরের প্রতি রাক'আতে সালাম বলতেন। [মানে হলো: প্রতিদিন তারা বিতরের এক রাক'আতের পর সালাম বলতেন।]"[৩৯৮]

এটা স্পষ্ট যে, আবদুল্লাহ্ বিন 'উমার আল-মুহাজির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বিতর সালাত আদায় করতে মদীনার বাইরে যেতেন না। অতএব ইমাম মালিকের বক্তব্য "আমরা এটি অনুসরণ করি না" এর দ্বারা তার স্থানীয় মসজিদকে বোঝানো হয়েছে অথবা তার আশেপাশের এলাকা বোঝানো হয়েছে, পুরো মদীনাকে নয়; অথবা তিনি এর দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, এক রাক'য়াত বিতরের আগে আমাদের দু' রাকা'আত সালাত আদায় করা উচিত। তিরমিযী বলেন: "মালিক, শাফে'য়ী, আহমদ ও ইসহাক বিন রাহ্ওয়াইহ্রও একই মত।" [হাদীস ৪৬১]। ইমাম তিরমিযী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তার বই আল-ইলাল সাগীরের শুরুতে ইমাম মালিকের বাদ দেয়া সনদ উল্লেখ করেছেন, যা সহীহ্ [প্রকাশনায়, দারুস সালাম: পৃষ্ঠা ৮৮৯]। ইবনে রাশাদ আল-কুরতুবি আল-মালিকি কোনো সনদ ছাড়াই লিখেছেন যে, ইমাম মালিক তিন রাকা'আত বিতর পড়াকে মুস্তাহাব মনে করতেন, যার মাঝে আমরা সালাম বলতাম।[৩৯৯]। এটা পূর্বোক্ত অর্থকেও শক্তিশালী করে।

খলীল আহমদ সাহারানপুরি দেওবন্দি লিখেছেন: "এক রাকা'আত বিতরের সালাত বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত; এবং আবদুল্লাহ্ বিন 'উমার, ইবনে আব্বাস, এবং অন্যান্যরা এর ব্যাপারে দৃঢ়তা প্রদান করেছেন, এবং এটা ইমাম মালিক, শাফে'য়ী ও আহমদের মাযহাব, সুতরাং এর সমালোচনা করা তাদের সকলের সমালোচনার শামিল...." [বারাহীন কাতিয়াহ: পৃষ্ঠা ৭]

এখন আমরা এখানে কিছু লোকের "উপহাস" উপস্থাপন করব:

---

৩৯৮. [ইবনে আবূ শায়বাহ: ২৯২/২ হাদীস-৬৮১২, সনদ: সহীহ।]

৩৯৯. [বিদায়াতুল মুজতাহিদ: ২০০/১]

"মদীনার লোকজন তিন রাকা'আত বিতরকে লেজবিহীন অথবা একটি খণ্ডিত সালাত হিসেবে গণ্য করত।" [তাহাবির শারহে মা'আনিল আসার: ১৯৭/১]। এ সনদে সুফিয়ান বিন উয়াইনাহও রয়েছেন, যিনি একজন মুদাল্লিস; অতএব এ হাদীসটি তার তাদলীসের কারণে দ্বঈফ। কিছু লোক আবার "বিতরের মাঝখানে সালাম বলা" এর ব্যাখ্যা করেছেন, যা অবৈধ এবং আত-তাহবির ব্যাখ্যার বিপরীত।

সাত ফিকাহবিদ বলতেন যে, "বিতর সালাত তিন রাকা'আত, সমাপ্তির আগে এতে সালাম বলবে না।" [তাহাবি: ২০৭/১]। এখানে বর্ণনাকারী আবুল আওয়াম মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল জব্বার আল-মারাদি মাজহুলুল হাল। কাশফুল আসতার আন রিজাল মা'আনি উল-আসার [পৃষ্ঠা ৯৩] এ এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

'উমার বিন আবদুল আজিজ ও কাসিম বিন মুহাম্মাদ এর বক্তব্য এক রাকা'আত বিতরের বিরোধিতা প্রমাণ করে না।

আহলে হাদীসের মতে, তিন রাকা'আত বিতর সহীহ, এবং এক রাকা'আত বিতরও সহীহ। স্মরণ রাখতে হবে, এক সালামে তিন রাকা'আত বিতর সালাত আদায় করার পদ্ধতি হলো, দ্বিতীয় রাক'আতে তাশাহহুদের জন্য বসা যাবে না। দেখুন: মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক [৪৬৬৯] এবং আল-বায়হাকি, আল-সুনান আল-কুবরা। [২৮, ২৯/৩]।

٢٣٣) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ " : إِذَا قَالَ الإِمَامُ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ سورة الفاتحة آية ٧، فَقُولُوا : آمِينَ . "

وَيُرْوَى عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ

২৩৩. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+ইসমাঈল বিন আবূ আয়াস+মালিক বিন আনাস+আবূ বকরের ক্রীতদাস সুমাই+আবূ সালিহ আস-সাম্মান যাকওয়ান+আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন: যখন ইমাম বলেন: "গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দল্লিন", তখন 'আমীন' বলবে। এবং অনুরূপ একটি

হাদীস সাঈদ আল-মাকবুরি থেকে, তিনি আবূ হুরায়রাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে, তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। [৪০০]

٢٣٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ " ﷺ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ آمِينَ إِذَا قَالَ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ سورة الفاتحة آية ٧ " ,

২৩৪. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+আবদুল্লাহ বিন ইউসুফ+সুফিয়ান বিন সাঈদ আস-সাওরি+সালাম বিন কুহাইল+হুজর বিন আনবাস+ওয়াইল বিন হুজর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত:

আমি আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছ থেকে শুনেছি, সালাতে "গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ দল্লীন" তিলাওয়াতের সময় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গলার স্বর বাড়িয়ে দিয়ে আমীন বলতেন। [৪০১]

পর্যালোচনা:

ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তানও হাদীসটি সুফিয়ান বিন আস-সাওরি থেকে বর্ণনা করেছেন, এবং ইয়াহইয়া শুধু ঐসব হাদীস আস-সাওরি থেকে বর্ণনা করেছেন, যেগুলোতে তিনি শোনার ব্যাপারে দৃঢ়তা [তাসরীহ] করেছেন। দেখুন: নুরুল আইনাইন: পৃষ্ঠা ১২৮, এবং আল-

---

৪০০. তাখরীজ: ((সহীহ))

এ হাদীসটি মুয়াত্তা ইমাম মালিক-এ [৮৭/১ হাদীস ১৯২] একই সনদ ও মতনে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারী [১৯৮/১ হাদীস ৭৮২, ২১/৬ হাদীস ৪৪৭৫] এটি ইমাম মালিকের সনদে বর্ণনা করেছেন।

আমি আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে সাঈদ আল-মাকবুরির সনদটি পাইনি।

৪০১. তাখরীজ: ((সহীহ))

আবু দাউদ [৯৩২] এবং তিরমিযী [২৪৮] হাদীসটি সুফিয়ান আস-সাওরি থেকে একই অর্থসহ বর্ণনা করেছেন। এবং তিরমিযী বলেন: "হাসান" [দারাকুতনি এর বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করেছেন: ২৩৪/১] এবং ইবনে হাজার [আল-তালখীস আল-হাবীর: ২৩৬/১], আলী বিন সালিহ [সিকাহ] এর বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে: "এভাবে তিনি তার গলার স্বর বাড়িয়ে আমীন বললেন।" [আবু দাউদ: ৯৩৩]। এর সনদ সহীহ।

কিফায়াহ: পৃষ্ঠা ৩৬২, দ্বিতীয়ত, সুফিয়ান আস-সাওরির বর্ণনাগুলোতে সবসময় সালামাহ বিন কুহাইলের কাছ থেকে শোনার ব্যাপারে দৃঢ়তা প্রদান করা হয়। দেখুন: নুরুল আইনাইন: পৃষ্ঠা ১২৮ এবং ইলাল কাবির, তিরমিযী: ৯৬৬/২, এবং আল-তামহীদ: ৩৪/১। ইমাম বুখারীর বিরুদ্ধে তাদলীসের ভুল অভিযোগের জন্য দেখুন: হাদীস ২১২।

٢٣٥) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، وَقَبِيصَةُ , قَالا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ حُجْرٍ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَحْوَهُ، وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ : " رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ"

২৩৫. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+মুহাম্মাদ বিন কাসীর+কাবীশাহ+সুফিয়ান আস-সাওরি+সালামাহ বিন কুহাইল+হুজর বিন আব্বাস+ওয়াইল বিন হুজুর থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ বিন কাসীর বলেন: তিনি এটা বলার সময় তার গলার স্বর উচু করেছেন। [৪০২]

পর্যালোচনা:

এ হাদীসের বিরুদ্ধে ইমাম শু'বাহ থেকে একটি বর্ণনা রয়েছে, যা দ্বঈফ। দেখুন: আল বায়হাকি, আল তারিখ আল-কাবীর [৭৩৩], এবং আল-কাউলুল মাতীন। ইমাম মুসলিম বলেন: "শু'বাহ এ হাদীসে ভুল করেছেন, যখন তিনি বলেছেন: 'ওয়া আখফা সাউতা'"[৪০৩] ইমাম মুসলিম আরো বলেন: (অর্থ) "উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলার হাদীসটি মুতাওয়াতির।" [একই সূত্র: পৃষ্ঠা ৪০ হাদীস ৩৮] ওয়ালহামদুলিল্লাহ। শারহে মা'আনিল আসারে [১৪০/১] লেখা হয়েছে যে, এটি 'উমার ও আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তারা উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলতেন না। এর সনদ দুর্বল, আবূ সা'দ আল-বাকাল দ্বঈফ ও মুদাল্লিস, এবং "আন" যোগে বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় বর্ণনাকারী, অধিকাংশ বিশুদ্ধ বক্তব্যানুসারে আবূ বকর বিন

---

৪০২. তাখরীজ: ((সহীহ))
আবু দাউদ [৯৩২] এটি মুহাম্মাদ বিন কাসীর আল-আবদি থেকে বর্ণনা করেছেন। দেখুন: হাদীস-২৩৪ এবং আল-কাউলুল মাতীন ফিল জাহের বিল আমীন, শেখ যুবায়ের আলী যায়ী: পৃষ্ঠা ২৫।

৪০৩. কিতাব আল-আউয়াল মিন কিতাব আল-তামীয: পৃষ্ঠা ৩৯ হাদীস ৩৬

আইয়াশও একজন দ্বঈফ বর্ণনাকারী। দেখুন: নুরুল আইনাইন: পৃষ্ঠা ১৮১, ১৮৭।

٢٣٦) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : " إِذَا قَالَ الإِمَامُ : وَلا الضَّالِّينَ سورة الفاتحة آية ٧، فَقُولُوا : آمِينَ "

২৩৬. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+মাহমুদ বিন গাইলান+আবূ দাউদ সুলাইমান বিন দাউদ+শু'বাহ বিন আল হাজ্জাজ+ইয়া'লা বিন আতা+আবূ আলকামাহ আল হাশমি [বনু হাশিমের ক্রীতদাস, আল-ফারসি, আল-মিসরি]+আবূ হুরায়রাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"ইমাম যখন "ওয়ালাদ্ দল্লিন" বলবে, তখন তোমরা আমীন বলবে।"[৪০৪]

পর্যালোচনা:

সহীহ বুখারীতে [আযান অধ্যায়, হাদীস ৭৮০] বর্ণিত হয়েছে যে, "আতা বলেন: আমীন হলো একটি দুয়া, ইবনে আয-যুবায়ের এবং তার মুকতাদিগণ মসজিদে একই ধরনের স্বর না আসা পর্যন্ত আমীন বলেছেন।" এখান থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ বিন আয-যুবায়ের এবং তার অনুসারীগণ, উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলতেন এবং অন্য কোনো সাহাবী তার এ কাজের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন নি। অতএব, আমীন বিল জাহের এর অনুমতির ব্যাপারে সাহাবাদের ইজমা রয়েছে, এবং মসজিদে গলার স্বর বাড়িয়ে দিয়ে আমীন বলা উচিত, এবং আমীন হলো একটি দুয়া, যা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করা হয়।

সহীহ ইবনে খুযায়মায় [২৮৭/১ হাদীস ৫৭২] বর্ণিত আছে যে:

---

৪০৪. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ হাদীসটি মুসনাদে আবূ দাউদ আল-তিয়্যালসি [২৫৭৭] এ উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইমাম মুসলিম [১৮৩৫/৩৩] হাদীসটি সংক্ষেপে শু'বাহ'র সনদে বর্ণনা করেছেন।

"যখন আবদুল্লাহ বিন 'উমার ইমামের সঙ্গে সালাত আদায় করতেন, তখন ইমাম সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করতেন, আর লোকেরা যখন 'আমীন বলত, ইবনে 'উমারও তখন আমীন বলতেন, এবং তিনি একে সুন্নাত মনে করতেন।"

এ হাদীসের সনদ হাসান লিযাতিহ। উসমান বিন যায়েদ আল লাইসি হাসানুল হাদীস। সুনানে ইবনে মাজায় [হাদীস ৮৫৬] বর্ণিত হাদীসের সারসংক্ষেপ হলো যে, আমীন বলার কারণে ইহুদীরা ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে পড়ে। আল মুনযিরী ও আল-বুসায়রি এর বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করেছেন [আল-কাউলুল মাতীন ফিল জাহের বিল আমীন, শেখ যুবায়েরঃ পৃষ্ঠা ৪২]। আর যেসব লোক মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আমীন বলার জন্য ইহুদিদের ঈর্ষা করেন এবং ঘৃণা করেন ঐসব লোকদের বিষয়ে ইমাম ইবনে খুযায়মাহ বলেন: "এসব লোক মূলত তাদের কাজে-কর্মে ইহুদিদের অনুসারী"। [৪০৫]

٢٣٧) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنِ الْعَلاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ " : إِذَا قَرَأَ الإِمَامُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَاقْرَأْ بِهَا وَاسْبُقْهُ، فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ : وَلا الضَّالِّينَ سورة الفاتحة آية ٧، قَالَتِ الْمَلائِكَةُ : آمِينَ، مَنْ وَافَقَ ذَلِكَ قَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُمْ"

২৩৭. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+মুহাম্মাদ বিন উবায়দুল্লাহ+আবুদল আজিজ বিন আবূ হাজিম+আ'লা বিন আবদুর রহমান+আবদুর রহমান বিন ইয়াকুব+আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

ইমাম যখন সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করবে, তখন তুমিও তা তিলাওয়াত করবে, এবং ইমামের আগেই তিলাওয়াত শেষ করবে, এভাবে ইমাম যখন বলবে: "ওয়ালাদ্ দল্লিন", তখন ফেরেশতারা বলে: "আমীন" এবং তোমাদের কারো আমীন যদি ফেরেশতাদের আমীনের সঙ্গে

৪০৫. সহীহ ইবনে খুযায়মাহ: ২৮৭/১, হাদীস নং-৫৭৪ এর আগে।]

যুগপৎভাবে মিলে যায়, তাহলে তার দোয়া কবুল হয়ে যাবে।[৪০৬]

পর্যালোচনা:

এ হাদীস আমাদের শিক্ষা দেয়, সাহাবাদের মতে মুকতাদিকে অবশ্যই ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করতে হবে এবং এ তিলাওয়াত ইমামের আগেই শেষ করতে হবে, তবে একজন অশ্রদ্ধেয় ও নির্লজ্জ ব্যক্তি লিখেছেন যে: "যে ব্যক্তি ইমামের আগে সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করবে, সে গাধা।"[৪০৭]

٢٣٨) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ، وَهَمَّامُ بْنُ يَحْيَى وَحَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ " ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ، فَكَانَ يُسْمِعُنَا الآيَةَ " , حَدَّثَنَا مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ بِهَذَا

২৩৮. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+আবান বিন ইয়াযিদ+হাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া+হারব বিন শাদ্দাদ+ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর+আবদুল্লাহ বিন আবূ কাতাদাহ+কাতাদাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জোহর ও আসরের প্রথম দু' রাক'আতে সূরাহ ফাতিহা ও সঙ্গে আরেকটি সূরাহ পাঠ করতেন এবং শেষের দু' রাক'আতে শুধু সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করতেন। তিনি মাঝে-মাঝে আমাদেরকে শুনিয়েও পাঠ করতেন।

মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+মুসা বিন ইসমাঈল+হাম্মাম বিন ইয়াহইয়া আমাদেরকে একই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

পর্যালোচনা:

ইমাম বুখারী হাদীসটি ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীরের সনদে তার আল-জামি আল-সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। [১৯৩/১ হাদীস ৭৬৯]

---

৪০৬. তাখরীজ: ((সহীহ))

এর সনদ সহীহ, নিমভি হানাফি আসার আস-সুনানে বলেন: "এর সনদ হাসান।" দেখুন: [হাদীস ৩৫৮] দেখুন: হাদীস ২৮৩।

৪০৭. জুযুল ক্বিরাআত, আমীন ওকারবির তাহকীক ও পরিবর্তনসহ: পৃষ্ঠা ১৩৭]

٢٣٩) قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَرَوَى نَافِعُ بْنُ يَزِيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِيْ يَحْيَ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَدَنِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِيْ عَتَّابٍ وَإِبْنُ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ رَفَعَهُ : (إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُوْدٌ فَاسْجُدُوْا وَلَا تَعُدُّوْهَا شَيْئًا) وَيَحْيَ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ رَوَى عَنْهُ أَبُوْ سَعِيْدٍ مَوْلَى بَنِيْ هَاشِمٍ عَبْدُاللهِ بْنِ رَجَاءَ الْبَصْرِيُّ مَنَاكِيْرَ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ سَمَاعَهُ مِنْ زَيْدٍ وَلَا مِنْ إِبْنِ الْمَقْبُرِيِّ وَلَا تَقُوْمُ بِهِ الْحُجَّةُ.

২৩৯. ইমাম বুখারী বলেন: নাফি' বিন ইয়াযিদ বর্ণনা করেন এবং বলেন: ইয়াহইয়া বিন আবূ সুলাইমান আল- মাদানি আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি যায়েদ বিন আবূ আত্তাব এবং সাঈদ বিন আবূ সাঈদ আল মাকবুরি থেকে, তিনি আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি হাদীসটি মারফু' [সরাসরি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে] হিসেবে বর্ণনা করেন:

আমরা সিজদায় থাকাকালে যখন তোমরা সালাতে আস, তখন তোমরা সিজদা করবে এবং তবে তা গণনা করবে না।

ইয়াহইয়া বিন আবূ সুলাইমান মুনকির উল হাদীস। বনু হাশিমের ক্রীতদাস আবূ সাঈদ এবং আবদুল্লাহ বিন রাযা আল-বসরি তার কাছ থেকে মুনকির হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি যায়েদ বিন আবূ আত্তাব ও ইবনে আল মাকবুরি কারো কাছ থেকেই তার হাদীস শোনার বিষয়ে দৃঢ়তা প্রদান করেননি, তার বর্ণিত হাদীস থেকে দলিলও গ্রহণ করা হয়নি। [৪০৮]

পর্যালোচনা:

ইয়াহইয়া বিন আবূ সুলাইমানকে সুনান আবূ দাউদে [৮৯৩], সহীহ ইবনে খুযায়মাহ [৫৭, ৫৮/৩ হাদীস ১৬২২], সুনান আদ-দারাকুতনি [৩৪৭/১ হাদীস ১২৯৯], মুসতাদরাক আল-হাকিম [২১৬, ২৭৩/১] এবং আল-বায়হাকির আল সুনান আল কুবরা [৮৯/২], নাফি বিন ইয়াযিদের সনদে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম ইবনে খুযায়মাহ বলেন:

"আমি এ সনদে সন্তুষ্ট নই, কারণ আমি কোনো জারহ ও তা'দীল প্রসঙ্গে ইয়াহইয়া বিন আবূ সুলাইমানকে চিনি না।"

---

৪০৮. তাখরীজ: ((দ্বঈফ)) দেখুন: হাদীস ২৩৮, ২৮৮

ইমাম হাকিম এ হাদীসকে বিশুদ্ধ বলেছেন এবং ইয়াহইয়া বিন আবূ সুলাইমানকে সিকাহ বলে ঘোষণা করেছেন, তার বিরুদ্ধে কোনো সমালোচনা পাওয়া যায়নি, এবং যাহাবী তার তালখীস উল মুসতাদরাকে তাকে অনুসরণ করেছেন, তবে অন্য এক স্থানে তিনি ইমাম হাকিমের বিরোধিতা করে বলেন:

"ইয়াহইয়া মুনকিরুল হাদীস, বুখারীও তাকে মুনকিরুল হাদীস বলেছেন", (৫৩২/২)। যাহাবীর উভয় বক্তব্য পরস্পরবিরোধী হওয়ায় তা নিরপেক্ষ হয়ে গেছে। দেখুন: মীযানুল ই'তিদাল ৯৫৫২//২) এবং নূরুল আইনাইন (পৃষ্ঠা ৬১)।

من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة

ইয়াহইয়াহ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারীর জারহ বর্ণনার পর, হাফিজ বিন হাজার বলেন:

"তাকে মাজরুহ বিবেচনা করার জন্য ইমাম বুখারীর মতো ইমামের সমালোচনাই যথেষ্ট।"[৪০৯], এবং সে কারণে হাফিয বিন হাজার তাকরীব আত-তাহযীবে [৭৫৬৫] লিখেছেন যে: "তিনি হলেন লাইয়িনুল হাদীস"।

এর সারসংক্ষেপ হলো, এ হাদীসটি ইয়াহইয়া বিন আবূ সুলাইমানের কারণে দ্বঈফ।[৪১০]

মুয়াত্তা ইমাম মালিকে আবূ হুরায়রাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে একটি সনদবিহীন হাদীস বর্ণিত হয়েছে:

من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة

তবে এর সনদ ইনকিতা' (বিচ্ছিন্ন) ও বালাগাতের কারণে দ্বঈফ। "কিছু লোক" এ জায়ীফ হাদীসটির কথা পরিবর্তন করেছেন।

٢٤٠) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ

৪০৯. আত-হাফ আল-মাহারাহ: ৬৪০, ৬৪১/১৪ হাদীস ১৮৩৮৯]
৪১০. আরো বিস্তারিত জানতে দেখুন: নাইল উল-আওতার (হাদীস ৮৯৩)

عَبْدِ الْمُطَّلِبِ " : أَلا أُعْطِيكَ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غُفِرَ لَكَ ذَنْبُكَ ؟ قَالَ : تُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً " فَذَكَرَ صَلاةَ التَّسْبِيحِ

২৪০. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+বিশর বিন আল হাকাম+মুসা বিন আবদুল আজিজ+আল হাকাম বিন আবান+ইকরিমাহ (ইবনে আব্বাসের দাস)+ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবকে (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন: "আমি কি তোমাকে কিছু বলে দেব না? তুমি যদি এটা কর তাহলে তোমার সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। চার রাকা'আত সালাত আদায় করবে; এবং প্রতি রাকায়াতে সূরাহ ফাতিহা ও অন্য আরেকটি সূরাহ পাঠ করবে, অতঃপর তিনি (রাসূল) তার কাছে সালাতুত তাসবীহর কথা বর্ণনা করেন।"[৪১১]

পর্যালোচনা:

সালাতুত তাসবীহ নফল। এ সালাতেই যখন সূরাহ ফাতিহা পাঠ করা হয়, তখন ফরয সালাতে সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে, চাই সে ইমাম, মুকতাদি অথবা মুনফারিদ হোক। অতএব, ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াতের কারণ সম্পূর্ণ সহীহ।

٢٤١) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ " : كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاةِ

---

৪১১. তাখরীজ: ((হাসান)) আবূ দাউদ [১২৯৭], ইবনে মাজাহ [১৩৮৭], এবং ইবনে খুযায়মাহ [১২১৬] হাদীসটি আবদুর রহমান বিন বিশর বিন আল হাকাম, তিনি মুসা বিন আবদুল আজিজ থেকে, এ সনদে বর্ণনা করেছেন। এ সনদটি হাসান লিযাতিহ, এবং এর পক্ষে শক্তিশালী শাওয়াহিদও রয়েছে। অতএব এ হাদীসটি এর শাওয়াহিদসহ সহীহ। দেখুন: মুহাম্মাদ বিন আলী বিন তোলোন আদ-দামেস্কির মুসনাদ গ্রন্থ "আল-তারশিহ লিবাইয়ান সালাত আল-তাসবীহ", তাহকীকসহ। ওয়াল হামদুলিল্লাহ।

يُكَلِّمُ أَحَدُنَا أَخَاهُ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ سورة البقرة آية ٢٣٨ فَأَمَرَنَا بِالسُّكُوتِ

২৪১. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+মুসাদ্দাদ+ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান+ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ+আল হারিস বিন শুবাইল+আবূ আমর সা'দ বিন আইয়াস আশ-শায়বানি+যায়েদ বিন আরকাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

আমরা সালাতের সময় কথা বলতাম, এবং আমাদের একজন তার সঙ্গীদেরকে তার প্রয়োজনের কথা বলত এ আয়াত "আর তুমি তোমার সালাতকে কঠোরভাবে সংরক্ষণ কর, বিশেষ করে মধ্যভাগের সালাত, এবং আল্লাহর সামনে আনুগত্যশীল হয়ে দাঁড়াও" (২.২৩৮) অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত। এরপর থেকে আমাদেরকে [সালাতরত অবস্থায়] নীরব থাকার নির্দেশ দেয়া হয়।[৪১২]

পর্যালোচনা:

যায়েদ বিন আরকাম মদীনার সাহাবী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। অতএব,. আমরা জানতে পারলাম যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায় আসার আগে সালাতে কথা বলা অনুমোদিত ছিল। "এবং যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হবে, তখন তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং নীরব থাকবে" এ আয়াতটি মাক্কি। অতএব আমরা যদি এ আয়াত থেকে 'ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াতের' অর্থ গ্রহণ করি, তাহলে মক্কায় এ আয়াতটি নাযিলের পর সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত নিষিদ্ধ ছিল, তাহলে কিভাবে সালাতের মধ্যে কথা বলা অনুমোদিত হয়, যার জন্য মাদানী আয়াত "এবং আল্লাহর সামনে আনুগত্যশীল হয়ে দাঁড়াও" অবতীর্ণ হয়েছিল।

সঠিক বিষয় হলো, "এবং যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হবে" আয়াতটি সালাতের সময় কথা বলা ও ইমামের পিছনে তিলাওয়াত কোনোটিই নিষিদ্ধ করেনি। অতএব সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াতের বিরুদ্ধে এ আয়াতটি উপস্থাপন করা সঠিক নয়।

---

৪১২. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে [৩৮/৬ হাদীস নং-৪৫৩৪] একই সনদ ও মতনে বর্ণিত হয়েছে, এবং ইমাম মুসলিম [৭১/২ হাদীস ৫৩৯/৩৫] এটি ইসমাঈল বিন আবূ খালিদের সনদে বর্ণনা করেছেন।

٢٤٢) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ، وَقَالَ الْبَرَاءُ " : أَلا أُصَلِّي بِكُمْ صَلاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَرَأَ فِي صَلاتِهِ"

وَرَوَى أَبُو إِسْحَاقَ , عَنِ الْحَارِثِ سُئِلَ عَلِيٌّ ﷺ عَمَّنْ لَمْ يَقْرَأْ، فَقَالَ : " أَتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَقُضِيَتْ صَلاتُكَ ." وَقَالَ شُعْبَةُ : لَمْ يَسْمَعْ أَبُو إِسْحَاقَ مِنَ الْحَارِثِ إِلا أَرْبَعَةً لَيْسَ هَذَا فِيهِ، وَلا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ

২৪২. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+ইবরাহীম বিন মুসা+ঈসা বিন ইউনুস বিন আবূ ইসহাক+ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ+আল-হারিস বিন শুবাইল+আবূ আমর আশ-শায়বানি+যায়েদ বিন আরকাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত।

ইমাম বুখারী বলেনঃ বারাআ' বিন আজিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ আমার কি তোমাদের জন্য রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাতের ইমামতি করা উচিত নয়? অতঃপর তিনি সালাতে তিলাওয়াত করলেন। আবূ ইসহাক আমর বিন আবদুল্লাহ আস-সাবি' হারিস বিন আবদুল্লাহ বিন আল-আওর থেকে বর্ণনা করেন যেঃ আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে একবার এক ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো, যিনি সালাতে তিলাওয়াত করেন না। জবাবে তিনি বললেনঃ "তাকে তার রুকূ' ও সিজদাহ সম্পূর্ণ করতে দাও, এবং এতেই তার সালাত সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।" শু'বাহ বিন আল হাজ্জাজ বলেনঃ আবূ ইসহাক আস-সাবি' হারিস আল-আওরের কাছ থেকে মাত্র চারটি হাদীস শুনেছেন, এবং এটি সেগুলোর মধ্যে নেই, এটিকে দলিল হিসেবেও গ্রহণ করা হয়নি।[৪১৩]

---

৪১৩. তাখরীজঃ ((সহীহ))

এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে [৭৮/২ হাদীস ১২০০] একই সনদ ও মতনে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং ইমাম মুসলিম এটি ঈসা বিন ইউনুসের সনদে বর্ণনা করেছেন।

দেখুনঃ হাদীস ২৪১।

পর্যালোচনা:

১. বারআ বিন আজিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসটি মুসনাদে আহমদে [২৮৮/৪ হাদীস ১৮৭৩৬] হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে।

২. আবূ ইসহাক আস-সাবি'র বর্ণনাটি মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক-এ [১২৫/২ হাদীস ২৭৫৬] এবং মুসান্নাফে আবূ শায়বায় [৩৯৭/১ হাদীস ৪০০৯] বর্ণিত হয়েছে, এবং বায়হাকি তার আল-সুনান আল কুবরায় [৩৮৩/২] এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। হারিস আল-আওরের কারণে এর সনদ খুবই দুর্বল। এ ব্যক্তি একজন রাফিদি এবং মিথ্যাচারে অভিযুক্ত। দেখুন: মীযানুল ই'তিদাল। [৪৩৫/১, অধ্যায় ১৬২৭]। "কিছু লোক" হারিস আল আওরের হাদীসটিকে সহীহ অথবা হাসান শ্রেণিবদ্ধ করেছেন, যা সঠিক নয়।

٢٤٣) وَيُرْوَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، صَلَّى عُمَرُ ﷺ وَلَمْ يَقْرَأْ فَلَمْ يَعُدَّهُ وَهُـوَ مُنْقَطِعٌ لا يُثْبَتُ

২৪৩. আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত: 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সালাত আদায় করলেন এবং তিলাওয়াত করলেন না, কিন্তু পরে তিনি তার সালাত পুনরায়ও আদায় করলেন না। এ হাদীসটি মুনকাতি' এবং প্রমাণিত নয়।[৪১৪]

٢٤٤) وَيُرْوَى عَنِ الأَشْعَرِيِّ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ أَعَادَ وَيُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فِي رَكْعَةٍ مِنَ الْمَغْرِبِ فَقَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ مَرَّتَيْنِ

---

৪১৪. তাখরীজ: ((সহীহ))

দেখুন: আল-সুনান আল-কুবরা, আল বায়হাক্বী [৩৮১/৩৪৭/২], মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক [২৭৪৮], মুসান্নাফ ইবনে আবূ শায়বাহ [৩৯৬/১ হাদীস ৪০০৬] এবং তাহাবির শরহে মাআ'নিল উল-আসার [৪১১/১]।

এ সবগুলোই এসেছে মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আত-তাইমী, আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান থেকে, ইমাম নববি বলেন: "এটি জায়ীফ, কারণ আবূ সালামাহ ও মুহাম্মাদ বিন আলী ওমরের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সাক্ষাৎ লাভ করেননি। [আল-মাজমু': ৩৩০/৩], এবং ইবনে হাজার বলেন: "আবু সালামাহ ওমরের সঙ্গে সাক্ষাত করেননি।" [আত-হাফ আল-মাহারাহ:৪০৬/১২]

২৪৪. যিয়াদ বিন ইয়ায আল-আশা'আরি থেকে বর্ণিত: 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তার সালাতের পুনরাবৃত্তি করেছেন এবং আবদুল্লাহ বিন হানযালাহ বিন আবূ আমীর আর-রাহিব থেকে বর্ণিত: 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মাগরিবের এক রাক'আতে তিলাওয়াত করতে ভুলে গেলেন, পরে তিনি দ্বিতীয় রাক'আতে [সূরাহ্ ফাতিহা] দু' বার তিলাওয়াত করলেন। [৪১৫]

পর্যালোচনা:

মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকে [২৭৫৫], মুসান্নাফে ইবনে আবূ শায়বাহ [৩৯৭/১ হাদীস ৪০১২] এবং আল বায়হাকির আল সুনান আল কুবরায় এর পক্ষে অনেক শাহীদ রয়েছে, যার কারণে এ হাদীসটি হাসান।

ইবনে আল-তারকামানি আল-হানাফী ইবনে আবদুল বার্র থেকে তার আল-ইসতিযকার-এ বর্ণনা করেছেন:

والصحيح عن عمر أنه أعاده الصلاة

এবং 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে সঠিক বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি তার সালাত পুনরাবৃত্তি করেছেন। [৪১৬]

٢٤٥) وَحَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَشْبَهُ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الأَرْبَعِ كُلِّهَا وَلَمْ يَدَعْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ

২৪৫. আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে আবূ কাতাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসটি মানানসই, যেখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুরো চার রাক'আতেই তিলাওয়াত করেছেন , এবং সূরাহ ফাতিহা বাদ দেননি। [৪১৭]

٢٤٦) وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " إِنَّكُمْ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى

---

৪১৫. তাখরীজ: ((সহীহ))

এসব হাদীসের একটি সংক্ষিপ্ত তাখরীজ নিচে উল্লেখ করা হলো:

যিয়াদ বিন ইয়ায আল-আশআ'রি: [আল-বুখারী, আল তারিখ আল-কাবীর (৩৬৫/৩) এবং বায়হাক্বী এটি তার আল-সুনান আল কুবরায় [৩৮২/২] বর্ণনা করেছেন।

আবদুল্লাহ বিন হানযালাহ: [আবদুর রাজ্জাক, আল-মুসান্নাফ (১২২/২ হাদীস ২৭৫১), সনদ: সহীহ]।

দেখুন: হাদীস ২০৩।

৪১৬. [আল-জোহার আল-নাকি: ৩৮২/২]

৪১৭. তাখরীজ: ((সহীহ))দেখুন: হাদীস ২৩৮।

اللّٰهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ"

২৪৬. আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন: "তোমার মতামত যাই হোক না কেন, এর মতামত আল্লাহ ও মুহাম্মদের (ﷺ)।"[৪১৮]

পর্যালোচনা:

এ হাদীসের অর্থ সম্পূর্ণ সঠিক, কারণ আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন:

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهٗٓ إِلَى اللّٰهِ

(এবং তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন, সিদ্ধান্ত আল্লাহর কাছে (তিনিই বিচারপতি) [শুরা: ১০]। এবং আল্লাহ আরো বলেন:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ

(তোমরা যদি তোমাদের কোনো বিষয়ে মতভেদ কর, তাহলে এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে ছেড়ে দাও)[নিসা: ৫৯]। সুতরাং আমরা জানতে পারলাম যে, মতভেদের বিষয় আল্লাহ (কুরআন) ও তাঁর রাসূল (ﷺ) (হাদীস) এর ওপর ছেড়ে দেওয়াই হচ্ছে দ্বীন।

٢٤٧) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ بِهَذَا. وَقَالَ الأَعْجَرُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ : رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يَرْكَعُ وَهُوَ بِالْبَلاطِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّفِّ وَقَالَ هَؤُلَاءِ : إِذَا رَكَعَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ لَمْ يُجْزِهِ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ :

---

৪১৮. তাখরীজ: ((সহীহ))

এ হাদীসের সনদটি কাসীর বিন আবদুল্লাহ আল আওফির জন্য খুবই দুর্বল। কাসীর মিথ্যাচারে অভিযুক্ত এবং একজন মাতরুক বর্ণনাকারী। দেখুন: তাকরীব আত-তাহযীব [৫৬১৭] আল-তাহরীর [১৯৩, ১৯৪/৩], মীযানুল ই'তিদাল, এবং তাহযীব আত-তাহযীব ইত্যাদি।

لِيُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الأُولَى وَلَمْ يَقُلْ : يُطِيلُ الرُّكُوعَ وَلَيْسَ فِي الانْتِظَارِ فِي الرُّكُوعِ سُنَّةٌ

২৪৭. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+ইবরাহীম বিন আল-মুনযীর+ইসহাক বিন জা'ফর বিন মুহাম্মাদ+কাসীর বিন আবদুল্লাহ বিন আমর+আবদুল্লাহ বিন আমর+আমর বিন আওফ আল-মুযনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন (হাদীস ২৪৬)।

আবদুর রহমান বিন হুরমুয আল-আ'রাজ আবূ সালামাহ বিন ছাহল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে: আমি যায়েদ বিন সাবিতকে (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বালাতে (একটি স্থান) কিবলা ব্যতীত অন্য কোনো দিকে রুকূ' করতে দেখেছি, যতক্ষণ না তিনি কাতারে প্রবেশ করলেন, এবং এসব লোক বলেন: কিবলা ব্যতীত অন্য কোনো দিকে রুকূ' করা জায়েয নয়; আবূ সাঈদ আল খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রথম রাকা'আত দীর্ঘায়িত করতেন এবং কিছু বর্ণনাকারী বলেন: তিনি এটা এজন্য করতেন যাতে করে লোকজন এসে প্রথম রাক'আতেই সালাত ধরতে পারে, এবং তারা এ কথা বলতেন না যে, তিনি (রাসূল) রুকূ' দীর্ঘায়িত করতেন, এবং রুকূ'তে অপেক্ষা করা সুন্নাত নয়।[৪১৯]

পর্যালোচনা:

যায়েদ বিন সাবিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণনা যে, "তিনি কিবলা ব্যতীত অন্য কোনো দিকে মুখ করে রুকূ' করেছেন" কোথাও পাওয়া যায়নি, ওয়াল্লাহু আ'লাম।

যেসব হাদীসের সনদ পাওয়া যায়নি সেগুলোকে মারদুদ (বাতিল) করার বিধান রয়েছে। আবূ সাঈদ আল খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণনাটি সামনে আসছে। দেখুন: হাদীস ২৪৮।

٢٤٨) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ

---

৪১৯. তাখরীজ: ((সহীহ)) দেখুন: হাদীস ২৪৬।

يَزِيدَ ، عَنْ قَزَعَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، فَقَالَ " : إِنَّ صَلاةَ الأُولَى كَانَتْ تُقَامُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَيَخْرُجُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ، يَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَأْتِي مَنْزِلَهُ، فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَجِيءُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَيَجِدُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَائِمًا فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى"

২৪৮. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-মুসনাদি+বিশর বিন আস-সারি+মু'য়াবিয়াহ বিন সালিহ+রাবিয়াহ বিন ইয়াযিদ+কাযাহ+আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: প্রথম সালাত (দুপুরের) আরম্ভ হলো, আমাদের একজন বাকি'তে গেলেন, এবং সেখান থেকে বাড়িতে ফিরে এসে অযু করলেন এবং আবার মসজিদে গেলেন, এবং তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে প্রথম রাক'আতেই পেলেন।[৪২০]

٢٤٩) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " :يَفْضُلُ صَلاةَ الْجَمِيعِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جَزَاءً، وَيَجْتَمِعُ مَلائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ " ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ ﷺ: اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ : وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا سورة الإسراء آية ٧٨،

২৪৯. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+আবুল ইয়ামান আল হাকাম বিন নাফি+শুয়াইব বিন আবূ হামযাহ+আয-যুহরী+সাঈদ বিন আল-মুসাইয়িব+আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান+ আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে

৪২০. তাখরীজ: ((সহীহ))

এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে "মু'আবিয়াহ বিন সালিহ, তিনি রাবিয়াহ বিন ইয়াযিদ, তিনি কাযাহ বিন ইয়াহইয়া থেকে, তিনি আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে" এর সনদে বর্ণিত হয়েছে।

জযুল কিরাআতের এ সনদটিতে বিকৃতি ঘটেছে, সহীহ মুসলিমের মাধ্যমে যার সংশোধন করা হয়েছে। ওয়াল হামদুলিল্লাহ।

বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূলকে (ﷺ) বলতে শুনেছি: "জামায়াতের সালাত আদায় করা, একা সালাত আদায় করা অপেক্ষা পঁচিশ গুণ উত্তম; এবং রাত ও দিনের ফেরেশতারা ফজরের সালাতে একত্রিত হয়" অতঃপর আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বললেন: "তোমার পছন্দ অনুসারে তিলাওয়াত কর: "নিশ্চয়ই ফজরের কুরআন তিলাওয়াত প্রত্যক্ষ করা হয়" [বনি ইসরাঈল: ৭৮]"[৪২১]

٢٥٠) وَتَابَعَهُ مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ

২৫০. মা'মার বিন রাশিদ এটি আয-যুহরী, আবূ সালামাহ ও ইবনে আল মুসাইয়্যিব, আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ), আল্লাহর রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণনা করার মাধ্যমে তার (শু'য়াইব বিন আবূ হামযাহ'র) মুতাবিয়া করেছেন।[৪২২]

٢٥١) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَسْبَاطٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي , قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي قَوْلِهِ : وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا سورة الإسراء آية ٧٨، قَالَ : " تَشْهَدُهُ مَلائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلائِكَةُ النَّهَارِ " ,

২৫১. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+উবায়েদ বিন আসবাত বিন মুহাম্মাদ+তার পিতা আসবাত বিন মুহাম্মাদ+সুলাইমান বিন মিহরান আল আ'মাশ+আবূ সালিহ যাকওয়ান+ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল (ﷺ) থেকে আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী বিষয়ে বর্ণনা করেছেন: "এবং কুরআন তিলাওয়াত কর প্রত্যুষে (ফজরে সালাতে)।

---

৪২১. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে [১৬৬/১ হাদীস ৪৬৯৮] একই সনদ ও মতনে বর্ণিত হয়েছে এবং ইমাম মুসলিম [১২২/২ হাদীস ৬৪৯/২৪৬] এটি আবুল ইয়ামানের সনদে সংক্ষিপ্তভাব বর্ণনা করেন।

৪২২. তাখরীজ: ((সহীহ))
মা'মারের বর্ণনাটি সহীহ মুসলিমে রয়েছে। দেখুন: হাদীস ২৪৯।

প্রত্যূষের কুরআন তিলাওয়াত প্রত্যক্ষ করা হয়" আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন: "দিন ও রাতের ফেরেশতারা এ কুরআন তিলাওয়াত প্রত্যক্ষ করে।"[৪২৩]

٢٥٢) وَرَوَى شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ ,

২৫২. শু'বাহ বিন আল-হাজ্জাজ এ হাদীসটি সুলাইমান বিন মিহরান আল-আ'মাশ থেকে, তিনি যাকওয়ান থেকে, তিনি আবূ হুরায়রাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন।[৪২৪]

٢٥٣) وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَحَفْصٌ , وَالْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى , عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ

২৫৩. আলী বিন মুসহির, হাফস বিন গিয়াস ও কাশিম বিন ইয়াহইয়া বিন আত্তার বর্ণনা করেছেন আ'মাশ থেকে, তিনি আবূ সালিহ্ থেকে, তিনি আবূ সাঈদ খুদরী ও আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে, তারা আল্লাহর রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন।[৪২৫]

ইমামের পিছনে উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত করা যাবে না

٢٥٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا يُونُسُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِقَوْمٍ كَانُوا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ فَيَجْهَرُونَ بِهِ : " خَلَطْتُمْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ

---

৪২৩. তাখরীজ: ((সহীহ))
তিরমিযী [৩১৩৫], ইবনে মাজাহ [৬৭০] এবং আন নাসাঈ [আল কুবরা: ১১২৯৩] হাদীসটি উবায়েদ বিন আসবাতের সনদে বর্ণনা করেছেন এবং আহমদ [৪৭৪/২ হাদীস ১০১৩৭] হাদীসটি আসবাত বিন মুহম্মাদের সনদে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেন: "হাসান সহীহ"। [এবং ইবনে খুযায়মাহ এর বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করেছেন (১৪৭৪)], এবং আল হাকিম [২১১/১] একে বুখারী ও মুসলিমের শর্তাবলি পূরণ করেছে বলে ঘোষণা করেছেন, এবং যাহাবী এ ব্যাপারে তাকে অনুসরণ করেছেন। এ হাদীসটি এর শাওয়াহিদসহ সহীহ।

৪২৪. তাখরীজ: ((সহীহ))
আমি এ হাদীসটি সনদসহ পাইনি। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

৪২৫. তাখরীজ: ((সহীহ))
দেখুন: হাদীস ২৫১। আলী বিন মুশিরের হাদীসটি সুনানে তিরমিযীতে (৩১৩৫) রয়েছে।

"(حديث مرفوع) (حديث موقوف) وَكُنَّا نُسَلِّمُ فِي الصَّلاةِ، فَقِيلَ لَنَا " :

إِنَّ فِي الصَّلاةِ لَشُغْلا"

২৫৪. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+মুহাম্মাদ বিন মুকাতিল+নযর বিন শুমায়েল+ইউনুস বিন ইসহাক+আবূ ইসহাক+আবুল আহওয়াস +আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যারা ইমামের পিছনে জোরে কুরআন তিলাওয়াত করে তাদের উদ্দেশে বলেন: "তুমি আমার কুরআন তিলাওয়াতকে গোলমেলে করে দিয়েছ।" (হাদীসটি মারফূ ও মাওকূফ উভয় হিসেবেই বর্ণিত হয়েছে।)

এবং আমরা সালাতে (একে অপরকে) সালাম দিতাম, অতঃপর আমাদেরকে বলা হলো: "সালাতে মনোযোগ থাকতে হবে।"[৪২৬]

পর্যালোচনা:

উপরোক্ত হাদীসটি সুনান আদ-দারাকুতনিতে [৩৪১/১ হাদীস ১২৭৬] আল নযর বিন শুমায়েলের সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। এর কথা হলো নিম্নরূপ:

٢٥٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ " :أَتَقْرءَونَ فِي صَلاتِكُمْ وَالإِمَامُ يَقْرَأُ ؟ " فَسَكَتُوا فَقَالَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ قَائِلٌ أَوْ قَائِلُونَ : إِنَّا لَنَفْعَلُ، قَالَ : " فَلا تَفْعَلُوا وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ"

---

৪২৬. তাখরীজ: ((সহীহ))

এ হাদীসটি সুনানে ইবনে মাজাহ [১০১৯] সংক্ষেপে নযর বিন শুমায়েলের সনদে বর্ণিত হয়েছে। আহমদ এটি ইউনুস বিন আবূ ইসহাকের সনদে বর্ণনা করেন, এ সনদটি আবূ ইসহাক আস-সাবি' এর তাদলীসের কারণে দ্বঈফ, তবে এর অর্থ অন্যান্য হাদীস থেকে প্রমাণিত। অতএব এ হাদীসটি এর শাওয়াহিদসহ হাসান।

২৫৫. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+ইয়াহইয়া বিন ইউসুফ আল যামি+উবায়দুল্লাহ বিন আমর আল-রাকি+আইয়ুব বিন আবূ তামীমাহ+আবূ কিলাবাহ আবদুল্লাহ বিন যায়েদ আল জারমি+আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) একবার সাহাবাদের সালাতে ইমামতি করছিলেন। সালাত শেষ করার পর তিনি সবার দিকে মুখ করে বললেন: "ইমাম যখন তিলাওয়াত করে, তখন তোমরাও কি সালাতে তিলাওয়াত কর? তারা নীরব রইলেন, তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এ প্রশ্নটি তিনবার করলেন। তারপর একজন বললো: "আমরা তিলাওয়াত করি। : তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন: এটা তোমরা করবে না, এবং তোমাদের প্রত্যেকে নিজে নিজে (নীরবে) সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করবে। [৪২৭]

পর্যালোচনা:

হাদীসের মূলনীতি অনুসারে এ হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ। অধিকাংশের মতে আল-রাকী নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। তবে আবূ কিলাবাহ তাবেয়ী একজন মুদাল্লিস, এটা প্রমাণিত নয়। দেখুন: কাওয়াকিব আল-দুররিয়াহ (পৃষ্ঠা ২৩), আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল (৫৮/৫), হাফিয বিন হিব্বান একে মাহফুয (সংরক্ষিত) হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করেছেন এবং হাইসামি বলেছেন যে, "এর সকল হাদীস সিকাহ (নির্ভরযোগ্য)" [মাজমা আয-যাওয়াইদ: ১১০/২]। আরো জানার জন্য দেখুন: হাদীস ৬৭।

এক বর্ণনাকারী এ হাদীসের অর্ধেক কাট-ছাঁট করে বর্ণনা করেছেন, [৪২৮] যার সনদের বিষয়ে মুতা'সসুব হানাফি আইনি বলেন: "বুখারী কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলীর মানদণ্ডে এটি সহীহ।"[৪২৯] যেখানে এ সনদটি বর্ণিত

---

৪২৭. তাখরীজ: ((সহীহ))

দারাকুতনি [৩৪০/১ হাদীস ১২৭৩] এবং বায়হাক্বী [কিতাব আল-ক্বিরাআত: পৃষ্ঠা ৭২ হাদীস ১৪০] হাদীসটি ইয়াহইয়া বিন ইউসুফ আল-যামির সনদে বর্ণনা করেছেন; এবং বায়হাক্বী [সুনান আল-কুবরা: ১৬৬/২] ইবনে হিব্বান [মাওয়ারিদ: ৪৫৮, ৪৫৯] এবং আবূ ইয়া'লা [আল-মুসনাদ: ১৮৭, ১৮৮/৫ হাদীস ২৮০৫] হাদীসটি উবায়দুল্লাহ বিন আমর আল-রাকির সনদে বর্ণনা করেছেন।

৪২৮. দেখুন: আত-হাফ আল মাহারাহ: ৭৬/২]

৪২৯. দেখুন: আমানি আল আহবার: ১৪৭/৩]

হয়েছে, "উবায়দুল্লাহ বিন আমর, আইয়ুব, আবূ কিলাবাহ, আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে।" [আমানিল আল আহবার, শারহে মা'আনিল আল-আসার]

আহলে হাদীস যখন একই সনদ উল্লেখ করেন, যেখানে ইমামের পিছনে ফাতিহা তিলাওয়াতের অনুমোদনযোগ্যতার কথা বলা আছে, তখন ফাতিহা খালফ আল-ইমামের মুনকিরীনের মতে, এ সনদে উবায়দুল্লাহ "ওয়াহমি ও ত্রুটিপূর্ণ", এবং আবূ কিলাবাহ মুদাল্লিস। এর মানে হলো, শু'য়াইব [আ.] এর জাতির মতো, তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের মাপকাঠি আলাদা।

٢٥٦) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ , عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ " : لِيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ"

২৫৬. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+মুসা বিন ইসমাঈল+হাম্মাদ বিন সালামাহ+আইয়ুব আস-সাখতিয়ানি+আবূ কিলাবাহ+তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ফাতিহা তিলাওয়াত করতে হবে।[৪৩০]

٢٥٧) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ

---

৪৩০. তাখরীজ: ((সহীহ))

বায়হাক্বী [সুনান আল-কুবরা: ১৬৬/২] হাদীসটি আবূ সালামাহ মুসা বিন ইসমাঈলের সনদে বর্ণনা করেছেন। আবূ কিলাবাহ ইমামের পিছনে ফাতিহা তিলাওয়াতের হাদীসটি মুহাম্মাদ বিন আবূ আইশা থেকে বর্ণনা করেছেন। [আল-বায়হাক্বী,সুনান আল-কুবরা: ৬৬২ এবং আল-বুখারী আল তারিখ আল-কাবীর: ২০৭/১]।

ইউসুফ বিন আদীর হাদীসের কিছু সনদে শেষের অংশটি বাদ দেয়া হয়েছে, কিন্তু একই হাদীস আবার সুনান আদ-দারাকুতনিতে [৩৪০/১ হাদীস ১২৭৪] উল্লেখ রয়েছে, এবং আদ-দারাকুতনি বলেন: [আল ফারসির হাদীসেও একই কথা বলা হয়েছে]। এ অংশটি আল-ফারসির হাদীসের শেষের দিকে রয়েছে, যা থেকে ফাতিহা খালফ আল ইমাম প্রমাণিত হয়। মানে, একই অংশ ইউসুফ বিন আদীর হাদীসে রয়েছে।

صَلاةَ الْغَدَاةِ قَالَ : فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَقَالَ " : إِنِّي لأَرَاكُمْ تَقْرءَونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ؟ " قَالَ : قُلْنَا : أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ " : فَلا تَفْعَلُوا إِلا بِ أُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا"

২৫৭. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+কুতাইবাহ বিন সাঈদ+মুহাম্মাদ বিন আবূ আদী+মুহাম্মাদ বিন ইসহাক+মাকহূল আশ-শামি+মাহমুদ বিন রাবি' (রাদিয়াল্লাহু আনহু)+উবাদাহ বিন আস-সামিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার ফজরের সালাতে ইমামতি করছিলেন, কিন্তু তার পক্ষে তিলাওয়াত করা কঠিন হয়ে পড়ল।

সালাত শেষে তিনি বললেন: "আমি লক্ষ্য করেছি, তোমরা ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করছ? (উবাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: আমরা বললাম: "হ্যা, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তখন তিনি বললেন: "সূরাহ ফাতিহা ব্যতীত অন্য কিছু তেলাওয়াত করবে না, কারণ এর তিলাওয়াত ব্যতীত কোনো সালাত নেই।"[৪৩১]

٢٥٨) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الصُّبْحَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ " : إِنِّي لأَرَاكُمْ تَقْرءَونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ "، قُلْنَا : إِي وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا وَقَالَ : " فَلا تَفْعَلُوا إِلا بِ أُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لا صَلاةَ إِلا بِهَا"

২৫৮. মাহমূদ বিন ইসহাক+বুখারী+ইসহাক বিন ইবরাহীম+আবদাহ বিন সুলাইমান+মুহাম্মাদ বিন ইসাহাক বিন ইয়াসার+মাকহূল আশ-শামি+মাহমুদ আর-রাবি আল আনসারি (রাদিয়াল্লাহু আনহু)+উবাদাহ বিন আস-সামিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার ফজরের সালাতে ইমামতি করছিলেন, কিন্তু তার পক্ষে তিলাওয়াত করা কঠিন হয়ে পড়ল।

---

৪৩১. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ হাদীসটি এর শাওয়াহিদসহ সহীহ। দেখুন: হাদীস ৬৪।

সালাত শেষে তিনি বললেন: "আমি লক্ষ্য করেছি, তোমরা ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করছ? (উবাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: আমরা বললাম: "হ্যা, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তখন তিনি বললেন: "সূরাহ ফাতিহা ব্যতীত তোমরা এটা করবে না, কারণ এর তিলাওয়াত ব্যতীত কোনো সালাত নেই।"[৪৩২]

পর্যালোচনা:

এ হাদীসের বিষয়ে পণ্ডিত আমীন ওকারভি (দেওবন্দি) খোলাখুলি এবং স্পষ্টভাবে অভিমত ব্যক্ত করেন:

"এই হাদীসের অর্থ হলো, উচ্চৈঃস্বরের তিলাওয়াতে যদি ইমামের পিছনে তিলাওয়াত না করা হয়, তাহলে সেই সালাত নয়, তবে ইমাম মালিক এর বিরোধিতা করে একটি অধ্যায় নিয়ে অসেন...[জুযউল ক্বিরাআত: পৃষ্ঠা ১৮৫]

সুতরাং আমরা জানতে পারলাম যে, যেসব লোক বলেন, এ হাদীসটি ফাতিহা তিলাওয়াতের বাধ্যবাধকতার প্রমাণ নয়, তাদের বক্তব্য বাতিল।

কিছু লোক কিছু অপ্রয়োজনীয় শর্তাবলী দাবী করেন, যেমন: "সিহাহ সিত্তাহ'র যে কোনো একটি বই দেখান, যেখানে প্রথমে ইমামের পিছনে তিলাওয়াতের বিষয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে অধ্যায় রচনা করা হয়েছে এবং তারপর এ অধ্যায়ে এর বাধ্যবাধকতা তুলে ধরা হয়েছে।" এর উত্তরে ওকারভি নিজে লিখেছেন: "দাবিকারী পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট দলিল-প্রমাণ দাবি করা, যেমন: কুরআন থেকে এটা নির্দিষ্ট করে দেখান অথবা এটি আবূ বকর অথবা ওমরের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কোনো হাদীস থেকে দেখান অথবা কোনো নির্দিষ্ট বই থেকে এটি দেখান, এ সবই স্রেফ বিভ্রম ও জালিয়াতি...."।[৪৩৩]

٢٥٩) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ فَلَمَّا قَضَى قَالَ : " أَيُّكُمْ قَرَأَ ؟ " قَالَ رَجُلٌ : أَنَا، قَالَ : " لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَجُلا قَدْ خَالَجَنِيهَا"

---

৪৩২. তাখরীজ: ((সহীহ)) দেখুন: হাদীস ২৫৭, এবং হাদীস ৬৪।

৪৩৩. [মাজমু'য়াহ রাসায়েল: খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ১৯৭ মাসা'য়ালা রাফা আল-ইয়াদাইন: পৃষ্ঠা ২১]

২৫৯. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+হাফস বিন 'উমার+হাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া+কাতাদাহ বিন দি'আমাহ+যুরারাহ বিন আওফা আল-আমীর আল হারশি+ইমরান বিন হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যোহরের সালাতের ইমামতি করছিলেন, সালাত শেষ করার পর তিনি বললেন: "তোমাদের মধ্যে কে তিলাওয়াত করছিল" এক ব্যক্তি বললো: "আমি করেছি", তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "আমি টের পেলাম যে, কেউ একজন আমার তিলাওয়াতের সাথে অন্য কিছুর তেলাওয়াত মিশ্রিত করছে।"[৪৩৪]

٢٦٠) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ إِحْدَى صَلاتَيِ الْعَشِيِّ، فَقَالَ : " أَيُّكُمْ قَرَأَ بِسَبِّحْ ؟ " قَالَ رَجُلٌ : أَنَا، قَالَ : " قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ رَجُلا خَالَجَنِيهَا"

২৬০. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+মুসা বিন ইসমাঈল+হাম্মাদ বিন সালামাহ+কাতাদাহ বিন দি'আমাহ+যুরারাহ বিন আওফা+ইমরান বিন হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যোহরের সালাতের ইমামতি করছিলেন, সালাত শেষ করার পর তিনি বললেন: "তোমাদের মধ্যে কে 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা' তিলাওয়াত করছিল?" এক ব্যক্তি বললো: "আমি করেছি", তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "আমি টের পেলাম যে, কেউ একজন আমার তিলাওয়াতে (অন্য কিছু তেলাওয়াত) সংমিশ্রণ ঘটাচ্ছে।"[৪৩৫]

٢٦١) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " كُلُّ صَلاةٍ لا يُقْرَأُ فِيهَا فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ . " فَقَالَ أَبِي لأَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ : فَإِذَا كُنْتُ خَلْفَ

৪৩৪. তাখরীজ: ((সহীহ)) দেখুন: হাদীস ৯০

৪৩৫. তাখরীজ: ((সহীহ)) দেখুন: হাদীস ২৫৯ এবং হাদীস ৯০।

الإِمَامِ؟ فَأَخَذَ بِيَدِي، وَقَالَ : يَا فَارِسِيُّ أَوْ قَالَ : يَا ابْـنَ الْفَـارِسِيِّ اقْـرَأْ فِي نَفْسِكَ

২৬১. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+আমর বিন আলী আল ফালাস+মুহাম্মাদ বিন আবূ আদী+শু'বাহ বিন আল হাজ্জাজ+আ'লা বিন আবদুর রহমান+আবদুর রহমান বিন ইয়াকুব+আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে সালাতে সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করা হয় না, সেই সালাত খিদাজ (অকেজো) ও অপূর্ণাঙ্গ।"

তখন আমার পিতা আবূ হুরায়রাকে (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: আমি যখন ইমামের পিছনে থাকব? তিনি আমার হাত ধরে বললেন: হে ফারসির বেটা! এটা তুমি নিজে নিজে (মনে মনে) পড়বে।"[৪৩৬]

---

৪৩৬. তাখরীজ: ((সহীহ))
আহমদ [৪৫৭, ৪৭৮/২] এবং ইবনে খুযায়মাহ [৪৯০] হাদীসটি শু'বাহ থেকে বর্ণনা করেন। দেখুন: হাদীস ১১।

অধ্যায়: উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াতের সালাতে ইমামের সঙ্গে প্রতিযোগিতাকারীকে সালাত পুনরাবৃত্তি করার নির্দেশ

٢٦٢) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ صَلاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ : " هَلْ قَرَأَ أَحَدُكُمْ مَعِيَ آنِفًا ؟ "، فَقَالَ رَجُلٌ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ : " إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ . "

২৬২. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+কুতাইবাহ বিন সাঈদ+মালিক বিন আনাস+ইবনে শিহাব+উকাইমাহ আল-লাইসি+আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াতের সালাত শেষ করার পর বললেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ কি আমার সঙ্গে তিলাওয়াত করছিলে?" এক ব্যক্তি বললো: হ্যা! হে আল্লাহর রাসূল।" তখন তিনি বললেন: "তাই তো বলছি, আমি কেন কুরআন তিলাওয়াতের জন্য প্রতিযোগিতা করছি?"[৪৩৭]

٢٦٣) قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَرَوَى سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، وَعُمَرُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ مُوسَى، فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ : " إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا "، وَلَمْ يَذْكُرْ سُلَيْمَانُ فِي هَذِهِ الزِّيَادَةِ سَمَاعًا مِنْ قَتَادَةَ، وَلا قَتَادَةَ مِنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ,

২৬৩. ইমাম বুখারী বলেন: সুলাইমান আত-তাইমি+আমর বিন আমীর+কাতাদাহ বিন দি'আমাহ+ইউনুস বিন যুবায়ের+হাত্তান+আবূ মুসা আল-আশআ'রী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একটি দীর্ঘ হাদীসে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন:

"যখন ইমাম তিলাওয়াত করবে, তখন চুপ থাকবে।"

---

৪৩৭. তাখরীজ: ((সহীহ)) দেখুন: হাদীস ৯৫।

এবং এর সংযোজনে (যায়েদা) সুলাইমান আত-তাইমি কাতাদাহ থেকে তার সাম'আ (শোনা) উল্লেখ করেননি, এবং কাতাদাহও ইউনুস বিন যুবায়ের থেকে তার শোনার ব্যাপারে উল্লেখ করেননি। [৪৩৮]

পর্যালোচনা:

দ্রষ্টব্য: "যখন [ইমাম] তিলাওয়াত করবে তখন চুপ থাকবে" এর হাদীসটি মানসুখ (বাতিল)। এর প্রমাণ হলো যে, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) [নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওফাতের পর] উচ্চৈঃস্বরের তিলাওয়াতের সালাতেও তিলাওয়াতের নির্দেশ দিয়েছেন। দেখুন: অত্র বইয়ের: হাদীস নং ৭৩, ২৩৭, মুসনাদ আল হুমায়দি (৯৮০, শেখ যুবায়েরের তাহকীক), মুসনাদ আবূ আওয়ানাহ [১২৮/২], বায়হাকির সুনান আল কুবরা [৩৮, ১৬৭/২], এবং অন্যান্য; এবং তিনি নিজেই এ হাদীসের বর্ণনাকারী। দেখুন: এ বইয়ের: হাদীস ২৬৫।

হানাফী ও দেওবন্দিদের উসুল (মূলনীতি) হলো, যদি কোনো বর্ণনাকারী ফতোয়া প্রদান করে অথবা তার বর্ণনা বিরোধী কোনো কিছুর অনুসরণ করে, তখন সেটাই কোনো হাদীস মানসুখ (বাতিল) হওয়ার জন্য দলিল হয়ে যায়। দেখুন: তাহাবির শারহে মা'আনিল আসার (খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৩২), আসার আস সুনান (হাদীস ২০) তাওজীহুস সুনান (খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ১০৭, উমদাতুল ক্বারী, আল আইনী, (খণ্ড ৩ পৃষ্ঠা ৪১), খাযাইন আস-সুনান (খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ১৯১, ১৯২), হাকাইক আস-সুনান (খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৪০৫), তাকরীর আত-তিরমিযী, হুসাইন আহমদ তানতাবী (পৃষ্ঠা ২১০), আবদুল কাদির আল-কারশি আল হানাফির আল-জামি (৪২৭/২) ইমামুল কালাম (পৃষ্ঠা ১৭৪, ১৭৫), তাওজীহুল কালাম (৩৫৫, ৩৫৬/২) এবং অন্যান্য। যেসব মুহাদ্দিস উপরোক্ত হাদীসকে মানসুখ মনে করেন না, তারা এর ব্যাখ্যা করেন, ফাতিহার পাশাপাশি অন্য যা কিছু তিলাওয়াত করা হয়, দেখুন: আসন্ন হাদীস: ২৬৪।

---

৪৩৮. তাখরীজ: ((সহীহ))

নিচে এসব হাদীসের একটি সংক্ষিপ্ত তাখরীজ দেয়া হলো:

সুলাইমান আত-তাইমী: [সহীহ মুসলিম (১৪, ১৫/২ হাদীস ৪০৪/৬৩), এবং এটা সহীহ।]

আমরবিন আমীর: [সুনান আদ-দারাকুতনি: (৩৩০/১ হাদীস ১৩২৫), কিতাব আল-ক্বিরাআত, আল বায়হাক্বী: পৃষ্ঠা ১৩০ হাদীস ৩১০]।

মূল জুযউল ক্বিরাআতে খাত্তানের স্থলে আ'তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যা কাতিব অথবা নাসিখ এর ভুল। সহীহ মুসলিম ও অন্যান্যদের মাধ্যমে এর সংশোধন করা হয়েছে।

٢٦٤) وَرَوَى هِشَامٌ، وَسَعِيدٌ، وَهَمَّامٌ ، وَأَبُو عَوَانَةَ ، وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، وَعُبَيْدَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا : " إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا" ، وَلَوْ صَحَّ لَكَانَ يَحْتَمِلُ سِوَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَإِنْ يَقْرَأُ فِيمَا يَسْكُتُ الإِمَامُ وَأَمَّا فِي تَرْكِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَمْ يَتَبَيَّنْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .

২৬৪. হিশাম বিন আবূ আবদুল্লাহ আল-দাসতাভি+সাঈদ বিন আবূ আরুবাহ+হাম্মাম বিন ইয়াহইয়া+আবূ আওয়ানাহ+আবান বিন ইয়াযিদ আল-আত্তার+আবূ উবায়দাহ মাজা'য়াহ বিন আয যুবায়ের আল-আতকি+কাতাদাহ থেকে বর্ণিত, তারা "যখন তিনি তিলাওয়াত করেন, তখন চুপ থাকবে" কথাটি বর্ণনা করেননি। এবং এমনকি এ কথাটি যদি সহীহ প্রমাণিত হয়, তখন তারা এর ব্যাখ্যা করবেন আল-ফাতিহার পাশাপাশি যা কিছু তিলাওয়াত করা এবং ইমামের বিরতির সময় তিলাওয়াত করতে হবে। আর তিলাওয়াত ছেড়ে দেয়ার বিষয়টি এ হাদীস থেকে স্পষ্ট নয়। [৪৩৯]

---

৪৩৯. তাখরীজ: ((সহীহ))

দ্রষ্টব্য: ইমাম আহমদের কিতাবুস সালাত গ্রন্থে তার কাছ থেকে সহীহ সনদে এটা প্রমাণিত নয়। হফিজ যাহাবি লিখেছেন:

"সালাতের রিসালাহ গ্রন্থে, আমি বলব, এটা ইমাম আহমদ থেকে জালিয়াতি করা হয়েছে।" [সিয়ার আ'লাম আল-নাবুলা: ৩৩০/১১]

আমি (শেখ যুবাযের) "নামায-ই-নববী" গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছি; "মুসলিম আইম্মাহ বা ইমামগণ সালাত বিষয়ে কয়েকটি বই লিখেছেন, উদাহরণস্বরূপ: আবূ নুয়াইম আল ফদল বিন দুকাইননের আস-সালাহ বই।" দারুসসালাম থেকে নুসখায় সংযোজন এবং ইমাম আহমদের বই আস-সালাহ" প্রকাশিত হয়েছে। [নামায -ই-নববী: পৃষ্ঠা ১৮]

যখন আমি এ বিষয়ে জানতে পারলাম, তখন আমি দারুসসালামের লোকজনের কাছে অভিযোগ করলাম যে, আমি এ কথা লিখিনি, পরে হাফিয আবদুল আজিম আসাদ, দারুসসালাম লাহোর এর প্রশাসক, একটি ক্ষমাপত্র লিখলেন তার স্বাক্ষরসহ। এ পত্রটি এখনো আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। ওয়ালহামদুলিল্লাহ।

٢٦٥) وَرَوَى أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ : " إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ "، زَادَ فِيهِ : " وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا

২৬৫. আবূ খালিদ সুলাইমান বিন হাইয়ান আল-আহমার+মুহাম্মাদ বিন আজলান+যায়েদ বিন আসলাম অথবা তিনি ব্যতীত অন্য কারো থেকে+আবূ সালিহ যাকওয়ান+আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন:

"ইমাম নির্ধারণ করা হয়েছে এজন্য, যাতে করে তাকে অনুসরণ করা যায়" (এবং বর্ণনাকারী) এ হাদীসের মধ্যে "এবং যখন তিনি তিলাওয়াত করেন, তখন চুপ থাকবে" এ কথাটি সংযোজন করে দিয়েছেন।[৪৪০]

পর্যালোচনা:

"অথবা তিনি ব্যতীত অন্য কারো থেকে" কথাটি উপরোক্ত বইয়ে নেই। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

٢٦٦) وَرَوَى عَبْدُ اللهِ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَالْقَعْقَاعِ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ،

২৬৬. আবদুল্লাহ বিন সালিহ কাতিব আল-লাইস+লাইস বিন সা'দ+মুহাম্মাদ বিন আজলান+মুস'আব বিন মুহাম্মাদ+কা'কা' বিন হাকিম+যায়েদ বিন আসলাম+ আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন।[৪৪১]

---

৪৪০. তাখরীজ: ((সহীহ))

আবু দাউদ [৬০৪], ইবনে মাজাহ [৮৪৬], এবং নাসাঈ [১৪১/২ হাদীস ৯২২] এটি আবূ খালিদ আল-আহমারের সনদে বর্ণনা করেছেন এবং মুহাম্মাদ বিন সা'দ আল আনসারি তার মুতাবিয়াহ করেছেন। [সুনান আন-নাসাঈ: ১৪১/২ হাদীস ৯২২]

৪৪১. তাখরীজ: ((সহীহ))

এ হাদীসটি আল-বুখারীর আল-কুনি গ্রন্থে আবূ সালিহ আবদুল্লাহ বিন সালিহ কাতিব আল-লাইসের সনদে বর্ণিত হয়েছে। অন্যদিকে ইমাম বায়হাক্বী মনে করেন, আবদুল্লাহ বলতে এখানে আবদুল্লাহ বিন ইউসুফকে বুঝানো হয়েছে। দেখুন: কিতাব আল-ক্বিরাআত (পৃষ্ঠা ১৩৩, হাদীস ৩১২) ওয়াল্লাহু আ'লাম।

٢٦٧) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرُوا : "فَأَنْصِتُوا" ، وَلا يُعْرَفُ هَذَا مِنْ صَحِيحِ حَدِيثِ ابْنِ خَالِدٍ الأَحْمَرِ قَالَ أَحْمَدُ : أُرَاهُ كَانَ يُدَلِّسُ .

২৬৭. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+উসমান বিন সালিহ বিন সাফওয়ান আল সাহমি+বকর বিন মযর+মুহাম্মাদ বিন আজলান+আবুয যানাদ আবদুল্লাহ বিন যাকওয়ান+আবদুর রহমান বিন হুরমুয আল-আ'রায+আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন:

তারা (সকলেই) "চুপ থাকবে" কথাটি বর্ণনা করেননি এবং এটা আবূ খালিদ আল আহমারের বিশুদ্ধ বর্ণনা থেকে এসেছে কি না তাও জানা যায়নি। আহমদ বিন হাম্বাল বলেন: "আমি মনে করি, আবূ খালিদ তাদলীস করতেন"। [৪৪২]

পর্যালোচনা:

জানা থাকা দরকার যে, অনেক বর্ণনাকারী কিছু অংশ বর্ণনা করেননি, এটা কোনো হাদীস দ্বঈফ হওয়ার প্রমাণ নয়। কোনো উল্লেখ না করা তখনই ক্ষতিকর হবে, যখন এর বর্ণনার কোনো সূত্র বা মূল থাকবে না।[৪৪৩]

٢٦٨) قَالَ أَبُوْ سَائِبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِقْرَأْهَا فِي نَفْسِكَ

২৬৮. আবূ সায়েব বলেন: তিনি আবূ হুরাইরাহ হতে বর্ণনা করেন (আবূ হুরাইরা বলেছেন) ওটা তুমি মনে মনে পড়।

দ্রষ্টব্য: হাদীস নং-২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৪, ২৭০, ২৭১, ২৭২ ইমাম বায়হাক্বী তার কিতাব আল কিরাআতে ইমাম বুখারীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। [পৃষ্ঠা ১৩৩, ১৩৪, হাদীস ৩১২]

৪৪২. তাখরীজ: ((সহীহ))
এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে [১৮৭/১ হাদীস ৭৩৪] এবং সহীহ মুসলিম [১৯/২ হাদীস ৪১৪/৮৬] আবুয যানাদের সনদে বর্ণনা করা হয়েছে।

৪৪৩. তাখরীজ: ((সহীহ)) দেখুন: হাদীস ৭২, ৭৩।

٢٦٩) وَقَالَ عَاصِمٌ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : " أَقْرَأُ فِيمَا يُجْهَرُ

২৬৯. আসিম বিন বাহদালাহ+আবূ সালিহ যাকওয়ান+আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: "উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াতের সালাতেও তিলাওয়াত কর"।[৪৪৪]

পর্যালোচনা:

আল বায়হাকির কিতাব আল ক্বিরাআতে (পৃষ্ঠা ৯৯ হাদীস ২২১, ২২) আসিম বিন আবূ আল বাখুদ, আবূ সালিহ, আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে: এ হাদীসটি জায়ীফ, যা হাদীস নং ৩০ এর অধীনে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াতের নির্দেশ দিতেন। দেখুন: হাদীস ৭৩, ২৩৭।

٢٧٠) وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ " يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ "، فَإِذَا قَرَأَ فِي سَكْتَةِ الإِمَامِ، لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِحَدِيثِ أَبِي خَالِدٍ لأَنَّهُ يَقْرَأُ فِي سَكَتَاتِ الإِمَامِ، فَإِذَا قَرَأَ أَنْصَتَ .

২৭০. আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: "আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকবীর ও তিলাওয়াতের মাঝখানে বিরতি দিতেন, অতএব ইমামের বিরতিতে তিলাওয়াত করা হলে তা আবূ খালিদের হাদীসের বিরুদ্ধে যাবে না, কারণ তিনি ইমামের বিরতিতে তিলাওয়াত করেছেন, এভাবে ইমাম যখন তেলওয়াত করেছে, তখন তিনি চুপ ছিলেন।"[৪৪৫]

পর্যালোচনা:

আবূ খালিদ আল আহমারের হাদীসের জন্য দেখুন: হাদীস ২৬৫।

٢٧١) وَرَوَى سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ : مَا زَادَ أَبُو خَالِدٍ .

২৭১. সুহায়েল বিন আবূ সালিহ যাকওয়ান এ হাদীসটি তার পিতা

---

৪৪৪. তাখরীজ: ((জায়ীফ)) এ হাদীসটি এ কথায় পাওয়া যায়নি।

৪৪৫. তাখরীজ: ((সহীহ))
দেখুন: আসন্ন হাদীস নং-২৮০, এবং হাদীস ৩৫।

যাকওয়ান আবূ সালিহ থেকে, তিনি আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে, তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তবে তারা আবূ খালিদের যায়েদাহ (বর্ধিত অংশ) বর্ণনা করেননি। [৪৪৬]

٢٧٢) وَكَذَلِكَ رُوِيَ أَبُو سَلَمَةَ , وَهَمَّامٌ , وَأَبُو يُونُسَ , وَغَيْرُ وَاحِدٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يُتَابَعْ أَبُو خَالِدٍ فِي زِيَادَتِهِ

২৭২. আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান বিন আওফ+হাম্মাম বিন মিনবাহ+আবূ ইউনুস সালীম বিন যুবায়ের+অন্যান্যরা+আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তবে তারা আবূ খালিদের যায়েদা (বর্ধিতঅংশের) মুতাবিয়াহ করেননি। [৪৪৭]

٢٧٣) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خَيْثَمٍ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ " : أَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ، وَإِنْ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ إِنَّهُمْ قَدْ أَحْدَثُوا مَا لَمْ يَكُونُوا يَصْنَعُونَهُ، إِنَّ السَّلَفَ كَانَ إِذَا أَمَّ أَحَدُهُمُ النَّاسَ كَبَّرَ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَظُنَّ أَنَّ مَنْ خَلْفَهُ قَدْ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، ثُمَّ قَرَأَ وَأَنْصِتُوا." وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ : " ابْدُرْهُ وَاقْرَأْهُ"

২৭৩. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+সাদাকাহ বিন আল ফদল+আবদুল্লাহ বিন রাযা আল মাক্কি+আবদুল্লাহ বিন উসমান বিন খুসাইম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি সাঈদ বিন যুবায়েরকে (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)

---

৪৪৬. তাখরীজ: ((সহীহ))

এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে [২০/২ হাদীস ৪১৫/৮৭] সুহাইল থেকে একই সনদে বর্ণনা করা হয়েছে।

৪৪৭. তাখরীজ: ((সহীহ))

এসব বর্ণনার একটি সংক্ষিপ্ত তাখরীজ নিচে দেয়া হলো:

আবু সালামাহ: [ইবনে মাজাহ (১২৩৯), দারিমি (১৩১৭), আহমদ (২৩০, ৪১১, ৪৩৮, ৪৭৫/২)]

হাম্মাম: [সহীহ বুখারী (১৮৪/১ হাদীস ৮২২), সহীহ মুসলিম (২০/২ হাদীস সি ৪১৪/৮৬)]

বললাম:

আমি কি ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করব? তিনি বললেন: "হ্যা! এবং যখন তুমি তার তিলাওয়াত শুনবে তখনও। লোকেরা একটি বিদ্'য়াত শুরু করেছেন, যা আগে ছিল না। সালফ (আস-সালিহীন) থেকে যদি কেউ সালাতে ইমামতি করেন, তাহলে তিনি তাকবীর বলবেন এবং নীরব থাকবেন ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না তার মনে হয় যে, ইমামের পিছনের লোকদের সূরাহ ফাতিহা তেলাওয়াত শেষ হয়েছে, তারপর তিনি (ইমাম) তিলাওয়াত শুরু করবেন এবং তারা চুপ থাকবে।

হাকাম বিন উতাইবাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন: "ইমামের আগে (ফাতিহা) তিলাওয়াত কর।"[৪৪৮]

পর্যালোচনা:

এ হাদীসের সনদ হাসান লিযাতিহ। সাঈদ বিন যুবায়ের (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ছিলেন মহা ও বিখ্যাত সিকাহ তাবেয়ী। তিনি সকল সালাফ আস সালিহীনের কাজ বা অনুশীলন বর্ণনা করেন, উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াতের সালাতেও তারা ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করতেন।

রাশীদ আহমদ গাঙ্গোহি দেওবন্দি লিখেছেন যে: "যদি বিরতিতে তিলাওয়াত করা হয়, তাহলে তাতে কোনো দোষ নেই।"[৪৪৯]

গাঙ্গোহি আরো লিখেছেন: "যদি তার কাছে সালাতের উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব থেকে থাকে, তাহলে বিরতিতে তিলাওয়াত করা অনুমোদনযোগ্য, এবং অনেক ছোট ছোট আয়াত রয়েছে যেগুলো সানার বিরতিতে তিলাওয়াত করা যেতে পারে, এবং এতে ইমামের বিঘ্ন ঘটানোরও কোনো প্রশ্ন থাকবে না।" [একই: পৃষ্ঠা ৫১২]

এর মানে হলো, যিনি ইমামের বিরতিতে তিলাওয়াতের পক্ষে, তাকে বিদা'য়াতি বলা বাতিল ও মারদুদ। ইজমার আলোচনার জন্য দেখুন: হাদীস ২২৬।

٢٧٤) حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ " : لِلإِمَامِ سَكْتَتَانِ فَاغْتَنِمُوا الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

৪৪৮. তাখরীজ: ((হাসান)): দেখুন: হাদীস ৩৪।

৪৪৯. [সাবীল আর-রিমাদ: পৃষ্ঠা ১৬, এবং তালীফাত আর-রাশিদিয়া: পৃষ্ঠা ৫১১]

২৭৪. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+মুসা বিন ইসমাঈল+হাম্মাদ বিন সালামাহ+মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আলকামাহ আল-লাইসি+আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

ইমামের দুটি বিরতি রয়েছে, একেই সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াতের জন্য পর্যাপ্ত বিবেচনা কর। [৪৫০]

٢٧٥) وَزَادَ هَارُونُ , حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ

২৭৫. হারুন বিন আল-আশআ'ত আল হামদানি আবূ ইমরান আল বুখারী বর্ধিত অংশ (যায়েদাহ) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, বনু হাশিমের ক্রীতদাস আবূ সাঈদ আমাদেরকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: হাম্মাদ বিন সালামাহ আমাদেরকে বর্ণনা করেন, তিনি মুহাম্মাদ বিন আমর আল-লাইস থেকে, তিনি আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান থেকে, তিনি আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেন।[৪৫১] [একই হাদীস: ২৭৪]

পর্যালোচনা:

কিছু লোক লিখেছেন: "মদীনায় এ বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নেয়া প্রমাণিত হয়নি, সুতরাং তাদেরকে বলতে হবে যে: আবূ হুরায়রাহ্ আল মাদানী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান আল-তাবেয়ী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) কি মদীনার বাইরে এটা করতেন?

٢٧٦) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : " يَا بَنِيَّ، اقْرَءُوا فِيمَا يَسْكُتُ

---

৪৫০. তাখরীজ: ((সহীহ))

ইমাম বায়হাক্বী [কিতাব আল-কিরাত পৃষ্ঠা ১০৪ হাদীস ২৩৮] হাদীসটি বিস্ত ারিতভাবে হাম্মাদ বিন সালামাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। এর সনদ হাসান লিযাতিহ। আল-বায়হাক্বীর কিতাব আল কিরাআতে [পৃষ্ঠা ১০৪ হাদীস ২৩৯] এর পক্ষে একটি হাসান শাহীদ রয়েছে। অতএব এ হাদীসটি সহীহ।

৪৫১. তাখরীজ: ((সহীহ))

এ হাদীসের সনদ হাসান। হারুন বিন আল-আশআ'ত ইমাম বুখারীরর শিক্ষক। তাহযীব আত-কামাল (১৮৮/১৯), হারুন বিন ইসহাক আল-হামদানির কথাও উল্লেখ আছে, যার কাছ থেকে ইমাম বুখারী তার জুযুল কিরাতে বর্ণনা করেছেন, ইমাম মিযযি বলেন।

الإِمَامُ وَاسْكُتُوا فِيمَا جَهَرَ وَلا تَتِمُّ صَلاةٌ لا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا، مَكْتُوبَةٌ وَمُسْتَحَبَّةٌ"

২৭৬. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+মুসা বিন ইসমাঈল+হাম্মাদ বিন সালামাহ+হিশাম বিন উরওয়াহ+তার পিতা উরওয়াহ বিন আয-যুবায়ের থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "হে আমার পুত্রগণ! ইমামের বিরতিতে (সূরাহ ফাতিহা) তিলাওয়াত কর, এবং যখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত করবেন, তখন চুপ থাকবে; সূরাহ ফাতিহা ব্যতীত সালাত পূর্ণাঙ্গ নয়, এবং যে এর বেশি (যদি কেউ চায় তাহলে সে এর বেশিও তিলাওয়াত করতে পারবে), চাই তা ফারয, মাকতুব অথবা নফল, মুসতাহাব সালাত হোক"।[৪৫২]

٢٧٧) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تَذَاكَرَ سَمُرَةَ , وَعِمْرَانُ فَحَدَّثَ سَمُرَةُ " :أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَكْتَتَيْنِ : سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ، وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ" ، فَأَنْكَرَ عِمْرَانُ فَكَتَبَا إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَوْ فِي رَدِّهِ إِلَيْهِمَا حِفْظُ سَمُرَةَ

২৭৭. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+মুসাদ্দাদ+ইয়াযিদ বিন যুরায়ী+সাঈদ বিন আবূ আরুবাহ+কাতাদাহ বিন দি'আমাহ+হাসান বসরি থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

সামুরাহ বিন জুনদুব ও ইমরান বিন হুসাইন [রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম] একটি হাদীস প্রসঙ্গে বিতর্ক করেন, সামুরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একটি হাদীস বর্ণনা করেন, যাতে তিনি সালাতে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর দুটি বিরতির কথা

---

৪৫২. তাখরীজ: ((সহীহ))

ইমাম বায়হাক্বী [কিতাব আল ক্বিরাআত পৃষ্ঠা ১২৭ হাদীস ৩০৩] হাদীসটি ইমাম বুখারীর সনদ থেকে বর্ণনা করেন। এর সনদ সহীহ। আরো জানতে দেখুন: হাদীস ৪৬। কিতাব আল কিরাআতে (পৃষ্ঠা ১০৪ হাদীস ২৩৮), হাম্মাদ বিন সালামাহ, হিশাম, তার পিতা থেকে আরেকটি সনদে হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে।

স্মরণ করতে পারছেন। তিনি তাকবীর বলার একটি বিরতি দিতেন এবং তিলাওয়াত শেষ করার পর দ্বিতীয় বিরতিটি দিতেন; আর ইমরান বিন হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এটি প্রত্যাখ্যান করেন। এভাবে তারা উভয়েই উবাই বিন কা'বকে (রাদিয়াল্লাহু আনহু) লেখেন, পরে উবাই বিন কা'ব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাদের পত্রের জবাবে লেখেনে যে, সামুরাহ বিন জুনদুব এটি সংরক্ষণ করেছেন [মানে তার হাদীস সহীহ]। [৪৫৩]

পর্যালোচনা:

আমি (শেখ যুবায়ের) নাইল আল-মাকসুদ গ্রন্থে এটি বিস্তারিতভাবে প্রমাণ করেছি যে, সামুরাহ বিন জুনদুব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে হাসান বসরির বর্ণনাটি সহীহ, কারণ তিনি সামুরাহ বিন জুনদুবের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বই থেকে বর্ণনা করেছেন। অতএব "আন" যোগে সামুরাহ বিন জুনদুব থেকে হাসান বসরির বর্ণনায় কোনো সমস্যা নেই। দেখুন: নাইল আল-মাকসুদ: হাদীস ৩৫৪। হাদীস নং-২৭৪ এর আলোকে সূরাহ ফাতিহা এ দু' বিরতিতে পাঠ করা উচিত।

٢٧٨) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، وَمُوسَى , قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ﷺ، قَالَ : كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ سَكْتَتَانِ : سَكْتَةٌ حِينَ يُكَبِّرُ، وَسَكْتَةٌ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ قِرَاءَتِهِ" ، زَادَ مُوسَى فَأَنْكَرَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبُوا إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَتَبَ : أَنْ صَدَقَ سَمُرَةُ

২৭৮. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+আবুল ওয়ালীদ+মুসা বিন ইসমাঈল+হাম্মাদ বিন সালামাহ+হুমায়েদ আত-তাবিল+হাসান

---

৪৫৩. তাখরীজ: ((সহীহ))

এ হাদীসটি সুনানে আবূ দাউদ [৭৭৯, মুসাদ্দাদ থেকে, ৭৮০], সুনানে ইবনে মাজাহ [৮৪৪], এবং সুনানে আত-তিরমিযী [২৫১] সাঈদ বিন আবূ আরুবাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে; এবং সহীহ ইবনে খুযায়মায় [১৫৭৮] এটি ইয়াযিদ বিন যুরায়ী থেকে বর্ণনা করেন। ইউনুস বিন উবায়েদ, মানসুর আল মুয়া'ম্মার, হুমায়েদ আত-তাবিল এবং আশআ'ত বিন আবদুল মালিক হাদীসটি হাসান বসরি থেকে বর্ণনা করেন। দেখুন: হাদীস ৩৩।

বসরি+সামুরাহ্ বিন জুনদুব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাতে দুটি সাকতা (বিরতি) দিতেন, প্রথমটি তাকবীর বলার সময়, আর দ্বিতীয়টি দিতেন তিলাওয়াত শেষ করার পর। মুসা বিন ইসমাঈল এ অতিরিক্ত কথা বর্ণনা করেছেন, সে কারণে ইমরান বিন হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এটি খণ্ডণ করেন, এবং উবাই বিন কা'ব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর কাছে এ বিষয়ে পত্র লেখেন, পরে তিনি (উবাই) পত্রের জবাবে উল্লেখ করেন যে, সামুরাহর বক্তব্য সঠিক। [৪৫৪]

٢٧٩) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : ثَلاثٌ قَدْ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ مَا فَعَلَهُنَّ رَسُولُ اللهِ " : ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ، وَيَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، وَيَسْأَلُ اللهَ مِنْ فَضْلِهِ، وَكَانَ يُكَبِّرُ فِي خَفْضٍ وَرَفْعٍ"

২৭৯. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+আবূ আসিম আল দাহ্হাক বিন মাখলাদ আল-নাবীল+মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন আবূ যি'ব+সাঈদ বিন সামআ'ন+আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাতে তিনটি কাজ করতেন, যা লোকেরা ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলতেন, (২) তিনি তাকবীর ও তিলাওয়াতের মাঝখানে বিরতি দিতেন, এবং আল্লাহর কাছে অনুগ্রহ কামনা করতেন (৩) এবং তিনি প্রতি আরোহণ ও অবতরণে তাকবীর বলতেন। [৪৫৫]

---

৪৫৪. তাখরীজ: ((সহীহ))

দেখুন: হাদীস ২৭৭, আহমদ [১৫, ২০, ২১/৫] এবং দারিমি [১২৪৬] হাদীসটি হাম্মাদ বিন সালামাহ'র সনদে বর্ণনা করেছেন।

৪৫৫. তাখরীজ: ((সহীহ))

আবু দাউদ [৭৫৩], তিরমিযী [২৪০], নাসাঈ [১২৪/২ হাদীস ৮৮৪], আহমদ [৪৩৪, ৫০০/২], এবং ইবনে খুযায়মাহ [৪৫৯, ৪৬০, ৪৭৩] হাদীসটি ইবনে আবূ যি'ব এর সনদে বর্ণনা করেছেন, এবং ইবনে হিব্বান এর বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করেছেন [আল-ইহসান: ১৭৭৪], আল-হাকিম [১৩৪/১], এবং যাহাবী। এর

٢٨٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ " كَانَ يَسْكُتُ إِسْكَاتَةً عِنْدَ تَكْبِيرَةِ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ"

২৮০. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+মুহাম্মাদ বিন মুকাতিল+আবদুল্লাহ বিন আল মুবারাক+সুফিয়ান বিন সাইফ আস-সাওরি+আম্মারাহ বিন আল কা'কা'+আবূ যুরাহ বিন আমর বিন জারীর+আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রথম তাকবীরের পর কিছুক্ষণের জন্য বিরতি দিতেন।[৪৫৬]

٢٨١) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَمَّا كَبَّرَ سَكَتَ سَاعَةً , ثُمَّ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سورة الفاتحة آية ٢

২৮১. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+মুহাম্মাদ বিন বাশার+মুহাম্মাদ বিন জা'ফর+শু'বাহ বিন আল হাজ্জাজ+মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন সা'দ বিন যুরারাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আবদুর রহমান বিন হুরমুয আল-আ'রায এর কাছ থেকে শুনেছি, তিনি বলেন:

আমি আবূ হুরায়রাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর সঙ্গে সালাত আদায় করেছি, তিনি তাকবির বলার পর কিছুক্ষণ বিরতি দিলেন, তারপর বলেন: "আল-হামদুলিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন"।[৪৫৭]

সনদ হাসান লিযাতিহ।

৪৫৬. তাখরীজ: ((সহীহ))

আহমদ [৪৪৮/২ হাদীস ৯৭৮০] হাদীসটি সুফিয়ান আস-সাওরির সনদে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি বিস্তারিতভাবে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আম্মারাহ বিন আল-কা'কা'র সনদে বর্ণনা করা হয়েছে।

৪৫৭. তাখরীজ: ((সহীহ))

এর সনদ সহীহ। ইমাম বুখারী আসন্ন হাদীস (২৮৩) থেকে প্রমাণ করেছেন যে,

٢٨٢) قَالَ الْبُخَارِيُّ : قَالَ : تَابَعَهُ مُعَاذٌ , وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ

২৮২. ইমাম বুখারী বলেন: মু'য়াযা বিন মু'য়ায এবং আবূ দাউদ (সুলাইমান বিন দাউদ আত-তায়ালিসী) শু'বাহ্ বিন আল হাজ্জাজ থেকে তার মুতাবিয়াহ করেছেন।[৪৫৮]

٢٨٣) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ , عَنِ الْعَلاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " إِذَا قَرَأَ الإِمَامُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَاقْرَأْ بِهَا وَاسْبُقْهُ، فَإِنَّ الإِمَامَ إِذَا قَضَى السُّورَةَ، قَالَ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ سورة الفاتحة آية ٧، قَالَتِ الْمَلائِكَةُ : آمِينَ، فَإِذَا وَافَقَ قَوْلُكَ قَضَاءَ الإِمَامِ أُمَّ الْقُرْآنِ كَانَ قَمِنًا أَنْ يُسْتَجَابَ"

২৮৩. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+মুহাম্মাদ বিন উবায়দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন যায়েদ বিন আবূ যায়েদ আল-কারশি আল আমভি আবূ সাবিত+আবদুল আজিজ বিন আবূ হাজিম+আ'লা বিন আবদুর রহমান+আবদুর রহমান বিন ইয়াকুব+আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ইমাম যখন সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করবে, তখন তুমিও এটি তিলাওয়াত করবে, এবং ইমামের আগেই এটি শেষ করবে, এভাবে ইমাম যখন সূরাহর শেষে বলেন: "গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্ দল্লিন", তখন ফেরেশতারা বলেন: "আমীন", এভাবে ইমামের সূরাহ শেষ করার পর তোমার আমীন যদি ফেরেশতাদের সঙ্গে মিলে যায় (যুগপৎ হয়) তাহলে তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি।[৪৫৯]

মুকতাদিদের সানার বিরতিতে সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করা উচিত। এটা যদি ইমামের জন্য হয় সানার জন্য বিরতি, তাহলে মুকতাদিদের জন্য তা ফাতিহা।

৪৫৮. তাখরীজ: ((সহীহ)) দেখুন: হাদীস ২৮১।

৪৫৯. তাখরীজ: ((সহীহ)) দেখুন: হাদীস ২৩৭।

এ হাদীসটি সনদ সহীহ। আধুনিক শতাব্দির কিছু লোক কোনো সনদ ছাড়াই এ হাদীসকে "শায" ঘোষণা করেছেন, যা সঠিক নয়, এমনকি তাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের তাহকীক অনুসারেও নয়।

٢٨٤) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ " : إِذَا أَدْرَكْتَ الْقَوْمَ رُكُوعًا لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ"

২৮৪. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+মা'কিল বিন মালিক+আবূ আওয়ানাহ ওয়াদাহ বিন আবদুল্লাহ+মুহাম্মাদ বিন ইসহাক+আবদুর রহমান বিন হুরমুয আল-আ'রায+আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

তুমি যখন রুকূ'তে গিয়ে লোকদের সঙ্গে সালাত ধরবে, তখন ঐ রাকা'আত গণনা করবে না।[৪৬০]

পর্যালোচনা:

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক এ হাদীসের শোনার ব্যাপারে দৃঢ়তা প্রকাশ করেছেন। দেখুন: হাদীস ১৩২।

৪৬০. তাখরীজ: ((সহীহ))
দেখুন: হাদীস ১৩১।

অধ্যায়: যোহর ও আসরের সালাতে পুরো চার রাক'আতে তিলাওয়াত

٢٨٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : قَالَ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّهُ ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ : " مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلا وَرَاءَ الإِمَامِ"

২৮৫. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+ইসমাঈল বিন আবূ ইয়াস+মালিক বিন আনাস+আবূ নুয়াইম ওয়াহাব বিন কায়সান+জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত:

যে ব্যক্তি এক রাকা'আত সালাত আদায় করল, কিন্তু তাতে ফাতিহা তিলাওয়াত করল না, সে সালাত আদায় করেনি, তবে ইমামের পিছনে সালাত আদায় এর ব্যতিক্রম। [৪৬১]

٢٨٦) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ : " كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْعَصْرِ مِثْلَ ذَلِكَ"

২৮৬. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+আবূ আসিম দাহ্হাক বিন মাখলাদ আল নাবীল+আবদুর রহমান বিন আমর আল-আওযায়ী+ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর+আবদুল্লাহ বিন আবূ কাতাদাহ+তার পিতা আবূ কাতাদাহ আল আনসারি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যোহর ও আসরের প্রথম দু' রাক'আতে সূরাহ

---

৪৬১. তাখরীজ: ((সহীহ))

এ হাদীসটি মুয়াত্তা ইমাম মালিকে (৮৪/১ হাদীস ১৮৪) বর্ণনা করা হয়েছে এবং ইমাম তিরমিযী এটি ইমাম মালিকের [৩১৩] সনদে বর্ণনা করেছেন, এবং তিনি বলেন: "এটি হাসান সহীহ।" বিস্তারিত এর আগে আলোচনা করা হয়েছে। আরো জানতে, দেখুন: হাদীস ২৮৭।

ফাতিহা ও এর সঙ্গে অন্য আরেকটি সূরাহ্ তিলাওয়াত করতেন।[৪৬২]

٢٨٧) حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، يَقُولُ " : يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لا تُجْزِي صَلاةٌ إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ"

২৮৭. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+আবূ নুয়াইম আল ফদল বিন দুকাইন+মিসআ'র বিন কাদাম+ইয়াযিদ আল ফাকির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি জাবির বিন আবদুল্লাহকে (রাঃ) বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: প্রথম দু' রাক'আতে সূরাহ ফাতিহা ও সঙ্গে অন্য আরেকটি সূরাহ এবং শেষ দু' রাক'আতে শুধু সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করতে হবে। এবং আমরা প্রায়ই (একে অপরকে) বলতাম যে, সূরাহ ফাতিহা ব্যতীত কোনো সালাত নেই।[৪৬৩]

পর্যালোচনা:

"ফামা যাদা" এবং "ফাসা'ইদান" এর একই বিধান। দেখুন: হাদীস নং-৪।

٢٨٨) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ " ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ،

---

৪৬২. তাখরীজ: ((সহীহ)) দেখুন: হাদীস: ২৩৮, ইমাম নাসাঈ [১৬৪/২ হাদীস ৯৭৬] হাদীসটি ইমাম আওযায়ীর সনদে বর্ণনা করেছেন।

তাখরীজ: ((সহীহ)) দেখুন: হাদীস: ২৩৮, ইমাম নাসাঈ [১৬৪/২ হাদীস ৯৭৬] হাদীসটি ইমাম আওযায়ীর সনদে বর্ণনা করেছেন।

৪৬৩. তাখরীজ: ((সহীহ))

ইবনে আবূ শায়বাহ [৩৮১/১ হাদীস ৩৭২৭] হাদীসটি মিসআ'র থেকে শেষের দিকে "এভাবে যে এর বেশি করে" এ সংযোজনসহ বর্ণনা করেন। সুনানে ইবনে মাজায় [৮৪৩] এ হাদীসটি শু'বাহ, মিসআ'র বিন কাদাম থেকে বর্ণনা করা হয়েছে।

وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مَا لا يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ، وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ"

২৮৮. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+মুসা বিন ইসমাঈল+হাম্মাম বিন ইয়াহইয়া+ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর+আবদুল্লাহ বিন আবূ কাতাদাহ+তার পিতা আবূ কাতাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যোহরের প্রথম দু' রাক'আতে সূরাহ ফাতিহা এবং দুটি সূরাহ তিলাওয়াত করতেন, এবং শেষের দু' রাক'আতে শুধু সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করতেন, এবং মাঝে মাঝে তিনি এক আয়াতও তিলাওয়াত করতেন। তিনি প্রথম রাকা'আত দীর্ঘায়িত করতেন, আবার দ্বিতীয় রাকা'আত তিনি দীর্ঘায়িত করতেন না; এবং একইভাবে তিনি আসরের সালাতও আদায় করতেন, এবং তিনি একইভাবে ফযরের সালাতও আদায় করতেন।[৪৬৪]

٢٨٩) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ " ﷺقَرَأَ فِي الظُّهْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ"

২৮৯. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+ইবরাহীম বিন মুসা+আব্বাদ বিন আল-আওয়াম+সুফিয়ান বিন হুসাইন+আবূ উবায়েদ আল-মাযহাজি হাজিব সুলাইমান+আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যোহরে সালাতে " সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" তিলাওয়াত করেছেন।[৪৬৫]

পর্যালোচনা:

মূল জুযউল ক্বিরাআতে সুফিয়ান বিন হুসাইনের স্থলে সাঈদ বিন যুবায়েরকে উল্লেখ করা হয়েছে, ওয়াল্লাহু আ'লাম।

٢٩٠) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُكَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى

---

৪৬৪. তাখরীজ: ((সহীহ))দেখুন: হাদীস ২৩৯।
৪৬৫. তাখরীজ: ((সহীহ))দেখুন: হাদীস ২৯১।

الأَحْمَرِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ : أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ مِقْدَارِ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَ نَضْرَ بْنَ أَنَسٍ أَوْ أَحَدَ بَنِيهِ يُصَلِّي بِنَا الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَقَرَأَ : وَالْمُرْسَلاتِ وَ: عَمَّ يَتَسَاءلُونَ"

২৯০. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহীম আল বাজ্জার+আফফান বিন মুসলিম+সুক্কান বিন আবদুল আজিজ+আল-মুসান্না বিন দীনার আল আহমার+আবদুল আজিজ বিন কায়েস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আমরা আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর কাছে এসে তার কাছে সালাতে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিলাওয়াত কী পরিমাণ দীর্ঘায়িত করতেন সে ব্যাপারে জানতে চাইলাম, তিনি নযর বিন আনাস অথবা তার ছেলেদের মধ্য থেকে অন্য কাউকে নির্দেশ দিলেন। পরে তিনি আমাদের যোহর ও আসরের সালাতে ইমামতি করলেন, এবং "ওয়াল মুরসালাত" (সূরাহ: ৭৭) এবং "আম্মা ইয়াতাসাআ'লুন (সূরাহ: ৭৮)" দুটি সূরাহ তিলাওয়াত করলেন। [৪৬৬]

পর্যালোচনা:

১. এ সনদটি জায়ীফ। মুসান্না বিন দীনার আল-আহমার হলেন লাইয়িনুল হাদীস (জায়ীফ)[৪৬৭]। আবদুল আজিজ বিন কায়েস আল-আবদুল বাসরি মাজহুলুল হাল, এবং শুধু ইবনে হিব্বান তাকে সিকাহ ঘোষণা করেছেন। [৪৬৮]

২. ইমাম বুখারী এ হাদীসটি সহীহ হাদীস অনুসারে বর্ণনা করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে, সালাতে তিলাওয়াত করা হয়েছে। যারা বলেন যে, সালাত শুধু কিয়াম দিয়েই এবং তিলাওয়াত ছাড়াই বৈধ তাদের জন্য পাল্টা যুক্তি এ হাদীস।

٢٩١) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ " قَرَأَ فِي الظُّهْرِ بِـ : سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى"

---

৪৬৬. তাখরীজ: ((দ্বঈফ))

৪৬৭. তাকারীব আত-তাহযীব: ৬৪৬৮]

৪৬৮. দেখুন: তাহাযীব আল কামাল (৫২৩/১, এবং আবূ হাতিম বলেন: মাজহুল)

২৯১. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+সাঈদ বিন সুলাইমান+আব্বাদ বিন আল-আওয়াম +সুফিয়ান বিন হুসাইন+আবূ উবায়েদ+আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যোহরের সালাতে " সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা " তিলাওয়াত করেন।[৪৬৯]

পর্যালোচনা:

মুল নুসখায় সুফিয়ান বিন হুসাইন এর স্থলে "সাঈদ বিন যুবায়ের"কে উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদের শায়খ আতাউল্লাহ্ হানীফের (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) নুসখার মাধ্যমে যার সংশোধন করা হয়েছে।

২৯২) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " يَقْرَأُ يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ، وَيُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، فَقَدْ أَعْلَمُ أَنَّهُ لا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ إِلا وَهُوَ يَقْرَأُ"

২৯২. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+আলী বিন আবদুল্লাহ আল মাদানী+আবূ বকর আবদুল কাবীর বিন আবদুল হামীদ আল বসরি আল হানাফি+কাসীর বিন যায়েদ+মুত্তালিব বিন আবদুল্লাহ বিন হানতাব+খারিজাহ বিন যায়েদ+যায়েদ বিন সাবিত (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যোহরে দীর্ঘ তিলাওয়াত করতেন এবং তার ঠোঁট নাড়াতেন, এভাবে আমি নিশ্চিতভাবেই জানতাম যে, তিনি তিলাওয়াতের কারণেই তার ঠোঁট নাড়াচ্ছেন।[৪৭০]

পর্যালোচনা:

মুত্তালিব বিন আবদুল্লাহ আল হানতাব একজন মুদাল্লিস, এবং এ হাদীসটি "আন" যোগে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব এ সনদ জায়ীফ,

---

৪৬৯. তাখরীজ: ((সহীহ))দেখুন: হাদীস ২৮৯।

৪৭০. তাখরীজ: ((হাসান)) আহমদ [১৮২/৫] হাদীসটি কাসীর বিন যায়েদের সনদে বর্ণনা করেছেন।

তবে এ হাদীসের একই অর্থবিশিষ্ট শাওয়াহিদ রয়েছে, যার মাধ্যমে এ হাদীসটি হাসান হয়েছে।

٢٩٣) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ " : حَزَرْنَا قِيَامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلاثِينَ آيَةً، وَقِيَامَهُ فِي الأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ عَلَى قَدْرِ الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَالأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ. "

২৯৩. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+মুসাদ্দাদ বিন মুসারহাদ+হুশায়েম বিন বুশায়ের+মানসুর বিন যাদান+আবূ আস-সিদ্দিক আন নাজি (আবূ বকর বিন আমর), আবূ সাঈদ আল খুদরী (সা'দ বিন মালিক) (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা অনুমান করতাম যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যোহর ও আসরের সালাতে কতক্ষণ কিয়াম করেন, এবং আমরা পর্যবেক্ষণ করে দেখলাম, যোহরের সালাতের প্রথম দু' রাক'আতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সময় ধরে কিয়াম করতেন, তা ত্রিশটি আয়াত তিলাওয়াত করতে যে সময় লাগে তার সমান, এবং তিনি শেষের দু' রাক'আতে এর অর্ধেক পরিমাণ সময় কিয়াম করতেন; একইভাবে আমরা দেখলাম, তিনি আসরের সালাতে যুহরের শেষের দু' রাক'আতের সমপরিমাণ সময় ধরে কিয়াম করলেন; এবং আসরের শেষের দু' রাক'আতে প্রথম দু' রাক'আতের অর্ধেক সময় ধরে কিয়াম করলেন।[৪৭১]

পর্যালোচনাঃ

ওয়ালীদ বিন মুসলিম আল হাজেমি ও মানসুর এবং আবূ আস-

---

৪৭১. তাখরীজঃ ((সহীহ))

ইমাম মুসলিম [৩৭/২ হাদীস ৪৫২/১৫৬] হাদীসটি হুশায়েম, মানসুর, ওয়ালীদ বিন মুসলিম আবূ বাশার আল হাজিমি, আবূ আস-সিদ্দিক+আবু সাঈদ আল খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবূ আওয়ানাহ হুশায়েমের মুতাবিয়া করেছেন। [একই সূত্রঃ হাদীস ৪৫২/১৫৭]

সিদ্দিকের যোগসূত্র জুযউল ক্বিরাআতে বাদ দেয়া হয়েছে।

٢٩٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ , أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، يَقُولُ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " أَفِي كُلِّ صَلاةٍ قِرَاءَةٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ"

২৯৪. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+আলী বিন আবদুল্লাহ আল মাদানী+যায়েদ বিন হুবাব+মু'আবিয়াহ বিন সালিহ+আবুয যাহিরিয়াহ+কাসীর বিন মুররাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আবূদ দারদাকে (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলতে শুনেছি: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে জানতে চাওয়া হলো: প্রতি সালাতেই কি তিলাওয়াত করতে হবে? তিনি বললেন: "হ্যা"।[৪৭২]

٢٩٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي , قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَارَةُ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَأَلْنَا خَبَّابًا أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ "، قُلْنَا : بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ؟ قَالَ : " بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ"

২৯৫. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+'উমার বিন হাফস+তার পিতা হাফস বিন গিয়াস+সুলাইমান বিন মেহরান আল-আ'মাশ+আম্মারাহ বিন উমায়ের+আবূ মা'মার আবদুল্লাহ বিন সাখবারাহ আল আযদি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আমরা খাব্বাব বিন আল-আরত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর কাছে জানতে চাইলাম: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি যোহর ও আসরের সালাতে তিলাওয়াত করতেন? তিনি বললেন: "হ্যা" আমরা বললাম: "আপনি এ সম্পর্কে কিভাবে জানলেন?" তিনি বললেন: "তাঁর দাড়ির নড়াচড়া দেখে"।[৪৭৩]

---

৪৭২. তাখরীজ: ((সহীহ))

এ হাদীসটি পিছনে তিনবার আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন: হাদীস ১৬, ১৭, ৮৩।

৪৭৩. তাখরীজ: ((সহীহ)) এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে [১৯২/১ হাদীস ৭৬০] একই

٢٩٦) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَنَحْوِهِمَا مِنَ السُّوَرِ"

২৯৬. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+হাম্মাদ বিন সালামাহ+সিমাক বিন হারব+জাবির বিন সামুরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যোহর ও আসরের সালাতে "শপথ বেহেশত এবং ভোরের নক্ষত্রের (সূরাহ ৮৬) এবং "শপথ বেহেশত, গ্রহ নক্ষত্র-শোভিত আকাশের (সূরাহ ৮৫)" এবং একইধরনের সূরাহ সমান দৈর্ঘ্যে তিলাওয়াত করতেন। [৪৭৪]

٢٩٧) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَال : حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " يَقْرَأُ يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَيُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَقَدْ أَعْلَمُ أَنَّهُ لا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ إِلا وَهُوَ يَقْرَأُ"

২৯৭. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+আলী বিন আবদুল্লাহ আল মাদানী+আবূ বকর আল-হানাফী (আবদুল কাবীর বিন আবদুল মাজীদ)+কাসীর বিন যায়েদ আল আসলামি আল মাদানি+মুত্তালিব বিন আবদুল্লাহ আল হানতাব+খারিজাহ বিন যায়েদ বিন সাবিত+যায়েদ বিন সাবিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যোহর ও আসরের সালাতে দীর্ঘ তিলাওয়াত করতেন এবং এ সময় তার ঠোঁট নাড়াতেন, এভাবেই আমি নিশ্চিতভাবে

সনদ ও মতনে বর্ণনা করা হয়েছে।

৪৭৪. তাখরীজ: ((সহীহ))

আবু দাউদ [৮০৫], তিরিমিযী [৩০৭], নাসাঈ [১৬৬/২ হাদীস ৯৮০], দারিমি [১২৯৪], এবং আহমদ [১০৩, ১০৬, ১০৮] হাদীসটি হাম্মাদ বিন সালামাহ'র সনদে বর্ণনা করেছেন। এ সনদটি সহীহ। সিমাক বিন হারব হাদীসটি তার ইখতিলাতের আগেই বর্ণনা করেছেন।

টের পেতাম যে, তিনি তিলাওয়াত ব্যতীত অন্য কোনো কারণে তার ঠোঁট নাড়াচ্ছেন না।[৪৭৫]

٢٩٨) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ ، عَنْ بِلالِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ " :صَلَّى بِنَا الظُّهْرَ فَقَرَأَ بِالنَّجْمِ، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ , ثُمَّ قَالَ : مَا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ صَلاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَشْهَدُ أَنَّ هَذَا كَذَّابٌ ثَلاثَ مَرَّاتٍ يَعْنِي الْمُخْتَارَ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ بِثَلاثَةِ أَيَّامٍ

২৯৮. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+আলী বিন হাশিম (উবায়দুল্লাহ বিন তাবারাক)+আইয়ুব বিন জাবির বিন ইয়াসার+বিলাল বিন আল মুনযির আল হানাফী আল-কুফি+আদী বিন হাতিম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি আমাদের যোহরের সালাতে ইমামতি করছিলেন, তিনি সূরাহ নাজম এবং "ওয়াস সামা ওয়াত্ তারিক" (দুটি সূরাহ) তিলাওয়াত করেন, সালাত শেষে তিনি বললেন: আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সালাতের মত ইমামতি করেছি। (রাসূল যেভাবে সালাত আদায় করতেন সেভাবে) আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, এর মানে হলো মুখতার বিন আবূ উবায়েদ হলেন কায্যাব (মিথ্যাবাদী)। তিনি এ কথা তিনবার বলেন, এর তিনদিন পর তিনি (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইন্তেকাল করেন।[৪৭৬]

---

৪৭৫. তাখরীজ: ((হাসান)) দেখুন: হাদীস ২৯২।

৪৭৬. তাখরীজ: ((জায়ীফ))

আইয়ুব বিন জাবির বিন ইয়াসার জায়ীফ বর্ণনাকারী। [তাকরীব আত-তাহযীব: ৬০৭] এবং বিলাল বিন আল-মুনযির হলেন মাজহুল উল-হাল, ইবনে হাজার তার আত-তাকরীবে বলেন: "তিনি মাজহুল"। [৭৮৪]। ইসহাক বিন ইদরিস আল-আসওয়ারি, আইয়ুব বিন জাবির, সাদাকাহ বিন সাঈদ, বিলাল বিন আল মুনযির, আদী বিন হাতিম থেকে এ হাদীসের একটি বাতিল সনদ আল তাবারানির মু'জাম আল কাবীরে বর্ণিত হয়েছে [১০১, ১০২/১৭ হাদীস ২৪১]। এ ইসহাক হলেন কায্যাব (মিথ্যাবাদী) মাতরুক (বাতিল)। [দেখুন: লিসান আল-মীযান: ৩৫২/১]।

٢٩٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، يَبْلُغُ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ " : لا صَلاةَ لِمَنْ لا يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ"

২৯৯. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+কুতাইবাহ বিন সাঈদ+সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ+ইবনে শিহাব আয-যুহরি+মাহমুদ বিন আর-রাবি' (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)+উবাদাহ বিন আস-সামিত (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যে ব্যক্তি সালাতে সূরাহ ফাতিহা তিলাওয়াত করে না, তার জন্য কোনো সালাত নেই। [৪৭৭]

٣٠٠. حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونَ بَيَّاعِ الأَنْمَاطِ , عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُنَادِيَ " : لا صَلاةَ إِلا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ"

৩০০. মাহমুদ বিন ইসহাক+বুখারী+কুতাইবাহ+সুফিয়ান আস-সাওরি+জা'ফার বিন মাইমুন (আবূ আলী) বায়া আনমাত+আবূ উসমান আবদুর রহমান বিন মিলা আল নাহদি+আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে এ ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দিলেন যে, সূরাহ ফাতিহা এবং যে এর বেশি তিলাওয়াত করে, তা ব্যতীত কোনো সালাত নেই। [৪৭৮]

পর্যালোচনা:

আহমদ ও আবূ দাউদের পাশাপাশি দারাকুতনি [৩২১/১ হাদীস ১২১১], উকাইলি [আদ-দুয়াফা: ১৯০/১], ইবনে জারুদ [আল-মুনতাকা:

---

৪৭৭. তাখরীজ: ((সহীহ))

এ হাদীসটি এ বইয়ের শুরুর দিকে উল্লেখ করা হয়েছে। দেখুন: হাদীস নং-২।

৪৭৮. তাখরীজ: ((সহীহ))

এ হাদীসটি বইয়ের শুরুতে বর্ণনা করা হয়েছে। দেখুন: হাদীস ৭।

মূল নুসখায় "কাবীশের স্থলে "কুতায়বাহ" উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ ভালো জানেন।

হাদীস ১৮৬], ইবনে হিব্বান [মাওয়ারিদ আয-যামান: হাদীস: ৪৫৩] হাদীসটি জা'ফর বিন মাইমুনের সনদে বর্ণনা করেছেন। জা'ফর বিন মাইমুন দ্বঈফ বর্ণনাকারী, যা হাদীস নং-৭ এর অধীনে আলোচনা করা হয়েছে। এ হাদীসের সমালোচনা করতে গিয়ে ইবনে আল তারকামানি আল হানাফী বলেন: "জা'ফরের দুর্বলতার পাশাপাশি, তার কাছ থেকে প্রচুর ইখতিলাতও বর্ণিত হয়েছে, যা অর্থ পরিবর্তন করে দিয়েছে।" (ইবনে আল-তারকামানির মতে এ হাদীসটি মুযতারিব)[৪৭৯]

---

৪৭৯. [জোহার আল-নাকি: ৩৭৫/২]।